শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত
এবং
স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত

উদ্বোধন কার্যালয়

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় এই গীতা প্রকাশিত হইল। ইহাতে গীতার মূল শ্লোক, অন্বয়মুখে প্রত্যেক সংস্কৃত শব্দের বাঙ্‌লা অর্থ, প্রাঞ্জল অনুবাদ, দুর্বোধ্য অংশের পাদটীকা, সানুবাদ গীতামাহাত্ম্য ও গীতাধ্যান, গীতাপাঠবিধি, শ্লোকসূচী এবং বিষয়সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। এই গীতাখানিকে কেবলমাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকপাঠিকাদের নিত্যপাঠোপযোগী করা হয় নাই; সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণও যাহাতে অনায়াসে গীতার অর্থবোধ করিতে পারেন, ইহাকে তদুপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করা হইয়াছে।

গীতার যে সকল ভাষ্য, টীকা ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষ্যই প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থে অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ আচার্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী করা হইয়াছে। যে সকল স্থানে অন্যান্য আচার্যের ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি। মূল সংস্কৃত বুঝিবার পক্ষে অন্বয় ও অন্বয়ার্থ বিশেষ সহায়ক হইবে। গীতার বহু শ্লোকের মধ্যে পরস্পর অর্থ-সাদৃশ্য বিদ্যমান; ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য সমভাবাত্মক শ্লোকগুলির সংখ্যা যথাস্থানে উদ্ধৃত

হইয়াছে। এই সাদৃশ্যের প্রতি পাঠকপাঠিকার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহাদ্বারা গীতার অর্থ সুস্পষ্ট হইবে, আশা করা যায়।

মূলের উহ্য অংশগুলি অন্বয়ের মধ্যে তৃতীয় [ ] বন্ধনীতে অধিকাংশ স্থলে বাঙ্‌লায় ও কোন কোন স্থলে সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য অন্বয়ের কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দের বিভক্তির অর্থ পরিবর্তন করিয়া প্রথম ( ) বন্ধনীস্থিত বাঙ্‌লা অন্বয়ার্থগুলি এমনভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে, ঐগুলি যথাক্রমে পড়িলে একটী পূর্ণ বাক্যে পরিণত হইবে। অন্বয়ার্থ যথাসম্ভব আক্ষরিক ও অনুবাদ কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যামূলক। দুরূহ অংশের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। পাদটীকার অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাদের জন্য। যাঁহারা মূল ও অন্বয় পড়িবেন না, তাঁহারা শুধু বঙ্গানুবাদ পড়িলেই গীতার অর্থ অবগত হইতে পারিবেন।

পূজ্যপাদ স্বামী জগদানন্দজী মহারাজ এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সংশোধন ও সম্পাদন করিয়াছেন। এই গীতায় যাহা কিছু উৎকর্ষ, তাহা তাঁহার দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় — জগদীশ্বরানন্দ

মহালয়া, ১৩৪৬

দ্বিতীয় সংস্করণের

নিবেদন

এই সংস্করণে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত উত্তমরূপে সংশোধন করা হইয়াছে। কয়েকটী স্থানে পাদটীকাদির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছি। দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত পুস্তকে রেফযুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব-ব্যবহার সাধারণতঃ দেখা যায় না। সংস্কৃত ভাষার এই প্রসিদ্ধ প্রথানুসারে এই সংস্করণে র্ম্ম, র্য্য, র্ত্ত, র্ব্ব প্রভৃতিস্থলে র্ম, র্য, র্ত, র্ব ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছি। অবশ্য ইহা ব্যাকরণানুমোদিত। নব-বানান-পদ্ধতিমতে বাঙ্‌লা ভাষায়ও এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। বাঙ্‌লা ভাষায় প বর্গীয় পেটকাটা ব এবং (য র ল) ব একরূপেই লিখিত ও উচ্চারিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী এইপ্রকার উচ্চারণ অশুদ্ধ; কারণ, প বর্গীয় ব'এর উচ্চারণ ব এবং অন্ত্য ব এর উচ্চারণ উঅ হয়। মারাঠী, হিন্দি ও গুজরাতী প্রভৃতি ভাষায় দুইটী ব পৃথগ্‌-ভাবে সংস্কৃতমতেই উচ্চারিত হয়। সেই হেতু বর্তমান সংস্করণের সংস্কৃতাংশে যতদূর সম্ভব উক্ত প্রকারের ব পৃথগ্‌ভাবে লিখিত হইয়াছে। বাংলায় উক্ত দুই প্রকার ব' এর শুদ্ধ উচ্চারণ প্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখন

এই সংস্করণটী পূর্ব সংস্করণের স্থায় পাঠকপাঠিকাগণ কর্তৃক সমাদৃত হইলেই চরিতার্থ হইব। এই পুস্তকপাঠে পাঠক-পাঠিকাগণের হৃদয়ে গীতাতত্ত্ব পরিস্ফুট ও উপলব্ধ হউক—শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, রাজকোট জগদীশ্বরানন্দ

মহালয়া, ১৩৫০

তৃতীয় সংস্করণের

নিবেদন

অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে সমগ্র গীতাখানি পুনরায় সংশোধিত হইয়াছে। অনেকের অনুরোধে একটি সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট এইবারে সংযোজিত করিয়াছি ; এবং আর্ষপ্রয়োগগুলি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই গীতা-ব্যাখ্যাকে এমনভাবে শঙ্করভাষ্যানুগত করা হইয়াছে যে, ইহাকে শঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকারূপে পড়া যাইতে পারে। এই সংস্করণটী পূর্ব সংস্করণদ্বয়ের স্থায় পাঠকপাঠিকাগণের প্রিয় হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় জগদীশ্বরানন্দ

আষাঢ়, ১৩৫৩

শ্রীকৃষ্ণ ও গীতাতত্ত্ব

(স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ)

সূচিপত্র

1) গীতার প্রাসঙ্গিকতা

2) শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা

3) ভাগবত ধর্ম

4) গীতাতত্ত্ব

4.1) সমন্বয়

4.2) নূতন চিন্তাধারা

4.2.1) নিষ্কাম কর্মযোগ

4.2.2) ভক্তি

4.2.3) প্রপত্তি

4.2.4) অবতারতত্ত্ব

1) গীতার প্রাসঙ্গিকতা (Perspective)

গীতার পটভূমিকা হিসাবে বৈদিক ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ এবং সেই শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের স্থান না জানলে গীতা সম্যক্‌রূপে বোঝা যায় না। আপনারা সকলে ধর্মপরায়ণ। আপনাদের যে ধর্ম তা হচ্ছে হিন্দুধর্ম - স্বামীজীর কথায় বৈদিক বা বৈদান্তিক ধর্ম। তার ভেতরে কি রয়েছে তা জানা আপনাদের অবশ্য কর্তব্য। একজন মুসলমানকে যদি

জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁর ধর্ম কি, তিনি বলবেন, 'আমি মুসলমান' এবং হয় তো কোরান থেকে কিছু উদ্ধৃতিও দেবেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ঐ প্রশ্ন করা হলে অনেকেই পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারবেন না। কেউ কেউ কিছু পুরাণকাহিনী, কিছু রামায়ণ-মহাভারতের কথা, অথবা গীতার অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে কিছু হয়তো বলতে পারবেন। আমরা হিন্দু। আমাদের নিজেদের ধর্মের ওপর ততটা টান নেই, যতটা আছে খৃষ্টান বা মুসলমানদের তাদের নিজেদের ধর্মের ওপর। স্বামীজী একবার কাশ্মীরে গিয়ে একজন দরিদ্রা মুসলমান বৃদ্ধা রমণীকে প্রশ্ন করেছিলেন - 'মা তোমার ধর্ম কি?' তাতে সে রমণীটি বলেছিলেন, 'খুদা কী মেহরবানীসে মৈ তো মুসলমানী হূ।' - 'ভগবানের দয়ায় আমি মুসলমানী।' আমরা কিন্তু ঠিক এইভাবে অনুভব করি না যে, ভগবানের অপার করুণায় আমরা হিন্দু। এই হিন্দুধর্মের ভেতর ধর্মের যা কিছু উৎকৃষ্ট ভাব সবই নিহিত রয়েছে, এ কথা আমরা অনুভব করি না। আচারগতভাবে আমরা হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করেছি এবং আমাদের অধিকাংশ ধর্মীয় অনুষ্ঠানই হচ্ছে আচারগত। সেইটাকেই আমরা হিন্দুধর্ম বলে মনে করেছি। কিন্তু বৈদিক যে ধর্ম সেটাকে আমরা বুঝতে পারি না। সেটা বোঝা কঠিনও। কেন না বেদের ভাষা প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা থেকে পৃথক এবং সেটা বোঝা সহজ নয়।

সেজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বেদান্তের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, যাতে আমরা আমাদের বৈদিক ধর্মের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা লাভ করতে পারি। তাই গীতা হচ্ছে হিন্দুর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। তবে গীতা পাঠ করলেই গীতার অর্থবোধ হয় না। ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন, এটি 'দুর্বিজ্ঞেয়ার্থ' - এই শাস্ত্রের অর্থ বোঝা অত্যন্ত কঠিন। গীতাশাস্ত্র শুনতে হয় উত্তম শিক্ষকের কাছে, জানতে হয় তার তত্ত্ব কি। তবেই গীতার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। গীতার যে শ্লোকগুলি আছে সেগুলি কেবল-মাত্র পাঠ করে আমাদের পিপাসা নিবারিত হতে পারে না। অর্থ-নির্ণয় ব্যতিরেকে গীতাপাঠ সম্পূর্ণ সার্থক হয় না।

2) শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা (Historicity of Sri Krishna)

গীতাশাস্ত্রের উদ্গাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা পুরাণাদি গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে কিন্তু পুরাণাদি গ্রন্থের কিয়দংশ অর্বাচীন তা থেকে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক কাহিনী জানতে পারি বটে, কিন্তু তাঁর যে ঐতিহাসিক রূপ সেটা জানতে পারি না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে 'গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ'; তিনি হচ্ছেন কপট মনুষ্য; তিনি ভগবান, কিন্তু তিনি মনুষ্যরূপ ধারণ করে আমাদের ভিতর অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তিনি গূঢ়, লোককে জানতে দেন না তাঁর স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের ভেতর অনেক অবতারের কথা

বলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্য সমস্ত অবতার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ।' অর্থাৎ এঁরা পরমপুরুষের অংশ বা কলা। আর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' অর্থাৎ, কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এই কৃষ্ণ কে ছিলেন? কোন্ গ্রন্থের ভিতর আমরা কৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে পারি? কৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন কিনা? কৃষ্ণ কবিদের মানসসৃষ্টি কিনা? এ সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন আছে।

সেইজন্যই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যে, শ্রীকৃষ্ণ বলে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা। ঋগ্বেদের ভিতর একজন কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তিনি একটি গোষ্ঠির অধিপতি ছিলেন কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ঋগ্বেদে আর বিশেষ কিছু উল্লিখিত হয়নি। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছেন, সেটি হচ্ছে উপনিষদের যুগ। ছান্দোগ্য উপনিষদে একজন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে। তিনি দেবকীপুত্র। ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। তিনি ঘোর আঙ্গিরসের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষার মধ্যে যেটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে সেটি হচ্ছে ব্রহ্মতত্ত্বের শিক্ষা। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শিখিয়েছিলেন মৃত্যুর সময়ে কিভাবে ভগবানের শরণ নিতে হয়। তিনি 'অক্ষিত', অচ্যুত - তাঁর কোন ক্ষরণ নেই, তাঁর কোন চ্যুতি নেই, তিনি হচ্ছেন পরমব্রহ্ম, পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্বের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে। সেই তত্ত্ব আমরা গীতাগ্রন্থেও পাই;

অর্থাৎ সেখানে সংক্ষিপ্তভাবে যা বলা হয়েছে গীতায় তা আমরা বিশদভাবে পাই। সেইজন্য পাশ্চাত্য এবং আমাদের দেশের যে সকল পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে, গীতাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন না, গীতা অজ্ঞাত কোন ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ, তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এই দিকটি ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখেননি।

তারপর আমরা ইতিহাসের একটি উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি, সেটি চন্দ্রগুপ্তের সময়ে - খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। মেগাস্থিনিস যখন চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় এসেছিলেন, সে সময় সেখানে তিনি বলছেন যে, যারা সৌরসেন নয় তাদের মধ্যে হেরাক্লিসের উপাসনা প্রচলিত আছে তিনি দেখেছেন। কোন্ খানে? না, তিনি বলছেন ক্লীসোবোরা ও মেথোরাতে। এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ক্লীসোবোরা এবং মেথোরায়।
ক্লীসোবোরা হয়তো কৃষ্ণপুর অর্থাৎ বৃন্দাবন আর মেথোরা হচ্ছে মথুরা। এই কৃষ্ণপুর ও মথুরাতে তাঁর উপাসনা হত। শৌরসেনয় অর্থাৎ শূরসেনের বংশের লোকদের মধ্যে এই উপাসনা প্রচলিত ছিল। এ থেকে মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ তখন একটি গোষ্ঠির লোকের কাছে ভগবানরূপে প্রতিভাত ছিলেন।

তার পরের দিকে যদি আমরা চলে আসি তাহলে দেখব, এই উপাসনা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছে। পণ্ডিতেরা

অনুসন্ধান করে বলেছেন যে, একটি ধর্ম উদ্ভূত হয়েছিল, যার নাম ভাগবত ধর্ম। সেই ভাগবত ধর্মের উদ্ভবকালকে বলা হয়েছে অষ্টম শতক। আমাদের কিন্তু বিচার করে মনে হয় যে, এই ভাগবত ধর্মের উদ্ভব মহাভারতের সমসাময়িক। জনৈক ইতিহাসবিদের মতে মহাভারতের উদ্ভবকাল খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে। মোটামুটিভাবে আড়াই হাজার বা তিন হাজার বৎসর পূর্বের বলে এটিকে আমরা গ্রহণ করেছি। কেননা স্বামী বিবেকানন্দের লেখার ভেতর দেখতে পাচ্ছি, মহাভারতের যে যুদ্ধ, সেটি সংঘটিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। তাহলে সে সময়টি খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর বলেই ধরতে হয়, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল, মহাভারত লিখিত হয়েছিল, বা মহাভারতের যে কাহিনী তার সারাংশ প্রচলিত ছিল এবং একটা বিরাট যুদ্ধ, যে যুদ্ধে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজন্যবর্গ যোগদান করেছিলেন, সেই বিরাট যুদ্ধে ভারতবর্ষের একটা সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বের মানুষ বলেই গ্রহণ করি এবং সেই সময়ই গীতা কথিত হয়েছিল বলে মনে হয়। গীতার ধর্মে একটা নতুন কিছু রয়েছে যার জন্য তাকে সমস্ত বৈদিক ধর্মের সারসংগ্রহ বলা যেতে পারে। আর গীতার সমকালেই অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসরে ভাগবত ধর্মও প্রচলিত ছিল। ভাগবত ধর্ম হয়তো একটা সীমিত জায়গায়

আবদ্ধ ছিল - মেগাস্থিনিসের সময় পর্যন্ত যেটা মথুরা, কৃষ্ণপুর বা বৃন্দাবন ও সন্নিহিত অন্যান্য অংশে একটা গোষ্ঠির ভিতরেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রমে এই ভাগবত ধর্ম ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করতে আরম্ভ করলো। আমরা যখন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এসে পৌছই, তখন দেখি মধ্যভারতে বেসনগর বলে একটা জায়গা আছে, যার প্রাচীন নাম ছিল বিদিশা। এই বিদিশাতে একটি গরুড়ধ্বজ ছিল, যেটি এখনও আছে। এই গরুড়ধ্বজ সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের সামনে থাকে। যে গরুড়ধ্বজটি সেখানে রয়েছে তার ওপরে লেখা আছে 'দেব-দেবস্য বাসুদেবস্য' - দেবদেব যে বাসুদেব, সেই বাসুদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এটি নির্মিত হল। কার দ্বারা এটি নির্মিত হল? 'Holiodorus the Bhagavata' এর দ্বারা - হেলিওডোরাস যে ভাগবত ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী তার দ্বারা। ইনি একজন গ্রীক।

কাজেকাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতের বাইরেরও যে সব জাতি ভারতের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের মধ্যেও এই ভাগবত ধর্ম প্রচলিত ছিল। এই ভাগবত ধর্মের প্রচার শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন। তিনি ধর্মস্থাপনের জন্য এসেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা দুরাচার রাজন্যবর্গকে বিনাশ করা হয়েছিল। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এইজন্যই - যা গীতাতে তিনি স্বয়ং বলেছেন। এই আবির্ভাবের মাধ্যমে অপূর্ব গীতাশাস্ত্র তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে

একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই, যদিও তাঁর সময় নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। পণ্ডিতরা এ বিষয়ে নানান মত পোষণ করলেও আমাদের ধারণা - যা আগেই বলেছি - তিনি খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসরে বর্তমান ছিলেন এবং তখনই তিনি এই মহাগ্রন্থ গীতা অর্জ্জুনকে উপদেশ করেছিলেন। সেই গীতাগ্রন্থ তখন থেকে প্রচলিত, আর তাঁর যে উপদেশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ এক সময় তাকে বলা হত ভাগবত ধর্ম।

3) ভাগবত ধর্ম

এই ভাগবত ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলে কেন মনে করা হত না? কেন একে আলাদা একটা মতবাদ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল? তার কারণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সময় বৈদিক ধর্মের যে কর্মকাণ্ড সেটি অনুশীলিত হত এবং বলা হত সেইটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এমন কি আমরা দেখতে পাই, মহারাজ যুধিষ্ঠির বৈদিক রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন। তাঁর বংশের জনমেজয় (অর্জ্জুনের প্রপৌত্র - পরীক্ষিতের পুত্র), তিনিও সর্পসত্র মহাযজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ফলতঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তৎকালীন সমাজে যাগযজ্ঞাদি যথেষ্ঠ প্রচলিত ছিল। গীতায় আমরা দেখি শ্রীকৃষ্ণ এই কামনামূলক বৈদিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেছেন, ঈশ্বরে

ভক্তির কথা বলছেন। এই সব কারণে তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা বলে মনে করা হত।

ধর্মের যে আসল তত্ত্ব সেটা সে সময়ে ছিল গুহাহিত। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' সেটা বাইরে প্রচারিত ছিল না, থাকতো কিছুটা অরণ্যের ভিতরে আরণ্যক হিসাবে। এটা ছিল রহস্যবিদ্যা। সেই রহস্যবিদ্যা প্রকাশিত হত মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে। ভাগবত ধর্মের সাহায্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ধর্মকে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করলেন। তখন বেদপাঠের অধিকার সকলের ছিল না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছাড়া স্ত্রীজাতি ও শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার ছিল না। তাই ঔপনিষদিক ধর্মের অধিকার সর্বসাধারণের ছিল না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম ব্রাহ্মীস্থিতিতে নিয়ে যায়, যে ধর্ম হচ্ছে ঔপনিষদিক, সেই ধর্মকেই বিস্তারিতভাবে সাধারণ্যে প্রচার করলেন। গীতার ভেতর দিয়ে সেটি দেওয়ায় সেটি সর্বসাধারণের কাছে এলো। এইভাবে গীতারূপ ভাগবত ধর্ম সকলের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য, বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের জন্য কৃপা করে ভগবান ছড়িয়ে দিলেন সমগ্র ভারতবর্ষে।

এর পরেও আমরা দেখছি এই ভাগবত ধর্ম অনেকে গ্রহণ করেছে, এমন কি খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতকেও গুপ্তরাজবংশীয় রাজারা নিজেদের সম্বোধন করতেন পরম ভট্টারক, পরম ভাগবত বলে। নিজেদের তারা ভাগবতধর্মী বলে উল্লেখ

করতেন। সুতরাং ধীরে ধীরে বহুকাল ধরে এই ভাগবত ধর্মের প্রসার হয়েছিল - ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা তার উল্লেখ দেখছি। তারপরে পুরাণাদি গ্রন্থের দ্বারা, বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা এই ভাগবত ধর্ম বহুল প্রসারলাভ করেছিল। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা একটা সমাধানে এসে পৌছলুম। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং তিনি যে ভাগবত ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাতেও কোন সংশয় নেই।

4) গীতাতত্ত্ব (Essence)

4.1) সমন্বয় (Synthesis of prevailing ideas)

এখন আমরা একটু আলোচনা করি যে, গীতার ভেতরে কি রয়েছে আর গীতা পাঠ করার মূল উদ্দেশ্য কি? পণ্ডিতেরা, বিশেষ করে শ্রীযুত তিলক প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ এই কথাই বলেছেন যে গীতার প্রধান শিক্ষা হচ্ছে কর্মযোগ। কিন্তু আমরা যদি গীতাকে একটু ভালো করে অনুশীলন করি, তাহলে দেখতে পাব এটি একটি অপূর্ব সমন্বয়-গ্রন্থ্। এর ভেতরে শুধু যে কর্মযোগ বলে একটিই যোগ আছে, তা নয়। গীতাগ্রন্থে তৎকাল পর্যন্ত হিন্দুধর্ম বা বৈদিক ধর্মের যত কিছু চিন্তাধারা ছিল, সেই সমস্ত চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রহণ করে সমন্বিত করা হয়েছে, মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমন্বয়-সাধন আমরা গীতার ভেতরে দেখতে

পাচ্ছি। এই সমন্বয়-সাধনের ভেতরে দেখা যাচ্ছে যে, যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড সে সময় সমাজে প্রচলিত ছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ তার সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন' - 'হে অর্জুন, এই বেদের ভেতর সত্ত্ব রজঃ তমঃ, ত্রিগুণের বিষয় রয়েছে; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, গুণাদির ঊর্ধে চলে যাও।' যজ্ঞাদি করলে কি হয়? না - ত্রিগুণের ভেতরে থাকতে হয়। সেইজন্য তিনি গীতামুখে বেদের কর্মকাণ্ডের কিছু সমালোচনা করলেন।

কিন্তু সেইখানেই থামলেন না, যজ্ঞাদি বিষয়ে সাধারণের যে দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীটাকে পালটে দিলেন। সেটাকে একটা আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বললেন, নানারকম যজ্ঞ আছে : দ্রব্য-, জ্ঞান-, তপো-, স্বাধ্যায়-যজ্ঞ ইত্যাদি। এই সব যজ্ঞ যাঁরা করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যজ্ঞ ভিন্ন কিছু হয় না। যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে শস্য হয়। শস্য থেকেই প্রাণীদের শরীর উৎপন্ন হয়। ভগবান আরও বললেন, যজ্ঞ কর, তবে কেবল নিজের জন্য কোরো না। 'যারা কেবল নিজেদের জন্য পাক করে, তারা পাপান্ন ভোজন করে।' সেজন্য অপরের জন্য পাক করো, অপরের জন্য যজ্ঞ করো, পরের কল্যাণের জন্য সমস্ত কিছু করো। এইভাবে যজ্ঞটাকে একটা উচ্চতর ভূমিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। **যজ্ঞের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের**

ও জ্ঞানকাণ্ডের যে সমন্বয় বা সংহতি সেটা তিনি দেখিয়ে দিলেন গীতার ভেতরে।

তারপর দেখতে পাচ্ছি, এইরকম একটা মতবাদ ছিল যে, সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে সমস্ত কর্ম ছেড়ে না দিলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। অর্জুনকে আমরা তাই বলতে শুনি, 'আমি ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করবো - সন্ন্যাস গ্রহণ করবো, আমি যুদ্ধ করবো না।' তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'না - কর্মের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া কর্ম ছেড়ে কেউ থাকতে পারে না এক মুহূর্তও, শরীর যতক্ষণ আছে কর্মও ততক্ষণ আছে। শারীরিক কর্ম আপাতদৃষ্টিতে না থাকলেও মানসিক কর্ম থাকবেই।' শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন - 'কর্মানুষ্ঠান না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য-অবস্থা লাভ করতে পারে না, আর কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় না।' কর্মের মধ্য দিয়েই - **নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই কর্মবন্ধন মোচন হয়**, চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ চিত্তে আত্মসাক্ষাৎকার হয়। কর্ম মানুষকে করতেই হবে। কর্ম ছাড়া সে থাকতেই পারে না। তাই কর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটাই পালটে দিতে হবে।
ভগবান অর্জুনকে তাই বলছেন - 'শাস্ত্রবিহিত কর্ম তুমি করো।' এইভাবে কর্ম ও কর্মসন্ন্যাস এই দুটোয় তিনি মিলন স্থাপন করলেন।

তারপর তখন সাধনার নানা পন্থা ছিল। কেউ জ্ঞান-সাধনা করতো, কেউ ভক্তি-সাধনা, কেউ যোগ-সাধনা।

আর এই সব পন্থা নিয়ে পরস্পর সংঘাত বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ে দিলেন যে, সব সাধন-পন্থাকে সমন্বিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। **কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ** - এই চারটির প্রত্যেকটি পৃথক্ পথ। কিন্তু **চরমে সব পথই এক তত্ত্বে মিলিত হবে**। কর্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বললেন - 'অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তুমি অনাসক্ত হয়ে সতত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করো।'

জ্ঞানপথের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন - 'সর্বত্র সমবুদ্ধি, সকলেরই কল্যাণে নিরত, যাঁরা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে শব্দাদির অগোচর, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, নির্বিকার, অচল ও শাশ্বত নির্গুণব্রহ্মকে উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।'

এখানে শ্রীভগবান জ্ঞানীর লক্ষ্য নির্গুণব্রহ্ম সম্বন্ধেও বললেন আবার জ্ঞানমার্গের সাধনপদ্ধতিরও উল্লেখ করলেন।

আবার **ভক্তির** প্রসঙ্গে ভগবান অর্জুনকে বললেন - 'হে শত্রুতাপন অর্জুন, অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ করতে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করতে ভক্তেরা সমর্থ হয়।'

ভগবান আরও বললেন - 'ভক্তির দ্বারাই সাধক আমার সগুণ ও নির্গুণরূপ জানেন এবং সেই নির্গুণরূপ জানার পরেই আমাতে প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।'

যোগসাধনার প্রসঙ্গে ভগবান বললেন - 'বাহ্য বিষয়গুলি মনের বাহিরে রেখে অর্থাৎ সেগুলি চিন্তা না করে ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, নাসিকার অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুকে কুম্ভকের দ্বারা সমান করে - নিরুদ্ধ করে, যে মোক্ষপরায়ণ মুনি ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করেছেন এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ রহিত হয়েছেন, তিনি সর্বদাই মুক্ত।'

এই ভাবে চারটি যোগের সমন্বয়ও এই গীতাশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে। তারপরে নানারকম তত্ত্বের সমন্বয় ভগবান করেছেন গীতাতে। আমরা দেখতে পাই উপনিষদের ভেতরেও রয়েছে এই সব তত্ত্ব। এক-একজন এক-একটা তত্ত্বকে গ্রহণ করে তার উপর ভাষ্য রচনা করেছেন। যেমন ভগবান **শংকরাচার্য** বলেছেন অদ্বৈত-তত্ত্বই হচ্ছে ঠিক ঠিক উপনিষদের উপদেশ। কিন্তু গীতার ভেতরে সব তত্ত্বই ভগবান গ্রহণ করছেন। যেমন তিনি বলছেন - 'জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই এ জগতে নেই।' এখানে জ্ঞান মানে ব্রহ্মজ্ঞান। 'জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।' আবার তিনি বলছেন - 'অব্যক্তের যাঁরা চিন্তা করেন, জ্ঞানের অনুশীলন যাঁরা করেন, তাঁদের অত্যন্ত ক্লেশ হয়।'

কেননা তাঁরা দেহবান তো! দেহকে 'নেতি নেতি' করে, জগতের সব কিছু 'নেতি নেতি' করে অব্যক্তকে লাভ করা অত্যন্ত ক্লেশকর। এই অব্যক্তই হচ্ছে পরমতত্ত্ব, নির্গুণব্রহ্ম। আবার যখন যাচ্ছি পুরুষোত্তমযোগে, ভগবান বলছেন - 'ইহলোকে ক্ষর আর অক্ষর নামে প্রসিদ্ধ দুটি পুরুষ আছেন।' আর এই দুই পুরুষ থেকে ভিন্ন এক উত্তম পুরুষ আছেন, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। শংকরাচার্য এর অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে 'ক্ষর' মানে হচ্ছে জীবজগৎ। এই যে সমস্ত জীব রয়েছে, জগৎ রয়েছে এইটা হচ্ছে 'ক্ষর' বস্তু, এর সর্বদা ক্ষরণ হচ্ছে, ক্ষর হচ্ছে। আর 'অক্ষর' হচ্ছে কূটস্থ। জগতের সব কিছুর উৎপত্তিবীজ - শংকরের মতে সেটা হচ্ছে মায়া। এই কারণরূপিণী মায়া আর কার্যরূপী জীবজগতের উপরে রয়েছেন উত্তম পুরুষ - যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। শংকরের এই যে ব্যাখ্যা, এটা যদি আমরা বিচার করে দেখি, তাহলে মনে হয় একটু যেন টেনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে পরমাত্মা জীবজগৎবিশিষ্ট - 'চিৎ' অর্থাৎ জীব এবং 'অচিৎ' অর্থাৎ জড়, এই দুই-ই তাঁর বিভূতি। রামানুজ 'ক্ষর' এর মানে করেছেন বদ্ধ আত্মা অর্থাৎ অচিৎ-সংসর্গযুক্ত জীব, যে বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়; আর 'অক্ষর' মানে মুক্ত আত্মা অর্থাৎ অচিৎ-সংসর্গমুক্ত জীব, যাঁর ক্ষরণ নেই, যিনি

জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। পরমাত্মা হচ্ছেন বদ্ধ আত্মা এবং মুক্ত আত্মা - 'ক্ষর' পুরুষ এবং 'অক্ষর' পুরুষ, এই দুই থেকে ভিন্ন, তিনি উত্তম পুরুষ। রামানুজের এই ব্যাখ্যা শংকরের ব্যাখ্যা অপেক্ষা স্বাভাবিক মনে হয়। আবার গীতার অন্যত্র **মধ্বাচার্যের** দ্বৈতপর ব্যাখ্যাও সমীচিন মনে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, **উপনিষদে যেমন, গীতাতেও তেমনি বিভিন্ন মতবাদের স্থান রয়েছে**।

মানুষের ভেতরে বিভিন্ন রকমের লোক রয়েছে। তাদের মধ্যেও একটা সমন্বয় শ্রীকৃষ্ণ করেছেন। **সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক** - বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের কথা বলেছেন, কাউকে তিনি বাদ দেন নি, দূর করে দেন নি। **সকলকেই গ্রহণ করেছেন**। আহার নিয়েও বিচার করেছেন। কোন্ স্বভাবের লোকের কি ধরণের আহার প্রিয় এবং ইচ্ছা করলে মানুষ কিভাবে তম থেকে রজে ও রজঃ থেকে সত্ত্বে যেতে পারে আহার নির্বাচন করে, তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব, সাধনপন্থা, অধিকারী-ভেদ, সাধকদের স্বভাব, তাদের বিভিন্ন রুচি, এই সব কিছু নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র সৃষ্টি করে শ্রীকৃষ্ণ সমন্বয় সাধন করেছেন। সেইজন্য স্বামী **বিবেকানন্দ** বলেছেন, গীতা হচ্ছে 'ধর্মসমন্বয়-শাস্ত্র'। তিনি বলেছেন, গীতার যে সমন্বয় সেটি বিরাট, তদানীন্তন কালে ভারতের যে সকল ভাবধারা ছিল, সেগুলি গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ একত্র সমন্বিত করেছিলেন। বহু

ভাবধারার - শত শত বৎসরের ঐতিহ্যময় ভাবধারার সমন্বয় তিনি করেছিলেন। তারপর আবার বহু ভাবধারা এই ভারতবর্ষে এসেছে, বহু ভাবধারার উদ্ভব হয়েছে। মানুষের ভেতর কোলাহল, কলহ, সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। তাই আবার এই ভাবধারায় সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। এবং ঐ ভাবধারায় সমন্বয়ের যে প্রয়োজন সেটি সাধিত করেছিলেন ভগবান **শ্রীরামকৃষ্ণ**। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে যে সমন্বয় সেটা আরও বিস্তৃততর, আরও ব্যাপকতর। যাই হোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমন্বয় করেছিলেন। **অন্যান্য অবতাররা আসেন - নির্দিষ্ট যুগের কিছু প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে চলে যান**। রামচন্দ্রকে মর্যাদা-পুরুষোত্তম বলা হয়। তিনি রাজারূপে, স্বামীরূপে, পুত্ররূপে, ভ্রাতারূপে একটা আদর্শ জীবন সকলের সামনে তুলে ধরে দেখিয়ে গেলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এ ছাড়াও আছে একটা সমন্বয় সমস্ত চিন্তাধারার। সকল চিন্তাধারার সমন্বয় তাঁতে হয়েছে। সেইজন্যই ভাগবতকার তাঁকে বলেছেন - *'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'* অর্থাৎ **'তিনি অন্যান্য অবতার থেকে পৃথক্। স্বয়ং ভগবান**।' কাজেই **সমন্বয়-পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ**। এই সমন্বয়ই হচ্ছে গীতার প্রধান শিক্ষা।

4.2) নূতন চিন্তাধারা (Nascent ideas)

4.2.1) নিষ্কাম কর্মযোগ

এ ছাড়া আরও কতকগুলি শিক্ষা গীতায় আছে যেগুলি বেদের ভিতরে স্ফুটনোন্মুখ - প্রস্ফুটিত ভাবে পাওয়া যায় না। যেমন, **নিষ্কাম কর্মযোগ**, যে সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে।

4.2.2) ভক্তি

তারপর আরেকটি চিন্তাধারা। সেটিও প্রায় নূতন। সেটি হচ্ছে **ভক্তি**, ভক্তির কথা, যা উপনিষদে প্রায় নেই, খুব নবীন কালের উপনিষদ্ ছাড়া এবং যেগুলি গীতার পরেই লিখিত বলে মনে হয়। প্রাচীন উপনিষদের ভেতরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? শ্রদ্ধার কথা - নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা। নচিকেতার কি হল? শ্রদ্ধা আবিবেশ - তার ভেতরে **শ্রদ্ধা** এলো। শ্রদ্ধা কি? শঙ্করের ভাষ্য অনুসারে 'আস্তিক্যবুদ্ধি'। সেটিকেই অন্য জায়গায় বলা হয়েছে - 'গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।' এই হল শ্রদ্ধা, এর কথা উপনিষদে আছে। কিন্তু ভক্তির কথা নেই, আছে কেবলমাত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, যেটি অনেক পরবর্তী কালের। 'যার দেবতাতে পরমা ভক্তি আছে এবং ঐ ভক্তি যার শ্রীগুরুতেও আছে' ইত্যাদি কথা সেখানে বলা হয়েছে। গীতার আগে কিন্তু ভক্তির কথা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ভাগবত ধর্ম হচ্ছে এই ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

4.2.3) প্রপত্তি (Taking refuge in God)

এই ভক্তির কথা বলতে গিয়ে আর একটা নূতন চিন্তাধারার মধ্যে গিয়ে গীতা পৌঁছেছেন। সেটা হচ্ছে প্রপত্তি। প্রপত্তি হচ্ছে শরণাগতি - ভগবানের শরণ নেওয়া সর্বতোভাবে। এই প্রপত্তির কথা গীতার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। শুরুতেই অর্জুন বলছেন - 'আমি তোমার শিষ্য, তোমার প্রপন্ন - তোমার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও।' গীতার শেষেও ভগবান অর্জুনকে বলছেন - 'হে অর্জুন, তুমি সর্বতোভাবে তাঁরই - সেই ঈশ্বরেরই - শরণাগত হও; সব ধর্মাধর্ম ছেড়ে একমাত্র আমারই শরণ নাও।' আর গীতার মধ্যেও বহুবার এই প্রপত্তির কথা এসেছে। যেমন - 'ভগবান সকলেরই আশ্রয়, সকলেরই শরণ্য ও মঙ্গলকারী।' আবার প্রপন্ন ভক্তকে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে, তাও ভগবান শেখাচ্ছেন - 'আমি সেই আদিপুরুষের শরণ নিচ্ছি, যিনি এই অনাদি-সংসার-প্রবাহের উৎস।'

এই যে প্রপত্তি, এটিও একটি নূতন চিন্তাধারা, যা গীতার মধ্যে আমরা পাই। আদিতে, মধ্যে ও অন্তে শরণাগতির কথা থাকায় অনেকে গীতাকে শরণাগতি-শাস্ত্র বলেন।

4.2.4) অবতারতত্ত্ব (Avatar principle)

আর একটি নূতন চিন্তাধারা গীতায় আছে, যা বেদের ভেতর নেই। সেটি অবতারতত্ত্ব। বেদের ভেতরে

আধিকারিক পুরুষের কথা আছে। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের এক জায়গায় আদিত্যের যে কথা আছে, শঙ্করাচার্যের মতে তা আধিকারিক পুরুষের প্রসঙ্গ। আধিকারিক পুরুষেরা একটা কল্প ধরে অধিকার নিয়ে থাকেন - যেমন সূর্য সহস্র যুগ পর্যন্ত জগতের অধিকার (তাপদানাদি কার্য) নির্বাহ করেন। তবে এঁরা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করতে পারেন না। কিন্তু গীতার অবতারতত্ত্ব হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক্। যে পরম তত্ত্ব হচ্ছে জগতের একমাত্র বস্তু - The reality behind the whole universe - সেই পরম তত্ত্বই এই জগতে নেমে আসে, মানুষের দেহ অবলম্বন করে। সেই ভগবানকে, যিনি মানুষদেহ ধারণ করে নেমে এসেছেন, তাঁকেই ভক্তি করতে হবে, তাঁর কথা অনুসারে চলতে হবে, তাঁতে সর্বকর্মফল সমর্পণ করতে হবে। **ভগবান মানুষ হয়ে নেমে আসেন** (doctrine of incarnation) - এই তত্ত্বটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তত্ত্ব গীতার ভেতর। কি করে তা সম্ভব হয়? কেউ কেউ বলছেন, তাঁর অচিন্ত্য শক্তি আছে, সেই শক্তিতে তিনি মানুষ হয়ে যান। এমন কি ভগবান শঙ্করাচার্য, যিনি অদ্বৈতবাদী, যাঁর মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; যাঁর নিজের কথা - 'কোটি কোটি গ্রন্থের দ্বারা যা বলা হয়েছে, সেইটাই আমি অর্ধ, শ্লোকে বলবো - ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা', তিনি পর্যন্ত গীতাভাষ্যের শুরুতে বলেছেন, জ্ঞান ঐশ্বর্য শক্তি বল বীর্য তেজ ইত্যাদি সম্পন্ন ভগবান

মানুষদেহ ধারণ করলেন। কি করে করলেন? না - নিজেরই মায়া মূলপ্রকৃতিকে বশ করে। ভগবান মায়াধীশ আর জীব মায়াধীন। তাই ভগবানই নিজ মায়াকে বশীভূত করতে পারেন এবং তাই করে তিনি যুগে যুগে জীবের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হন।

ভূমিকা

(স্বামী জগদীশ্বরানন্দ)

ভূমিকা-সূচী

1) প্রস্তাবনা

2) গীতার মহিমা

3) গীতার প্রাচীনত্ব

3.1) গীতা ও বৌদ্ধধর্ম

3.2) গীতা ও মহাভারত

3.2.1) কালনির্ণয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র

3.3) গীতা ও পতঞ্জলির যোগসূত্র

3.4) গীতা ও ব্রহ্মসূত্র

3.5) গীতা ও উপনিষদ্

3.6) গীতা ও শতপথ-ব্রাহ্মণ

4) গীতার ভাষা

5) গীতাসাহিত্য

6) গীতার ঐতিহাসিক সমালোচনা

6.1) গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত?

6.2) গীতা মহাভারতের প্রকৃত অংশ

7) গীতার শ্লোকসংখ্যা

7.1) ব্যাসদেবের মত

7.2) শ্রীচৈতন্যদেবের মত

7.3) প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি

7.4) কাশ্মীরী গীতা
7.5) শঙ্করাচার্যের মত
7.6) শুদ্ধ ধর্মমণ্ডল গীতা
7.7) আলবেরুনির মত
7.8) ফারসী ও আরবী অনুবাদ
8) গীতার বিবিধ ভারতীয় ব্যাখ্যা
8.1) অদ্বৈতবাদ
8.2) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ
8.3) দ্বৈতবাদ
8.4) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ
8.5) অন্যান্য ব্যাখ্যা
8.6) ত্যাগই গীতার বাণী
9) গীতার বৈদেশিক ব্যাখ্যা
10) গীতার প্রচার
10.1) ইংরেজী অনুবাদ
10.2) অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনুবাদ
10.3) বাংলায় অনুবাদ
10.4) গীতার অন্যান্য প্রচার
11) গীতা ও উপনিষদাবলী
11.1) উপনিষদ্ এবং গীতার শ্লোকে সাদৃশ্য
11.2) গীতা এবং ব্রহ্মতত্ত্ব
12) গীতা ও ভাগবত
13) গীতার উদারতা

14) গীতায় আত্মার অমরত্ব
15) গীতায় অবতারবাদ
16) গীতোক্ত কর্মযোগ
17) বৌদ্ধধর্ম ও গীতা
17.1) যোগক্ষেম শব্দের ব্যবহার
18) গীতায় যোগচতুষ্টয়ের সমন্বয়
18.1) নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা মুক্তি
18.2) জ্ঞানযোগ দ্বারা মুক্তি
18.3) ভক্তিযোগ দ্বারা মুক্তি
18.4) রাজযোগ দ্বারা মুক্তি
19) গীতাকবচ
20) গীতামাহাত্ম্য

1) প্রস্তাবনা

গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। গীতা যে শুধু হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায় কর্তৃক সমাদৃত তাহা নহে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অসংখ্য নরনারী শ্রদ্ধাভরে ইহা পাঠ করেন। জার্মান মনীষী উইলিয়াম ভন হামবোল্ট বলিয়াছেন, "গীতার মতো সুললিত, সত্য এবং সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই।" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছত্রিশটি ভাষায় আজ পর্যন্ত ইহার পঁচিশ শতাধিক সংস্করণ হইয়াছে। জার্মান, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ইওরোপের প্রধান ভাষাসমূহে গীতার অনুবাদ বিদ্যমান। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গীতার

প্রথম ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশ ভাষায় গীতার অনুবাদ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী কার্লাইল বিখ্যাত মার্কিন মনীষী এমার্সনের সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দিয়াছিলেন। গীতার প্রভাব এমার্সনের সারগর্ভ রচনাবলীতে সুস্পষ্ট দেখা যায়। তিলক বলেন, "গীতার মতো অপূর্ব গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।"

2) **গীতার মহিমা**

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "উপনিষদ্ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে।"

মহাত্মা গান্ধী বলেন, "গীতা মানবের পারমার্থিক জননী। আমার গর্ভধারিণীর স্বর্গগমনের পর গীতা তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছে।"

সমগ্র মহাভারতের টীকাকার **নীলকণ্ঠ সূরি** তাঁহার গীতাব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহিত। আর সমগ্র মহাভারতের সারতত্ত্ব গীতায় বর্তমান। সেইজন্য গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। সকল শাস্ত্রের সার গীতায় নিহিত।"

কেশব কাশ্মীরী সত্যই বলিয়াছেন - "শ্রীভগবান্ করুণাপূর্বক ভবসাগর পার হইবার জন্য গীতারূপ নৌকা

সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার সাহায্যে ভগবদ্ভক্তগণ অনায়াসে সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারিবেন।"

বাংলার ভূতপূর্ব গবর্ণর **লর্ড রোনাল্ডসের** মতে গীতাতত্ত্বই ভারতীয় চিন্তার পূর্ণ পরিণতি ও সূক্ষ্ম নির্যাস।

মোগল সম্রাট্ শাজাহানের পুত্র **দারাশিকো** লিখিয়াছেন, "গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সর্বোচ্চ সত্যলাভের সুগম পথ গীতায় প্রদর্শিত। গীতায় পরমপুরুষের কথা বিবৃত ও ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত। গীতা ইহলোক ও পরলোকের সুগভীর ও শ্রেষ্ঠ রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।"

ইংরেজ মনীষী **ডক্টর এল.ডি.বার্নেট** বলেন, "লক্ষ লক্ষ লোক গীতা পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন। সকলেই উহার পাঠে বা শ্রবণে বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বরলাভের দুর্গম পথে উহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও সহচর। জীবনের প্রত্যেক কর্মকে অনাসক্তির অনলে শুদ্ধ করিয়া উপাসনায় পরিণত করার যে অপূর্ব কৌশল গীতা শিক্ষা দেয়, তাহা মানবের কর্মজীবনের অনন্য অবলম্বন।"

শোনা যায়, জনৈক ফরাসী তত্ত্বপিপাসু দ্বাদশ বৎসর গীতার স্বাধ্যায় করিয়া বলিয়াছেন, "গীতাকে ধর্মজীবনের চিরসঙ্গী করিলে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থপাঠের আবশ্যকতা থাকে না।"

এক শত ষাট বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল **ওয়ারেন্ হেস্টিংস**, চার্লস উইলকিন্স-কৃত গীতার ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন - "গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা উহা বহু শতাব্দী যাবৎ মনুষ্যজাতির এক বৃহদংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে তাহার দ্বারা গীতা সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। উহার সাহিত্যিক গুণাবলী জগতে অননুকরণীয়। গীতাপাঠে শুধু ইংরেজগণ কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতাধর্মের অনুশীলনে মাননজীবন শান্তিধামে পরিণত হইবে।

"গীতা হিন্দুদের নৈতিক উন্নতি, সাহিত্য-সৃষ্টি ও পৌরাণিক রহস্যভেদের আশ্চর্যজনক প্রামাণিক গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যদিও ইওরোপের সভ্যতা, ধরমাচরণ ও নৈতিক ব্যবহার গীতোক্ত শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি উহা আমাদের ধর্মসাধনে ও নৈতিক কর্তব্যপালনে বিশেষ সহায়ক হইবে। যে সাধনতত্ত্বের বিষয়ে ইওরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকুল এবং সাধকগণ অজ্ঞ, ভারতের সেই সনাতন সাধনার কথা গীতা বলিয়াছেন। গীতার মৌলিকত্ব, ভাবের গভীরতা ও অভিনবত্ব, দার্শনিক তত্ত্বের উচ্চতা, বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যা-কৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ। গীতার উপদেশ খ্রীষ্টান ধর্মের মূলসূত্রগুলির প্রকৃত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।"

3) গীতার প্রাচীনত্ব

3.1) গীতা ও বৌদ্ধধর্ম :-

গীতা যে কত প্রাচীন সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। অনেকের মত - গীতা ভগবান্ বুদ্ধের পরবর্তী। **ডাঃ লরিনসারের** মতে গীতা বুদ্ধদেবের জন্মের অনেক পরে; এমন কি যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পরে রচিত। মারাঠী পণ্ডিত **টেলাং** তাঁহার গীতার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন যে, উহা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীরও কিছু পূর্বে লিখিত এবং ডাঃ লরিনসারের অযৌক্তিক উক্তির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

স্যার আর.জি.ভাণ্ডারকর তাঁহার "Vaisnavism and Saivism" (p.13) গ্রন্থে বলেন - "গীতাতে ব্যূহের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহার জন্মতারিখ, শিলালিপি ও নির্দেশ পতঞ্জলির বহু পূর্বে অর্থাৎ গীতার উৎপত্তি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভের পরে কিছুতেই নহে; তবে চতুর্থ শতাব্দীর কত পূর্বে ইহার জন্ম তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। গীতা যখন রচিত হয়, তখন বাসুদেব ও নারায়ণ অভেদ-জ্ঞানে পূজিত বা বাসুদেব বিষ্ণুর অবতাররূপে গৃহীত হন নাই।
গীতাতে [১০|২১] বিষ্ণুকে প্রধান আদিত্য বলা হইয়াছে, পরমপুরুষ বলা হয় নাই এবং দশম অধ্যায়ে বাসুদেবকে সীমান্বিতভাবে বিষ্ণু বলা হইয়াছে; প্রত্যেক শ্রেণী বা জাতির মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তাঁহার দিব্য বিভূতি,

'তেজোহংশসম্ভবম্'। সুতরাং মারাঠী পণ্ডিত ভাণ্ডারকরের মতে গীতার জন্ম অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে।

জার্মান পণ্ডিত **গার্বের** মতে মূল গীতা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং গীতার আধুনিক কলেবর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎপন্ন।

নবম শতাব্দীতে **শঙ্করাচার্য** গীতাভাষ্য রচনা করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত মহাকবি **কালিদাস** গীতার বিষয় অবগত ছিলেন। কালিদাসের 'রঘুবংশে' [১০|৩১] একটি বাক্য আছে, যাহার সহিত গীতার একটি শ্লোকের [৩|২২] নিকট-সাদৃশ্য আছে। সপ্তম শতাব্দীতে **বাণভট্ট** তাঁহার গ্রন্থে গীতার উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বহু পুরাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুকরণে অন্যান্য গীতা সৃষ্টি করিয়াছেন। **ভাসের** 'কর্ণভার' নাটকে *'হতোহপি লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ'*- এই বাক্যটি গীতার একটি শ্লোকের [২|৩৭] প্রথমার্ধের প্রতিধ্বনি মনে হয়। ভাসের আবির্ভাবকাল কখনও খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, কখনও বা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্দিষ্ট হয়। **বোধায়নের** (সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীর) গৃহসূত্র ও পিতৃমেধসূত্রে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত এবং বাসুদেবের উপাসনা বিবৃত আছে।

ডাঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন, গীতা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত। **ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের** মতে গীতা বুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে উৎপন্ন এবং উহা ভাগবত-ধর্মের

প্রাচীনতম গ্রন্থ। ভাগবত-ধর্মের প্রাচীনত্ব **তিলক**, **সেনার্ট** ও **বুহ্লার** কর্তৃক স্বীকৃত। বুহ্লার সাহেব বলেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে জৈনধর্মের আবির্ভাবের বহু পূর্বে ভাগবত-ধর্মের উৎপত্তি। ডাঃ দাশগুপ্ত আরও বলেন, "গীতাতে বৌদ্ধ মতের কোন প্রকার উল্লেখ নাই এবং উহার ভাষাও পাণিনীয় নহে। সুতরাং গীতা নিশ্চিতই বুদ্ধের পূর্বে রচিত, কিছুতেই বুদ্ধের পরবর্তী যুগের নহে।"

কেহ কেহ গীতায় নির্বাণ-শব্দটি কয়েকবার উল্লিখিত দেখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, গীতা বৌদ্ধযুগে সৃষ্ট; কিন্তু এই প্রকার যুক্তি নিতান্ত অগভীর ও অর্বাচীন। কারণ, নির্বাণ-শব্দটি বৌদ্ধদের নিজস্ব নহে, উহা গীতাতে পাঁচবার ব্যবহৃত হইয়াছে [২|৭২, ৫|২৪,২৫,২৬, ৬|১৫]। কিন্তু এই পাঁচটি শ্লোকে নির্বাণ-শব্দটি ব্রহ্ম-শব্দের সহিত সদা সংযুক্ত দৃষ্ট হয়। গীতায় ব্রহ্মনির্বাণের অর্থ ব্রাহ্মী স্থিতি, বৌদ্ধ নির্বাণের মতো 'শূন্য' নহে। সুতরাং বৌদ্ধগণই যে গীতা হইতে নির্বাণ-শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন - এই মতই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতীত এবং প্রমাণিত হয় যে, গীতা ভগবান্ বুদ্ধের পূর্বে রচিত।

3.2) গীতা ও মহাভারত :-

গীতাকে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ধরিলে উহার আরও প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। **রমেশচন্দ্র দত্ত** এবং **প্র্যাট্**

সাহেবের মতে মহাভারত খ্রীঃপূঃ ১২শ শতাব্দীতে রচিত। মহাভারতে অগ্নি, ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার উপাসনা আছে। বৌদ্ধযুগে উক্ত মহাকাব্য প্রসিদ্ধ ছিল। উহাতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ না থাকায় ম্যাক্‌ডোনেল বলেম, "মহাভারতের আদিম আকৃতি অন্ততঃ খ্রীঃপূঃ ৫ম শতাব্দীতে উৎপন্ন।" **আশ্বলায়ন** সূত্রে মহাভারতের উল্লেখ আছে। **গুপ্তরাজগণের** শিলালিপিতে মহাভারতের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। কবি **ভাস** তাঁহার বহু রচনার ঘটনা মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। **অশ্বঘোষ** তাঁহার 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যে মহাভারতের উল্লেখ করিয়াছেন। **বুহ্‌লার ও কির্‌স্টে** (Buhler & Kirste) তাঁহাদের 'Contributions to the Study of the Mahabharat' নামক গ্রন্থে বলেন যে, মহাভারতের যে আকার বর্তমানে দৃষ্ট হয়, তাহা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে বিজ্ঞাত এবং ৫ম শতকে প্রায় একই প্রকার ছিল। উহার কিয়দংশ পুরাণের যুগে রচিত। **ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের** মতে মহাভারত অন্ততঃ খ্রীঃপূঃ ৫ম শতাব্দীতে উহার বর্তমান আকার লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ উহার মৌলিক আকৃতি খ্রীঃপূঃ ১১শ শতকে উৎপন্ন।

3.2.1) মহাভারত ও গীতার কালনির্ণয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র :-

মহাভারত যত প্রাচীন, গীতাও তত প্রাচীন। ১৯৪৪ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে কাশীতে যে নিখিল ভারত প্রাচ্য সম্মেলন

হইয়াছিল তাহাতে তিনজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত গীতার কালনির্ণয়বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। **মিঃ কারান্তিকর** বলেন খ্রীঃপূঃ **১৯৩১** অব্দে গীতোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। **ডাঃ দফ্‌তরীর** মতে খ্রীঃপূঃ **১১৬২** এবং **অধ্যাপক সেনগুপ্তের** মতে খ্রীঃপূঃ ২৫৬৬ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল।

লোকমান্য তিলক *'মাসানাং মার্গশীর্ষোহহম্'*[১০|৩৫] - গীতার এই শ্লোকাংশ জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক হইতে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খ্রীষ্টজন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্বে গীতা রচিত হইয়াছিল।

3.3) গীতা ও পতঞ্জলির যোগসূত্র :-

'যোগ' শব্দটি উভয় গ্রন্থে ব্যবহৃত হইলেও পতঞ্জলির যোগশব্দ অপেক্ষা গীতার যোগশব্দ অধিকতর ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। যোগসূত্রের ৭০টি সূত্রের মধ্যে ১২টি সূত্রের শব্দপ্রয়োগে এবং গীতার শব্দপ্রয়োগে সমতা পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, গীতা পতঞ্জলিসূত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। পতঞ্জলি পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যকার, সুতরাং পাণিনির পরবর্তী। পতঞ্জলি পাণিনির ১০০ বা ১৫০ বৎসর পরবর্তী। পাণিনির সময় খ্রীঃপূঃ ৮০০ হইতে খ্রীঃপূঃ ৫০০ বৎসরের মধ্যে।

3.4) গীতা ও ব্রহ্মসূত্র :-

গীতায় 'ব্রহ্মসূত্র' শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, গীতা ব্রহ্মসূত্রের পরবর্তী। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে বৌদ্ধমতের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মসূত্রের সময় খ্রীঃপূঃ ২৫০ অব্দ বলা যাইতে পারে। সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তির কোন সারবত্তা নাই।

3.5) গীতা ও উপনিষদ্ :-

মিঃ টেলাঙ্গ এবং অন্যান্য পণ্ডিত গীতা এবং মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদের ভাবসাদৃশ্য এবং অনেক স্থলে ভাষাসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অনুমান করেন যে, গীতা এবং মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদ্ সমসাময়িক। মুণ্ডক উপনিষদে *'অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম'* [১|২|৭] মন্ত্রাংশে সম্ভবতঃ অষ্টাদশ অধ্যায়াত্মক কোন গ্রন্থকে লক্ষ্য করিয়াছে। গীতা এবং মুণ্ডক উপনিষদে *'অবরং কর্ম'* শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, গীতা ও মুণ্ডক উপনিষদ্ সমসাময়িক। শ্রুতির ও স্মৃতির মধ্যবর্তী যুগে উপনিষৎসমূহ রচিত। *'গীতাসূপনিষৎসু'* বাক্যেও গীতা উপনিষদ্‌রূপে অভিহিত।

3.6) গীতা ও শতপথ-ব্রাহ্মণ :-

পণ্ডিতগণের মতে শতপথ-ব্রাহ্মণ শ্রুতির সময়ের শেষভাগে রচিত। *'কৃত্তিকাঃ প্রাচৈঃ দিশৈঃ ন চ্যবন্তে'* এই

বাক্য হইতে **মিঃ বৈদ্য** প্রমাণ করিয়াছেন যে, শতপথ-ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ তিন হাজার বর্ষ পূর্বে রচিত। এইরূপে মিঃ বৈদ্য এবং **অধ্যাপক ভি.বি.আঠাওয়ালে** বহু অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, গীতা খ্রীঃপূঃ তিন হাজার বর্ষ পূর্বে রচিত।

4) গীতার ভাষা

গীতার ভাষা প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য। গীতার সংস্কৃত সরল ও সাবলীল। তাহাতে অতি প্রাচীন শব্দের প্রয়োগে ব্যাকরণের সূত্র লঙ্ঘিত হইলেও মনে হয়, গীতার সময় সংস্কৃত প্রচলিত ভাষা ছিল, কেবলমাত্র পণ্ডিতগণের ভাষা ছিল না। কবিত্ব ও দার্শনিকতার এমন অপূর্ব সম্মিলন কুত্রাপি দেখা যায় না। সুমিষ্ট ও সরল সংস্কৃতে শ্লোকগুলি রচিত এবং কয়েকবার পাঠেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। জীবন্ত ভাবটি ভাষার পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। **ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের** মতে গীতার ভাষা বিস্তরশঃ অপাণিনীয় ও অপ্রচলিত (archaic) এবং ভাষাভঙ্গীও অত্যন্ত প্রাচীন। গীতায় যে-সকল অপাণিনীয় বা আর্ষপ্রয়োগ আছে, তিনি তাঁহার নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন -

'যুধ্য' স্থলে *'যুধ্যস্ব'* [৩|৩০]

'নিবৎস্যসি'স্থলে 'নিবসিষ্যসি' [১২|৮]

'মা শোচীঃ'স্থলে 'মা শুচঃ' [১৬|৫]

'যমঃ সংযচ্ছতাম্'স্থলে 'যমঃ সংযমতাম্' [১০|২৯]

'প্রিয়ায়া অহর্সি'স্থলে 'প্রিয়ায়ার্হসি' [১১|৪৪]

'সেনান্যাম্'স্থলে 'সেনানীনাম্' [১০|২৪]

আত্মনেপদী ধাতুর পরস্মৈপদী-রূপে ব্যবহারঃ-

যত্ [৬|৩৬, ৭|৩, ৯|১৪, ১৫|১১]রম্ [১০|৯]বিজ্ [৫|২০]

পরস্মৈপদী ধাতুর আত্মনেপদী-রূপে ব্যবহারঃ-

কাঙ্ক্ষ্ [১|৩১]ব্রজ্ [২|৫৪]বিশ্ [১৮|৫৫]ইঙ্গ্ [৬|১৯, ১৪|২৩]

আর্ষ সন্ধি - *'হে সখেতি'* [৩|১০]

'শক্লোষি'স্থলে 'শকস্যে' [১১|৮, মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ]

'ইমং মহিমানং'স্থলে 'ইদং মহিমানং' [১১|৪১, মধুসূদন সরস্বতী]

'নমস্কৃত্য'স্থলে 'নমস্কৃত্বা' [১১|৩৫, মধুসূদন সরস্বতী]

'ইমং ধর্মং'স্থলে 'ধর্মস্যাস্য' [১১|৩৫, মধুসূদন সরস্বতী]

এইরূপ প্রায় ৩২টি আর্ষপ্রয়োগ গীতাতে আছে। ভাণ্ডারকর স্মৃতিগ্রন্থে (Commemoration Volume) প্রকাশিত **শ্রী ভি.কে.রাজয়াডে** উক্ত প্রকার অশুদ্ধির বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

এই প্রকার ভাষাগত অনিয়মের দ্বারা গীতার প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র *"বাসুদেবার্জুনাভ্যাম্ বুঞ্"*[৪|৩৯৮] হইতে মনে হয়, **পাণিনি** মহাভারতীয় আখ্যায়িকার সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং গীতা যে পাণিনীয় ব্যাকরণের পূর্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহ এবং উহাতে অপাণিনীয় প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী।

গীতার [৩|১৯,৩৬] শ্লোকদ্বয়ে পুরুষ শব্দে (দীর্ঘ) ঊকারের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। গীতার **বোধায়ন** ভাষ্যের হস্তলিখিত পুঁথির মতে 'ছন্দের অনুরোধে উক্ত (দীর্ঘ) ঊকার ব্যবহৃত'। আবার 'পুরুষ' শব্দ যে অপাণিনীয় নহে, তাহা পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র [৬|৩|১৩৭] হইতে জানা যায়।

5) গীতাসাহিত্য

গীতার উপর বহু ভাষ্য ও টীকাদি (১৫-১৬টি) লিখিত হইয়াছে। গীতার **শঙ্করভাষ্যই** প্রাচীনতম প্রাপ্ত ভাষ্য। শঙ্করের পূর্বেও যে গীতার ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।

গীতার শঙ্করভাষ্যের টীকায় [২|১০] আনন্দজ্ঞান গিরি বলেন, বেদান্তসূত্রের টীকাকার বোধায়ন গীতার উপর একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা এখন পাওয়া যায় না। বোধায়নকে এইজন্য বৃত্তিকার বলা হয়।

শঙ্করভাষ্য হিন্দী, মারাঠী, বাংলা, ইংরেজী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

শঙ্করভাষ্যের উপর **আনন্দগিরি** এবং **রামানন্দ**-কৃত যথাক্রমে 'বিবরণ' ও 'ব্যাখ্যা' নামক টীকাদ্বয় আছে। শঙ্করের পরে গীতার উপর ভাষ্যাদি রচনা কিছুকালের জন্য বন্ধ ছিল, মনে হয়।

মধ্বাচার্য (আনন্দতীর্থ) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উপর জয়তীর্থকৃত 'প্রমেয়দীপিকা' নামক টীকা আছে। মধ্বাচার্য-কৃত 'ভগবদ্ গীতা-তাৎপর্য-নির্ণয়'র উপর জয়তীর্থ 'ন্যায়দীপিকা' নামক টীকা লিখিয়াছেন।

রামানুজাচার্য (ব্রহ্মসূত্রের 'শ্রীভাষ্য'-রচয়িতা) একাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈত-মতানুযায়ী যে গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উপর বেঙ্কটনাথের (বেদান্তাচার্যের) 'তাৎপর্য-চন্দ্রিকা' নামক টীকা আছে।

রামানুজ-গুরু **যামুনাচার্য**-কৃত ১০ম শতাব্দিতে রচিত 'গীতার্থ-সংগ্রহে'র উপর নিগমান্ত মহাদেশিকের 'গীতার্থ-সংগ্রহ-রক্ষণ' এবং ১৪শ শতাব্দীর বরাবর মুনি-কৃত 'গীতার্থ-সংগ্রহদীপিকা' নামক টীকাদ্বয় বর্তমান। উল্লিখিত দ্বিতীয় টীকাটি কাঞ্জিভরম্ সুদর্শন প্রেস হইতে প্রকাশিত।

যামুনাচার্য নামধারী দুই ব্যাক্তির গীতার উপর গদ্যে ও পদ্যে দুইটি টীকা পাওয়া যায়। গদ্য টীকাকার যামুনাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইলেও রামানুজের গুরু নহেন। এই গদ্য টীকাটি কাঞ্জিভরম্ সুদর্শন প্রেস হইতে প্রকাশিত। উহাতে অন্বয়মুখে সরল পদার্থ দেওয়া আছে।

বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে অষ্টভাষ্য-টীকা সম্বলিত যে গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে শঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা 'ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা' এবং **মধুসূদন সরস্বতীর** টীকার ব্যাখ্যা 'গূঢ়ার্থ-দীপিকা-তত্ত্বালোক' (মৈথিলী পণ্ডিত **শ্রীধর্মদত্ত শর্মা**-কৃত) আছে।

একমাত্র ভারতীয় ভাষা মারাঠীতে গীতার উপর দুইটি প্রসিদ্ধ টীকা আছে - (i) মহারাষ্ট্রের ধর্মগুরু **জ্ঞানেশ্বর**-রচিত, (ii) **বালগঙ্গাধর তিলক-কৃত** 'গীতারহস্য'

তিলকের 'গীতারহস্য' এবং **শ্রীঅরবিন্দের** 'গীতানিবন্ধনিচয়' বর্তমান যুগের দুইটি শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। উভয় ভাষ্যই বাংলা ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

বর্ণানুক্রমে টীকাকারগণ :-

অভিনব গুপ্ত ও নৃসিংহ ঠাকুরের 'ভগবদ্গীতার্থ-সংগ্রহ'
আনন্দগিরি - 'গীতা-ভাষ্য-বিবেচন', 'গীতাশয়'

কল্যাণভট্ট - 'রসিক-রঞ্জিনী'

কেশবকাশ্মীরী (নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের) - 'গীতা-তত্ত্ব-প্রকাশিকা'

কৈবল্যানন্দ সরস্বতী - 'ভগবদ্‌গীতা-সার'

কৃষ্ণ-ভট্ট বিদ্যাধিরাজ (মধ্বাচার্যের শিষ্য, চতুর্দশ শতাব্দী) - 'গীতা টীকা'

গোকুলচন্দ্র - 'ভগবদ্‌গীতার্থ-সার'

গৌরগোবিন্দ রায় (ব্রাহ্ম সমাজের) - 'গীতা-প্রপূর্তি'

নরহরি - 'ভগবদ্‌গীতা-সার-সংগ্রহ'

নীলকণ্ঠ (গোবিন্দ সূরির পুত্র) - 'ভাবদীপিকা'

প্রত্যক্ষ দেবজটাচার্য - ''ভগবদ্‌গীতার্থ-সংগ্রহ-টীকা'

বলদেব বিদ্যাভূষণ - 'গীতা-ভূষণ-ভাষ্য'

বল্লভাচার্য - 'গীতার্থ-বিবরণ'; তৎপুত্র-কৃত 'গীতাতাৎপর্য'

বাদিরাজ - 'ভগবদ্‌গীতা-লক্ষাভরণ'

বিঠ্‌ঠল দীক্ষিত - 'ভগবদ্‌গীতা-হেতু-নির্ণয়'

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী - 'সারার্থবর্ষিণী'

জগদ্ধর - 'ভগবদ্‌গীতা-প্রদীপ'

জয়রাম - 'গীতাসারার্থ-সংগ্রহ'

দত্তাত্রেয় - 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'

মথুরানন্দ -'ভগবদ্‌গীতাপ্রকাশ'
মধুসূদন সরস্বতী - 'গূঢ়ার্থদীপিকা' (শব্দের সরলার্থ সহ)
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী - গুজরাটীতে গান্ধীভাষ্য

রাঘবেন্দ্র স্বামী (সুধীন্দ্র যতির শিষ্য, সপ্তদশ শতাব্দী) - 'গীতা-বিবৃতি', 'গীতা-সংগ্রহ', 'গীতার্থ-বিবরণ'
রাজানক (শৈবমতাবলম্বী) ও রামকণ্ঠ-কৃত 'সর্বতোভদ্র'

শ্রীধরস্বামী - 'সুবোধিনী'
শ্রীমৎ হনুমান্‌-কৃত গীতার 'পৈশাচভাষ্য'
শ্রীপুরুষোত্তম - 'অমৃত-তরঙ্গিণী'

সদানন্দ ব্যাস - 'ভাব-প্রকাশ'
সূর্যপণ্ডিত -'পরমার্থপ্রপা'

এতদ্ব্যতীত নিম্বার্ক, শঙ্করানন্দ, বিজ্ঞানভিক্ষু, কেশব ভট্ট, ব্রহ্মানন্দ গিরি, রামকৃষ্ণ, মুকুন্দদাস, রামনারায়ণ, অর্জুন মিশ্র, জনার্দন ভট্ট, দেববোধ, দেবস্বামী, নন্দকিশোর, নারায়ণ সর্বজ্ঞ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, যজ্ঞনারায়ণ, রত্নগর্ভ, লক্ষণ ভট্ট, শ্রীনিবাসাচার্য, বিমল বোধ, মধ্য মন্দির, বরদরাজ ব্যাসতীর্থ,

সত্যাভিনব যতি, কৃষ্ণাচার্য, বিদ্যাধিরাজ, জয়রাম জয়তীর্থ, বৈশম্পায়ন, আজ্ঞেশ্বরপাল প্রমুখ অনেকেই গীতার উপর টীকাদি লিখিয়াছেন।

6) গীতার ঐতিহাসিক সমালোচনা

6.1) গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত?

আধুনিক পণ্ডিতগণ বাইবেলের ন্যায় গীতারও উচ্চতর বা ঐতিহাসিক সমালোচনা (higher or historical criticism) করিয়াছেন। জার্মান পণ্ডিত গার্বে সর্বপ্রথম গীতার ঐতিহাসিক সমালোচনা ও গবেষণা আরম্ভ করেন। ইনিই প্রথম জার্মান ভাষায় গীতার অনুবাদও প্রচার করিয়াছেন। উক্ত সমালোচনার স্থলে টালবয়েজ হুইলার, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে, গীতা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। গার্বের শিষ্য জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ডাঃ রুডল্ফ অটো গীতার উচ্চতর সমালোচনা করিয়া জার্মান ভাষায় যে বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার নাম 'The Original Gita'; বইখানি ইংরেজী ভাষায়ও অনুদিত হইয়াছে। অটো সাহেবের মতে গীতায় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-বিষয়ক আখ্যায়িকা-অংশটি মহাভারতের প্রকৃত অংশ। এই আখ্যায়িকা-অংশ ১২৮টি শ্লোকের অনধিক, কিন্তু তিনি বলেন - ভক্তি, যোগ, জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি-সম্বন্ধীয় গীতার উপদেশগুলির পৃথক পৃথক গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণীরূপে প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যেই

মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এইগুলি প্রক্ষিপ্ত।

6.2) গীতা মহাভারতের প্রকৃত অংশ

কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক এবং ডাঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন, সমগ্র গীতাই মহাভারতের প্রকৃত অংশ। কারণ, প্রথমতঃ গীতা ও মহাভারতের অন্যান্য অংশের মধ্যে ভাষার নিকট সাদৃশ্য আছে এবং দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের অন্যান্য পর্বে গীতার উল্লেখ আছে। ভিস্মপর্বের ২৫ হইতে ৪২ অধ্যায়ই ভগবদ্ গীতা। কিন্তু শান্তি ও অশ্বমেধ পর্বে এবং অন্যান্য বহু স্থলে ব্যাসদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত ভগবদ্গীতার সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, গীতা মহাভারতের প্রকৃত অংশ, প্রক্ষিপ্ত নহে। অটো সাহেবের পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

7) গীতার শ্লোকসংখ্যা

গীতার শ্লোকসংখ্যা-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। গীতার শ্লোকসংখ্যা সাত শত বলিয়াই এতকাল পাঠকসাধারণ অবগত আছেন। **শঙ্করাচার্য** হইতে আরম্ভ করিয়া করিয়া অদ্যাবধি সকল ভাষ্যকার, টীকাকার ও ব্যাখ্যাকারই গীতার উক্ত শ্লোকসংখ্যা নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের আধুনিক গবেষণাসমূহের অভিনব আবিষ্কার এই যে,

গীতার বর্তমান আকারটি অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ এবং উহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫, ৭০০ নহে। ব্যাসদেবের বাক্যই এই মতের প্রথম ও প্রধান সমর্থক।

7.1) ব্যাসদেবের মত

শ্রীকৃষ্ণকথিত শ্লোক ৬২০ + অর্জুনকথিত শ্লোক ৫৭ + সঞ্জয়কথিত শ্লোক ৬৭ + ধৃতরাষ্ট্রকথিত শ্লোক ১ = ৭৪৫ শ্লোকসংযুক্ত ব্যাসদেব কথিত গীতা [মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৪৩|৭]

षट्शतानि सविंशानि श्लोकानां प्राह केशवः ।अर्जुनः सप्तपञ्चाशत्सप्तषष्टिं तु सञ्जयः ॥ धृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते । [Mahabharata, Bhisma Parva, 43|4]

ষটশতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ ।অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎসপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ ॥ ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে । [মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৪৩|৪]

শ্রীকৃষ্ণকথিত শ্লোক ৫৭৫ + অর্জুনকথিত শ্লোক ৮৪ + সঞ্জয়কথিত শ্লোক ৪০ + ধৃতরাষ্ট্রকথিত শ্লোক ১ = ৭০০ শ্লোকসংযুক্ত প্রচলিত গীতা

7.2) শ্রীচৈতন্যদেবের মত

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রিয়শিষ্য **গদাধরের** লিখিত গীতায় নিজহস্তে শ্লোকসংখ্যার মান লিখিবার সময় মহাভারতের উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই পুঁথি এখনও ভরতপুরে (মুর্শিদাবাদ) গদাধরের শ্রীপাটে রক্ষিত আছে এবং ইহা লইয়া আলোচনাও হইয়াছে।

7.3) প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি

কাথিয়াবাড়স্থ গণ্ডাল স্টেটের রাজবৈদ্য **জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী** সুরাট ও কাশী হইতে দুইটি প্রাচীন ভূর্জপত্রে হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা পুস্তকাকারে গণ্ডাল রসশালা ঔষধাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত সুরাট থেকে সংগৃহীত গীতা অধিকাংশ স্থলে কাশ্মীরী গীতার অনুরূপ। ইহাতে প্রচলিত গীতা হইতে ২১টি নূতন ও অধিক শ্লোক এবং ২৫০টি পাঠান্তর পরিদৃষ্ট হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কাশী থেকে সংগৃহীত গীতায় ৭৪৫টি শ্লোক আছে। এই গীতাদ্বয়ের প্রকাশের পর দেশি, বিদেশি গীতাবিদ্‌গণের মধ্যে গীতার শ্লোকসংখ্যা-সম্বন্ধে গভীর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হইয়াছে। ৭৪৫টি শ্লোকসংযুক্ত গীতা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রকাশিত হইয়াছে, যদিও পাঠকসাধারণের ইহা অবিদিত।

7.4) কাশ্মীরী গীতা

শ্রীনগর হইতে **অভিনবগুপ্তাচার্যের** টীকা-সম্বলিত যে কাশ্মীরী গীতার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ৭৪৫টি শ্লোক আছে। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত ও **রাজনক রামকবি**-কৃত গীতার 'সর্বতোভদ্র' নামক টীকা এবং পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট হইতে প্রকাশিত গীতাও কাশ্মীরী গীতাকেই অনুসরণ করিয়াছে। কাশ্মীরী গীতা হস্তলখিত পুঁথির আকারে বহু শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত ছিল; এমন কি, শঙ্করাচার্যের সময়েও ছিল।

7.5) শঙ্করাচার্যের মত

কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কাশ্মীরী গীতার প্রচার ছিল না বলিয়া সম্ভবতঃ উহা শঙ্করাচার্যের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই যুগে এখনকার মতো যাতায়াতের, মুদ্রাযন্ত্রের বা ডাকের কোন সুবিধা না থাকায় এক প্রদেশের হস্তলিখিত পুঁথি অন্য প্রদেশে তেমন যাতায়াত করিতে পারিত না। তাই শঙ্করাচার্য গীতার শ্লোকসংখ্যা সাত শত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাহার ফলে তাঁহার পরবর্তী ভাষ্যকার ও টীকারগণও এই শ্লোকসংখ্যার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তিনিও তাঁহার ভাষ্যে **১|১** শ্লোকের কোন উল্লেখ করেন নাই ও **১৩|১** শ্লোকও অব্যাখ্যাত রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিও উক্ত শ্লোকদ্বয় গ্রহণ করেন নাই।

শঙ্করাচার্যের পূর্বেও ৭৪৫ শ্লোকযুক্ত গীতার উপর বহু টীকা ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে ধর্মান্ধ মুসলমানদিগের হাতে সংস্কৃত সাহিত্যের যে দুর্গতি হইয়াছিল তাহার ফলে অধিকাংশ হস্তলখিত পুঁথি বিনষ্ট হইয়াছে।

7.6) শুদ্ধ ধর্মমণ্ডল গীতা

মাদ্রাজের শুদ্ধ ধর্মমণ্ডল হইতে যে গীতা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার শ্লোকসংখ্যাও ৭৪৫। তবে উক্ত গীতাতে প্রচলিত গীতা হইতে ৩৭টি শ্লোক বাদ দিয়া মহাভারতের উদ্যোগ, অনুশাসন ও শান্তিপর্ব হইতে ৮২টি শ্লোক যথেচ্ছভাবে গ্রহণপূর্বক গীতার শ্লোকসংখ্যাও ৭৪৫ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই গীতায় ২৬টি অধ্যায় আছে। আদ্য ও অন্ত্য অধ্যায়ের বিশেষ নাম এবং অবশিষ্ট ২৪টি অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতে ২৪টি শ্লোক আছে।

7.7) আলবেরুনির মত

একাদশ শতকে বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক **আলবেরুনি** তাঁহার আরবী গ্রন্থে গীতার শ্লোকসংখ্যা সাত শতের অধিক ধরিয়াছেন। তিনি নিজেও সংস্কৃতবিদ্ ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থে যে সকল শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা প্রচলিত গীতায় নাই।

7.8) ফারসী ও আরবী অনুবাদ

সম্রাট্‌ আকবরের মন্ত্রী **আবুল ফজ**ল এবং তাঁহার ভ্রাতা **ফৈজী** গীতার যে দুইটি ফারসী অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার একটিতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে - 'সম্রাটের আদেশে গীতার ৭৪০ শ্লোকের ফারসী অনুবাদ সমাপ্ত হইল।' গীতার আবুল ফজল-কৃত ফারসী অনুবাদ লণ্ডনস্থিত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে অদ্যাপি রক্ষিত আছে। ফৈজীকৃত ফারসী অনুবাদ লাহোর, এলাহাবাদ, জয়পুর ও জলন্ধর প্রভৃতি স্থান হইতে বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। **শাহ আলি দাস্তগীর**-কৃত গীতার ফারসী অনুবাদের হস্তলিখিত পুঁথি কাশী মহারাজার গ্রন্থাগারে আজও রক্ষিত আছে। মোগল সম্রাটগণের আমলে গীতার একটি আরবী তর্জমা হইয়াছিল। তদুনাযায়ীও গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫।

8) গীতার বিবিধ ভারতীয় ব্যাখ্যা

প্রত্যেক ভাষ্যকার ও টীকাকার স্ব স্ব ধর্মমত অনুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বোধায়নের মতে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ই গীতার প্রতিপাদ্য; পৃথগ্‌ভাবে কোনটাই মোক্ষদায়ক নহে।

8.1) অদ্বৈতবাদ

শঙ্করাচার্য সমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক অদ্বৈতবেদান্তানুযায়ী গীতাভাষ্য লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, 'গীতার সিদ্ধান্ত এই

যে, কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের ফলে নহে।' তাঁহার মতে ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শনরূপ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনাশপূর্বক নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণলাভই গীতার উপদেশ। অজ্ঞানই দ্বৈতভাব-উৎপাদক। এই দ্বৈতভাব হইতেই সকল কর্ম হয়। দ্বৈতভাব-নাশান্তে নিষ্ক্রিয় আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই সর্বকর্মসন্ন্যাস হয়। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। আত্মজ্ঞানলাভ হইলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ কর্মত্যাগ হয়। মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, শঙ্করানন্দ প্রভৃতি বহু টীকাকার শঙ্করের পদানুবর্তী।

৪.২) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

রামানুজাচার্য স্বীয় গুরু যামুনাচার্যের মতই তাঁহার গীতাভাষ্যে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব (চিৎ), জগৎ (অচিৎ) ও ব্রহ্ম - এই তিনটি তত্ত্ব স্বতন্ত্র হইলেও ব্রহ্ম জগৎ ও জীববিশিষ্ট। তাঁহার মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগতভেদ অবশ্য স্বীকার্য। তাঁহার দার্শনিক মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও তিনি ভক্তিধর্মের প্রচারক। তিনি বলেন, 'বর্ণাশ্রমধর্ম অবশ্য পালনীয়।' কারণ সকল শাস্ত্র এই বিষয়ে একমত - *'একশাস্ত্রার্থতয়ানুষ্ঠেয়ম্'*। ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করিয়া ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম অনুষ্ঠিত

হইলে 'ভাবসংশুদ্ধি' হয় এবং মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয়।

8.3) দ্বৈতবাদ

দ্বৈতবাদী ও ভক্তিমার্গের আচার্য **মধ্বাচার্য** মায়াবাদ খণ্ডনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত জীবসমূহের নিত্য ভেদ প্রতিষ্ঠা করেন। বল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্ম ও মুক্ত জীব মূলতঃ অভেদ হইলেও জীব ব্রহ্মের অংশ, মায়া ঈশ্বরের শক্তিমাত্র, জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা নহে এবং ভগবৎকৃপাই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র পন্থা।

8.4) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী **নিম্বার্কের** মতে জীবসমূহ ও জগৎ সূক্ষরূপে ঈশ্বরের বিরাট শরীরে অবস্থিত।

8.5) অন্যান্য ব্যাখ্যা

জ্ঞানেশ্বর পাতঞ্জল যোগকেই গীতার শিক্ষা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অভিনবগুপ্তের মতে গীতা আধ্যাত্মিক অর্থে পরিপূর্ণ। তিনি বলেন, ধর্মক্ষেত্র শব্দের অর্থ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহ, মামকাঃ শব্দের অর্থ প্রজ্ঞালব্দ চিন্তা; ধৃতরাষ্ট্র, কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কাল্পনিক বস্তু, জড়দেহবান ব্যক্তি নহেন।

মধুসূদন সরস্বতীর 'গূঢ়ার্থদীপিকা' নামক পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত গীতার টীকা পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার মতে বেদের যেমন কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান - এই কাণ্ডত্রয় আছে, অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা তেমনি কাণ্ডত্রয়াত্মিকা। উহার ১ম ষট্‌কে জীবের স্বরূপ (ত্বং পদার্থ = জীবাত্মা), ২য় ষট্‌কে ব্রহ্মের স্বরূপ (তৎ পদার্থ = পরমাত্মা) ও ৩য় ষট্‌কে জীব(ত্বং) ও ব্রহ্মের(তৎ) অভেদতত্ত্ব (অসি = হও) প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তত্ত্বমসি = ত্বং + তৎ + অসি

(টীকাকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : মধুসূদন শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী ও চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক কাশীধামস্থ গোপাল মঠে বাস করিতেন। 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক তাঁহার বেদান্তগ্রন্থ ভারত-বিখ্যাত।)

ভাষ্যকার **যামুনাচার্যের** মতে গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে ভক্তিলাভের উপায়স্বরূপ ভাগবত জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি ও উপাসনা-সহায়ে লব্ধব্য ভাগবত স্বরূপ বর্ণিত এবং বাকি ছয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত বিষয়দ্বয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

রামানুজের গুরু **যামুন** তাঁহার গীতাগ্রন্থে বলেন যে, নারায়ণই পরব্রহ্ম; একমাত্র ভক্তি দ্বারাই সেই নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; স্বধর্মানুষ্ঠান, সম্যক শাস্ত্রজ্ঞান এবং তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা ঈশ্বরভক্তি লাভ হয়।

নিগমান্ত মহাদেশিকের মতে নিষ্কাম কর্ম পরোক্ষভাবে জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা এবং সাক্ষাৎভাবে আত্মানুভূতি-প্রদানে সমর্থ।

শ্রীঅরবিন্দ পুরুষোত্তমবাদী। তাঁহার গীতাব্যাখ্যার মূল রচনা প্রথমে ইংরেজীতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং পরে উহা বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে পুরুষোত্তমযোগ বর্ণিত, তিনি তাহাই অবলম্বনপূর্বক স্বীয় দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই জীব ও জগৎ ক্ষর পুরুষ, কূটস্থা প্রকৃতি অক্ষর পুরুষ এবং এই উভয় পুরুষের অতীত যে ঈশ্বর তিনি উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। 'পরমাত্মাই পুরুষোত্তমনামে শাস্ত্রে অভিহিত। সেই পরমাত্মা বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত।' - [গীতা ১৫|১৭]

বালগঙ্গাধর তিলক বলেন - 'নিষ্কাম কর্মই গীতার ধর্ম; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়াছেন।'

শ্রীধরস্বামী তাঁহার গীতার টীকায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করিলেও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞান ও ভক্তি স্বরূপতঃ এক হইলেও ভক্তিই মুক্তিদাত্রী।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে গীতাশাস্ত্র সর্ববেদ-তাৎপর্য-পর্যবসিতার্থ রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত; ইহার অষ্টাদশ অধ্যায়ে

অষ্টাদশ বিদ্যা-পরিপূরিত। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত। ভক্তিযোগ অতিশয় গূঢ় এবং কর্ম ও জ্ঞানের মূল কারণস্বরূপ; অতএব অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও সর্ব দুর্লভ বলিয়া মধ্যবর্তী ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট। ভক্তিরহিত কর্ম ও জ্ঞান উভয়ই বৃথা। এইজন্য সাধকগণ কর্ম ও জ্ঞান উভয়কেই ভক্তিমিশ্রিত করিয়া সাধন করিতে বিধি প্রদান করিয়াছেন।

(টীকাকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : বিশ্বনাথ বৈষ্ণব ধর্মের আচার্য, চৈতন্যপন্থী এবং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির ভেদ-অভেদও অচিন্ত্য। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উনি নদীয়া জেলার কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কোঙ্গলের শ্রীবর্ধন নামক স্থানে তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠ অদ্যাপি বর্তমান। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।)

বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে গীতোপনিষদে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম - এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত। তন্মধ্যে বিভুসংবিৎ ঈশ্বর, অণুসংবিৎ জীব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের আশ্রয়রূপ দ্রব্য প্রকৃতি এবং ত্রিগুণশূন্য জড় দ্রব্য কাল। পুরুষত্বনিষ্পন্ন অদৃষ্টাদি শব্দবাচ্য কর্ম ইত্যাদি রূপে ঈশ্বরাদির লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরাদি চতুষ্টয় নিত্য বস্তু এবং জীবাদি চতুষ্টয় ঈশ্বর-বশীভূত। কর্ম প্রাগ্‌ভাবের ন্যায় অনাদি ও বিনাশী। সংবিৎস্বরূপ ঈশ্বর ও জীব উভয়েই সংবেত্তা (জ্ঞানাশ্রয়) ও অস্মদাদি-শব্দের প্রতিপাদ্য।

(টীকাকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যের রচয়িতা বলদেব বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সুযোগ্য শিষ্য। ইনিও চৈতন্যপন্থী এবং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন।)

৪.6) ত্যাগই গীতার বাণী

আত্মজ্ঞানলাভের পর কর্মসন্ন্যাসের প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভূতপূর্ব জীবন। কর্মত্যাগ হইবার পর তিনি 'গলিতহস্ত' হইলেন, আর তর্পণাদি কর্ম করিতে পারিলেন না। পরাভক্তি লাভ হইবার পর তিনি আর বিধিপূর্বক জগন্মাতার পূজা ও উপবীত ধারণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলেন। **শ্রীরামকৃষ্ণ** বলিতেন - "কয়েকবার 'গীতা' 'গীতা' উচ্চারণ করিলে যাহা হয় (অর্থাৎ ত্যাগী) তাহাই গীতার শিক্ষা।" সকল কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগই গীতার বাণী। 'একমাত্র ত্যাগের দ্বারা অনেকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন' - উপনিষদের এই মহতী বাণীই গীতায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত।

জার্মান মনীষী **গেটে** বলিতেন, "তোমাকে সকল কর্ম এক সময় ত্যাগ করিতেই হইবে। এই সনাতন সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। সমগ্র জীবন প্রত্যেক ঘণ্টায় এই সঙ্গীত আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে যদিও উহা আমরা শুনি না।"

9) গীতার বৈদেশিক ব্যাখ্যা

গার্বে এবং **হপ্‌কিন্‌স** অনুমান করেন যে, অনেক লেখক বিভিন্ন শতাব্দীতে গীতায় স্ব স্ব রচনা সংযোজন করিয়াছেন। গার্বে বলেন, "গীতার মৌলিক আকারটি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়

শতকে সাংখ্যযোগের ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পুনরায় উহা উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের গ্রন্থরূপে গৃহীত ও পরিবর্তিত হয়।" গার্বে 'Indian Antiquary'-তে (December 1918) লিখিয়াছেন, 'গীতায় সগুণ ও নির্গুণ উপাসনাকে সমান স্থান দেওয়া হইয়াছে। উভয় উপাসনার কোনটিকে উচ্চ বা নীচ বলা হয় নাই। স্থানে স্থানে উভয়ের প্রভেদও অস্বীকৃত হইয়াছে। দুইটি মতের এইরূপ অপূর্ব সমন্বয় বা সামঞ্জস্যই গীতার বৈশিষ্ট্য।' গার্বে আরও বলেন, "গীতোক্ত দার্শনিক তত্ত্বের সম্পূর্ণ ভিত্তি প্রায় সাংখ্যযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যযোগই গীতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে; দ্বিতীয় স্থান মাত্র বেদান্ত-কর্তৃক অধিকৃত। বেদান্ত শব্দটি *'বেদান্তকৃৎ'*-রূপে মাত্র একবার গীতায় উক্ত [১৫|১৫]। কিন্তু সাংখ্য ও যোগের প্রায়শঃই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর উপর্যুক্ত বেদান্ত শব্দটিও উপনিষদের অর্থে ব্যবহৃত। প্রাচীন ও নবীন দর্শনের অসমঞ্জস সমাবেশ গীতাতে দেখা যায়। বেদান্তের ধারাটি গীতায় আধুনিক, মৌলিক নহে। দার্শনিক বা ধর্মীয় যে দৃষ্টিতেই গীতাকে বিচার করা যায়, উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয়।"

হপ্‌কিন্‌স বলেন, "পরবর্তী কালের কোন বিষ্ণু-উপাসনা-মূলক উপনিষদ্‌কে কৃষ্ণভাবোদ্দীপক গ্রন্থে পরিণত করিয়া গীতা উৎপন্ন হইয়াছে।" **হোল্‌জমানের** মতে কোন বেদান্ত-গ্রন্থকে বিষ্ণুভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত করিয়া গীতা

সৃষ্ট হইয়াছে। **বেরিডেল কীথ** বলেন, "শ্বেতাশ্বতরের ন্যায় গীতা পূর্বে একখানি উপনিষদ্ ছিল। পরে উহা কৃষ্ণোপাসনার গ্রন্থরূপে পরিবর্তিত।" **বার্নেটের** ধারণা যে, গীতাকারের যত্নে বিভিন্ন ধর্মমত সুশৃঙ্খলভাবে সমঞ্জস হইয়াছিল। **পল ডয়সন** বলেন, "উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের অধঃপতনের যুগে গীতা এক বিকৃত সৃষ্টি। উক্ত যুগে আস্তিকতা ধীরে ধীরে নাস্তিকতায় পরিবর্তিত হইতেছিল।" **সেনেটের** মতে স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক সমন্বয়সাধনই (spontaneous syncretism) গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। **চার্লস জনস্টন** বলেন, "ভগবদ্গীতা সেই বেদসরোবর, যাহার স্বচ্ছ ও শুদ্ধ সলিল ভারত-ভারতীর দারুণ সংঘর্ষের সঙ্গে যুগে যুগে ভারতেতিহাসরূপ অরণ্যের মধ্য দিয়া বেদরূপ হিমালয়ের অগম্য শৃঙ্গ হইতে প্রবাহিত ও সঞ্চিত।"

10) গীতার প্রচার

ভারতে এবং ভারতেতর বহু দেশে গীতার খুব প্রচার হইয়াছে। বাংলা ভাষায় উহার অনেক অনুবাদ ও সংস্করণ হইয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, তেলেগু, তামিল, মালয়ালম্, কানাড়ী, মেবারী, মারোয়াড়ী, সিন্ধী, গুরুমুখী, উর্দু, খাসিয়া, ফারসী, গাড়োয়ালী, নেপালী প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল ভাষায় গীতার অসংখ্য অনুবাদ ও সংস্করণ হইয়াছে। গোরক্ষপুর

গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত হিন্দী গীতার কয়েক লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে।

কলিকাতায় বাঁশতলা গলিস্থিত গীতা লাইব্রেরিতে এপর্যন্ত পৃথিবীর ছত্রিশটি ভাষায় গীতার যে পঁচিশ শতাধিক সংস্করণ হইয়াছে তাহার মধ্যে সাতাশটি ভাষায় প্রায় এগার শত সংস্করণের নমুনা-গীতা সংগৃহীত আছে। গীতা-প্রেমিকের এইগুলি অবশ্য দর্শনীয়।

10.1) ইংরেজী অনুবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের **স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ** ও **স্বামী নিখিলানন্দ**-কৃত গীতার ইংরেজী অনুবাদ দেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কোন কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী স্বরূপানন্দের গীতা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হইয়াছে। স্বামী প্রভবানন্দ ইংরেজ কবি **ক্রীস্টোফার ঈশারউডের** সহযোগে গদ্যে ও পদ্যে গীতার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী **অলডাশ হাক্সলী** ইহাতে একটি মনোজ্ঞ ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'জগতে যে সনাতন দর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার প্রাঞ্জলতম ও পূর্ণতম সংক্ষিপ্তসার গীতায় আছে। শুধু ভারতীয়গণের জন্য নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য উহার স্থায়ী মূল্য আছে। সনাতন দর্শনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক বিবৃতি ভগবদ্‌গীতা দিয়াছেন।' মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ

মঠ হইতে উক্ত গীতার একটি ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্যার চার্লস্ উইলকিন্স-কৃত গীতার ইংরেজী অনুবাদ ১৭৮৫ খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল **ওয়ারেন হেস্টিংস** কর্তৃক লিখিত ভূমিকা আছে। ইহাই বিদেশীয় ভাষায় মূদ্রিত ও অনূদিত সর্বপ্রথম ভারতীয় গ্রন্থ ও গীতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ।

এ্যানি বেসান্ত কর্তৃক অনূদিত ইংরেজী গীতার লক্ষাধিক কপি বিক্রীত হইয়াছে। এ ছাড়া স্যার **এডুইন আরনল্ড**-কৃত গীতার পদ্যানুবাদ; জন ডেভিস্, অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলিন এডগার্টন, হোলডেন, এডোয়ার্ড সাক্ষশন, উইলিয়াম কিউ. জাজ, চার্লস্ জনস্টোন, রেভারেণ্ড আর. ডি. গ্রিফিথ, রাইডার এফ্. টী. ব্রুকস্, ই. ওয়াশবার্ণ হপ্‌কিন্স প্রভৃতি-কৃত গীতার ইংরেজি গদ্যানুবাদ বিশেষ প্রচলিত।

10.2) অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনুবাদ

ফরাসী অনুবাদ : আন্না কামেস্কী, এমিল বার্ণফ, এ. এভিউড শুল্‌ফ

জার্মান অনুবাদ : গদ্যে - রিচার্ড গার্বে, পল ডয়সন, লিওপল্ ড ফন শ্রেডার; পদ্যে - ফ্রাঙ্ক হার্টম্যান ও থিওডর স্প্রিংম্যান

ল্যাটিন অনুবাদ : আগাস্টাস গিলেলমাস শ্লেগেল

ইটালিয়ান অনুবাদ : এন. ডি. ফ্লোরেন্স

সুইডিশ অনুবাদ : নিনো রুনেবার্গ, উইলিয়াম জাজ ও ফ্রাঞ্জ লেক্ষাউ

রাশিয়ান অনুবাদ : ম্যাঞ্জিয়ারলি ও কামেস্কী

ডাচ্ অনুবাদ : ল্যাবার্টন ও ডাঃ জে. ডবলিউ. বৈশেডাইন

স্পানিশ অনুবাদ : এ. ত্রিমিশভ ও জে. আর. বোরেল

বোহেমিয়ান অনুবাদ : ডাঃ এ. হটিম্যান

হাঙ্গেরিয়ান অনুবাদ : লেগ্রাডি ন্যম্‌দা কন্যুকিয়াডো

জাপানী অনুবাদ : অধ্যাপক জে. তাকাকুশু

তিব্বতী অনুবাদ : জনৈক লামা

10.3) বাংলায় অনুবাদ

রামদয়াল মজুমদার, দামোদর মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, অবিনাশ শর্ম ও জগদীশচন্দ্র ঘোষ-কৃত গীতার বাংলায় অনুবাদ প্রসিদ্ধ। পণ্ডিত প্রমথনাথ, পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ ও পণ্ডিত পার্বতীচরণ যথাক্রমে গীতার শাঙ্করভাষ্য, গূঢ়ার্থদীপিকা ও সুবোধিনী টীকার বঙ্গানুবাদ করিয়া অমর হইয়াছেন। বাংলায় গীতায় বহু পকেট-সংস্করণ আছে।

10.4) গীতার অন্যান্য প্রচার

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ন্যায় গীতারও অখণ্ড পাঠ হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও গীতার নিত্য পাঠ হয়। সুর-তান-লয়-যোগে বহুস্থানে গীতা গীত হয়। ইহার পাঠে মহাশান্তি ও স্বস্ত্যয়ন হয়। বিশ্বষতঃ বিশ্বরূপদর্শন (১১শ) অধ্যায় (যাহা ব্রহ্ম অধ্যায়রূপে বর্ণিত) শুচি, অশুচি, সর্বাবস্থায় পাঠ করা যায়। লাহোর, করাচি প্রভৃতি শহরে 'গীতা-হল্' নির্মিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রে গীতার জ্ঞানেশ্বরী ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। বরোদা ও আমেদাবাদে যে বিশাল 'গীতা মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে গীতাদেবীর মূর্তি নিত্য পূজিত হয়। বাঙ্গালোরে জনৈকা স্ত্রীভক্ত গীতার সকল শ্লোক কাপড়ের উপর রেশমের সেলাই দ্বারা লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থখানি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। অনেক

পণ্ডিত এখনও আছেন যাঁহাদের সমগ্র গীতা কণ্ঠস্থ। কোন কোন কলেজে গীতা পাঠ্যপুস্তকরূপে পঠিত হয়।

11) গীতা ও উপনিষদাবলী

গীতা একটি উপনিষদ্। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বেদ-ব্যাস গীতাকে উপনিষদ্ বলিয়াছেন। উপনিষদ্-তত্ত্বই গীতায় পত্রপুষ্পে শোভিত ও পরিবর্ধিত। উপনিষদ্রূপ গাভীসমূহের দুগ্ধই এই গীতামৃত [গীতার ধ্যান, ৪]। উপনিষদের নিগূঢ় নির্যাস শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য গীতামৃতরূপে পরিণত করিয়াছেন।

উপনিষদ্সমূহের ন্যায় গীতাও কম্বুকণ্ঠে আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্বের এমন সুললিত ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা অন্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। **শঙ্করাচার্য** সেইজন্য তাঁহার উপনিষদ্ ও গীতার ভাষ্যে একই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। অদ্বৈতনিষ্ঠ প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা অন্যতম।

11.1) উপনিষদ্ এবং গীতার শ্লোকে সাদৃশ্য

উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক গীতায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কিছু সমানার্থক শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল। আরও সাদৃশ্যযুক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অতএব গীতাপাঠ করিলেই উপনিষদ্পাঠ হয়। গীতা উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য।

কঠোপনিষদের ১|২|১৫ : গীতার ৮|১১

কঠোপনিষদের ২|৭,১৫,১৮-১৯ : গীতার ৮|১১, ২|২০, ২|১৯

ঈশোপনিষদের ৫ : গীতার ১৩|১৬ ও ৬|২৯

মুণ্ডক উপনিষদের ২|১|২ : গীতার ১৩|১৫

11.2) গীতা এবং ব্রহ্মতত্ত্ব

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তে **অর্জুন** গীতার উপদেশ বিস্মৃত হওয়ায় পুনর্বার উহা প্রার্থনা করিলে ভগবান্ **শ্রীকৃষ্ণ** বলিয়াছিলেন - "যে ব্রহ্মতত্ত্ব তোমাকে পূর্বে যোগযুক্ত হইয়া বলিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে পুনরায় বলা অসম্ভব।" [মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব, ১৬শ অধ্যায়]

বেদতুল্য গীতার ভাগবত বাণী নিত্য ও অপৌরুষেয়। গীতা পঞ্চম বেদ। গীতাতত্ত্ব ও বেদবাণী অভেদ। সেইজন্য **স্বামী বিবেকানন্দ** বলিয়াছেন যে, গীতা বেদের সর্বোত্তম ভাষ্য। গীতা ব্রহ্মযোগ-শাস্ত্র ও অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী। ব্রহ্মবিদ্যাই গীতার প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। গীতায় ব্রহ্মযোগ বিবৃত। ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করা, গুণাতীত যোগারূঢ় বা স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়াই গীতার উপদেশ। কেহ কেহ বলেন- 'যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা কিরূপে উপদিষ্ট হইল?' ইহা অসম্ভব নহে। ইতিহাসে দৃষ্টান্ত আছে। রোমান সম্রাট্ মার্কাস্ অরেলিয়াস যে যুদ্ধে যাইয়া নিহত হন, সেই যুদ্ধে যাইবার পূর্বে তিনি তিন দিবস স্বীয় রাজধানীর বিদ্বদ্বর্গকে প্রাসাদে আহ্বানপূর্বক

দর্শনালোচনা করিয়াছিলেন।

12) গীতা ও ভাগবত

গীতা ও ভাগবতে একই তত্ত্ব উপদিষ্ট। উভয় গ্রন্থে একই অবতারের উপদেশ প্রবিবৃত। গীতার বক্তা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভাগবতে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের বাণী গ্রথিত। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে জ্ঞানযোগ বর্ণিত। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভক্তিযোগ বিবৃত। উভয় গ্রন্থেই সমানভাবে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগতত্ত্ব স্থান পাইয়াছে।

"অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়" [গীতা ১৪|২৬]

"আত্মারাম মুনিগণ অহৈতকী ভক্তি লাভ করেন" [ভাগবত]

আবার গীতার ন্যায় ভাগবতেও আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট। ভাগবতের **১২**শ স্কন্ধের শেষে **শুকদেব** রাজা **পরীক্ষিৎকে** আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। ভাগবতের বেদস্তুতিতে আছে - "আত্মতত্ত্ব প্রকাশের জন্যই ভগবান্ মানবরূপে অবতীর্ণ হন।" গীতার মতে যুগে যুগে অবতার আগমন করেন। ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে 'অবতার অসংখ্য'।

গীতায় শ্রীভগবান্ ভক্তকে সর্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার শরণাগত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন [১৮|৬৬]। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে "সর্বপ্রযত্নে সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ আমার শরণাগত হও। তাহা হইলে আমার দ্বারা অকুতোভয়

(সর্বত্র নির্ভয়) হইবে [১১|১২|১৫]।" শরণাগতি দ্বারাই ভক্ত অভয় লাভ করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্তে **মেধা ঋষিও** রাজা **সুরথকে** ভবভয়নাশের জন্য পরমেশ্বরী ভগবতীর শরণাগত হইতে বলিতেছেন।

13) গীতার উদারতা

গীতা সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। গীতা সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থ হইবার যোগ্য। গীতাশাস্ত্রে কোন 'গোড়ামি' বা সংকীর্ণতা স্থান পায় নাই।

"যে যেভাবে আমায় আরাধনা করে, আমি সেই ভাবে তাহাকে কৃপা করি। সকল ধর্মপিপাসু মৎপথেই বিচরণ করিতেছে।" [৪|১১]

"যাহারা ঈশ্বরের যে কোন রূপ শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাদিগকে সেই মূর্তিতে ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদান করি।" [৭|২১]

"যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতা উপাসনা করে, তাহারাও অবিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করে।" [৯|২৩]

এইরূপ সার্বজনীনতা ও উদারতা অন্য ধর্মগ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য। ভগবানের অসংখ্য নাম ও অসংখ্য রূপ। তাঁহার যে কোন

একটি নামে ও রূপে আমাদের নিষ্ঠা হইলেই মুক্তি করতলগত হইবে। নিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার একটি নাম জপ ও একটি রূপ ধ্যান করিলেই মোক্ষলাভ হয়। অপরের ইষ্টকে শ্রদ্ধা করা ইষ্টনিষ্ঠার একটি প্রধান সাধন। অপরের ইষ্টকে অশ্রদ্ধা করা অনুচিত। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ প্রত্যেকটি অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মুক্তি-মার্গ, এই ভাবটি গীতার কয়েকটি শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। **স্বামী বিবেকানন্দ** গীতার উক্ত বৈশিষ্ট্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। রুচির বৈচিত্রহেতু ঋজু, কুটিল যে পথে মানুষ চলুক না কেন, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকিলে সাধকের ঈশ্বরলাভ হইবেই। **ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ** তাই বলিতেন, "যত মত তত পথ"। এক-একটি ধর্মমত যে ঈশ্বরলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ, তাহা তিনি তাঁহার অভূতপূর্ব ও অলৌকিক জীবনে সাধন করিয়া দেখাইয়াছেন।

14) গীতায় আত্মার অমরত্ব

কুরুক্ষেত্রে **অর্জুন** আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি স্বজনগণকে বিনাশপূর্বক রাজ্যলাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তখন **শ্রীকৃষ্ণ** অর্জুনের মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্য তাঁহাকে আত্মার অমরত্ব শিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন - "এই নরপতিগণ ও আমরা পূর্বে ছিলাম না, বা পরে থাকিব না - ইহা সত্য নহে।" অর্থাৎ আমরা ও ইহারা আত্মারূপে জন্মের পূর্বেও ছিলাম এবং

মৃত্যুর পরেও থাকিব। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; আত্মা অমর। মানুষ দেহমাত্র নহে। মানুষ আত্মাই। দেহের জন্ম বা মৃত্যু হয়। মৃত্যু আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মৃত্যুতে স্থূল দেহের ধ্বংশ হয় মাত্র। "বস্ত্র জীর্ণ হইলে যেমন উহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নূতন বস্ত্র পরিধান করি, তেমনি আত্মা ভগ্ন ও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করে [২৷২২]।" মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম হয়; পুনর্জন্ম দেহান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। কৌমার, যৌবন ও জরার ন্যায় মৃত্যুও দেহের একটি অবস্থামাত্র। "আত্মাকে মৃত্যু বিনাশ করিতে পারে না, অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল সিক্ত করিতে পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না [২৷২৩]।" ইহাই গীতার প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিলে অর্জুনের ন্যায় আমাদেরও মৃত্যুভয় বিদুরিত হইবে, শোক অন্তর্হিত হইবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের **১২শ** স্কন্ধে **শুকদেব** রাজা **পরীক্ষিৎকে** মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্য আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, "আত্মা দেহ হইতে পৃথক্। তুমি অমর আত্মা - এই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুভীতি যাইবে না।"

গ্রীসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী **সক্রেটিস** আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া শেষ জীবনে তিনি যখন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মৃত্যুর পর আপনার

দেহ কিভাবে সৎকার করিব?" সক্রেটিস তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহের সৎকার যেভাবে ইচ্ছা করিও, তবে ইহা নিশ্চিত জানিও যে, এই দেহ সক্রেটিস নহে।" জন্মের পূর্বে যে আমরা ছিলাম এবং মৃত্যুর পরেও থাকিব, বিনষ্ট হইব না - এই ধারণা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান। মন একটু অন্তর্মুখী ও একাগ্র হইলেই উক্ত সত্য প্রতিভাত হয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক **বার্ট্রাণ্ড রাসেল** (Bertrand Russel) তাঁহার নবম বা দশমবর্ষীয় পুত্রকে খ্রীষ্টান ধর্মের একটি তত্ত্ব শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "মিশরের পিরামিড যখন নির্মিত হয়, তখন তোমার অস্তিত্ব ছিল না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার অস্তিত্ব আসিয়াছে।" (খ্রীষ্টানগণ জন্মান্তরে বিশ্বাসী নহেন।) পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে (পুত্র) তখন কি করিতেছিল?" পিতা তাহাকে বারবার বলা সত্ত্বেও বালক কিছুতেই তাহার জন্মের পূর্বের অনস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারিল না। মানুষ দেহাতিরিক্ত আত্মা, সুতরাং কিরূপে এইরূপ বিশ্বাস করা সম্ভব? দেহবুদ্ধির প্রাবল্যহেতু আত্মবুদ্ধি সম্প্রতি অন্তর্হিত হইয়াছে। আত্মবুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গেই ক্ষুধাতৃষ্ণা, জন্মমৃত্যু, জরাব্যাধি প্রভৃতি জড়ধর্মের অধীনতা দূর হয়; সকল দুর্বলতা, দুঃখ ও দৈন্য পলায়ন করে; মানব মৃত্যুঞ্জয় ও মহাবীর হয়।

15) গীতায় অবতারবাদ

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও অবতারবাদ প্রচার করেন। সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম গীতাতেই অবতার-তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত। গীতায় [৪।৭-৯] ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন - "যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয় তখনই আমি অবতীর্ণ হই। সাধুরক্ষা, দুষ্টবিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে নরদেহ ধারণ করি।"

অবতারে বিশ্বাস হইলে মুক্তিলাভ হয়, আর পুনর্জন্ম হয় না। **শ্রীরামকৃষ্ণদেব** তাই বলিতেন, "অবতারে বিশ্বাস পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ।" মূঢ়গণই মনুষ্যতনুধারী ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। অবতারবাদেই ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত। অবতার মায়ামনুষ্য। তিনি মায়াধীশ; জীবের ন্যায় মায়াধীন নহেন। তিনি যেন দেহবান্ হন, যেন জাত হন। অবতার নরদেহধারী ভগবান্। দেহধারণকালে তিনি তাঁহার ভাগবতস্বরূপ বিস্মৃত হন না। অবতার দেব-মানব, 'নির্গুণ গুণময়', 'নিরঞ্জন নররূপধর'। দেবত্ব ও মানবত্বের অপূর্ব মিলন অবতারে দৃষ্ট হয়। ভক্তিতে মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রস্ফুটিত হয়। ঈশ্বর ও মানবের মিলনভূমি এই অবতার। অবতারকে দর্শন করিলেই ঈশ্বরদর্শন করা হয়। অবতারগণের জন্ম অলৌকিক; কারণ তাঁহারা জীবের ন্যায় কর্মাধীন নহেন। ঈশ্বরের নরলীলাই সর্বোত্তম। অবতারের লীলাস্মরণ, তাঁহার নামজপ ও তাঁহার মূর্তিধ্যানই ধর্মজীবনের

প্রধান সাধন। এইজন্য ভগবান্ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম কিরূপে সাকার ও সগুণ হন, কিরূপে রক্তমাংসের শরীরে আবির্ভূত হন - এই গভীর রহস্য দুর্ভেদ্য। অবতারকে আশ্রয় করিলে ধর্মসাধন সহজ হইয়া যায়। বিশ্বরূপ দর্শনান্তে শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের ভগবদ্বুদ্ধি আসা মাত্র অর্জুনের মোহরাত্রি অতীত হইল। যীশুখ্রীষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস আসিতেই সল পলে পরিণত হইলেন। মানবের দেবত্ব এবং ভগবানের মানবত্ব প্রকটিত হয় অবতারবাদে। অবতারকে চিন্তা করিলেই ঈশ্বরকে চিন্তা করা হয়। বেদে অবতারবাদ ব্যক্ত হয় নাই। পরবর্তী যুগে ভক্তিধর্মের উৎপত্তির সঙ্গে অবতারবাদ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মে উক্ত মত কোন-না-কোন প্রকারে বিকশিত হইয়াছে।

16) গীতোক্ত কর্মযোগ

নিষ্কাম কর্মযোগই গীতার শ্রেষ্ঠ বাণী। বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম অনাসক্তভাবে পালন করিলে ভগবদ্দর্শন হয়। অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ম করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও পরে জ্ঞান লাভ হয়।

মহাভারতে [১২|১৮|৩১] **অর্জুন** বলিতেছেন - "যে অনাসক্ত বন্ধনহীন পুরুষ শত্রু-মিত্রে সমদর্শী এবং সত্তবৎ

ব্যবহারশীল হন, তিনি মুক্ত। হে মহীপতে ইহাই গীতোক্ত মুক্তির আদর্শ।"

যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে [৩|২০৪-০৫] সন্ন্যাসীর অবস্থা বর্ণনান্তে কথিত আছে, 'সত্যশীল, জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহী সন্ন্যাসগ্রহণ না করিয়াও মুক্তিলাভ করেন।'

গান্ধীজীর মতে গীতায় অনাসক্তিযোগ কথিত। অনাসক্তি যতই মনে দৃঢ়মূল হইবে, ততই চিত্ত শুদ্ধ হইবে, ততই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আস্বাদ পাওয়া যাইবে।

গীতা কর্ম ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই; কর্মে অনাসক্তি, কর্মফলত্যাগই গীতার মহীয়সী বাণী। জগতের অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এত মুক্তকণ্ঠে এই অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচার করেন নাই। সচন্দন পুষ্প ভগবানের চরণে অর্পণ করিলে যেমন পূজা হয়, তেমনি স্ব স্ব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিলেও তাঁহার উপাসনা হয়। নিষ্কাম কর্মও এক প্রকার ঈশ্বরারাধনা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "বুদ্ধদেব ধ্যানের দ্বারা ও যীশুখ্রীষ্ট প্রার্থনার দ্বারা যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ও দিব্যভাব লাভ করিয়াছিলেন, অনাসক্ত কর্মী নিষ্কাম কর্মের দ্বারাও সেই উচ্চাবস্থা লাভ করিবেন।" তাই স্বামীজী কর্মসঙ্কুল বর্তমান যুগে নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা ধর্মের প্রধান অঙ্গরূপে প্রবর্তন করিলেন।

চৈনিক ঋষি **লাউৎজে** (Laozi also Lao-Tzu or Lao-Tze) প্রাচীন চীনে wa wei wei বা নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা দিয়াছেন। লাউৎজে তাঁহার 'তাও তে-কিং' (Tao Te Ching) নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন - "অনাসক্ত মানবই জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা ও শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ। তিনি জগতে বাস করিয়াও জগদতীত হন।"

প্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী **অলডাশ্ হাক্সলী** (Aldous Huxley) তাঁহার "Ends and Means" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত আদর্শ মানবের বহু সংজ্ঞা সমালোচনাপূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গীতোক্ত অনাসক্ত মানবই আদর্শ পুরুষ। যিনি যত অনাসক্ত তিনি তত উন্নত।

ফরাসী দেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী **ক্লেম্যাঙ্গো** (Georges Benjamin Clemenceau) বলিয়াছেন - গীতোক্ত কর্ম-কৌশল যদি জানিতাম তাহা হইলে আমার কর্ম-জীবন ধর্ম-জীবনে পরিণত হইত। খ্রীষ্টান সাধক **ব্রাদার লরেন্স** নিষ্কামভাবে পাচকের কর্ম করিয়াই সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ব্যাধগীতাতে আছে যে, ব্যাধ মাংসবিক্রয়রূপ স্বীয় বর্ণধর্ম অনাসক্তভাবে পালন করিয়াই আত্মজ্ঞান-লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখা যায়, অনাসক্তচিত্তে পতিসেবা দ্বারাই সতীসাধ্বী স্ত্রীর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। অনাসক্তভাবে

স্বধর্মপালনই শ্রেষ্ঠ সাধনা। সকল সময়ে সকল অবস্থায় অনাসক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

17) বৌদ্ধধর্ম ও গীতা

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে "গীতার প্রভাব পুরাকালে চীন ও জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান গ্রন্থদ্বয় 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপত্তি' এবং 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' গীতাতত্ত্বের নিকট গভীরভাবে ঋণী।" হিন্দুধর্মে গীতা যে স্থান অধিকার করিয়াছে, বৌদ্ধধর্মে ধম্মপদও সেই স্থান পাইয়াছে। ধম্মপদ ও গীতার মধ্যে ভাবসাদৃশ পরিলক্ষিত হয়।

17.1) যোগক্ষেম শব্দের ব্যবহার

যে ভক্ত অনন্যচিত্ত হইয়া নিরন্তর ঈশ্বরের উপাসনা করেন, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার **যোগক্ষেম** বহন করেন [গীতা ৯|২২]।

সেই সকল সতত চেষ্টাশীল এবং নিত্য দৃঢ়পরাক্রম ধ্যানিগণ পরম শান্তি (**যোগক্খেমং**)-রূপ নির্বাণ লাভ করেন [ধম্মপদ, অপ্পমাদো বগ্গো, ৩]।

মন্দবুদ্ধিগণ শ্রেয় (**যোগক্ষেমাদ্**) অপেক্ষা প্রেয়কে বরণ করেন [কঠোপনিষদ, ১|২|২]।

ব্রহ্মই **যোগক্ষেমরূপে** প্রাণাপানে অবস্থিত [তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩|১০|২]।

যোগক্ষেম শব্দটি গভীর অর্থপূর্ণ। যোগ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং ক্ষেম প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ। **শঙ্করমতে** যোগক্ষেম আহারাদি সকল প্রয়োজনীয় বস্তু। **শ্রীধর** শব্দটি 'মুক্তি' অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধম্মপদ-মতে যোগক্ খেমং=যোগক্ষেম=মুক্তি। শ্রীধর ও ধম্মপদ এক অর্থেই যোগক্ষেম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দটি অতি প্রাচীন, সম্ভবতঃ উপনিষৎ ও গীতা হইতে উহা ধম্মপদে গৃহীত।

18) গীতায় যোগচতুষ্টয়ের সমন্বয়

গীতায় যে ধর্ম-সমন্বয় ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা ধর্মেতিহাসে অপূর্ব। (নিষ্কাম) কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ - এই চারটি অন্যনিরপেক্ষ মোক্ষমার্গের এরূপ অপূর্ব সমন্বয় অন্য শাস্ত্রে নাই। **শ্রীরামকৃষ্ণের** বাণী - "যত মত তত পথ" গীতাতেই ব্যাখ্যাত। পূজ্যপাদ **স্বামী জগদানন্দজী** যখন আমার গীতাখানি সংশোধন করিতেছিলেন তখন তিনি গীতার এই সমন্বয়-সূত্রটি আমাকে ধরাইয়া দেন।

18.1) নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা মুক্তি

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন [৩|১৯] - সেই হেতু সদা অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান কর। মানুষ অনাসক্ত

হইয়া কর্ম করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

18.2) জ্ঞানযোগ দ্বারা মুক্তি

শ্রীভগবান বলিতেছেন [১২|৩-৪] - যাঁহারা ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া এবং সর্বত্র সমবুদ্ধি ও সদা সর্বভূতের হিতে রত হইয়া অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন।

18.3) ভক্তিযোগ দ্বারা মুক্তি

শ্রীভগবান বলিতেছেন [১১|৫৪] - কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করিতে এবং আমাতে বিলয়রূপ মোক্ষলাভ করিতে ভক্তগণ সমর্থ হয়।

18.4) রাজযোগ দ্বারা মুক্তি

শ্রীভগবান বলিতেছেন [৫|২৭,২৮] - বাহ্য বিষয় মন হইতে বাহির করিয়া দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির করিয়া নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করিয়া এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমপূর্বক ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন তিনি জীবন্মুক্ত।

19) গীতাকবচ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর যেমন কবচ আছে, গীতারও তদ্রূপ কবচ আছে। যেমন দেবীকবচ পাঠান্তে চণ্ডীপাঠ বিহিত, সেইরূপ গীতাকবচ পাঠান্তে গীতাপাঠ করিতে হয়। **বার্ণেল** সাহেবের ক্যাটালগ [১১৪৬নং, ১৮৬ পৃঃ] অনুসারে তাঞ্জোরের মহারাজা **সরফৌজির** সরস্বতীমহল গ্রন্থাগারে তেলেগু অক্ষরে লিখিত পুঁথিতে একটি গীতাকবচ আছে ['শ্রীভারতী' পত্রিকায় - ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা - শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত]।

যাহা ধারণ করিলে শত্রু-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহাকে কবচ বলে। যিনি গীতাতত্ত্বে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তর নানা প্রবল শত্রু থাকে। ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গীতাকবচ অবশ্য ধারণীয়। গীতাকবচে ষড়ঙ্গ রক্ষা করিবার বিধি ও কৌশল বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। উক্ত কবচের বৈশিষ্ট এই যে, ইহাতে গীতার ছয়টি মূল শ্লোক উল্লিখিত।

20) গীতামাহাত্ম্য

সাধারণতঃ দুইটি গীতামাহাত্ম্য দেখা যায়। তন্মধ্যে যেটি বৃহত্তর সেটি **বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে** উক্ত। ইহাতে ৮৪টি শ্লোক আছে। **স্বামী কৃষ্ণানন্দ** কর্তৃক সম্পাদিত গীতায় উক্ত মাহাত্ম্য সানুবাদ প্রদত্ত। আর যেটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং ২৩টি

শ্লোকে সমাপ্ত, সেটি অনুবাদ সহিত এই গীতায় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত মাহাত্ম্যটি কাহারো কাহারো মতে **বরাহপুরাণোক্ত**। **বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস** হইতে প্রকাশিত এবং বহু টিকাসমন্বিত গীতার মত এইরূপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত প্রেস হইতে প্রকাশিত বরাহপুরাণে এই গীতামাহাত্ম্য নাই। **মহাভারতে** এবং **স্কন্দপুরাণে** দুইটি গীতামাহাত্ম্য পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি প্রচলিত নহে। হরি ওঁ।

গীতার প্রশস্তি

गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ॥1॥

যে গীতা সাক্ষাৎ (পদ্মনাভ) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃতা, তাহা উত্তমরূপে পাঠ করা কর্তব্য; অন্যান্য অধিক শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন কি? ১

सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरी: ।
सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनु: ॥2॥

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, হরি (গোবিন্দ) সর্বদেবস্বরূপ, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং গায়ত্রীমন্ত্র (মনু) সর্ববেদময়। ২

गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते है ।
चतुर्गकारसंयुक्तो पुनर्जन्म न विद्यते ॥3॥

গ-কারসংযুক্ত যুক্ত গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ – এই চারিটি যাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত হন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ৩

गीताधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा ।
वेदशास्त्रपुराणानि तेनाधीतानि सर्व्वशः ॥4॥

ভক্তিপূর্ণ চিত্তে যিনি গীতাপাঠ করেন, তিনি বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম অবগত হন। ৪

বিষয়-সূচী

পৃষ্ঠা

গীতাপাঠের বিধি ১

গীতার ধ্যান ৪

(নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিদ্বারা শ্লোকসংখ্যা বুঝিতে হইবে)

প্রথম অধ্যায়—বিষাদযোগ (পৃঃ ১১—৩৩)

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ১ ; সঞ্জয় কর্তৃক পাণ্ডব ও কৌরব সৈন্যদলের বর্ণনা ২—১১ ; দুই পক্ষের রণবাদ্য ১২—২০ ; অর্জুনের সৈন্যদর্শন ২১—২৭ ; অর্জুনের বিষাদ ২৮—৩৬ ; কুলক্ষয় ও বর্ণসঙ্কর-জনিত পাপের পরিণাম-চিন্তা ৩৭—৪৫ ; অর্জুনের ধনুর্বাণ ত্যাগ ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্যযোগ (পৃঃ ৩৪—৭৫)

শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে তিরস্কার ও উৎসাহ-বাক্য ১—৩ ; অর্জুনের কর্তব্যবিমূঢ়তা ও ভগবানের নিকট উপদেশ প্রার্থনা ৪—১০ ; আত্মা জন্মমৃত্যুহীন, দেহ বিনাশী ও সুখদুঃখ অনিত্য ১১—১৮ ; আত্মার স্বরূপ ১৯—২৪ ; শোকনিবারণের উপায় ২৫—৩০ ; ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ৩১—৩৭ ; কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব ৩৮—৪১ ; সকাম কর্মের

দোষদর্শন ৪২—৪৪ ; কর্মযোগের লক্ষণ ও ফল ৪৫—৫৩ ; স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ৫৪—৭২ (বিষয়চিন্তার কুফল ৬২—৬৩ ; ইন্দ্রিয়সংযম, শান্তিলাভের উপায় ও ব্রাহ্মী স্থিতি ৬৪—৭২)

তৃতীয় অধ্যায়—কর্মযোগ (পৃঃ ৭৬—১০০)

অর্জুনের প্রশ্ন—কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ১—২ ; শ্রীভগবানের উত্তর—কর্ম ও জ্ঞানরূপ দ্বিবিধ নিষ্ঠা ; কর্মযোগের আবশ্যকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩—৯ ; যজ্ঞতত্ত্ব ১০—১৬ ; আত্মজ্ঞানীর কর্মাভাব ১৭—১৮ ; নিষ্কাম কর্ম কর্তব্য ১৯—২০ ; লোকশিক্ষার্থ কর্ম ২১—২৬ ; কর্মযোগের কৌশল ২৬—৩২ ; মানুষ সংস্কারের অধীন ৩৩ ; পুরুষকারের প্রয়োজন ও স্বধর্মের উৎকর্ষ ৩৪—৩৫ ; অর্জুনের প্রশ্ন—জীবের পাপাচরণের কারণ কি ? ৩৬ ; ভগবানের উত্তর—কাম ও ক্রোধই সকল পাপের মূল ৩৭—৪০ ; কাম হইতে মুক্তির উপায় ৪১—৪৩

চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ (পৃঃ ১০১—১২৩)

কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার অনাদিত্ব ১—৩ ; অবতার-তত্ত্ব ৪—১০ ; কামনা অনুযায়ী ফল ১১—১২ ; চতুর্বর্ণ ১৩ ; কর্ম-যোগের রহস্য ও সিদ্ধি ১৪—১৫ ; কর্মরহস্য ও তৎজ্ঞানে মুক্তি ১৬—২৪ ; বিবিধ যজ্ঞের বর্ণনা ২৫—৩২ ; জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা ৩৩ ; জ্ঞানের সাধন ও ফল ৩৪—৩৯ ; সংশয়-নাশ ৪০—৪২

পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাসযোগ (পৃঃ ১২৪—১৪০)

নিষ্কাম কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাসের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ? ১ ; উভয়ই মোক্ষপ্রদ ২ ; দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাসীই ৩ ; কর্মযোগ ও সন্ন্যাস একই ফল ৪—৫ ; কর্মযোগীর লক্ষণ ৬—১২ ; সন্ন্যাস ১৩ ; স্বভাবই কর্তা, ঈশ্বর নহেন ১৪ ; জীব অজ্ঞানমুগ্ধ ১৫ ; জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাননাশ ১৬ ; জ্ঞানীর লক্ষণ ১৭—১৮ ; ব্রহ্মাত্মদর্শী সন্ন্যাসীর জীবন্মুক্তি ১৯—২৬ ; ধ্যানযোগের সূত্র ২৭—২৮ ; যোগসহায়ে ভগবদ্‌-জ্ঞানে মুক্তি ২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যানযোগ (পৃঃ ১৪১—১৬৬)

কর্মফলত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞেয় ১—২ ; ধ্যানযোগের ও যোগারূঢ়ত্বের সাধন ৩ ; যোগারূঢ়ের লক্ষণ ৪ ; আত্মাই আত্মার উদ্ধারকর্তা ও শত্রু ৫—৬ ; যোগসিদ্ধির লক্ষণ সমবুদ্ধি ৭—৯ ; যোগাভ্যাসের নিয়ম—স্থান, আসন, আহার ও নিদ্রাদি ১০—১৭ ; ধ্যান ও সমাধি ১৮—২৮ ; যোগসিদ্ধির ফল সমদর্শন, দুঃখের নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ লাভ ২৯—৩২ ; মনঃসংযমের উপায়—অভ্যাস ও বৈরাগ্য ৩৩—৩৬ ; যোগ-ভ্রষ্টের ঊর্ধ্বগতি ও জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভ ৩৭—৪৫ ; তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ ৪৬ ; ভগবদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠ যোগী ৪৭

সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ (পৃঃ ১৬৭—১৮৪)

ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার অপরোক্ষ অনুভূতির উপদেশের প্রস্তাব ১—২ ; সাধক ও তত্ত্বজ্ঞ দুর্লভ ৩ ; ঈশ্বরের পরা ও

অপরা প্রকৃতি এবং জগতের উৎপত্তি ৪—৭ ; সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরে বিধৃত ৮—১২ ; ত্রিগুণমুগ্ধ জগৎ গুণাতীত ঈশ্বরকে জানে না ১৩ ; ভগবৎ-শরণাগতিই গুণময়ী মায়া হইতে মুক্তির উপায় ১৪—১৫ ; চতুর্বিধ ভক্ত—জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ১৬—১৯ ; অন্য দেবতা উপাসনার অস্থায়ী ফল ঈশ্বরপ্রদত্ত ২০—২২ ; ঈশ্বরোপাসনার ফল ঈশ্বরলাভ ২৩ ; মোহপ্রাপ্তির কারণ ২৪—২৭ ; ভক্তিদ্বারা মোহ, জরা ও মৃত্যুনিবৃত্তি এবং ঈশ্বরানুভূতি ২৮—৩০

অষ্টম অধ্যায়—অক্ষর ব্রহ্মযোগ (পৃঃ ১৮৫—২০১)

ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম ও অধিদৈবাদির ব্যাখ্যা ১—৫ ; মৃত্যু-কালে ঈশ্বরচিন্তায় মুক্তি ও দেবতাবিশেষচিন্তায় তৎপ্রাপ্তি ৬—৭ ; সর্বদা ভগবানের স্মরণ মননই শ্রেষ্ঠ সাধন ৮—১০ ; মৃত্যুর সময় ওঁকার ধ্যান ও পুনর্জন্মনিবৃত্তি ১১—১৩ ; অনন্যচিত্ত ভক্তের নিকট তিনি সুলভ ১৪—১৬ ; ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি এবং সৃষ্টি ও প্রলয় ১৭—১৯ ; পরমাত্মাই পরমগতি ও অনন্যাভক্তিদ্বারা লভ্য ২০—২২ ; দেবযানমার্গ ও পিতৃযানমার্গ—প্রথমটির ফল মোক্ষ ও অপরটির ফল পুনর্জন্ম ২৩—২৭

নবম অধ্যায়—রাজযোগ (পৃঃ ২০২—২১৯)

ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান সদ্যোমুক্তিপ্রদ ১ ; উক্ত বিদ্যা সুখসাধ্য ও শ্রেষ্ঠ ২ ; শ্রদ্ধাহীন ইহার অনধিকারী ৩ ; ভগবানের যোগৈশ্বর্য ৪—১০ ; অবতারে বিশ্বাস দুর্লভ ১১ ; ভক্তের প্রকৃতি দৈবী ও অপরের আসুরী ১২—১৩ ; ভক্ত সতত বহু প্রকারে

তাঁহার উপাসনা করেন ১৪—১৫ ; তিনি সর্বাত্মক ১৬—১৯ ; যজ্ঞাদির ফল অনিত্য ২০—২১ ; ভগবান্ আশ্রিত ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন ২২ ; অন্যদেবতাপূজাও অজ্ঞানপূর্বক ঈশ্বরেরই পূজা ২৩—২৫ ; ভগবান্ ভক্তের ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করেন ২৬—২৯ ; ভক্তিদ্বারা মহাপাপীও মুক্তি লাভ করে ৩০—৩৩ ; ভক্তিদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি ৩৪

দশম অধ্যায়—বিভূতিযোগ (পৃঃ ২২০—২৩৯)

ঈশ্বরের অনাদিস্বরূপজ্ঞানে মুক্তি ১—৩ ; ভগবানের বিভূতি ও যোগ ৪—৭ ; ভক্তিদ্বারা জ্ঞানলাভ ও অজ্ঞান নিবৃত্তি ৮—১১ ; বিভূতি ও যোগশ্রবণার্থ অর্জুনের আগ্রহ ১২—১৮ ; সংক্ষেপে ভগবদ্‌বিভূতিবর্ণনা ১৯—৪১ ; সমগ্র জগৎ ভগবানের একাংশদ্বারা ব্যাপ্ত ৪২

একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শনযোগ (পৃঃ ২৪০—২৭২)

বিশ্বরূপদর্শনের জন্য অর্জুনের প্রার্থনা ১—৪ ; অর্জুনের দিব্যচক্ষুলাভ ৫—৮ ; সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বরূপবর্ণনা ৯—১৪ ; অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শন ১৫—৩১ ; ভগবান্ই সংহারকর্তা কাল ৩২ ; নিমিত্তমাত্র হইয়া যুদ্ধ করিতে অর্জুনকে উপদেশ ৩৩—৩৪ ; অর্জুনের স্তব ও পূর্ব চতুর্ভুজ রূপদর্শনে প্রার্থনা ৩৫—৪৬ ; ভগবানের পূর্বসৌম্যরূপধারণ, বিশ্বরূপদর্শন সুদুর্লভ ৪৭—৫৩ ; অনন্যা ভক্তিদ্বারাই বিশ্বরূপদর্শন ও ভগবৎপ্রাপ্তি ৫৪—৫৫

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিযোগ (পৃঃ ২৭৩—২৮৩)

অর্জুনের প্রশ্ন—সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ? ১ ; ভগবানের উত্তর—সগুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ, দেহাভিমানীর পক্ষে নির্গুণ উপাসনা অসাধ্য ২—৮ ; ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম ৯—১২ ; ভগবানের প্রিয় ভক্তের লক্ষণ ১৩—২০

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

(পৃঃ ২৮৪—৩০৬)

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা ১—৬ ; জ্ঞানের সাধন ৭—১১ ; ব্রহ্মের স্বরূপ ১২—১৭ ; ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয় ১৮ ; প্রকৃতিপুরুষবিবেক, ইহাতে পুনর্জন্মনিবৃত্তি ১৯—২৩ ; আত্মজ্ঞানের নানা পথ ২৪—২৫ ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগে সৃষ্টি ২৬ ; সমদৃষ্টিই পরা গতি ২৭—২৮ ; প্রকৃতির কর্তৃত্ব ও পুরুষের অকর্তৃত্ব ও নির্লিপ্ততা এবং প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকই মুক্তি ২৯—৩৪

চতুর্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়বিভাগযোগ

(পৃঃ ৩০৭—৩২২)

পুনর্বার ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশের প্রস্তাব ১—২ ; সৃষ্টিতত্ত্ব ৩—৪ ; সত্ত্বরজঃতমোগুণের দ্বারা বন্ধন ও তাহার ফল ৫—৯ ; দুই গুণের অভিভবপূর্বক তৃতীয় গুণের প্রাবল্য ১০—১৩ ; গুণবিশেষবৃদ্ধিকালে দেহত্যাগে গতি ১৪—১৫ ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মের ফল ১৬—১৮ ; গুণাতীত মুক্ত ১৯—২০ ; গুণাতীতের লক্ষণ ২১—২৫ ; ভক্তিদ্বারা ত্রিগুণ অতিক্রম ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ২৬—২৭

পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তমযোগ (পৃঃ ৩২৩—৩৩৭)

সংসার-বৃক্ষের বর্ণনা ১—২; বৈরাগ্য-অস্ত্রে ইহার ছেদনে অব্যয়পদপ্রাপ্তি, অব্যয় পদের বর্ণনা ৩—৬; জীবের স্বরূপ, পুনর্জন্মরহস্য ৭—৮; জ্ঞানীর আত্মদর্শন ও অজ্ঞানীর অক্ষমতা ৯—১১; পরমেশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বব্যবহারাস্পদত্ব ১২—১৫; ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব ১৬—১৯; গুহ্যতম গীতাশাস্ত্রজ্ঞানে কৃতকৃত্যতা ২০

ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ (পৃঃ ৩৩৮—৩৫০)

দৈবী ও আসুরী সম্পদ্‌বর্ণনা ১—৪; দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি ৫—৬; আসুর স্বভাবের বিস্তৃত বর্ণনা, আসুরী-সম্পদ্‌-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অধোগতি ৭—২০; নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম, ক্রোধ ও লোভ; এই সকল ত্যাগে শ্রেয়োলাভ ২১—২২; শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘনে দোষ, শাস্ত্রই প্রমাণ, শাস্ত্রবিধি পালনীয় ২৩—২৪

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ (পৃঃ ৩৫১—৩৬৪)

আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্তের ত্রিবিধ শ্রদ্ধা ১—৪; আসুরী বুদ্ধি বর্জনীয় ৫—৬; ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ আহার ৭—১০; ত্রিবিধ যজ্ঞ ১১—১৩; কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা ১৪—১৬; গুণভেদে উক্ত তপস্যা ত্রিবিধ ১৭—১৯; ত্রিবিধ দান ২০—২২; যজ্ঞদানাদি কর্মে ওঁ তৎ সৎ (ব্রহ্মের নাম) উচ্চারণ ২৩—২৭; শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ, দান ও তপস্যা নিষ্ফল ২৮।

অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষযোগ (পৃঃ ৩৬৫—৪০৬)

সন্ন্যাস ও ত্যাগশব্দের ব্যাখ্যা ১—২ ; যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাজ্য নহে, কর্ত্তব্য ৩—৬ ; ত্রিবিধ ত্যাগ ৭—৯ ; জ্ঞাননিষ্ঠায় কর্মনিষ্ঠার পরিণতি ১০ ; কর্মফলত্যাগই ত্যাগ ১১ ; তিন প্রকার কর্মফল জ্ঞানীদের হয় না ১২ ; কর্মের পাঁচটী কারণ ১৩—১৫ ; অহঙ্কার-বুদ্ধি না থাকিলে বন্ধন হয় না ১৬—১৭ ; ত্রিবিধ কর্মপ্রেরণা ও ত্রিবিধ কর্মসংগ্রহ ১৮—১৯ ; ত্রিবিধ জ্ঞান ২০—২২ ; ত্রিবিধ কর্ম ২৩—২৫ ; ত্রিবিধ কর্তা ২৬—২৮ ; ত্রিবিধ বুদ্ধি ২৯—৩২ ; ত্রিবিধ ধৃতি ৩৩—৩৫ ; ত্রিবিধ সুখ ৩৬—৩৯ ; জগতে কোন ব্যক্তি বা বস্তু ত্রিগুণমুক্ত নয় ৪০ ; ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের কর্ম স্বভাবজাত গুণের দ্বারা বিভক্ত ৪১—৪৪ ; অনাসক্তভাবে স্বধর্মপালনে নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি ৪৫—৪৯ ; ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ৫০—৫৫ ; ভগবদ্ভক্তিযোগের উপসংহার ৫৬—৬৫ ; নিষ্কাম কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের ফল সম্যগ্দর্শন ৬৬ ; গীতাজ্ঞানের অধিকারী এবং গীতার ব্যাখ্যা, পাঠ ও শ্রবণের ফল ৬৭—৭১ ; অর্জুনের সন্দেহনিবৃত্তি ৭২—৭৩ ; সঞ্জয়ের গীতাপ্রাপ্তি ও আনন্দপ্রকাশ ৭৪—৭৮

	পৃষ্ঠা
গীতামাহাত্ম্য	৪০৭
শ্লোকসূচী	৪১৩
নির্ঘণ্ট	৪২৫

গীতাপাঠের বিধি

শুদ্ধভাবে ও স্থিরচিত্তে আসনে বসিয়া গীতাশাস্ত্রের[১] পূজা করিবে। পরে নিম্নলিখিতভাবে যথাক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে।

ওঁ অস্য (এই) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মালা-মন্ত্রস্য (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ মন্ত্রমালার) শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঃ ঋষিঃ (ঋষি ভগবান্ বেদব্যাস) অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ (ছন্দ—অনুষ্টুপ্) শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা (দেবতা—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ) "অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" (২।১১ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি বীজম্ (এই মন্ত্র গীতার বীজ)। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি শক্তিঃ (এই মন্ত্র গীতার শক্তি)। "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" (১৮।৬৬ শ্লোকের শেষার্ধ) ইতি কীলকম্ (এই মন্ত্র গীতার কীলক)।

করন্যাস—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" (২।২৩ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি (এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক) অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (উভয় তর্জনী দ্বারা সেই সেই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে)। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" (২।২৩ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) তর্জনীভ্যাং স্বাহা (দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই সেই হস্তের তর্জনীদ্বয় স্পর্শ করিবে)। "অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" (২।২৪ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি

[১] যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা অর্থাৎ যে গীতা শ্রীভগবানের মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃতা হইয়াছে তাহা তাঁহারই বাঙ্ময়ী মূর্তি। নানকপন্থী শিখগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ পূজা করেন।

(এই মন্ত্রে) মধ্যমাভ্যাং বষট্ (বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা সেই সেই হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে)। "নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" (২।২৪ শ্লোকের শেষার্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) অনামিকাভ্যাং হুম্ (বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা স্ব স্ব জাতীয় অনামিকা স্পর্শ করিবে)। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" (১১।৫ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ (দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সেই সেই হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় স্পর্শ করিবে)। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" (১১।৫ শ্লোকের শেষার্ধ) ইতি করতল-পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ (এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ করতল দ্বারা বাম করতল বেষ্টনপূর্বক বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল দ্বারা আঘাত করিবে) ইতি করন্যাসঃ।

অঙ্গন্যাস—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ (এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জন্যাদি অঙ্গুল্যগ্রত্রয় দ্বারা হৃদয় [বক্ষ] স্পর্শ করিবে)। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা (এই মন্ত্রে দক্ষিণ তর্জনী-মধ্যমাগ্র দ্বারা শিরোদেশ স্পর্শ করিবে)। "অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্ (এই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে)। "নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুবচলোঽয়ম্ সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্ (এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাক্রমে দক্ষিণ করাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা বাম বাহুমূল ও বাম করাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিবে)। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ নেত্র

এবং নাসামূল স্পর্শ করিবে)। "নানাবিধানি দিব্যানি নানা-বর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতল-পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ (এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা বাম করতল বেষ্টনপূর্বক বামকরতলে আঘাত করিবে)। ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

"শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ" (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত গীতাপাঠ করিতেছি—এইরূপ সঙ্কল্প করিবে)। সঙ্কল্পান্তে গীতার ধ্যান পাঠ করিবে। শ্রীভগবানকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া গীতার মর্মার্থ হৃদয়ে প্রকাশ করিবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনাপূর্বক গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে হয়। গীতাপাঠ করিয়া গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করিবে।

উপনিষদের মত গীতা গ্রন্থখানি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। এক বা একাধিক শ্লোকের যথাক্রমে মূল, অন্বয়, অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ পড়িবার পর শ্লোকের ভাবার্থের উপর কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিলে শ্লোকের গভীর অর্থ হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়। গীতার মূলার্থের অর্থবোধ ও ধারণাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। এইরূপে গীতাখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করা উচিত।

আংশিক হইলেও গীতার নিত্যপাঠ একান্ত শ্রেয়স্কর। গীতায় সর্বশাস্ত্রের সার নিহিত আছে। "গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।" অর্থাৎ গীতাধ্যয়নই প্রধান কর্তব্য। বহু শাস্ত্রপাঠের কি প্রয়োজন? শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন 'গীতা মে হৃদয়ং পার্থ।' হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতার শেষে বলিয়াছেন যে গীতাপাঠক তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়: গীতাপাঠ দ্বারা পরাভক্তি লাভ হয়: গীতাপাঠ উৎকৃষ্ট জ্ঞানযজ্ঞ এবং এই জ্ঞানযজ্ঞে তিনি পূজিত ও প্রীত হন। সুতরাং গীতার নিত্যপাঠ একান্ত আবশ্যক। হরি ওঁ।

গীতার ধ্যান

ওঁ

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১

অম্ব (হে জননী) ভগবদ্গীতে (হে ভগবদ্গীতা) ভগবতা (ভগবান্) নারায়ণেন (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) পার্থায় (অর্জুনকে) প্রতিবোধিতাং (কথিতা, উপদিষ্টা) পুরাণ-মুনিনা (প্রাচীন মহর্ষি) ব্যাসেন (ব্যাসদেবকর্তৃক) মধ্যে-মহাভারতং (মহাভারতের মধ্যে [ভীষ্মপর্বের ২৫ হইতে ৪২ অধ্যায়ে সাত শত শ্লোকে]) গ্রথিতাং (গ্রথিত, রচিত) অদ্বৈত-অমৃত-বর্ষিণীং (অদ্বৈতরূপ অমৃতবর্ষিণী) ভব-দ্বেষিণীম্ (পুনর্জন্ম-নাশিনী) অষ্টাদশ-অধ্যায়িনীং (অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্তা) ভগবতীং (ভগবতী) ত্বাম্ (তোমাকে) অনুসন্দধামি (অনুধ্যান করি) ॥ ১

হে জননী ভগবদ্গীতা, আপনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক অর্জুনকে কথিতা, প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেবকর্তৃক মহাভারতের মধ্যে ভীষ্মপর্বে [২৫ হইতে ৪২শ অধ্যায়ে] রচিতা, অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী, অদ্বৈতরূপ অমৃতবর্ষিণী ও সংসারনাশিনী ভগবতী, আমি আপনার ধ্যান করি। ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে

ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র ।

যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ

প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে ।

জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩

বিশাল-বুদ্ধে (হে মহামতি) ফুল্ল-অরবিন্দ-আয়ত-পত্র-নেত্র (প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রসদৃশ বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট) ব্যাস (ব্যাসদেব) যেন (যে) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) ভারত-তৈল-পূর্ণঃ (মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ) জ্ঞানময়ঃ (তত্ত্বকথাপূর্ণ) প্রদীপঃ (প্রদীপ) প্রজ্বালিতঃ (জ্বালিত হইয়াছে) তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার, প্রণাম) অস্তু (হউক) ॥ ২

প্রপন্ন-পারিজাতায়[১] (শরণাগতের কল্পবৃক্ষসদৃশ) তোত্র-বেত্র-এক-পাণয়ে (এক হস্তে অশ্বচালনের জন্য বেত্র ও লাগামধারী) গীতা-অমৃত-দুহে (গীতারূপ অমৃতদোহনকারী) জ্ঞান-মুদ্রায় (জ্ঞানরূপমুদ্রাধারী) কৃষ্ণায় (শ্রীকৃষ্ণকে) নমঃ (প্রণাম করি) ॥ ৩

হে মহামতি ব্যাসদেব, আপনার নয়নযুগল প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রসদৃশ বিস্তৃত, আপনি মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন, আপনাকে প্রণাম করি। ২

শরণাগতের কল্পবৃক্ষতুল্য, অশ্বচালন হেতু এক হস্তে চাবুক ও লাগামধারী, গীতারূপ অমৃতদোহনকারী ও জ্ঞানমুদ্রা-[২] যুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৩

---

১ সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিত দেবতরু বিশেষ, কল্পতরু।

২ জ্ঞানই মুদ্রা (ছাপ বা চিহ্ন) যাঁহার সেই কৃষ্ণকে।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোপলা*
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।

সর্ব-উপনিষদঃ (সকল উপনিষদ্) গাবঃ (গাভীসমূহ), গোপালনন্দনঃ (গোপালকের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ) দোগ্ধা (দোহনকারী), পার্থঃ (পৃথাপুত্র, অর্জুন) বৎসঃ (সন্তান), সুধীঃ (বিবেকী) ভোক্তা (পানকর্তা), গীতা-অমৃতং (গীতারূপ অমৃত) মহৎ (মহা) দুগ্ধম্ (দুধ) ॥ ৪

বসুদেব-সুতং (বসুদেবের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ) কংস-চাণূর-মর্দনং (কংস ও চাণূর [নামক দৈত্যদ্বয়] নাশক) দেবকী-পরম-আনন্দং (দেবকীর পরমানন্দদায়ক) জগদ্‌গুরুং (জগতের গুরু) দেবং (ভগবান্) কৃষ্ণং (শ্রীকৃষ্ণকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৫

ভীষ্ম-দ্রোণ-তটা ([কুরুক্ষেত্র যুদ্ধরূপ নদীর] ভীষ্মদ্রোণরূপ তীর)

উপনিষদাবলী গাভীসমূহ, সেই সকল গাভীর দোগ্ধা শ্রীকৃষ্ণ, বৎস অর্জুন, মহাদুগ্ধ অমৃতময়ী গীতা এবং বিবেকিগণই এই দুগ্ধের পানকর্তা। ৪

কংস ও চাণূর নামক দৈত্যদ্বয়-বিনাশী, জননী দেবকীর পরমানন্দদায়ক, বসুদেবপুত্র জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। ৫

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধরূপ যে নদীতে ভীষ্মদ্রোণরূপ তীরদ্বয়,

---

* নীলোৎপলা ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে* ॥ ৬
পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেসরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ† শ্রেয়সে ॥ ৭

জয়দ্রথ-জলা (জয়দ্রথরূপ জল) গান্ধার-নীল-উপলা (গান্ধার- [রাজ] রূপ নীলপ্রস্তর) শল্য-গ্রাহবতী (শল্যরূপ কুম্ভীর) কৃপেণ (কৃপরূপ) বহনী (প্রবল প্রবাহ) কর্ণেন (কর্ণরূপ) বেলা-আকুলা (তীরপ্লাবী তরঙ্গ) অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোর-মকরা (অশ্বত্থামা ও বিকর্ণরূপ ঘোর মকরদ্বয়) দুর্যোধন-আবর্তিনী (দুর্যোধনরূপ আবর্তযুক্ত) সা (সেই) রণ-নদী (যুদ্ধরূপ নদী) খলু (নিশ্চিতই) পাণ্ডবৈঃ (পাণ্ডবগণ-কর্তৃক) উত্তীর্ণা (পারপ্রাপ্ত হয়) কৈবর্তকে (কর্ণধার) কেশবে (শ্রীকৃষ্ণ থাকাতে) ॥৬
পারাশর্য-বচঃ-সরোজং (পরাশরপুত্রের [ব্যাসের] বাক্যরূপ সরোবরজাত)

জয়দ্রথরূপ জল, গান্ধাররাজরূপ (পিচ্ছিল) নীল প্রস্তর, শল্যরূপ কুম্ভীর, কৃপরূপ খরস্রোত, কর্ণরূপ উত্তাল তরঙ্গ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণরূপ ভয়ঙ্কর মকরদ্বয় এবং দুর্যোধনরূপ আবর্ত ছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ায় পাণ্ডবগণ সেই রণনদী নিশ্চিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৬

পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের বাক্যরূপ সরোবরজাত,

* কৈবর্তকঃ কেশবঃ ইতি অন্যঃ পাঠঃ।
† প্রধ্বংসিনঃ ইতি পাঠান্তরঃ।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ ৮

নানা-আখ্যানক-কেসরং (বিবিধ আখ্যানরূপ কেসরযুক্ত) হরি-কথা-সম্বোধন-আবোধিতং (হরিবিষয়ক কথাপ্রসঙ্গদ্বারা বিকশিত) [যাহার মধু] লোকে (জগতে) সৎ-জন-ষট্‌পদৈঃ (সজ্জনরূপ ভ্রমর দ্বারা) অহঃ-অহঃ (প্রতিদিন) মুদা (আনন্দের সহিত) পেপীয়মানং (পুনঃ পুনঃ পীত) কলিমল-প্রধ্বংসি (কলিকলুষ-নাশক) গীতা-অর্থ-গন্ধ-উৎকটম্ (গীতারূপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত) অমলং (নির্মল) ভারত-পঙ্কজং (মহাভারত-রূপ পদ্ম) নঃ (আমাদের) শ্রেয়সে (কল্যাণকারক) ভূয়াৎ (হউক)॥ ৭

যৎকৃপা (যাঁহার করুণা) মূকং (মূককে, বোবাকে) বাচালং (বাচাল. বাগ্মী) করোতি (করে), পঙ্গুং (চলচ্ছক্তিহীনকে, গমনে অক্ষমকে) গিরিং (পর্বত) লঙ্ঘয়তে (অতিক্রম করায়), তং (সেই) পরমানন্দ-মাধবং (পরমানন্দঘন মাধবকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করি)॥ ৮

হরি-কথাপ্রসঙ্গ দ্বারা প্রস্ফুটিত, নানা আখ্যানরূপ কেসরযুক্ত, যে পদ্মের মধু এই জগতের সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ নিত্য পান করেন, কলিকলুষনাশক, গীতারূপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত অমল মহাভারতরূপ সেই পদ্ম আমাদের কল্যাণের কারণ হউক। ৭

যাঁহার কৃপায় বোবা বাগ্মী হয় এবং পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আমি সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে বন্দনা করি। ৮

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ৯

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মঙ্গলধ্যানাদি সমাপ্তম্।

ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ (ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎ) দিব্যৈঃ (দিব্য) স্তবৈঃ (স্তবদ্বারা) যং (যাঁহাকে) স্তুন্বন্তি (স্তব করেন), সাম-গাঃ (সামগায়কগণ) স-অঙ্গ-পদ-ক্রম-উপনিষদৈঃ (অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্‌যুক্ত) বেদৈঃ (বেদসমূহ-দ্বারা) যং (যাঁহাকে) গায়ন্তি (গান করেন), যোগিনঃ (যোগিগণ) ধ্যান-অবস্থিত-তদ্গতেন (ধ্যানে যাঁহাতে মগ্ন) মনসা (মনের দ্বারা) যং (যাঁহাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন), সুর-অসুরগণাঃ (দেব ও অসুরগণ) যস্য (যাঁহার) অন্তং (শেষ, সীমা) বিদুঃ (জানেন) ন (না), তস্মৈ (সেই) দেবায় (দেবতাকে) নমঃ (প্রণাম করি)॥ ৯

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎ দিব্য স্তবদ্বারা যাঁহার স্তব করেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্ সহিত বেদ দ্বারা যাঁহার মহিমা গান করেন, যোগিগণ ধ্যানে তদ্গত-চিত্ত হইয়া যাঁহাকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরগণ যাঁহার তত্ত্ব অবগত নহেন, সেই পরম দেবতাকে প্রণাম করি। ৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মঙ্গলধ্যান সমাপ্ত।

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা ॥ ১
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো মনুঃ ॥ ২
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে।
চতুর্গকার-সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩

—মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৪৩ অঃ

যে গীতা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃতা তাহা উত্তমরূপে পাঠ করা কর্তব্য; অন্যান্য শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন কি?

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, হরি (গোবিন্দ) সর্বদেবস্বরূপ, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং গায়ত্রীমন্ত্র সর্বদেবময়। গকারসংযুক্ত গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ এই চারিটী যাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত হন তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়

অর্জুনবিষাদযোগ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্রঃ (অন্ধরাজা ধৃতারাষ্ট্র, দুর্যোধনাদির পিতা) উবাচ (বলিলেন) —সঞ্জয় (হে সঞ্জয়) ধর্মক্ষেত্রে ([দেবতাগণের] যজ্ঞস্থল, পুণ্যভূমি) কুরুক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রগণ) চ (এবং) পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডুপুত্রগণ) সমবেতাঃ (সমবেত, মিলিত হইয়া) কিম্ এব (কি) অকুর্বত (করিল)? ১

সঞ্জয়ঃ ([অন্ধকুরুরাজের অমাত্য] সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন)—তদা তু

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সঞ্জয়, পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে[১] দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া কি করিল? ১

অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য সঞ্জয় কহিলেন—তখন

---

[১] দুর্যোধনাদির পূর্বপুরুষ কুরুনামক রাজার নামানুসারে এই পুণ্যভূমির নাম কুরুক্ষেত্র।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্ ।*
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

(তখন) পাণ্ডব-অনীকং (পাণ্ডবদের সৈন্যগণকে) ব্যূঢ়ং (ব্যূহবদ্ধ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) রাজা (রাজা) দুর্যোধনঃ (দুর্যোধন) আচার্যম্ (দ্রোণাচার্যের) উপসঙ্গম্য (নিকটে যাইয়া) বচনম্ (বচন, কথা) অব্রবীৎ (বলিলেন)—॥২

আচার্য (হে গুরুদেব) তব (আপনার) ধীমতা (ধীমান, বুদ্ধিমান) শিষ্যেণ (শিষ্য) দ্রুপদ-পুত্রেণ (দ্রুপদের পুত্র [ধৃষ্টদ্যুম্ন] দ্বারা) ব্যূঢ়াং (ব্যূহাকারে স্থিত) পাণ্ডু-পুত্রাণাম্ (পাণ্ডবগণের) এতাং (এই) মহতীং (মহতী, বিপুল) চমূং (সেনা) পশ্য (দেখুন) ॥৩

রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্যসমূহকে ব্যূহাকারে অবস্থিত দেখিয়া আচার্য দ্রোণের নিকট গমনপূর্বক[১] এই কথা বলিলেন—। ২

"হে আচার্য, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন[২] এই ব্যূহ[৩] রচনা করিয়াছেন। আপনি পাণ্ডবগণের এই বিপুল সৈন্যসমাবেশ দর্শন করুন। ৩

---

* ৩ হইতে ১১ শ্লোক পর্যন্ত রাজা দুর্যোধনের উক্তি।

[১] মধুসূদন সরস্বতীর মতে দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্য দর্শনজনিত ভয়ে দ্রোণের নিকট স্বয়ং গেলেন; তাঁহাকে স্বীয় সমীপে ডাকাইলেন না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কারণ এইরূপ: দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্মাবলম্বনে যুদ্ধে রত হইবেন। এখন ধর্মক্ষেত্রের গুণে তিনি পাছে স্বধর্মে ফিরিয়া আসেন—এই ভয়েই রাজা সেনাপতি ভীষ্মের কাছে না গিয়া আচার্যের কাছে গিয়াছিলেন।

[২] দ্রৌপদীর ভ্রাতা।

[৩] ব্যূহ—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরচনা, সেনাবিন্যাস।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

অত্র (এখানে, এই পাণ্ডবসেনা মধ্যে) যুধি (যুদ্ধে) ভীম-অর্জুন-সমাঃ (ভীম ও অর্জুনের তুল্য) মহা-ইষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধর) শূরাঃ (শূরগণ, বীরগণ) যুযুধানঃ (সাত্যকি) বিরাটঃ চ (ও মৎস্যরাজ) চ (এবং) মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) দ্রুপদঃ (দ্রুপদ) ধৃষ্টকেতুঃ (শিশুপালের পুত্র) চেকিতানঃ (যদুবংশীয় বীর) চ (ও) বীর্যবান্ (মহাবীর) কাশীরাজঃ (কাশীরাজ) পুরুজিৎ (পুরুজিৎ) কুন্তিভোজঃ চ (ও রাজা কুন্তিভোজ) চ নরপুঙ্গবঃ (ও নরশ্রেষ্ঠ) শৈব্যঃ (শৈব্য) চ বিক্রান্তঃ (ও পরাক্রমশালী) যুধামন্যুঃ (যুধামন্যু) চ বীর্যবান্ (ও শক্তিমান) উত্তমৌজাঃ (উত্তমৌজা) সৌভদ্রঃ (সুভদ্রার পুত্র, অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াঃ (দ্রৌপদীর [প্রতিবিন্ধ্যাদি] পঞ্চ পুত্র) চ (এবং) [ঘটোৎকচাদি

এই পাণ্ডবসেনার মধ্যে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ সাত্যকি, মৎস্যরাজ বিরাট,[১] মহাযোদ্ধা দ্রুপদ, শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু, যদুবংশীয় বীর চেকিতান, মহাবীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, রাজা কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পাঞ্চালদেশীয় রাজা পরাক্রমশালী যুধামন্যু ও মহাশক্তিমান্ উত্তমৌজা,

---

১ দ্বাদশবর্ষ বনবাসান্তে পাণ্ডবগণ এক বৎসর মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে অজ্ঞাতবাস করেন। বিরাটরাজের কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হয়।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ * ॥ ৮

প্রসিদ্ধ পাণ্ডবগণ] [সন্তি—আছেন]; সর্বে (সকলে) এব (ই) মহারথাঃ (মহারথ) ॥ ৪—৬

দ্বিজ-উত্তম (হে বিপ্রবর) তু (কিন্তু) অস্মাকং (আমাদের) যে (যাঁহারা) বিশিষ্টাঃ (বিশিষ্ট, প্রধান) মম (আমার) সৈন্যস্য (সৈন্যের) নায়কাঃ (নায়ক, নেতা) তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন); তে (আপনার) সংজ্ঞা-অর্থং (অবগতির জন্য, জ্ঞাপনার্থ) তান্ (তাঁহাদিগের নাম) [আমি] ব্রবীমি (বলিতেছি) ॥৭

ভবান্ (আপনি, দ্রোণ) ভীষ্মঃ চ (ও ভীষ্ম) কর্ণঃ (কর্ণ) সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরজয়ী) কৃপঃ (কৃপাচার্য) অশ্বত্থামা চ (ও অশ্বত্থামা) বিকর্ণঃ চ (ও [দুর্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা] বিকর্ণ) সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তের পুত্র, ভূরিশ্রবা) জয়দ্রথঃ চ (ও [সিন্ধুরাজ] জয়দ্রথ) ॥ ৮

সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদীর (প্রতিবিন্ধ্যাদি) পঞ্চপুত্র, এবং ঘটোৎকচাদি মহাধনুর্ধর বীরপুরুষগণ আছেন। ইঁহারা সকলেই মহারথ[১]। ৪—৬

হে বিপ্রবর, আমাদের পক্ষে যে সকল বিশিষ্ট যোদ্ধা ও সেনাপতি আছেন তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি। ৭

* সৌমদত্তিস্তথৈব চ ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

১ যে বীর দশ হাজার ধনুর্ধরের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ ও শস্ত্রবিদ্যায় প্রবীণ তিনিই মহারথ।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০

অন্যে চ (এবং আরও) বহবঃ (বহু) শূরাঃ (শূর, বীর) মৎ-অর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্ত-জীবিতাঃ (প্রাণ ত্যাগে প্রস্তুত), সর্বে (সকলে) নানা-শস্ত্র-প্রহরণাঃ (নানা শস্ত্র প্রহারক্ষম) যুদ্ধ-বিশারদাঃ (যুদ্ধনিপুণ, সমরদক্ষ) [সন্তি = আছেন] ॥ ৯

অস্মাকং (আমাদের, কৌরবদের) ভীষ্ম-অভিরক্ষিতং ([পিতামহ] ভীষ্ম দ্বারা সুরক্ষিত) তৎ (সেই) বলং (সৈন্যবল) অপর্যাপ্তম্ (অপরিমিত, অজেয়, যুদ্ধজয়ে সমর্থ)। এতেষাং (ইহাদের, পাণ্ডবদের) তু (কিন্তু) ভীম-অভিরক্ষিতম্ (ভীম কর্তৃক রক্ষিত) ইদং (এই) বলং (সৈন্যশক্তি) পর্যাপ্তম্ (পরিমিত, যুদ্ধজয়ে অসমর্থ) ॥ ১০

আমাদের পক্ষে আপনি (দ্রোণাচার্য)[১], ভীষ্ম, কর্ণ, সমরজিৎ কৃপ, অশ্বত্থামা, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আছেন। ৮

আমার জন্য প্রাণ দান করিতে কৃতসংকল্প অন্যান্য অনেক বীর আছেন। ইঁহারা সকলেই নানা শস্ত্রপ্রহারে দক্ষ ও যুদ্ধনিপুণ। ৯

হে আচার্য, পিতামহ ভীষ্ম কর্তৃক সুরক্ষিত আমাদের

---

১ দ্রোণ পাণ্ডবদিগের অস্ত্রাচার্য ও মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। ইনি একটা দ্রোণ বা কলসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

সর্বেষু (সকল) অয়নেষু (ব্যূহদ্বারে) যথা-ভাগম্ (যথাস্থানে, স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভবন্তঃ (আপনারা) সর্বে এব হি (সকলেই) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (রক্ষা করুন) ॥ ১১

প্রতাপবান্ (প্রতাপশালী) কুরু-বৃদ্ধঃ (কুরুকুলের প্রবীণ) পিতামহঃ (পিতামহ, ভীষ্ম) তস্য (তাঁহার, দুর্যোধনের) হর্ষং (আনন্দ, উৎসাহ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (উচ্চ) সিংহ-নাদং (সিংহনাদ) বিনদ্য (করিয়া) শঙ্খং (শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন) ॥ ১২

সৈন্যবল অপরিমিত (যুদ্ধজয়ে সমর্থ)। কিন্তু ভীম কর্তৃক পরিচালিত পাণ্ডবসৈন্য পরিমিত[১] (যুদ্ধজয়ে অসমর্থ)। ১০

এক্ষণে আপনারা সকলেই সৈন্যসমূহের ব্যূহ-প্রবেশদ্বারে যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকেই সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। ১১

কুরুকুলের প্রবীণ প্রতাপশালী পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ

১ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি কোন কোন টীকাকার 'পর্যাপ্ত' শব্দের অর্থ 'প্রচুর', যুদ্ধজয়ে সমর্থ ও 'অপর্যাপ্ত' শব্দের অর্থ 'অপ্রচুর', যুদ্ধজয়ে অসমর্থ ধরিয়া এই শ্লোকের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। কৌরবপক্ষে সৈন্যসংখ্যা অধিক ও পাণ্ডবপক্ষে সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও কৌরবগণের সৈন্যবল অল্প ও পাণ্ডবগণের সৈন্যশক্তি অধিক; কারণ উভয় পক্ষের পিতামহ বলিয়া ভীষ্ম উভয়পক্ষপাতী, আর ভীম একপক্ষপাতী।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫

ততঃ (তাহার পর) শঙ্খাঃ (অনেক শঙ্খ) ভের্যঃ চ (ও অনেক ভেরী) পণব-আনক-গোমুখাঃ (অসংখ্য ঢাক, মৃদঙ্গ ও রণশিঙ্গা) সহসা এব (হঠাৎ, এক সঙ্গে) অভ্যহন্যন্ত (বাদিত হইল)। সঃ (সেই) শব্দঃ (রণ-শব্দ, রণবাদ্য) তুমুলঃ (তুমুল, ভীষণ) অভবৎ (হইল) ॥ ১৩

ততঃ (তাহার পর) শ্বেতৈঃ (শ্বেতবর্ণ) হয়ৈঃ (বহু হয়, বহু অশ্ব) যুক্তে (সংযুক্ত) মহতি (বৃহৎ) স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) চ এবং পাণ্ডবঃ এব (পাণ্ডবও, অর্জুনও) দিব্যৌ (দিব্য) শঙ্খৌ (শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৪

হৃষীকেশ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ),

সিংহনাদপূর্বক শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং তৎসঙ্গে দুর্যোধনের হৃদয় হর্ষপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১২

অনন্তর অসংখ্য শঙ্খ, ভেরী, ঢাক, মৃদঙ্গ ও রণশিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। সেই রণবাদ্য ভীষণাকার ধারণ করিল। ১৩

তাহার পর বহু শ্বেতাশ্বযুক্ত এক মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪

হৃষীকেশ[১] পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত

[১] হৃষীক (ইন্দ্রিয়) + ঈশ (কর্তা) — ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক পরমাত্মা।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

ধনঞ্জয়ঃ[১] (অর্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ) ভীম-কর্মা ([হিড়িম্বাদি-বধরূপ] ভীষণ কর্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীম) পৌণ্ড্রং, (পৌণ্ড্র নামক) মহাশঙ্খং (মহাশঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন) ॥ ১৫

কুন্তীপুত্রঃ (কুন্তীতনয়) রাজা (নরপতি) যুধিষ্ঠিরঃ (যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ) নকুলঃ (নকুল) সহদেবঃ চ (ও সহদেব) সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) [দধ্মৌ—বাজাইলেন] ॥ ১৬

পৃথিবীপতে (হে পৃথিবীপতি [ধৃতরাষ্ট্র]), পরম-ইষ্বাসঃ (মহাধনুর্ধর) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ ([দ্রুপদরাজার, সন্তানদ্বয়] মহারথ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন), বিরাটঃ চ (ও রাজা বিরাট) অপরাজিতঃ (অজিত) সাত্যকিঃ চ (ও সাত্যকি), দ্রুপদঃ (রাজা দ্রুপদ), দ্রৌপদেয়াঃ চ (ও দ্রৌপদীর [প্রতিবিন্ধ্যাদি] পঞ্চপুত্র) মহাবাহুঃ চ

নামক শঙ্খ এবং ঘোরকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, (এবং) নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন। ১৬

হে পৃথিবীপতি (ধৃতরাষ্ট্র), মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ,

---

[১] যিনি দিগ্বিজয় করিয়া কুবেরাদির ধন জয় (লাভ) করিয়াছিলেন।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্* ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০

(ও মহাবীর) সৌভদ্রঃ (সুভদ্রাসুত, অভিমন্যু) সর্বশঃ (সকলে) পৃথক্ পৃথক্ (পৃথক্ ভাবে) শঙ্খান্ (শঙ্খসকল) দধ্মুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৭—১৮

সঃ (সেই) তুমুলঃ (তুমুল, ভয়ঙ্কর) ঘোষঃ (শব্দ, শঙ্খধ্বনি) নভঃ (আকাশ) পৃথিবীং চ (এবং পৃথিবীকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের, দুর্যোধনাদির) হৃদয়ানি (হৃদয়-সকল) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিল) ॥ ১৯

মহী-পতে (হে রাজন্, হে ধৃতরাষ্ট্র), অথ (অনন্তর) কপি-ধ্বজঃ (বানরচিহ্নিত পতাকাযুক্ত রথে আরূঢ়) পাণ্ডবঃ (অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্

দ্রৌপদীর (প্রতিবিন্ধ্যাদি) পঞ্চপুত্র এবং মহাবীর অভিমন্যু স্ব স্ব শঙ্খ পৃথক্ ভাবে বাজাইলেন। ১৭—১৮

সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ১৯

হে মহীপতি, তখন (বানরচিহ্নিত পতাকাযুক্ত) রথারূঢ় অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত

---

* তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

(ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে) ব্যবস্থিতান্ ([যুদ্ধার্থে] অবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) শস্ত্রসম্পাতে (শস্ত্রচালনে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হইয়া) ধনুঃ (ধনু) উদ্যম্য (তুলিয়া) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদং (এই) বাক্যম্ বাক্য) আহ (বলিলেন) ॥ ২০-২১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—যাবৎ (যতক্ষণ) অহম্ (আমি) এতান্ (এই সকল) যোদ্ধুকামান্ (যুদ্ধকামী) অবস্থিতান্ (অবস্থিত [ব্যক্তি] গণকে) নিরীক্ষে (নিরীক্ষণ করি) [এবং] অস্মিন্ (এই) রণ-সমুদ্যমে (যুদ্ধোদ্যোগে) কৈঃ সহ (কাহাদের সহিত) ময়া (আমাকে) যোদ্ধব্যম্ (যুদ্ধ করিতে হইবে) [এবং] অত্র (এই স্থানে,

দেখিয়া শস্ত্র-নিক্ষেপে উদ্যত হইয়া ধনু উত্তোলনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২০-২১

অর্জুন বলিলেন—যাবৎ যুদ্ধার্থে অবস্থিত ইঁহাদিগকে আমি নিরীক্ষণ করি ও এই মহারণে আমাকে কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করি এবং দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামী যে সকল বীরপুরুষ যুদ্ধ করিবার জন্য

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

কুরুক্ষেত্রে) যুদ্ধে (রণে) দুর্বুদ্ধেঃ (দুষ্টবুদ্ধি) ধার্তরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের, দুর্যোধনের) প্রিয়-চিকীর্ষবঃ (হিতৈষী) যে (যে সকল) এতে (এই সকল [বীরপুরুষ]) সমাগতাঃ (সমাগত, উপস্থিত) যোৎস্যমানান্ (যুদ্ধাভিলাষিগণকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (দেখি) [তাবৎ] (ততক্ষণ) অচ্যুত (হে কৃষ্ণ) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ মধ্যে (সেনাদলের মধ্যে) মে (আমার) রথং (রথ) স্থাপয় (স্থাপন করুন) ॥ ২১—২৩

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন)—ভারত ([রাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের বংশধর] হে ধৃতরাষ্ট্র), গুড়াকেশেন (জিতনিদ্র [অর্জুন] দ্বারা) এবম্ (এইরূপ) উক্তঃ (উক্ত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ মধ্যে (সেনাদলের মধ্যে) ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ

এইখানে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করি, তাবৎ হে শ্রীকৃষ্ণ, উভয়পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন। ২১—২৩

সঞ্জয় বলিলেন—হে ধৃতরাষ্ট্র, গুড়াকেশ[১] (জিতনিদ্র) অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে

---

১ গুড়াকা (নিদ্রা)+ঈশ (জেতা) অর্থাৎ যিনি নিদ্রাজয় করিয়াছেন।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

(ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখে) সর্বেষাং চ (ও সমস্ত) মহীক্ষিতাং (মহীপতিগণের অগ্রে) রথ-উত্তমং (উৎকৃষ্ট রথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া) পার্থ (হে পৃথাপুত্র [অর্জুন]) এতান্ (এই সকল) সমবেতান্ (সমবেত) কুরূন্ (কৌরবকে) পশ্য (দেখ) ইতি (ইহা) উবাচ (বলিলেন) ॥ ২৪—২৫

পার্থঃ (অর্জুন) তত্র (সেখানে) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ অপি (সেনাদলের মধ্যে) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৄন্ ([ভূরিশ্রবা প্রভৃতি] পিতৃব্যদিগকে) অথ (এবং) পিতামহান্ ([ভীষ্মাদি] পিতামহগণকে) আচার্যান্ ([দ্রোণাদি] আচার্যগণকে) মাতুলান্ ([শল্যাদি] মাতুলগণকে) ভ্রাতৄন্ ([ভীম দুর্যোধনাদি] ভ্রাতৃগণকে) পুত্রান্ ([লক্ষণাদি] পুত্রগণকে) পৌত্রান্ (পৌত্রগণকে) তথা (এবং) সখীন্ ([অশ্বত্থামাদি] বন্ধুগণকে) শ্বশুরান্ ([দ্রুপদাদি] শ্বশুরগণকে) সুহৃদঃ চ এব (এবং [কৃতবর্মাদি] মিত্রগণকে) অপশ্যৎ (দেখিলেন) ॥ ২৬

ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য মহীপতিগণের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন—হে পার্থ, যুদ্ধার্থে সমবেত কৌরবগণকে অবলোকন কর। ২৪-২৫

সেখানে পার্থ উভয় সেনাদলের মধ্যে ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্যগণ, ভীষ্মাদি পিতামহগণ, দ্রোণাদি আচার্যগণ, শল্যাদি মাতুলগণ, ভীমদুর্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ, লক্ষণাদি পুত্রগণ, পৌত্রগণ, অশ্বত্থামাদি বন্ধুগণ, দ্রুপদাদি শ্বশুরগণ এবং কৃতবর্মাদি সুহৃদ্‌গণকে অবস্থিত দেখিলেন। ২৬

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।*
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

সঃ (সেই) কৌন্তেয়ঃ (কুন্তিপুত্র, অর্জুন) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্ (সেই) সর্বান্ (সকল) বন্ধূন্ (বন্ধুদিগকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া (পরম) কৃপয়া (কৃপার [করুণার] দ্বারা) আবিষ্টঃ (আবিষ্ট হইয়া, অভিভূত হইয়া) বিষীদন্ (বিষণ্ণ হইয়া, দুঃখ করিতে করিতে) ইদম্ (ইহা) অব্রবীৎ (বলিলেন) ॥ ২৭

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), সমবস্থিতান্ (সমবেত) ইমান্ (এই) স্ব-জনান্ (স্বজনদিগকে, আত্মীয়গণকে) যুযুৎসূন্ (যুদ্ধাভিলাষী) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম (আমার) গাত্রাণি (সকল অঙ্গ) সীদন্তি

অর্জুন সেই সকল বন্ধুগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখিয়া অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্তে দুঃখ করিতে করিতে ইহা (নিম্নোক্ত বাক্য) বলিলেন। ২৭

অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ,[১] আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবসন্ন ও মুখ

---

* দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ, যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ইতি অন্যঃ পাঠঃ ।

১ ভক্তদুঃখকর্ষিত্বাৎ কৃষ্ণঃ অর্থাৎ যিনি ভক্তের দুঃখ কর্ষণ—নাশ করেন বা যিনি ভক্তকে আকর্ষণ করেন তিনি কৃষ্ণ ।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

(অবসন্ন হইতেছে), মুখং চ (ও মুখ) পরিশুষ্যতি (বিশুষ্ক হইতেছে), চ মে (ও আমার) শরীরে (দেহে) বেপথুঃ (কম্প) রোমহর্ষঃ চ (ও রোমাঞ্চ) জায়তে (হইতেছে), হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব নামক ধনু) স্রংসতে (স্খলিত হইতেছে), ত্বক্ এব চ (এবং চর্ম যেন) পরিদহ্যতে (দগ্ধ হইতেছে) ॥ ২৮—২৯

কেশব ([কেশী নামক দৈত্যবিনাশী] হে কৃষ্ণ), অবস্থাতুং (অবস্থান করিতে, স্থির থাকিতে) [আমি] ন শক্নোমি (পারিতেছি না), চ মে (ও আমার) মনঃ (মন) ইব (যেন) ভ্রমতি (ভ্রমণ করিতেছে, ঘুরিতেছে), বিপরীতানি (বিপরীত, অশুভ) নিমিত্তানি (নিমিত্তসমূহ, লক্ষণসকল) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ৩০

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), আহবে (যুদ্ধে) স্ব-জনং (আত্মীয়গণকে) হত্বা

শুষ্ক হইতেছে। আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে। আমার হস্ত হইতে গাণ্ডীব-ধনু খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম যেন দগ্ধ[১] হইতেছে। ২৮-২৯

হে কেশব, আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না ; আমার মন যেন ঘূর্ণিত হইতেছে এবং আমি অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ[২] দেখিতেছি। ৩০

হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে আত্মীয়গণকে হত্যা করিলে যে মঙ্গল

---

১ ত্বক্‌দাহ দ্বারা হৃদয়ের সন্তাপ সূচিত হইতেছে।

২ বামনেত্র স্ফুরণাদি—আনন্দগিরি। লোকক্ষয়কারী ভূমিকম্পাদি—নীলকণ্ঠ।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৩

(হত্যা করিয়া) চ (এবং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না), চ (এবং) ন বিজয়ং (না যুদ্ধজয়) ন চ রাজ্যং (ও না রাজ্য) ন সুখানি চ (এবং না সুখ) কাঙ্ক্ষে (আকাঙ্ক্ষা করি) ॥ ৩১

গোবিন্দ (হে কৃষ্ণ), নঃ (আমাদের) রাজ্যেন (রাজ্যে) কিং (কি প্রয়োজন); ভোগৈঃ (ভোগে) জীবিতেন বা (জীবনে বা) কিং (কি প্রয়োজন); যেষাম্ (যাহাদের) অর্থে (জন্য) নঃ (আমাদের) রাজ্যং (রাজ্য), ভোগাঃ (ভোগসমূহ) সুখানি চ (ও সুখসকল) কাঙ্ক্ষিতং (প্রার্থিত) তে (সেই) ইমে (এই) আচার্যাঃ (আচার্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যগণ) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) তথা চ (এবং) পিতামহাঃ এব (পিতামহগণও) মাতুলাঃ (মাতুলগণ) শ্বশুরাঃ (শ্বশুরগণ) পৌত্রাঃ (পৌত্রগণ) শ্যালাঃ (শ্যালকগণ) তথা (এবং) সম্বন্ধিনঃ (সম্বন্ধিগণ; কুটুম্বগণ বা জ্ঞাতিগণ) প্রাণান্ (প্রাণের আশা) ধনানি চ

হইবে তাহা অনুভব করিতেছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ চাহি না, রাজ্য এবং সুখভোগও কামনা করি না। ৩১

হে গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন, আর সুখভোগে বা জীবনধারণে কি প্রয়োজন? কারণ যাঁহাদের নিমিত্ত রাজ্য, ভোগ ও সুখাদি আমাদের প্রার্থিত সেই আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ ও স্বজনগণই প্রাণ ও

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥ ৩৪
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৫

(ও ধন সম্পত্তির আশা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে (রণে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত, উপস্থিত) ॥ ৩২—৩৩

মধু-সূদন ([মধুনামক অসুরবিনাশী] হে কৃষ্ণ), [ইঁহাদের দ্বারা আমরা] ঘ্নতঃ অপি (নিহত হইলেও) ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য (ত্রৈলোক্য-রাজ্যের) হেতোঃ অপি (নিমিত্তও) এতান্ (ইঁহাদিগকে) হন্তুং (বধ করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) ; মহী-কৃতে ([কেবলমাত্র] পৃথিবীর জন্য) কিং নু (কি কথা) ? ৩৪

জন-অর্দন ([জননামক অসুরবিনাশী] হে কৃষ্ণ), ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃত-রাষ্ট্রের পুত্রগণকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদের) কা (কি) প্রীতিঃ (প্রীতি, সুখ) স্যাৎ (হইবে)? এতান্ (এই সকল) আততায়িনঃ

ধনাদির আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন। ৩২—৩৩

হে মধুসূদন, ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও ত্রৈলোক্য-রাজ্যের জন্যও ইঁহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না, পৃথিবী-মাত্র রাজ্যের জন্য কি কথা ? অর্থাৎ পৃথিবীমাত্র রাজ্যের জন্য যে ইঁহাদিগকে বধ করিতে চাহি না তাহা বলাই বাহুল্য। ৩৪

হে জনার্দন, দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করিলে আমাদের কি সুখ হইবে ? এই সকল

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

(আততায়িগণকে) হত্বা (বধ করিলে) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে) ॥ ৩৫

তস্মাৎ (সেই জন্য) সবান্ধবান্ (সবান্ধব) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে) বয়ং (আমাদের) হন্তুং (হত্যা করা) ন অর্হাঃ (উচিত নয়) ; মাধব (হে কৃষ্ণ) হি (যেহেতু) স্ব-জনং (স্বজনকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) [আমরা] কথং (কিরূপে) সুখিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব) ? ৩৬

আততায়ীকে[১] হত্যা করিলে[২] আমাদিগকে পাপই[৩] আশ্রয় করিবে। ৩৫

অতএব দুর্যোধনাদি ও তাহাদের বান্ধবগণকে আমাদের হত্যা করা উচিত নয়। হে মাধব, স্বজনগণকে হত্যা করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব ? ৩৬

১ অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥

অর্থাৎ যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, বধার্থ অস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূমি-অপহারী ও দারাপহারী—এই ছয় জন আততায়ী।

২ অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়িবধ বিহিত হইলেও ধর্মশাস্ত্রানুসারে আচার্যাদি আততায়ীকে বধ করা নিষিদ্ধ—অর্জুন এইরূপ ভাবিতেছেন।

৩ যদিও ইঁহারা আততায়ী তথাপি এই আততায়ী আচার্যগণকে বধ করিলে আমাদের পাপমাত্র হইবে ; আর ইহলোকে বা পরলোকে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥ ৩৮
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯

যদ্যপি (যদিও) এতে (ইহারা, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ) লোভ-উপহত-চেতসঃ (লোভাভিভূতচিত্ত হইয়া) কুল-ক্ষয়-কৃতং (বংশনাশজনিত) দোষং (দোষ, পাপ) চ (এবং) মিত্র-দ্রোহে (মিত্রের প্রতি শত্রুতায়) পাতকং (পাতক, পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছে না), [তথাপি] জন-অর্দন (হে কৃষ্ণ), কুলক্ষয়কৃতং (বংশনাশজনিত) দোষং (দোষ, পাপ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (দর্শনকারী) অস্মাভিঃ (আমাদিগের দ্বারা) অস্মাৎ (এই) পাপাৎ (পাপ হইতে) নিবর্তিতুং (নিবৃত্ত হইতে) কথং (কেন) ন জ্ঞেয়ম্ (জানা হইবে না) ॥ ৩৭—৩৮

কুলক্ষয়ে (বংশনাশে) সনাতনাঃ (পরম্পরাপ্রাপ্ত, চিরন্তন) কুল-ধর্মাঃ (কুলোচিত ধর্ম) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়), উত (ও) ধর্মে (কুলধর্ম) নষ্টে (নষ্ট হইলে) অধর্মঃ (অধর্ম, অনাচার) কৃৎস্নং (সমগ্র) কুলম্ (কুলকে, বংশকে) অভিভবতি (অভিভূত করে) ॥ ৩৯

যদিও ইহারা রাজ্যলোভে অভিভূত হইয়া কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহনিমিত্ত পাপ দেখিতেছে না ; (কিন্তু) হে জনার্দন, বংশনাশ-জনিত দোষ উপলব্ধি করিয়াও আমরা এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না কেন ? ৩৭-৩৮

কুলনাশে সনাতন কুলধর্ম অনুষ্ঠাতার অভাবে নষ্ট হয় এবং কুলধর্ম লোপে সমগ্র কুল অনাচাররূপ অধর্মে অভিভূত হয়। ৩৯

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), অধর্ম-অভিভবাৎ (অধর্মের প্রভাবে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (দুষ্টা হয়); স্ত্রীষু (স্ত্রীলোকগণ) দুষ্টাসু (দুষ্টা হইলে) বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশজ, হে কৃষ্ণ) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণের মিশ্রণ) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ৪০

কুলস্য (কুলের) সঙ্করঃ (সঙ্কর, মিশ্রণ) কুলঘ্নানাং (কুলনাশক-

হে কৃষ্ণ, অধর্মের দ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়। হে বার্ষ্ণেয়, কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর[১] উৎপন্ন হয়। ৪০

কুলের সঙ্কর হইলে কুলনাশকগণ নরকগামী হয় এবং

[১] বর্ণসঙ্করের লক্ষণ, যথা—

ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্ অবেদ্যা-বেদনেন চ।
স্বকর্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥—মনুসংহিতা, ১০।২৪

অর্থাৎ বর্ণের ব্যভিচার (অধম বর্ণের পুরুষের সহিত উত্তমবর্ণের কন্যার বিবাহ) অবেদ্যাবেদন (মাতার সপিণ্ডা, পিতার সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যার বেদন বা বিবাহ) ও স্বকর্মত্যাগ (বর্ণানুযায়ী যে কর্ম তাহার ত্যাগ) এই ত্রিবিধপ্রকারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যৎ জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যৎ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ ॥—নারদসংহিতা, ১২।১০২

অর্থাৎ সকল বর্ণের অনুলোম (অধমবর্ণের স্ত্রী ও উত্তমবর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহা বৈধ এবং প্রতিলোম (উত্তমবর্ণের স্ত্রী ও অধমবর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

গণের) নরকায় এব (নরকেরই [কারণ হয়]) চ এবাং (এবং ইহাদের) পিতরঃ হি (পিতৃপুরুষগণও) লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (পিণ্ডদান ও তর্পণ ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায়) পতন্তি ([নরকে] পতিত হন) ॥ ৪১

এতৈঃ (এই সকল) বর্ণ-সঙ্কর-কারকৈঃ (জাতির ব্যভিচারকারক) দোষৈঃ (দোষ দ্বারা) কুলাঘ্নানাং (কুলনাশকগণের) শাশ্বতাঃ (সনাতন, চিরন্তন) জাতি-ধর্মাঃ (জাতিপ্রযুক্ত ধর্ম) কুলধর্মাঃ (কুলপ্রযুক্ত ধর্ম) চ (এবং [আশ্রমধর্ম]) উৎসাদ্যন্তে (উৎসন্ন হয়)॥ ৪২

জনার্দন (হে কৃষ্ণ) উৎসন্ন-কুল-ধর্মাণাং (যাহাদের কুলধর্ম উৎসন্ন

শ্রাদ্ধতর্পনাদি ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় তাহাদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত[১] হন। ৪১

এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা কুলনাশকগণের সনাতন বর্ণধর্ম[২], কুলধর্ম[৩] ও আশ্রমধর্ম[৪] উৎসন্ন হয়। ৪২

হে কৃষ্ণ, যাহাদের কুলধর্ম[৫] উৎসন্ন হইয়াছে, তাহাদের

---

[১] পিণ্ডদাতা বৈধপুত্রাদির অভাববশতঃ।

[২] গীঃ ১৮।৪২-৪৪ দ্রঃ।

[৩] বংশগত বিশেষ ধর্ম, বংশবিশেষের বিশিষ্ট সদাচার।

[৪] ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটী আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত ধর্ম।

[৫] কুলধর্ম শব্দ দ্বারা জাতিধর্ম এবং আশ্রমধর্ম গৃহীত হইয়াছে।

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪

হইয়াছে) মনুষ্যাণাং (সেই সকল মনুষ্যের) নিয়তং (নিরন্তর, দীর্ঘকাল) নরকে (নরকে) বাসঃ (অবস্থিতি) ভবতি (হয়) ইতি (ইহা) [আমরা] অনুশুশ্রুম (শাস্ত্র ও আচার্যমুখে শুনিয়াছি) ॥ ৪৩

অহো বত (হায়)! বয়ং (আমরা) মহৎ (মহা) পাপং (পাপ) কর্তুং (করিতে) ব্যবসিতাঃ (প্রবৃত্ত), যৎ (যেহেতু) রাজ্য-সুখ-লোভেন (রাজ্যসুখের লোভে) স্বজনং (স্বজনগণকে, আত্মীয়গণকে) হন্তুম্ (হত্যা করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত) ॥ ৪৪

নিরন্তর নরকে[১] বাস করিতে হয়, ইহা আমরা শাস্ত্র ও আচার্য মুখে অবগত আছি। ৪৩

[বন্ধুবধের অধ্যবসায়ে সংতপ্যমান হইয়া অর্জুন কহিলেন] হায়! আমরা কি মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যেহেতু আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনগণকে হত্যা করিতে উদ্যত।৪৪

১ মনুষ্যের মরণের অব্যবহিত পরেই আতিবাহিক নামক দেহলাভ হয়। প্রেতপিণ্ড দানের দ্বারা এই দেহের পরিবর্তে ভোগদেহ নামক এক দেহ হয়। সংবৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধদ্বারা ভোগদেহের পরিবর্তে অন্য দেহ লাভ হয়। তখন কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন হয়। কিন্তু কুলনাশে পিণ্ডাদি দাতার অভাববশতঃ প্রেতাত্মার নিরন্তর নরক বাস হয়।—শ্রীরঘুনন্দনকৃত শুদ্ধিতত্ত্ব।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

যদি (যদি) অপ্রতীকারম্ (প্রতীকাররহিত, স্বপ্রাণত্রাণের চেষ্টাশূন্য) অশস্ত্রং (নিরস্ত্র) মাং (আমাকে) শস্ত্র-পাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তবে) মে (আমার) ক্ষেমতরং (প্রিয়তর, অধিকতর মঙ্গল) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৪৫

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন)—অর্জুনঃ (অর্জুন) এবম্ (এই প্রকার) উক্ত্বা (বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং (শরযুক্ত) চাপং (ধনু) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) শোক-সংবিগ্ন-মানসঃ (শোকাভিভূত-চিত্তে) রথ-উপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবেশন করিলেন) ॥ ৪৬

প্রতীকাররহিত ও নিরস্ত্র আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে বধ করেন, তাহাতে আমার অধিকতর কল্যাণ হইবে। আমার পক্ষে জীবনধারণ অপেক্ষা মরণই প্রিয়তর। ৪৫

সঞ্জয় বলিলেন—অর্জুন এইরূপ বলিয়া ধনুর্বাণ ত্যাগপূর্বক শোকাকুল চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন। ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূ-
পনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদ-
যোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্ম-
পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে[১]
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে[২] শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে অর্জুনবিষাদযোগ নামক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

[১] উপনিষৎসমূহের সারমর্ম গীতায় নিবদ্ধ থাকায় ইহাকে উপনিষৎ বলা হয়। এই গীতাতে বহু উপনিষৎ হইতে শব্দতঃ বা অর্থতঃ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

[২] গীতার অধ্যায়সকলের প্রত্যেকটীই যোগনামে অভিহিত। যোগশব্দটী এইসব স্থলে কোথাও মুখ্য অর্থে, কোথাও কোথাও বা গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গী—৫।৬ টীকা ১ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন)—মধু-সূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তথা (এই প্রকারে) কৃপয়া (কৃপাদ্বারা) আবিষ্টম্‌ (অভিভূত) অশ্রুপূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণম্‌ (অশ্রুপূর্ণতা হেতু দর্শনে অসমর্থ চক্ষুবিশিষ্ট) বিষীদন্তম্‌ (বিষাদকারী. শোককারী) তম্‌ (তাঁহাকে [অর্জুনকে]) ইদং (এই) বাক্যম্‌ (বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১

শ্রীভগবান্‌ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (কহিলেন)—অর্জুন (হে কৌন্তেয়),

সঞ্জয় বলিলেন—অর্জুন (পূর্বাধ্যায়ে) উক্ত প্রকারে দয়ার্দ্র ও বিষণ্ণ হইলেন; অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার চক্ষু দর্শনে অসমর্থ হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১

শ্রীভগবান্‌[১] বলিলেন—হে অর্জুন, এই সঙ্কটকালে

---

১ ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও

ক্লৈব্যং মাস্ম* গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

বিষমে (সঙ্কট সময়ে) কুতঃ (কোথা হইতে) ইদং ('এই) ন-আর্যজুষ্টম্ (আর্য্যগণের অযোগ্য) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গগতি-রোধক, অধোগতি-বিধায়ক) অকীর্তিকরম্ (অযশস্কর) কশ্মলম্ (মোহ) ত্বা (তোমাতে) সমুপস্থিতম্ (উপস্থিত হইল) ॥ ২

পার্থ (হে অর্জুন), ক্লৈব্যং (কাতরতা, কাপুরুষতা) মাস্ম গমঃ (আশ্রয় করিও না)। এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (উপপন্ন হয় না; শোভা পায় না)। পরন্তপ (হে শত্রুতাপন), ক্ষুদ্রং (ক্ষুদ্র, তুচ্ছ) হৃদয়-দৌর্বল্যং (হৃদয়ের দুর্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) ॥ ৩

আর্যগণের অযোগ্য, স্বর্গগতির প্রতিবন্ধক ও অযশস্কর এই মোহ তোমাতে কোথা হইতে আসিল? ২

হে অর্জুন, ক্লীবভাব (কাতরতা) আশ্রয় করিও না; এইরূপ কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রু-তাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। ৩

বৈরাগ্য—এই ছয়টীকে ভগ বলে। পূর্ণভাবে এই ছয়টী যাঁহাতে বিদ্যমান তিনিই ভগবান্। অথবা উৎপত্তিং চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥ অর্থাৎ যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, গতি, আগতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা অবগত আছেন তিনিই ভগবান্।—বিষ্ণুপুরাণ।

* মা গচ্ছ ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্*
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

অর্জুন: (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—অরি-সূদন (হে শত্রুমর্দন) মধু-সূদন (হে মধুবিনাশক, হে শ্রীকৃষ্ণ), অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজা-অর্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মম্ (ভীষ্ম) দ্রোণং চ প্রতি (ও দ্রোণের, সহিত) ইষুভিঃ (বাণের দ্বারা) কথং (কিরূপে) যোৎস্যামি (যুদ্ধ করিব) ॥ ৪

হি (যেহেতু) মহা-অনুভবান্ (মহানুভব) গুরূন্ (গুরুজনদিগকে) অহত্বা (বধ না করিয়া) ইহ-লোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (উচিত)। তু (কিন্তু) গুরূন্ (গুরুজনদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) রুধির-প্রদিগ্ধান্ (রক্ত-

অর্জুন বলিলেন—হে শত্রুমর্দন, হে মধুসূদন, ভীষ্ম-দ্রোণাদি আমাদের পূজনীয়। তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করিব? ৪

মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া ইহজগতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেও আমার কল্যাণ হইবে। কিন্তু

---

* মহানুভবান্ ইতি পাঠান্তরঃ।

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो
　　यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽ-
　　वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ৬

লিপ্ত, শোণিতসিক্ত) অর্থ-কামান্ (ধন, সম্পদ ও কাম্যবস্তুরূপ) ভোগান্ (ভোগ্যবিষয়) ইহ এব (এই জগতেই) ভুঞ্জীয় (উপভোগ করিতে হইবে) ॥ ৫

যদ্ বা (যদি বা) জয়েম ([আমরা] জয়লাভ করি), যদি বা (কিম্বা) নঃ (আমাদিগকে) [ইঁহারা] জয়েয়ুঃ (পরাজিত করেন), [এই উভয়ের মধ্যে] নঃ (আমাদের পক্ষে) কতরৎ (কোন্‌টী) গরীয়ঃ (শ্রেয়স্কর) এতৎ চ (তাহাও) ন বিদ্মঃ (বুঝিতে পারিতেছি না)। যান্ (যাঁহাদিগকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না) তে (সেই) ধার্তরাষ্ট্রাঃ এব (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়-গণই) প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত) ॥ ৬

তাঁহাদিগকে বধ করিলে ইহলোকেই ধনসম্পদ ও কাম্য-বস্তুরূপ শোণিতসিক্ত ভোগ্যবিষয়সকল ভোগ করিতে হইবে। ৫

এই যুদ্ধে যদি আমরা জয়লাভ করি অথবা ইঁহারা আমা-দিগকে পরাজিত করেন, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণই আমাদের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭

কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ (দৈন্যদোষে অভিভূত হৃদয়) ধর্ম-সংমূঢ়-চেতাঃ (স্বধর্ম বিষয়ে বিমূঢ়চিত্ত) [আমি] ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (প্রশ্ন করিতেছি)। মে (আমার পক্ষে) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়, মঙ্গলকর) স্যাৎ (হইবে) তৎ (তাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চয়-পূর্বক) ব্রূহি (বলুন)। অহং (আমি) তে (আপনার) শিষ্যঃ (শিষ্য, শাসনার্হ) ত্বাং (আপনার) প্রপন্নম্ (প্রপন্ন, শরণাগত); মাং (আমাকে) শাধি (উপদেশ করুন)॥ ৭

'ইঁহাদিগকে বধ করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব'—এইরূপ দীনতাদোষে আমার শৌর্যতেজাদিযুক্ত স্বভাব অভিভূত ও আমার চিত্ত স্বধর্মবিষয়ে বিমূঢ়[১] হইয়াছে। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহা নিশ্চয়পূর্বক বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন। ৭

[১] যুদ্ধত্যাগপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কি অধর্ম—ইহা নিশ্চয়ে অসমর্থ। (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ * ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ (শত্রুশূন্য) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) চ (এবং) সুরাণাম্ অপি (দেবতাদিগেরও, স্বর্গেরও) আধিপত্যম্ (আধিপত্য) অবাপ্য (পাইয়া) যৎ (যাহা) মম (আমার) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উৎশোষণম্ (শোষণকারী, সন্তাপক) শোকম্ (শোককে) অপনুদ্যাৎ (অপনোদন বা নিবারণ করিতে পারে) [তাহা] ন হি প্রপশ্যামি (দেখিতেছি না) ॥ ৮

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন)—পরন্তপঃ (শত্রুতাপন) গুড়াকেশঃ

পৃথিবীতে শত্রুশূন্য সমৃদ্ধ রাজ্য এবং স্বর্গের আধিপত্য পাইলেও আমার ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপক শোক নিবারণ করিতে পারে এমন কোনও উপায় দেখিতেছি না। ৮

বলিলেন—শত্রুতাপন ও জিতনিদ্র অর্জুন

যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
—বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৮।১০

অর্থাৎ হে গার্গি, যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনি কৃপণ।—(৭ম শ্লোকের টীকা)।

* পরন্তপ ইতি পাঠান্তরঃ।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

(জিতনিদ্র, অর্জুন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) [আমি] ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) গোবিন্দম (কৃষ্ণকে) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং (নীরব) বভূব হ (হইলেন) ॥ ৯

ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র), হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ মধ্যে (সেনাদলের মধ্যে) বিষীদন্তম্ (বিষাদকারী) তম্ (তাঁহাকে, অর্জুনকে) প্রহসন্ ইব (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে, যেন উপহাস করিয়া) ইদং (এই) বচঃ (বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১০

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ (অশোচ্যদিগের জন্য) অনু-অশোচঃ (অনুশোচনা করিতেছ) চ (অথচ) প্রজ্ঞা-বাদান্ (বুদ্ধিমানগণের বচনসকল) ভাষসে (বলিতেছ)। পণ্ডিতাঃ

[কৃষ্ণ]কে এইরূপ বলিবার পর 'আমি যুদ্ধ করিব না' ইহা বলিয়া নীরব হইলেন। ৯

হে ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদলের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে যেন উপহাস করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ১০ [আমি ইঁহাদের, ইঁহারা আমার (গী—১।২৬, ২।৯—এই ভ্রান্তিবুদ্ধিই শোক-মোহ-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-রূপ সংসারের কারণ। একমাত্র আত্মজ্ঞানেই এই ভ্রান্তির

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্‌॥ ১২

(পণ্ডিতগণ) গত-অসূন্‌ (মৃত), অগত-অসূন্‌চ (ও জীবিতদিগের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না)। ১১

জাতু (কদাচিৎ) অহং (আমি) ন তু আসং (ছিলাম না) ন (ইহা নহে)। ত্বম্‌ (তুমিও) ইমে (ও এই) জন-অধিপাঃ (নরপতিগণ) ন (ছিলেন না) ন (ইহাও নয়) অতঃপরম্‌ (ইহার পরে) বয়ম্‌ (আমরা) সর্বে (সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) চ ন এব (তাহাও নয়) ॥ ১২

আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এইজন্য শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে ১১শ হইতে ৩০ শ্লোকে আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন।]

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন—যাঁহাদিগের জন্য শোক করা উচিত নয় তাঁহাদিগের জন্য তুমি শোক করিতেছ; অথচ পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছ।' জ্ঞানিগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না। ১১ *

পূর্বে আমি কখনও ছিলাম না এমন নহে; তুমি কখনও ছিলে না তাহা নহে, বা এই নৃপতিগণও ছিলেন না ইহা সত্য নহে। এই দেহ ধারণের পূর্বে আমরা সকলেই নিত্য আত্মরূপে বিদ্যমান ছিলাম। এই দেহ ত্যাগের পরেও যে আমরা কেহ থাকিব না, ইহাও নহে। বর্তমান কালেও আমরা নিত্য আত্মস্বরূপে বিদ্যমান আছি এবং ভবিষ্যতেও নিত্য আত্মরূপে থাকিব। ১২

---

* প্রিয় ব্যক্তিদের মৃত্যু এবং জীবিতাবস্থায় তাহাদের অসদ্বৃত্ততা আমাদের শোকের কারণ হয়। কিন্তু ভীষ্ম ও দ্রোণাদি সদ্বৃত্ত এবং

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহীর, আত্মার) অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) কৌমারং (কৌমার) যৌবনং (যৌবন) জরা (বার্ধক্য) তথা (সেইরূপ) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (অন্য দেহ গ্রহণ, মৃত্যু) তত্র (তাহাতে) ধীরঃ (ধীর, জ্ঞানী) ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না) ॥ ১৩

কৌন্তেয় (হে কুন্তিপুত্র), মাত্রাস্পর্শাঃ * (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ) তু (নিশ্চয়ই) শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ ও

যেমন দেহীর (আত্মার) এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা ক্রমে উপস্থিত হয়, তাহাতে দেহীর কোনও পরিবর্তন হয় না, সেইরূপ-দেহান্তর প্রাপ্তিতে (মৃত্যুতে) দেহী অবিকৃত থাকেন। এইজন্য দেহান্তর-প্রাপ্তি-বিষয়ে জ্ঞানিগণ মোহগ্রস্ত হন না। ১৩

হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগহেতু শীতোষ্ণ, সুখ ও দুঃখাদি দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়। কিন্তু এই সমস্ত

তাঁহাদের মৃত্যু নাই, কারণ পরমাত্মারূপে তাঁহারা অমর। অতএব তাঁহারা শোকের কারণ নহেন। জীব পরমাত্মারূপে নিত্য।

* মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে আভিঃ শব্দাদিবিষয়া: ইতি মাত্রাঃ ইন্দ্রিয়াণি — কর্ণাদি ইন্দ্রিয়। যথা—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা।

স্পৃশ্যন্তে ইতি স্পর্শাঃ বিষয়াঃ — কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়। যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।—ভাব্যোৎকর্ষদীপিকা।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

দুঃখদায়ী), আগম-অপায়িনঃ (উৎপত্তি ও বিনাশশীল) ; [অতএব] অনিত্যাঃ (ও অস্থায়ী)। ভারত (হে অর্জুন), তান্ (তাহাদিগকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য কর) ॥ ১৪

পুরুষ-ঋষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ), হি (যেহেতু) এতে (এই সকল, শীতোষ্ণাদি) সমদুঃখসুখং (দুঃখে ও সুখে সমভাবাপন্ন—অবিচলিত) যং (যে) ধীরং (জ্ঞানী) পুরুষং (ব্যক্তিকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত, চালিত করে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (অমৃতত্বের, মোক্ষের) কল্পতে (অধিকারী হন) ॥ ১৫

অসতঃ (অসৎ বস্তুর) ভাবঃ (অস্তিতা) ন বিদ্যতে (নাই)। সতঃ (সৎ বস্তুর) অভাবঃ (নাশ) ন বিদ্যতে (নাই), তু (কিন্তু) তত্ত্ব-দর্শিভিঃ

উৎপত্তিবিনাশশীল ; অতএব অনিত্য। হে ভারত, হর্ষ ও বিষাদশূন্য হইয়া এই সকল সহ্য কর। ১৪

কারণ, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সুখে দুঃখে অবিচলিত যে জ্ঞানি-ব্যক্তিকে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব চালিত করিতে পারে না, (অর্থাৎ আত্মার নিত্যত্ব জ্ঞান হইতে বিচলিত করিতে পারে না) তিনিই অমৃতত্বলাভের প্রকৃত অধিকারী। ১৫

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর হইলেও, শীতোষ্ণাদি উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া অসৎ। ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭

(তত্ত্বদর্শিগণ কর্তৃক) অনয়োঃ (এই) উভয়োঃ অপি (উভয়েরই) অন্তঃ (শেষ, স্বরূপ) দৃষ্টঃ (উপলব্ধ হইয়াছে) ॥ ১৬

যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বম্ (সমগ্র জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত) তৎ তু (তাঁহাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিদ্ধি (জানিবে) । কঃ-চিৎ

(তাত্ত্বিকতা) নাই । কিন্তু আত্মার পারমার্থিক সত্তা আছে । অজ্ঞদের অবিজ্ঞাত হইলেও আত্মার কখনও অবিদ্যমানতা নাই । তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন ।* ১৬ (গীঃ ১৩।৩৪, ১৪।১৯ ও ১৫।১৬—১৮ দ্রঃ)

[এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ সৎ বস্তুর (আত্মার বা ব্রহ্মের) স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—]

যিনি এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন তাঁহাকেই অবিনাশী আত্মা (বা ব্রহ্ম) বলিয়া জানিবে। কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না । ১৭

[এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ অসৎ বস্তুর (অনাত্মার) স্বভাব বর্ণনা করিতেছেন—]

* সৎ (আত্মা, ব্রহ্ম) সৎই ; ইঁহার কখনও বিনাশ হয় না । কারণ আত্মার সত্তা ত্রিকালাবাধিত অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালে অবাধিত । অসৎ (অনাত্মা, আত্মা ব্যতীত অন্য সব কিছুই) অসৎই অর্থাৎ কখনও সৎ হয় না । কারণ, তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র সৎ । তিনিই অবিদ্যার দৃষ্টিতে উৎপত্তিবিনাশাদিধর্মবিশিষ্টরূপে বিকল্পিত হন ।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯

(কেহ) অস্য (এই) অব্যয়স্য (অব্যয়ের, আত্মার) বিনাশম্ (বিনাশ) কর্তুম্ (করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না) ॥ ১৭

নিত্যস্য (নিত্য) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য ([প্রত্যক্ষাদি] প্রমাণাতীত) শরীরিণঃ (শরীরীর, দেহীর, আত্মার) ইমে (এই) দেহাঃ (দেহ সকল) অন্ত-বন্তঃ (বিনাশশীল, নশ্বর) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে)। তস্মাৎ (অতএব) ভারত (হে অর্জুন), যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮

যঃ (যিনি) এনং (ইঁহাকে, আত্মাকে) হন্তারং (হন্তা) বেত্তি (ভাবেন) যঃ চ (এবং যিনি) এনং (ইঁহাকে) হতঃ (নিহত) মন্যতে (মনে করেন), তৌ (তাঁহারা) উভৌ (উভয়ে) [তত্ত্ব] ন বিজানীতঃ

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত, অবিনাশী ও নিত্য আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব হে অর্জুন, তোমার এই জড়দেহ কালে বিনষ্ট হইবেই ; কিন্তু তুমি আত্মারূপে অবিনাশী। অতএব যুদ্ধ করিয়া স্বধর্ম পালন কর। ১৮

যিনি ইঁহাকে হন্তা বলিয়া মনে করেন এবং যিনি ইঁহাকে নিহত বলিয়া ভাবেন—তাঁহারা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহারও দ্বারা নিহতও হন না। কারণ, আত্মা অবিনাশী। ১৯ (গীঃ ১৩।২৭ দ্রঃ)

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাঽভবিতা[১] বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

(জানেন না)। [যেহেতু] অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি ([কাহাকেও] হনন করেন না), ন হন্যতে ([নিজেও] নিহত হন না) ॥ ১৯

অয়ং (ইনি, আত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে (জাত হন না) বা ন ম্রিয়তে (বা মৃত হন না) বা (অথবা) ভূত্বা (উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) অভবিতা (থাকেন না) ন (ইহা নহে)। [সুতরাং আত্মার মৃত্যু নাই] = [ন ভূত্বা (না থাকিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) ভবিতা

এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। কারণ, পূর্বে না থাকিয়া পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম, এবং পূর্বে থাকিয়া পরে না থাকার নাম মৃত্যু ; আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনটিই নাই। অর্থাৎ আত্মা জন্ম ও মৃত্যুরহিত, অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য ; শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।[২] ২০

(ব্রহ্মসূত্র ২ ৩।১৬—১৭ এবং কঠ উপ ১।২।১৮—১৯ দ্রঃ)

১ ভূত্বা ভবিতা ইতি বা।

২ জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ষড়্‌বিধ ধর্ম (বিকার) জড়ের আছে। আত্মা এই ষড়্‌বিধ জড়বিকার-বর্জিত।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

(বিদ্যমান হন) ন (ইহা নহে)] * [সুতরাং আত্মার জন্ম নাই]। অয়ম্ (এই [আত্মা]) অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (মৃত্যুরহিত) শাশ্বতঃ (অপক্ষয়রহিত) পুরাণঃ (বৃদ্ধিহীন)। শরীরে (দেহ) হন্যমানে (হত [নষ্ট] হইলেও) ন হন্যতে (হত হন না)॥ ২০

যঃ (যিনি) এনম্ (ইঁহাকে, আত্মাকে) অবিনাশিনং (অবিনাশী) নিত্যম্ (নিত্য, বৃদ্ধিহীন) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (ব্যয়হীন, ক্ষয়শূন্য) বেদ (জানেন), পার্থ (হে অর্জুন), সঃ (সেই) পুরুষঃ (ব্যক্তি) কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) [বা = অথবা] কম্ (কাহাকে) হন্তি (বধ করেন)॥ ২১

যথা (যেমন) নরঃ (নর) জীর্ণানি (জীর্ণ) বাসাংসি (বস্ত্র সকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অপরাণি (অন্য) নবানি (নব বস্ত্র)

হে পার্থ, যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন তিনি কিরূপে কাহাকেই বা হত্যা করেন এবং কাহাকেই বা হত্যা করান? ২১

মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন

* ২০ শ্লোকের ২য় পংক্তির পাঠান্তরহেতু এই দুই প্রকার অন্বয় হয়।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে) তথা (সেইরূপ) দেহী (শরীরী, আত্মা) জীর্ণানি (জীর্ণ) শরীরাণি (শরীর সকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য সকল) নবানি (নূতন দেহ) সংযাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২২

শস্ত্রাণি (শস্ত্র সকল) এনং (ইঁহাকে, আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করিতে পারে না)। পাবকঃ (অগ্নি) এনং (ইঁহাকে) ন দহতি (দহন করিতে পারে না)। আপঃ চ (এবং জল) এনং (ইঁহাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (আর্দ্র করিতে পারে না)। মারুতঃ (বায়ু) [ইঁহাকে] ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না) ॥ ২৩

অয়ম্ (ইনি, আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছেদ্য নহেন), অদাহ্যঃ (দাহ্য নহেন)। অয়ম্ (ইনি) অক্লেদ্যঃ (ক্লেদ্য নহেন), অশোষ্যঃ চ এব (এবং শোষ্যও নহেন)। অয়ং (ইনি) নিত্যঃ (নিত্য) সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী) স্থাণুঃ (স্থির) অচলঃ (নিচল) সনাতনঃ (কারণহীন) ॥ ২৪

বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মা সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করেন। ২২

কোন শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইঁহাকে দহন করিতে পারে না। জল ইঁহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ২৩

এই অপরোক্ষ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল এবং সনাতন। ২৪

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং* শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

অয়ম্ (ইনি, আত্মা) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর) অয়ম্ (ইনি) অচিন্ত্যঃ (মনের অতীত) অয়ম্ (ইনি) অবিকার্যঃ (অবিকারী) উচ্যতে (উক্ত হন) তস্মাৎ (অতএব) এনম্ (ইঁহাকে, আত্মাকে) এবং (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুম্ (অনুশোচনা করা) [তোমার] ন অর্হসি (উচিত নয়) ॥ ২৫

অথ চ (আর যদি) এনং (ইঁহাকে, আত্মাকে) নিত্য-জাতং (প্রত্যেক শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে জাত) বা (অথবা) নিত্যং মৃতম্ (প্রত্যেক শরীরের বিনাশের সঙ্গে মৃত) মন্যসে (মনে কর), তথাপি (তাহা হইলেও) মহা-বাহো (হে মহাবীর) ত্বম্ (তোমার) এবং (এই প্রকারে) শোচিতুম্ (শোক করা) ন অর্হসি (উচিত নয়) ॥ ২৬

এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব আত্মার এই সনাতন স্বরূপ অবগত হও এবং শোক পরিত্যাগ কর। ২৫

আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মা প্রত্যেক শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে জাত হন এবং প্রত্যেক শরীরের বিনাশের সঙ্গে মৃত হন, তথাপি হে মহাবাহো, ইঁহার জন্য তোমার অনুশোচনা করা উচিত নয়। ২৬

* নৈনমিতি পাঠান্তরম্।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

হি (যেহেতু) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) মৃত্যুঃ (মরণ) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত) মৃতস্য চ (এবং মৃতব্যক্তির) জন্ম (পুনর্জন্ম) ধ্রুবং (নিশ্চিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) ত্বং (তোমার) শোচিতুম্ (শোক করা) ন অর্হসি (উচিত নয়) ॥ ২৭

ভারত (হে অর্জুন), ভূতানি (প্রাণিগণ, তাহাদের শরীরসমূহ) অব্যক্ত-আদীনি (উৎপত্তির আদিতে অব্যক্ত, পূর্বে অপ্রকাশিত), ব্যক্ত-মধ্যানি (স্থিতিকালে বা মধ্যাবস্থায় প্রকাশিত), অব্যক্ত-নিধনানি এব (বিনাশের পরেও অপ্রকাশিত, প্রনষ্ট)। তত্র (তাহাতে) কা পরিদেবনা (শোক কি)? ২৮

কারণ, জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং স্বীয় কর্মানুসারে মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী।[১] সেই হেতু এই অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা তোমার উচিত নয়। ২৭

হে ভারত, জীবগণের শরীর উৎপত্তির পূর্বে অপ্রকাশিত, স্থিতিকালে মাত্র প্রকাশিত, এবং বিনাশের পরেও অপ্রকাশিত থাকে। তাহাতে শোক কি? ২৮

(গীঃ ১৫।৩ দ্রঃ)

১ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত পুনর্জন্ম বন্ধ হয় না। (গীঃ ৮।১৬; ৯।২১; ১৫।৪ দ্রঃ)

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (ইঁহাকে, আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ (আশ্চর্যতুল্য, অদ্ভুতরূপে) পশ্যতি (দেখেন) তথা এব চ (সেইরূপ) অন্যঃ (অন্য কেহ) আশ্চর্যবৎ (আশ্চর্যরূপে) বদতি (বলেন) অন্যঃ চ (অপর কেহ) এনম্ (ইঁহাকে) আশ্চর্যবৎ (অদ্ভুতরূপে) শৃণোতি (শ্রবণ করেন) কশ্চিৎ এব চ (এবং কেহই) শ্রুত্বা অপি (শুনিয়াও) এনং (ইঁহাকে আত্মাকে) ন বেদ (জানিতে পারেন না) ॥ ২৯

কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যতুল্য[১] দেখেন। অন্য কেহ ইঁহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন। অপর কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন এবং কেহই ইঁহাকে শুনিয়া বলিয়া বা দেখিয়াও জানিতে পারেন না[২]। কারণ, আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়।২৯

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—যিনি আত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই আশ্চয (দুর্লভ)। যিনি আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেন বা শ্রবণ করেন তিনিও আশ্চর্য। এইরূপ আত্মদর্শী, আত্মোপদেষ্টা বা আত্মশ্রোতা অনেক সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ একজনই হয়। কারণ, আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য। ২৯—শাঙ্করভাষ্য।

১ যাহা অকস্মাৎ দৃষ্ট হয়, যাহা অদ্ভুত ও পূর্বে অদৃষ্ট তাহাই আশ্চর্য।

২ শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ—কঠ উপঃ ১।২।৭ দ্রঃ অর্থাৎ বহু ব্যক্তি যাঁহার বিষয় শ্রবণও করিতে পায় না।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২

ভারত (হে অর্জুন), অয়ং (এই) দেহী (আত্মা) সর্বস্য (সকলের) দেহে (শরীরে) নিত্যম্ (সদা) অবধ্যঃ (অবধ্য)। তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) সর্বাণি (কোনও) ভূতানি (ভূতের, প্রাণীর জন্য) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নও) ॥ ৩০

স্ব-ধর্মম্ অপি চ (এবং স্বধর্মও) অবেক্ষ্য (লক্ষ্য করিয়া, দেখিয়া) বিকম্পিতুম্ (বিকম্পিত, ভীত হওয়া) [তোমার] ন অর্হসি (উচিত নয়)। হি (যেহেতু) ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্ম যুদ্ধ ব্যতীত) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ (অন্য) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ৩১

হে ভারত, প্রাণিসকলের দেহে অবস্থিত আত্মা সদা অবধ্য। সেই জন্য কোন প্রাণীর দেহনাশে তোমার শোক করা উচিত নয়। ৩০

আর স্বধর্ম লক্ষ্য করিয়াও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ, ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের মঙ্গলকর আর কিছুই নাই। ৩১

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

পার্থ (হে পার্থ), সুখিনঃ (সুখী, ভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণ) যদৃচ্ছয়া (অনায়াসে, অপ্রার্থিতভাবে) উপপন্নং চ (প্রাপ্ত) অপাবৃতম্ (উদ্‌ঘাটিত, উন্মুক্ত) স্বর্গ-দ্বারম্ (স্বর্গের দ্বার সদৃশ) ঈদৃশম্ (এই প্রকার) যুদ্ধম্ (ধর্ম যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করেন) ॥ ৩২

অথ (অনন্তর) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম, ধর্মবিহিত) সংগ্রামং (সংগ্রাম, যুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্মং (স্বীয় [ক্ষত্রিয়ের] ধর্ম) কীর্তিং চ (ও কীর্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপম্ (প্রত্যবায়) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩৩

অপিচ (আরও) ভূতানি (প্রাণিগণ) তে (তোমার) অব্যয়াম্ (অক্ষয়) অকীর্তিং (অযশঃ) কথয়িষ্যন্তি (বলিবে), সম্ভাবিতস্য

হে পার্থ, অনায়াসপ্রাপ্ত উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সদৃশ এই প্রকার ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই লাভ করেন। ৩২

আর যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগ করিয়া তুমি প্রত্যবায়ভাগী হইবে। ৩৩

আরও সকলে চিরকাল তোমার অযশঃ ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অখ্যাতি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখদায়ক। ৩৪

ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬

(সম্মানিত পুরুষের) অকীর্তিঃ (অখ্যাতি) মরণাৎ চ (মরণ অপেক্ষাও) অতিরিচ্যতে (অতিরিক্ত, অধিক হয়)॥ ৩৪

মহারথাঃ (মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়বশতঃ) রণাৎ (রণ হইতে, যুদ্ধ হইতে) উপরতং (উপরত, নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবেন) চ (এবং) ত্বং (তুমি) যেষাং (যাঁহাদের নিকট) বহুমতঃ (সম্মানিত) ভূত্বা (ছিলে) [তাঁহাদের নিকট] লাঘবম্ (লঘুভাব, অনাদর) যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥ ৩৫

তব চ (এবং তোমার) অহিতাঃ (শত্রুগণ) তব (তোমার) সামর্থ্যং (সামর্থ্য, শক্তি) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করিয়া) বহূন্ (বহু) অবাচ্য (অকথ্য) বাদান্ (বাক্য) বদিষ্যন্তি (বলিবে)। ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিকতর দুঃখ) নু কিম্ (আর কি আছে)? ॥৩৬

কর্ণাদি মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয় পাইয়াই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, এবং তুমি যাঁহাদের নিকট সম্মানিত ছিলে, তাঁহাদের নিকটও হেয় হইবে। ৩৫

এবং তোমার শত্রুগণও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া বহু অকথ্য বাক্য বলিবে। তাহা অপেক্ষা দুঃখকর আর কি হইতে পারে? ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি* স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), হতঃ বা (হত হইলে) স্বর্গং (স্বর্গ) প্রাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ; জিত্বা বা (অথবা জয়লাভ করিলে) মহীম্ (মহী, পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে)। তস্মাৎ (অতএব) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) কৃত-নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) ॥ ৩৭

সুখ-দুঃখে (সুখ ও দুঃখকে), লাভ-অলাভৌ (লাভ ও ক্ষতিকে) জয়-অজয়ৌ চ (এবং জয় ও পরাজয়কে) সমে (সমান) কৃত্বা (করিয়া) ততঃ (অনন্তর) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (প্রস্তুত হও)। এবং (এই প্রকারে) পাপম্ (প্রত্যবায়) ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে না) ॥ ৩৮

হে কৌন্তেয়, এই যুদ্ধে নিহত হইলে তুমি স্বর্গলাভ করিবে ; আর জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া উত্থিত হও। ৩৭

তুমি ক্ষত্রিয় ; ধর্মযুদ্ধই তোমার স্বধর্ম। সুতরাং তুমি সুখে অনুরাগ ও দুঃখে দ্বেষ না করিয়া এবং লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এইরূপ করিলে গুরুজনাদি বধজনিত প্রত্যবায় তোমার হইবে না। ৩৮

* প্রাপ্স্যসে ইতি পাঠান্তরম্।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

পার্থ (হে অর্জুন), সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ববিষয়ে) এষা (এই) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) তে (তোমাকে) অভিহিতা (কথিত হইল)। তু (কিন্তু) যোগে (কর্মযোগ বিষয়ে) ইমাং (এই, বক্ষ্যমাণ জ্ঞান) শৃণু (শ্রবণ কর), যয়া (যে) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির, জ্ঞানের সহিত) যুক্তঃ (যুক্ত হইলে) কর্ম-বন্ধং (কর্ম-বন্ধন) প্রহাস্যসি (ছিন্ন করিবে) ॥ ৩৯

হে পার্থ, সাক্ষাৎ শোকমোহাদি সংসারহেতু-নাশক সাংখ্য[১] নামক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ (১১শ হইতে ৩০শ শ্লোকে) তোমাকে দেওয়া হইল। এখন কর্মযোগের[২] কথা (৪০, ৪১, ৪৫-৫৩ শ্লোকে) বলিতেছি; শ্রবণ কর। নিষ্কাম কর্মযোগ বিষয়ক এই বুদ্ধি লাভ করিলে তুমি ধর্মাধর্মরূপ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯[৩]

[১] সম্যক্ (সম্যক্‌রূপে) খ্যায়তে প্রকাশ্যতে (প্রকাশিত হয়) পরমার্থতত্ত্বম্ (পরমাত্মতত্ত্ব) অনয়া (ইহার দ্বারা) ইতি সংখ্যা = সম্যক্ জ্ঞান।

[২] ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক ঈশ্বর আরাধনার্থ অনাসক্ত ভাবে কর্মানুষ্ঠানকে কর্মযোগ বলে।

[৩] অর্জুনের শোকমোহ দূরীকরণার্থ ৩২ হইতে ৩৮ পর্যন্ত শ্লোকে লৌকিক যুক্তি দিবার পর প্রকরণোক্ত পরমার্থ দর্শনের উপসংহার-পূর্বক কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিভাগ প্রদর্শনদ্বারা গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিতেছেন। গীঃ ৯৩ দ্রঃ।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১

ইহ (ইহাতে, এই মোক্ষমার্গরূপ নিষ্কাম কর্মযোগে) অভিক্রম-নাশঃ (আরব্ধ-কর্মের নিষ্ফলতা) ন অস্তি (নাই), প্রত্যবায়ঃ [চ] (এবং পাপ) ন বিদ্যতে (হয় না) অস্য (এই) ধর্মস্য (ধর্মের, নিষ্কাম কর্মযোগের) সু-অল্পম্ অপি (অতি অল্পমাত্রও) মহতঃ (মহা) ভয়াৎ (ভয় হইতে) ত্রায়তে (ত্রাণ করে)॥ ৪০

কুরু-নন্দন (হে অর্জুন), ইহ (ইহাতে, এই কর্মযোগে) ব্যবসায়-আত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা, নিশ্চয়স্বভাবা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) একা (একনিষ্ঠ [হয়])। হি (যেহেতু) অব্যবসায়িনাম্ (অস্থিরচিত্ত বা বহির্মুখী সকামদিগের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিসকল) বহু-শাখাঃ (বহু শাখায় বিভক্ত) অনন্তাঃ চ (অনন্তমুখী)॥ ৪১

এই মোক্ষমার্গরূপ নিষ্কাম কর্মযোগে কোন প্রকার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় না এবং বৈগুণ্যজনিত প্রত্যবায়ও হয় না।[১] এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। ৪০

হে অর্জুন, এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি[২] একনিষ্ঠ (সকাম বুদ্ধির বহুমুখী ভাবনাশক) হয়। অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্তমুখী। ৪১

---

[১] কারণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয়।

[২] যে সাংখ্যবুদ্ধি বলা হইয়াছে এবং যে নিষ্কাম কর্মযোগ বিষয়ক বুদ্ধি বলা হইবে।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

পার্থ (হে অর্জুন), অবিপশ্চিতঃ (অবিবেকী, অল্পমেধা) বেদ-বাদ-রতাঃ (বেদোক্ত কর্মের কথায় অনুরক্ত), অন্যৎ ([স্বর্গাদিফলজনক কর্ম ব্যতীত] অন্য কিছু) ন অস্তি (নাই) ইতি বাদিনঃ (এইরূপ মতবাদী) কাম-আত্মানঃ (কামনাযুক্ত) স্বর্গ-পরাঃ (স্বর্গাদিলাভই যাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য) জন্ম-কর্ম-ফল-প্রদাম্ (জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ) ভোগ-ঐশ্বর্য-গতিং প্রতি (ভোগ ও ঐশ্বর্য-লাভের উপায়ভূত) ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাং (বিবিধ ক্রিয়াকলাপবিশিষ্ট) যাম্ (যে) ইমাং (এই) পুষ্পিতাং (পুষ্পিত, আপাত-মনোরম, প্রশংসাসূচক) বাচং (বাক্য) প্রবদন্তি (বলে) তয়া (তদ্দ্বারা, সেই বাক্যদ্বারা) অপহৃত-চেতসাম্ (বিমূঢ়চিত্ত) ভোগ-ঐশ্বর্য-প্রসক্তানাং (ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা)

হে পার্থ, অবিবেকিপুরুষগণ বেদোক্ত কর্মের প্রশংসায় অনুরক্ত। স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নাই—তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাঁহারা কামনাযুক্ত ও স্বর্গকামী। তাঁহারা জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভের উপযোগী বহু ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহাদের চিত্ত সেই সকল পুষ্পিত (আপাতমনোরম) বাক্যে বিমুগ্ধ এবং ভোগ ও ঐশ্বর্যে

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

বুদ্ধিঃ (জ্ঞান, বিবেকপ্রজ্ঞা) সমাধৌ* (অন্তঃকরণে) ন বিধীয়তে (উৎপন্ন, স্থির হয় না) ॥ ৪২—৪৪

অর্জুন (হে পার্থ), বেদাঃ (বেদের কর্মকাণ্ডসমূহ) ত্রৈগুণ্য-বিষয়াঃ † (কামনামূলক, সংসার-প্রকাশক)। [তুমি] নিঃ-ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কাম) নিঃ-দ্বন্দ্বঃ ([সুখদুঃখাদি] দ্বন্দ্বরহিত) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (সদা সত্ত্বগুণাশ্রিত) নিঃ-যোগ-ক্ষেমঃ (যোগক্ষেমের আকাঙ্ক্ষারহিত) আত্মবান্ (অপ্রমত্ত) ভব (হও) ॥ ৪৫

আসক্ত, তাহাদের অন্তঃকরণে (পূর্বশ্লোকোক্ত) নিশ্চয়াত্মিকা (শাস্ত্রানুসারিণী) বুদ্ধি (বিবেকপ্রজ্ঞা) স্থির হয় না। ৪২-৪৪[১]
(গীঃ ৯।২০-২১ দ্রঃ)

হে অর্জুন, বেদের কর্মকাণ্ড কামনামূলক ও সংসার-প্রকাশক। তুমি নিষ্কাম হও এবং কর্ম কর। তুমি

* সমাধীয়তে অস্মিন্ ইতি সমাধিঃ। পুরুষের উপভোগের জন্য বাসনারূপে সকল বস্তু যাহাতে সমাহিত হয় তাহা সমাধি—অন্তঃকরণ।

† ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের কার্য অর্থাৎ কামনামূলক সংসার। কর্মকাণ্ডাত্মক বেদ তাহার প্রকাশক। কর্মফল-কামীদের নিকট বেদ ফলপ্রকাশ করেন এবং তাঁহারা ফলকামনাপূর্বক কর্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া সংসারে বদ্ধ হন। ফলকামনা ত্যাগপূর্বক কর্ম করিলে বদ্ধ হইতে হয় না। —শ্রীমধুসূদন সরস্বতী

১ বৈদিক সকাম কর্মের এই নিন্দা নিন্দার জন্য নহে; পরন্তু নিষ্কাম কর্মের প্রশংসার জন্য।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

[যেরূপ] উদপানে ([কূপাদি] ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে সকল) অর্থঃ (প্রয়োজন) তাবান্ [অর্থঃ] (সেই সকল প্রয়োজন) (সর্বত্র) সংপ্লুত-উদকে (প্লাবনের পরিপূর্ণ উদকে) [অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইরূপ] সর্বেষু (সকল) বেদেষু (বেদে) [যাবান্—যে পরিমাণ অর্থ বা কর্মফল] তাবান্ (সেই সকল ফল) বিজানতঃ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্রাহ্মণস্য (ব্রাহ্মণের, পুরুষের) [বিজ্ঞানফলের অন্তর্ভুক্ত হয়] ॥ ৪৬

সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত ও সদা সত্ত্বগুণাশ্রিত হও এবং যোগ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি) এবং ক্ষেমের (প্রাপ্তের রক্ষণের) আকাঙ্ক্ষারহিত ও অপ্রমত্ত হও। ৪৫

সর্বত্র জলপ্লাবিত হইলে যেরূপ কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্নানপানাদিরূপ প্রয়োজনসমূহ প্লাবনের জলরাশিতে সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের (পূর্ণোদকস্থানীয়) ব্রহ্মানন্দরূপ যে ফল, তাহাতে (ক্ষুদ্র জলাশয়স্থানীয়) বেদোক্ত বিভিন্ন সকল কাম্য কর্মের ফল অন্তর্ভুক্ত[১] হয়। ৪৬ (গীঃ ৪।৩৩ দ্রঃ)

---

১ নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। যেহেতু শুভকর্মের ফলরূপ সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইজন্য ক্ষুদ্রানন্দ অপ্রাপ্তি নিবন্ধন ব্যগ্রতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। নিষ্কাম কর্ম করিলেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে। যথা—এষোঽস্য পরম আনন্দ, এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।—বৃহদারণ্যক উপঃ ৪।৩।৩২; অর্থাৎ ইনিই (ব্রহ্মই) পরমানন্দস্বরূপ। এই আনন্দের কণিকামাত্রই প্রাণিগণ উপভোগ করে। ছান্দোগ্য উপঃ ৪।১।৬ দ্রঃ।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

কর্মণি (কর্মে) এব (কেবলমাত্র) তে (তোমার) অধিকারঃ (অধিকার) কদাচন (কখনও) ফলেষু (কর্মফলে) [অধিকারঃ] (তৃষ্ণা) মা (না হউক)। কর্মফল-হেতুঃ (কর্মফলের কারণ) মা ভূঃ (হইও না)। অকর্মণি (কর্মত্যাগে) তে (তোমার) সঙ্গঃ (প্রবৃত্তি) মা অস্তু (না হউক) ॥ ৪৭

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন), যোগ-স্থঃ (যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) সঙ্গং (আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ (সমভাবে) ভূত্বা (থাকিয়া) কর্মাণি (সকল কর্ম) কুরু (কর)। [কারণ] সমত্বং (সমতা) যোগঃ (যোগ) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ৪৮

কেবলমাত্র কর্মে তোমার অধিকার আছে ফলে নহে। অতএব কর্ম কর। কিন্তু কর্মফলে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়; কারণ, কর্মফলের তৃষ্ণাই কর্মফল প্রাপ্তির হেতু। সুতরাং কর্মফল প্রাপ্তির হেতু হইও না অর্থাৎ কর্ম সকাম ভাবে করিও না। আবার কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হউক। ৪৭ (গীঃ ১৮।৭-৯ দ্রঃ)

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া, অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরার্থে, কর্ম কর। ঈশ্বরার্থে কর্ম করিবার কালেও 'ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন'—এই প্রকার আশাও ত্যাগ করিতে হইবে। কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশশূন্য হইয়া জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিতে হর্ষ এবং

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ৫০

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন), হি (যেহেতু) কর্ম (কাম্য কর্ম) বুদ্ধিযোগাৎ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম হইতে) দূরেণ (নিতান্ত) অবরং (অধম, নিকৃষ্ট) [সেইহেতু] বুদ্ধৌ (পরমার্থ বা সমত্ব বুদ্ধিতে) শরণম্ (শরণ, আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (অন্বেষণ কর) [কারণ] ফল-হেতবঃ (ফলাকাঙ্ক্ষিগণ) কৃপণাঃ (কৃপণ, হীন, দীন) ॥ ৪৯

বুদ্ধি-যুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) ইহ (এই লোকেই) সুকৃত-দুষ্কৃতে (পুণ্য ও পাপ) উভে (উভয়কে) জহাতি (ত্যাগ করে)। তস্মাৎ (সেইজন্য) যোগায় (নিষ্কাম কর্মযোগ) যুজ্যস্ব (অনুষ্ঠান কর)। কর্মসু (কর্মে) কৌশলম্ (কুশলতা) যোগঃ (যোগ) ॥ ৫০

তদ্বিপর্যয়ে বিষাদরূপ অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকিয়া কর্ম কর। ফলাফলে চিত্তের সমত্ব বা নির্বিকার ভাবই যোগ। ৪৮

হে ধনঞ্জয়, কাম্য কর্ম নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট। অতএব তুমি কামনাশূন্য হইয়া সমত্ব-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম করে, তাহারা অতি হীন। ৪৯

নিষ্কাম কর্মযোগী ইহ জীবনেই পাপ ও পুণ্য উভয় হইতে মুক্ত হন। সুতরাং তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মের কৌশলই [১]যোগ। ৫০

---

১ কর্মের স্বভাব বন্ধন। কর্মে সমত্ববুদ্ধিরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে কর্মের স্বাভাবিক বন্ধনশক্তি নষ্ট হয়।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

বুদ্ধি-যুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত বা নিষ্কাম কর্মযোগী) মনীষিণঃ (মনীষিগণ) কর্ম-জং (কর্মজাত) ফলং (ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) জন্ম-বন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ (জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) ন-আময়ম্ (সর্ব উপদ্রবরহিত, সংসার স্পর্শশূন্য) পদং (ব্রহ্মপদ) হি (নিশ্চিতই) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥ ৫১

যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) মোহ-কলিলং (অবিবেকরূপ কলুষ) ব্যতিতরিষ্যতি (অতিক্রম করিবে), তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য (শ্রোতব্য) শ্রুতস্য চ (ও শ্রুত কর্মফল বিষয়ে) নির্বেদং (নির্বেদ, বিতৃষ্ণা) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫২

নিষ্কাম কর্মযোগী মনীষিগণ কর্মজাত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং সর্বপ্রকার উপদ্রবরহিত (সংসার স্পর্শ শূন্য) ব্রহ্মপদ লাভ করেন। ৫১

যখন[১] তোমার বুদ্ধি মোহাত্মক অবিবেকরূপ কালুষ্য অতিক্রম করিবে তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্মফল বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করিবে অর্থাৎ শ্রোতব্য[২] ও শ্রুত উভয়ই তোমার নিকট নিষ্ফল হইবে। ৫২ (গীঃ ২।৪৬ দ্রঃ)

[১] বিবেকপরিপাকাবস্থায়—আনন্দগিরি।

[২] শ্রোতব্যাদি শব্দের দ্বারা অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্ত শাস্ত্র গৃহীত হইয়াছে। —আনন্দগিরি-টীকা।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

যদা (যখন) শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না (ফলশ্রুতিদ্বারা বিক্ষিপ্ত) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি, চিত্ত) সমাধৌ * (সমাধিতে, পরমাত্মায়) নিশ্চলা (নিশ্চল) অচলা (স্থির) স্থাস্যতি (থাকিবে) তদা (তখন) যোগম্ (যোগ, তত্ত্বজ্ঞান) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫৩

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—কেশব (হে কৃষ্ণ), সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ) স্থিত-প্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) কা (কি) ভাষা † (লক্ষণ), স্থিত-ধীঃ (স্থিতবুদ্ধি) কিং (কিরূপে) প্রভাষেত (কথা বলেন), কিম্ (কিরূপে) আসীত (অবস্থান করেন), কিম্ (কিরূপে) ব্রজেত (বিচরণ করেন)? ৫৪

নানা কর্মফলশ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার চিত্ত যখন পরমাত্মাতে স্থির ও অচল হইবে, তখন তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। ৫৩

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কেশব, ব্রহ্মসমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কি লক্ষণ? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি ভাবে কথা বলেন ও কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিরূপেই বা তিনি বিচরণ করেন? ৫৪ (গীঃ ১৪।২১ দ্রঃ)

* যাঁহাতে চিত্ত-সমাহিত হয় অর্থাৎ পরমাত্মা। ২।৪৪ টীকা দ্রঃ।

† আচার্য শঙ্করের মতে ভাষার অর্থ বচন; অর্থাৎ অপরে এই ব্যক্তিকে কি প্রকার বলিয়া থাকে।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—পার্থ (হে অর্জুন), আত্মনি এব (আত্মাতেই, প্রত্যগাত্মস্বরূপেই) আত্মনা (আত্মাদ্বারা, স্বয়ং বাহ্যলাভনিরপেক্ষ হইয়া) তুষ্টঃ ([জ্ঞানামৃতরসলাভে] তৃপ্ত হইয়া) যদা (যখন) সর্বান্ (সমস্ত) মনোগতান্ (মনোগত, অন্তর্নিহিত) কামান্ (কামনাসমূহ) প্রজহাতি (ত্যাগ করেন) তদা (তখন) [যোগী] স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (উক্ত হন) ॥ ৫৫

[শ্রীভগবান্ 'কা ভাষা' প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, বাহ্যলাভে নিরপেক্ষ ও পরমার্থদর্শনে প্রত্যগাত্মাতেই তৃপ্ত হইয়া যখন যোগী সমস্ত মনোগত[১] বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ[২] হন। ৫৫[৩]

[১] বাসনা মনেই বাস করে, আত্মাতে নহে।

[২] যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥
—কঠ উপ, ২।৩।১৪

অর্থাৎ যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা হইতে মানুষ মুক্ত হয়, তখন সেই মর্ত্য অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মসম্ভোগ করে।

[৩] ৫৫ শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ও সাধন বলা হইয়াছে। কারণ, অধ্যাত্মশাস্ত্রে সিদ্ধপুরুষের (জ্ঞানীর) যাহা লক্ষণ তাহাই সাধকগণের সাধনরূপে উপদিষ্ট হয়। সাধনকালে যাহা যত্নসাধ্য, তাহাই সিদ্ধাবস্থায় স্বাভাবিক লক্ষণ হয়।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

দুঃখেষু (দুঃখে) ন-উদ্বিগ্ন-মনাঃ (উদ্বেগশূন্যচিত্ত) সুখেষু (সুখে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য) বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ-রহিত), মুনিঃ (মননশীল ব্যক্তি, যোগী) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (উক্ত হন) ॥ ৫৬

যঃ (যিনি) সর্বত্র (সকল বিষয়, বস্তু ও ব্যক্তিতে) ন-অভিস্নেহঃ (আসক্তিবর্জিত) তৎ তৎ (সেই সেই) শুভ-অশুভম্ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়) প্রাপ্য (পাইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বিবেকজা প্রজ্ঞা, আত্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত) ॥ ৫৭

[শ্রীভগবান্ ৫৬ ও ৫৭ শ্লোকে 'কিং প্রভাষেত'[১] প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—]

দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন। ৫৬

যিনি সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে স্নেহবর্জিত এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হইলে যিনি যথাক্রমে আনন্দিত বা দুঃখিত হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। ৫৭

---

১ শিষ্য-শিক্ষার্থ নিজের ব্রহ্মানুভূতি প্রকট করিবার জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ, অনুদ্বেগ ও নিঃস্পৃহত্বাদি প্রকাশক বাক্য ব্যবহার করেন।—শ্রীমধুসূদন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

কূর্মঃ (কচ্ছপ) অঙ্গানি ইব (যেমন অঙ্গসকল [সঙ্কুচিত করে]) [সেইরূপ] যদা (যখন) অয়ং চ (ইনি, এই যোগী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ ([শব্দাদি] ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন) [তখন] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (আত্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত হয়)॥ ৫৮

নিরাহারস্য (বিষয়গ্রহণে অসমর্থ) দেহিনঃ (ব্যক্তির) বিষয়াঃ ([শব্দাদি] ইন্দ্রিয়বিষয় সকল) রস-বর্জং (বিষয়রস ব্যতীত) বিনিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়); [কিন্তু] পরং (ব্রহ্ম) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিলে) অস্য (ইঁহার) রসঃ (বিষয়াসক্তি) অপি* (ও) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়)॥ ৫৯

[৫৮ হইতে ৬৩ শ্লোক পর্যন্ত 'কিমাসীত' প্রশ্নের উত্তর—]

ভয় পাইলে কূর্ম যেমন মস্তক ও হস্তপদাদি অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যে জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন। ৫৮

বিষয়গ্রহণে অসমর্থ আতুর ব্যক্তি, বা বিষয়ভোগপরাঙ্মুখ কঠোর তপস্বী ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হন বটে; কিন্তু তাঁহার

* স্থিতপ্রজ্ঞ বাসনা ও বিষয় উভয় হইতে নিবৃত্ত হন। 'সরাগ-বিষয়নিবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্'। —শ্রীমধুসূদন সরস্বতী।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), হি (যেহেতু) প্রমাথীনি (প্রমথনশীল, চিত্তবিক্ষেপকারী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) যততঃ (যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ (মেধাবী) পুরুষস্য অপি (পুরুষেরও) মনঃ (মনকে) প্রসভং (বলপূর্বক) হরন্তি (হরণ করে, বিক্ষুব্ধ করে)॥ ৬০

[অতএব] তানি (সেই) সর্বাণি (সকল, ইন্দ্রিয়সমূহ) সংযম্য (সংযত করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ, আত্মস্থ যোগী) যুক্তঃ (সমাহিত ভাবে) আসীত (অবস্থান করিবেন)। হি (যেহেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) বশে (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (আত্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত)॥ ৬১

বিষয়াসক্তি দূর হয় না। আর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা উভয়েরই চিরতরে উচ্ছেদ হয়। ৫৯

হে কৌন্তেয়, বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ অতি যত্নশীল মেধাবী (শাস্ত্রজ্ঞ)পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে। ৬০

অতএব, যোগী সেই সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া সমাহিতভাবে আত্মস্থ হইয়া অবস্থান করিবেন। কারণ, যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১ (গীঃ ৬।২৬ টীকা ১ দ্রঃ)

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥৬২
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (ধ্যান করিতে করিতে) পুংসঃ (পুরুষের, মনুষ্যের) তেষু (তাহাতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়)। সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা, তৃষ্ণা) সঞ্জায়তে (জন্মে)। কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (জন্মে)। ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (অবিবেক) ভবতি (হয়)। সম্মোহাৎ (সম্মোহ, অবিবেক হইতে) স্মৃতি-বিভ্রমঃ (স্মৃতির বিলোপ), স্মৃতি-ভ্রংশাৎ (স্মৃতিনাশ হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (সদসদ্-বিচারবুদ্ধি বা বিবেকনাশ), বুদ্ধি-নাশাৎ (বিবেকনাশ হইতে) প্রণশ্যতি (প্রনষ্ট হয়, পুরুষার্থের অযোগ্য হয়) ॥ ৬২—৬৩

তু (কিন্তু) রাগ-দ্বেষ-বিযুক্তৈঃ (আসক্তি ও বিদ্বেষবর্জিত

বিষয়চিন্তা করিতে করিতে মানুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা (তৃষ্ণা) হয়, কামনা প্রতিহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়, ক্রোধ হইতে কর্তব্যাকর্তব্যরূপ অবিবেক এবং অবিবেক হইতে শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিত সংস্কারের স্মৃতি বিলোপ হয়, স্মৃতিবিভ্রম হইতে পুরুষের সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয় এবং বিচারবুদ্ধি (বিবেক) নষ্ট হইলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। ৬২-৬৩

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

আত্ম-বশ্যৈঃ (স্বীয় বশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণদ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়-সমূহ) চরন্ (অনুভব, গ্রহণ করিয়া) বিধেয়-আত্মা (ইচ্ছানুসারে যাঁহার চিত্ত বশীভূত হয় তাঁহার) প্রসাদম্ (প্রসন্নতা, শান্তি) অধিগচ্ছতি (অধিগত, প্রাপ্ত হন) ॥ ৬৪

প্রসাদে (চিত্তের স্বচ্ছতা বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকারযোগ্যতা দ্বারা) অস্য (ইঁহার) সর্বদুঃখানাং (ত্রিবিধ দুঃখের) হানিঃ (নিবৃত্তি) উপজায়তে (হয়) । হি (যেহেতু) প্রসন্ন-চেতসঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা) আশু (শীঘ্র) পর্যবতিষ্ঠতে ([ব্রহ্মাত্মস্বরূপে] নিশ্চল হয়) ॥ ৬৫

[৬৪ হইতে ৭১ শ্লোক পর্যন্ত 'ব্রজেত কিম্ ?' প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—]

কিন্তু সংযতচিত্ত পুরুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিকী আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ হইতে মুক্ত এবং স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা অবর্জনীয় (দেহস্থিতিহেতু অপরিহার্য) বিষয়-সমূহ গ্রহণ করিয়া চির-প্রসন্নতা লাভ করেন। ৬৪

প্রসন্নতা লাভ হইলে স্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তির সর্বদুঃখের[১] বিনাশ হয় ; কারণ, তাঁহার বুদ্ধি আত্মস্বরূপে শীঘ্র নিশ্চল হয় ।৬৫

[১] আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন প্রকার দুঃখ মানবজীবনে উপস্থিত হয়। শোকমোহাদিজনিত মানসিক ও ব্যাধিজনিত শারীরিক দুঃখ—আধ্যাত্মিক, সর্প ও বৃশ্চিকাদি দংশন-জনিত দুঃখ—আধিভৌতিক এবং ঝড়, বৃষ্টি ও অগ্নি আদি নিমিত্ত দুঃখ—আধিদৈবিক। ব্রহ্মজ্ঞানে ত্রিবিধ দুঃখের চির অবসান হয়।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

চ (এবং) অযুক্তস্য (অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ ([আত্মস্বরূপবিষয়িণী] বুদ্ধি) নাস্তি (নাই)। অযুক্তস্য (অসমাহিত ব্যক্তির) ভাবনা (পরমার্থ-বিষয়ে অভিনিবেশ, তত্ত্বপরিশীলনাত্মিকা মনোবৃত্তি) ন (নাই)। অভাবয়তঃ চ (ও পরমার্থচিন্তাশূন্য ব্যক্তির) শান্তিঃ (শান্তি,তৃষ্ণা-বিরতি) ন (নাই)। অশান্তস্য (বিষয়তৃষ্ণ ব্যক্তির) সুখম্ (ব্রহ্মানন্দ) কুতঃ (কোথায়)? ৬৬

হি (যেহেতু) চরতাম্ (বিষয়ে ধাবমান) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) যৎ (যাহাকে, যে ইন্দ্রিয়কে) মনঃ (মন) অনুবিধীয়তে (অনুসরণ করে) তৎ (তাহা, সেই ইন্দ্রিয়টি) বায়ুঃ (বাতাস) অম্ভসি (জলের উপর)

অসমাহিত ব্যক্তির আত্মস্বরূপবিষয়িণী বুদ্ধি নাই, এবং তাহার পরমার্থবিষয়ে অভিনিবেশও হয় না। পরমার্থ-চিন্তাশূন্য ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণায় বিরতি নাই। এইরূপ বিষয়তৃষ্ণ পুরুষের প্রকৃত সুখ[১] কোথায়? ৬৬

বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে উন্মার্গগামী করে, সেইরূপ স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়গণের যেটীকে মন অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টিই অসংযত ব্যক্তির আত্মানাত্ম-বিবেকবুদ্ধি হরণ করে ও তাহাকে বিষয়াভিমুখী করে। ৬৭

[১] বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিই প্রকৃত সুখ এবং বিষয়-তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল। অতএব, বিষয়তৃষ্ণা থাকিতে প্রকৃত সুখের গন্ধমাত্রও উৎপন্ন হয় না। সুখ—ব্রহ্মানন্দ লাভ হইলে বিষয়সুখ তিক্ত মনে হয়।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯

নাবম্ ইব (যেমন নৌকাকে [উন্মার্গগামী করে]) [সেইরূপ] অস্য (ইহার, সেই অসংযত ব্যক্তির) প্রজ্ঞাং (বিবেকবুদ্ধিকে) হরতি (হরণ করে, বিষয়াভিমুখী করে) ॥ ৬৭

মহাবাহো (হে মহাবীর), তস্মাৎ (সেইহেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ ([শব্দাদি] ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ হইতে) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিবৃত্ত হইয়াছে) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা, আত্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত) ॥ ৬৮

সর্বভূতানাং (সকলভূতের পক্ষে) যা (যাহা) নিশা (রাত্রি বা অন্ধকারস্বরূপ) তস্যাং (তাহাতে, পরমার্থবিষয়ে) সংযমী (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) জাগর্তি (জাগ্রত থাকেন, সর্বদা ব্রহ্ম দর্শন করেন)। যস্যাং (যাহাতে, যে অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে) ভূতানি (ভূতগণ) জাগ্রতি (জাগ্রত থাকে, সংসার দর্শন করে), পশ্যতঃ (তত্ত্বদর্শী) মুনেঃ (মুনির পক্ষে) সা (তাহা, সেই সংসার) নিশা (রাত্রিস্বরূপ) ॥ ৬৯

হে মহাবাহো, সেইহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় হইতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬৮

সর্বভূতের পক্ষে যাহা রাত্রিস্বরূপ (অজ্ঞাত), সেই ব্রহ্মে স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রত থাকেন (সর্বদা ব্রহ্মদর্শন করেন)। আর, যে অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে ভূতগণ জাগ্রত থাকে (সংসার

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০

যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (জলরাশি), আপূর্যমাণম্, (পরিপূর্যমাণ, পূর্ণ হইতেছে এমন) অচল-প্রতিষ্ঠং (নির্বিকার, যাহা বেলাভূমি অতিক্রম করে না এমন) সমুদ্রম্ (সাগরে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে, অথচ তাহাকে বিক্ষুব্ধ করে না) তদ্বৎ (সেইরূপ) সর্বে (সকল) কামাঃ (বাসনা, বিষয়সমূহ) যং (যাহাতে, যে পুরুষে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে, প্রলীন হয়), সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি, মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), কামকামী (বিষয়কামী পুরুষ) ন ([মোক্ষ-লাভ করে] না)॥ ৭০

দর্শন করে) স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে তাহা রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ তিনি সংসার দর্শন করেন না[১]। ৬৯

যেমন বারিরাশি পরিপূর্যমাণ সাগরে প্রবেশ করিলেও উহা স্ফীত হয় না ও বেলাভূমি লঙ্ঘন না করিয়া অবিকৃত থাকে, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির কাম্য শব্দাদি বিষয়সমূহ যে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষে প্রবেশ করিয়া বিলীন হয় অর্থাৎ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই শান্তিলাভ করেন। কিন্তু, যিনি বিষয় কামনা করেন—তাঁহার পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব। ৭০

---

১ যেমন চক্ষুদোষের জন্য পেচকের পক্ষে দিনই রাত্রি এবং রাত্রিই দিন হয়, এবং চক্ষুদোষহীন প্রাণী (যথা—মানুষ) দিনকে দিন, রাত্রিকে রাত্রি দেখে; সেইরূপ বিবেকিগণ পরমার্থবিষয়ে জাগ্রত এবং

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি* ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যঃ (যে) পুমান (পুরুষ) সর্বান্ (সকল) কামান্ (কামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ (মমতাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ ([বিদ্যাবত্তাদি] অহঙ্কারশূন্য) নিঃস্পৃহঃ ([শরীরধারণেও] স্পৃহাহীন) [হইয়া] চরতি

যিনি নিঃশেষরূপে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করেন, শরীর ও জীবনমাত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়েও 'আমার' ভাব-বর্জিত ও বিদ্যাবত্তাদি অহঙ্কাররহিত হন এবং শরীরে ও জীবনে স্পৃহাশূন্য এবং জীবনধারণে চেষ্টাযুক্ত হইয়া পর্যটন করেন, তিনি সকল সংসারদুঃখের নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি (ব্রহ্মনির্বাণ) লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হন। ৭১

হে পার্থ, এই অবস্থাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা লাভ করিলে

জাগতিক বিষয়ে নিদ্রিত। আর মূঢ়গণ পরমার্থবিষয়ে নিদ্রিত এবং ঐহিক বিষয়ে সদা তৎপর থাকে।

* অন্ত্যকালেঽপি ইতি পাঠান্তরম্।

(বিচরণ করেন) সঃ (তিনি) শান্তিম্ ([সকল সংসারদুঃখের নিবৃত্তিরূপ] শান্তি) অধিগচ্ছতি (অধিগত হন, লাভ করেন) ॥ ৭১

পার্থ (হে অর্জুন), এষা (ইহা) ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি)। এনাং (ইঁহাকে) প্রাপ্য (পাইয়া) [কেহ] ন বিমুহ্যতি (বিমুগ্ধ হন না)। অন্তকালে অপি (অন্তিম সময়েও, চরম বয়সেও) অস্যাম্ (ইহাতে, এই অবস্থায়) স্থিত্বা (থাকিয়া) ব্রহ্ম-নির্বাণম্ (ব্রহ্মনির্বাণ) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭২

আর কেহ মোহগ্রস্ত হন না। অন্তিম সময়েও[১] যিনি এই অবস্থা লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ[২] প্রাপ্ত হন। ৭২

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের
অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপ উপনিষদে যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগ নামক
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

১ যিনি বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠানানন্তর সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্বক যাবজ্জীবন ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকেন, তিনি যে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মনির্বাণ, ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ একার্থবোধক।

২ ব্রহ্মরূপ নির্বৃতি (আনন্দ)।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (কহিলেন) — জনার্দন (হে কৃষ্ণ), চেৎ (যদি) কর্মণঃ (কর্ম অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ) তে (আপনার) মতা (মত), তৎ (তাহা হইলে) কেশব (হে কৃষ্ণ), কিং (কি জন্য) ঘোরে (ক্রুর, হিংসাত্মক) কর্মণি (কর্মে, যুদ্ধে) মাং (আমাকে) নিয়োজয়সি (নিযুক্ত করিতেছেন) ? ১

[২য় অধ্যায়ে ভগবান্ নিবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তিবিষয়ক কর্মনিষ্ঠা—এই দুই প্রকার নিষ্ঠা নির্দেশ করিয়াছেন। 'প্রজহাতি যদা কামান্' হইতে আরম্ভ করিয়া 'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ' পর্যন্ত, জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠদিগের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়—এই উপদেশ দিয়াছেন। অথচ 'কর্মেই তোমার অধিকার, অকর্মে তোমার আসক্তি না হউক' ইত্যাদি দ্বারা অর্জুনকে কর্মই কর্তব্য—এই উপদেশও দিয়াছেন, কিন্তু কর্মদ্বারা যে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয় তাহা বলেন নাই। ইহাতে কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া] অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন

ব্যামিশ্রেণেব* বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

ব্যামিশ্রেণ ইব (মিশ্রিত বা সন্দেহ-উৎপাদকরূপে প্রতীয়মান) বাক্যেন (বাক্যদ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (যেন মোহযুক্ত=ভ্রান্ত করিতেছেন)। যেন (যাহা দ্বারা) অহম্ (আমি) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ) আপ্নুয়াম্ (লাভ করিতে পারি) তৎ (সেই) একং (একটী) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া) বদ (বলুন)॥ ২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—ন-অঘ (হে নিষ্পাপ,

—হে জনার্দন, যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই হিংসাত্মক কর্মে (যুদ্ধে) কেন নিযুক্ত করিতেছেন? ১

আপনি সন্দেহজনক[১] রূপে প্রতীয়মান বাক্যের দ্বারা আমার মন যেন ভ্রান্ত করিতেছেন। এই উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন, যাহাদ্বারা আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি। ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অনঘ (অর্জুন), ইহলোকে

---

* ব্যামিশ্রেণৈব ইতি পাঠান্তরম্।

১ ভগবান্ স্পষ্টভাবে বলিলেও অর্জুনের নিকট উহা সন্দেহজনক মনে হইতেছিল। ভগবান্ তাঁহাকে মোহগ্রস্ত না করিলেও অর্জুনের নিকট এইরূপ প্রতিভাত হইতেছিল। অর্জুনও তাহা জানিতেন, সেইজন্য 'ইব' (যেন) শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

হে অর্জুন), অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) দ্বি-বিধা (দুই প্রকার) নিষ্ঠা (স্থিতি, অনুষ্ঠেয়-তৎপরতা) ময়া ([বেদরূপী] আমাকর্তৃক) পুরা (পূর্বে, কল্পের প্রারম্ভে) প্রোক্তা (উক্ত হইয়াছে)—জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগের দ্বারা) সাংখ্যানাং (সাংখ্য বা জ্ঞানাধিকারিগণের) কর্মযোগেন (কর্মযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (নিষ্কাম কর্মিগণের) ॥ ৩

কর্মণাম্ (কর্মের) ন-অনারম্ভাৎ (আরম্ভ হইতে, অনুষ্ঠান ব্যতীত) পুরুষঃ (মানুষ) নৈষ্কর্ম্যং (নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থিতি) ন অশ্নুতে

জ্ঞানাধিকারিগণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মিগণের জন্য কর্মযোগ—এই দুই[১] প্রকার নিষ্ঠার বিষয় সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি বেদমুখে বলিয়াছি। ৩ (গীঃ ২।৩৯ দ্রঃ)

কর্মানুষ্ঠান[২] না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্য (নিষ্ক্রিয় আত্মরূপে অবস্থিতি, মোক্ষ) লাভ করিতে পারে না। কর্মযোগে

---

১ সাংখ্যযোগাধিগম্যম্—সাংখ্য ও যোগ দ্বারা উপলভ্য।
শ্বেতাশ্বতর উপ, ৬।১৩

গী ৫।৪৫ টীকা ১-২ এবং ২।৩৯ টীকা ৩ দ্রঃ

২ যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম ও নিত্যকর্মসমূহ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা আত্মজ্ঞান বা মোক্ষের সাধন হয়। কর্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠার হেতু বলিয়া পরতন্ত্রভাবে মোক্ষের কারণ হয়, স্বতন্ত্র ভাবে নহে।

বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন
—বৃহদারণ্যক উপ, ৪।৪।২২

অর্থাৎ বেদানুবচন, যজন, দান, ও স্বেচ্ছাভোজনত্যাগরূপ তপস্যার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বিবিদিষা (ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা) উৎপন্ন হয়। (কেন উপ, ৪।৮ দ্রঃ)

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য় আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

(লাভ করিতে পারে না), সংন্যসনাৎ চ এব (কেবল মাত্র কর্মত্যাগ হইতে) সিদ্ধিং (নৈষ্কর্ম্য) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না)॥ ৪

জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণমাত্রও, মুহূর্তমাত্রও) অকর্মকৃৎ (কর্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতে পারে না)। হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (গুণসমূহ) অবশঃ (অধীন, অস্বতন্ত্র) সর্বঃ (সকলকেই) কর্ম (কর্ম) কার্যতে (করায়)॥ ৫

যঃ (যে) বিমূঢ়-আত্মা (মূঢ় ব্যক্তি) মনসা (মনের দ্বারা) কর্ম-ইন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) সংযম্য (সংযত করিয়া) ইন্দ্রিয়-অর্থান্

চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবিবেক জ্ঞান না হইলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি[১] হয় না[২]। কেবল মাত্র জ্ঞানশূন্য কর্মত্যাগদ্বারা উক্ত অবস্থা লাভ অসম্ভব। ৪

কর্ম না করিয়া কেহই ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। অস্বতন্ত্র হইয়া সকলেই মায়াজাত[৩] সত্ত্ব রজ ও তম গুণের দ্বারা কর্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫ (গীঃ ৩।৮, ও ১৮।১১ দ্রঃ)

যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত, পদ ও বাক্যাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সংযত

---

১ সন্ন্যাসের সহিত জ্ঞাননিষ্ঠা (গী ১৮।৪৯ দ্রঃ)

২ অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত সন্ন্যাসের দ্বারা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি হয়—শাঙ্করভাষ্য।

৩ গীতা ১৩।২১ দ্রঃ

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮

([শব্দাদি] ইন্দ্রিয়বিষয়সকল) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) আস্তে (অবস্থান করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (পাপাচার) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ৬

অর্জুন (হে পার্থ), তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) ইন্দ্রিয়াণি ([চক্ষুকর্ণাদি] জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ) মনসা ([বিবেকযুক্ত] মনের দ্বারা) নিয়ম্য (সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম-ইন্দ্রিয়ৈঃ ([হস্তপদাদি] পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা) কর্মযোগম্ (কর্মযোগ) আরভতে (আরম্ভ করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ হন) ॥ ৭

ত্বং (তুমি) নিয়তং ([শাস্ত্রোক্ত] নিত্য) কর্ম (কর্ম) কুরু (কর) । হি (যেহেতু) অকর্মণঃ (অকর্ম অপেক্ষা) কর্ম (কর্ম) জ্যায়ঃ (শ্রেয়ঃ) অকর্মণঃ (কর্মহীন হইলে) তে (তোমার) শরীর-যাত্রা অপি (দেহ-ধারণও) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্বাহিত হইবে না) ॥ ৮

করিয়া মনে মনে শব্দরসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয় স্মরণপূর্বক অবস্থান করে, তাহাকে মিথ্যাচারী বলে। ৬ (গীঃ ৫।৬ দ্রঃ)

কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মানুষ্ঠান[১] করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৭

তুমি শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম[২] কর। কর্ম না করা অপেক্ষা

---

১ গী—১৮।৫ দ্রঃ ২ গী—১৮।৭ দ্রঃ

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

যজ্ঞ-অর্থাৎ (ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠিত) কর্মণঃ (কর্ম ব্যতীত) অন্যত্র (অন্য কর্ম অনুষ্ঠানে) অয়ং (এই) লোকঃ (কর্মাধিকারী লোক) কর্ম-বন্ধনঃ (কর্মে আবদ্ধ হয়)। কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) মুক্ত-সঙ্গঃ (আসক্তিমুক্ত হইয়া) তৎ-অর্থং (ঈশ্বরোদ্দেশ্যে) কর্ম (কর্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান কর) ॥ ৯

পুরা (পূর্বে, সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ (জীবগণ) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন) —অনেন (ইহার দ্বারা, এই যজ্ঞদ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও)।

কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। কর্মহীন হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হইবে না। ৮ (গীঃ ১৮।৫ দ্রঃ)

ঈশ্বরের[১] প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে অনাসক্ত হইয়া কর্ম কর। ৯

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত জীবগণকে[২] সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন,—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা সদা সমৃদ্ধ হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট প্রদানে কামধেনুর তুল্য হউক। ১০

---

১ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতিঃ অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু (ঈশ্বর

২ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২

এষঃ (ইহা, এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্ট-কামধুক্ (অভীষ্টদানে কামধেনুতুল্য) অস্তু (হউক)॥ ১০

অনেন (ইহাদ্বারা, এই যজ্ঞদ্বারা) [তোমরা] দেবান্ (দেবতাগণকে ভাবয়ত (সন্তুষ্ট কর) তে (সেই) দেবাঃ (দেবতাগণ) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু ([বৃষ্ট্যাদিদ্বারা] ভাবনা করুন)। পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তঃ (ভাবনাদ্বারা)[তোমরা] পরং (পরম) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ, মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে)॥ ১১

দেবাঃ (দেবতাগণ) যজ্ঞ-ভাবিতাঃ (যজ্ঞদ্বারা ভাবিত—আরাধিত হইয়া) ইষ্টান্ (ইষ্ট, বাঞ্ছিত) ভোগান্ (ভোগ্য বস্তুসকল) বঃ (তোমাদিগকে) দাস্যন্তে (দান করিবেন)। হি (যেহেতু) তৈঃ (তাঁহাদিগের দ্বারা) দত্তান্ (প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসকল) এভ্যঃ (ইঁহাদিগকে, দেবতাগণকে) অপ্রদায় (প্রদান, নিবেদন না করিয়া) যঃ (যিনি) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন) সঃ (তিনি) স্তেনঃ এব (চোরই)॥ ১২

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সন্তুষ্ট কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদিদ্বারা অনুগৃহীত করুন। এইরূপে পরস্পরের ভাবনাদ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। ১১

দেবতাগণ যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হইয়া তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগ প্রদান করিবেন। সুতরাং এই দেবতাপ্রদত্ত

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

যজ্ঞশিষ্ট-অশিনঃ (যজ্ঞাবশেষভোজী) সন্তঃ (সদাচারগণ) সর্ব-কিল্বিষৈঃ (সমস্ত পাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)। তু (কিন্তু) যে (যাহারা) আত্মকারণাৎ (নিজের জন্য) পচন্তি (পাক করে), তে (সেই) পাপাঃ (পাপাচারগণ) অঘং (অঘ, পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করে)। ১৩

অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভূতানি (ভূতগণ, প্রাণিগণের শরীরসমূহ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), পর্জন্যাৎ (মেঘ হইতে) অন্ন-সম্ভবঃ (অন্নের সৃষ্টি হয়), যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে যে অপূর্ব [অদৃষ্ট ফল] হয়, তাহা হইতে)

বস্তু দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া যিনি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর। ১২

যে সদাচারগণ যজ্ঞাবশেষ (নিবেদিত অন্ন) ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। যে পাপাচারগণ কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করে, তাহারা পাপ[১] ভোজন করে। ১৩

অন্ন হইতে প্রাণীদিগের শরীর উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে

১ ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ—এই পঞ্চ যজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়। কণ্ডনী (উদূখল), উদকুম্ভী, পেষণী, চুল্লী ও মার্জনী দ্বারা যে পঞ্চ প্রকার পাপ হয়, তাহা দূর করিবার জন্য এই পঞ্চ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধি।—আনন্দগিরি।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

পর্জন্যঃ (মেঘ) ভবতি (হয়), যজ্ঞ (অপূর্ব, কর্মফল) কর্ম-সমুদ্ভবঃ ([বৈদিক হোমাদি] ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন) ॥ ১৪

কর্ম (যজ্ঞাদি কর্ম) ব্রহ্ম-উদ্ভবং (বেদ হইতে উৎপন্ন, বেদপ্রতিপাদিত) বিদ্ধি (জানিবে)। ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষর-সমুদ্ভবং (পরমাত্মা হইতে সম্যগ্‌রূপে উদ্ভূত)। তস্মাৎ (অতএব) সর্বগতং (সর্বপ্রকাশক, সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম (বেদ) নিত্যং (সদা) যজ্ঞে (যজ্ঞে) প্রতিষ্ঠিতম্ (অবস্থিত আছেন) ॥ ১৫

অন্নের উৎপত্তি হয়, যজ্ঞ হইতে মেঘ[১] হয় এবং যজ্ঞ (অপূর্ব, অদৃষ্ট বা কর্মফল) বৈদিক হোমাদি ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়। ১৪

যজ্ঞাদি কর্ম বেদ[২] হইতে উৎপন্ন জানিবে। বেদ অক্ষর

---

১ অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগ্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥—মনুসংহিতা।

অর্থাৎ অগ্নিতে সম্যক্ আহুতি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা আদিত্যে গমন করে। আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রাণিসমূহ উৎপন্ন হয়।

২ নির্দোষ পরমাত্মা হইতে মানুষের নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে অবুদ্ধি-পূর্বক বেদ উৎপন্ন হয়। অতএব সমস্ত-দোষ-শূন্য বেদবাক্য সর্বার্থ-প্রকাশক বলিয়া অতীন্দ্রিয় বিষয়ে প্রমাণ। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতৎ যৎ ঋগ্বেদ" ইত্যাদি। —বৃহদারণ্যক উপ ২।৪।১০

অর্থাৎ এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের নিশ্বাস ঋগ্বেদ ইত্যাদি।

সাক্ষাৎ পরমাত্মা বেদের অপরিণামী অলৌকিক উপাদান। অতএব বেদ পরমাত্মার ন্যায় সর্বগত ও সর্বপ্রকাশক। ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।
•অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

পার্থ (হে অর্জুন), যঃ (যে) ইহ (এই জগতে) এবং (এই প্রকারে) প্রবর্তিতং (প্রবর্তিত, স্থাপিত) চক্রং (কর্মচক্র) ন অনুবর্তয়তি (অনুষ্ঠান না করে, অনুগামী না হয়), ইন্দ্রিয়-আরামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত) অঘ-আয়ুঃ (পাপী, পাপজীবন) সঃ (সেই ব্যক্তি) মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ॥ ১৬

তু (কিন্তু) যঃ (যে) মানবঃ (ব্যক্তি, জ্ঞানী) আত্মরতিঃ (পরমাত্মাতে প্রীত), আত্মতৃপ্তঃ এব চ (ও পরমাত্মাতেই তৃপ্ত) আত্মনি এব চ (এবং পরমাত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ (পরিতুষ্ট) স্যাৎ (আছে), তস্য (তাঁহার) কার্যং (কর্তব্য) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ১৭

পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত। অতএব সর্বপ্রকাশক (সর্বব্যাপী) বেদ সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত[১] আছেন। ১৫

হে পার্থ, যে ব্যক্তি এই প্রকারে ঈশ্বরকর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথা[২] জীবন ধারণ করে। ১৬

[পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে আত্মবিদ্‌গণের (ব্রহ্মজ্ঞগণের) কর্তব্যাভাব বর্ণিত হইতেছে—]

১ বেদে যজ্ঞবিধি প্রধান বলিয়া বেদকে যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে। যেহেতু যজ্ঞ নির্দোষ ও অপৌরুষেয় বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত, সেই হেতু যজ্ঞ অবশ্য কর্তব্য।

২ কারণ, তাহার পক্ষে পরম শ্রেয় (গী ৩।১১) লাভ করা অসম্ভব।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।*
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ ১৯

ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কর্মানুষ্ঠানদ্বারা) তস্য (তাঁহার, আত্মজ্ঞের) অর্থঃ (প্রয়োজন) ন এব (নাইই)। অকৃতেন (কর্মের অকরণেও) কঃ চন (কোন) [প্রত্যবায়] ন (নাই); সর্বভূতেষু চ (এবং কোন প্রাণীতেই) অস্য (ইহার) কঃ চিৎ (কোন) অর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজনসম্বন্ধ, প্রয়োজন নিমিত্ত ক্রিয়াসাধ্য) ন (নাই)॥১৮

তস্মাৎ (সেই হেতু) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) সততং (সর্বদা) কার্যং (কর্তব্য) কর্ম (কর্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান কর)। হি (যেহেতু) পূরুষঃ (মানুষ) অসক্তঃ (নিষ্কাম হইয়া) কর্ম (কর্ম) আচরন্ (করিলে) পরম্ (মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)॥ ১৯

কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোন কর্তব্য নাই। ১৭

আত্মজ্ঞানীর ইহ জগতে কর্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই; কর্ম না করিলেও তাঁহার কোন প্রত্যবায় হয় না; এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত কোন প্রাণীতে তাঁহার কোন প্রয়োজনসম্বন্ধ নাই। ১৮

অতএব, তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য (নিত্য) কর্মের অনুষ্ঠান কর। কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করিলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে। ১৯ (গীঃ ৬।১ দ্রঃ)

* নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন, মুণ্ডক উপ ১।২।১২—অকৃত (নিত্যবস্তু, ব্রহ্ম) কৃত (কর্ম) দ্বারা লাভ হয় না।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১

জনক-আদয়ঃ (জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি [রাজর্ষিগণ]) কর্মণা এব হি (কর্মদ্বারাই [নিষ্কাম]) সংসিদ্ধিম্ (সিদ্ধি, মোক্ষ) আস্থিতাঃ (লাভ করিয়াছিলেন)। লোক-সংগ্রহম্ এব অপি (লোককল্যাণের দিকেই) সংপশ্যন্ (দৃষ্টি রাখিয়া) [তোমার] কর্তুম্ অর্হসি (কর্ম করা কর্ত্তব্য) ॥ ২০

শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ, প্রধান) জনঃ (ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন) ইতরঃ (প্রাকৃত, সাধারণ লোক) তৎ তৎ এব (তাহা তাহাই) [আচরণ করে]। সঃ (তিনি) যৎ (যাহা) প্রমাণং (প্রামাণিক বলিয়া) কুরুতে (অনুষ্ঠান করেন), লোকঃ (অন্য লোক) তৎ (তাহাই অনুবর্ততে (অনুসরণ করে) ॥ ২১

জনক ও অশ্বপতি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ নিষ্কামকর্ম করিয়াই মোক্ষ[১] (নৈষ্কর্ম্য) লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং লোকসংগ্রহের[২] নিমিত্তও তোমার কর্ম করা উচিত। ২০

কোন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সেই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকে তাহা তাহাই অনুকরণ করে।

১ সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—'কর্মযোগ অন্য নিরপেক্ষ মুক্তিমার্গ'।

২ মানুষকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করা এবং সৎপথে বা স্বধর্মে প্রবৃত্ত করাই লোকসংগ্রহ।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং* জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩

পার্থ (হে অর্জুন), ত্রিষু (তিন) লোকেষু (লোকে) মে (আমার) কিঞ্চন (কিছু, কোন) কর্তব্যং (কর্তব্য) নাস্তি (নাই); ন-অবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং চ (ও প্রাপ্তব্য) ন (নাই); [তথাপি] কর্মণি এব (কর্মেই) বর্তে (ব্যাপৃত আছি) ॥ ২২

পার্থ (হে অর্জুন), যদি (যদি) অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলস হইয়া) কর্মণি (কর্মে) ন বর্তেয়ং (না প্রবৃত্ত হই), মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম (আমার) বর্ত্ম হি (পথই, মার্গই) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) অনুবর্তন্তে (অনুগমন করিবে) ॥ ২৩

তিনি লৌকিক বা বৈদিক যাহা প্রামাণিক বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকে তাহাই অনুসরণ করে। ২১

হে পার্থ, স্বর্গমর্ত্যাদি তিন লোকে আমার কোন কর্তব্য নাই, ও আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। তথাপি আমি লোক-কল্যাণের নিমিত্ত সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছি ; কর্মত্যাগ করি নাই। ২২

হে পার্থ, যদি আমি অনলস হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার অবলম্বিত পথেরই অনুবর্তী হইবে ; অলস হইয়া কর্মত্যাগ করিবে। ২৩

* বর্তেয় ইতি অন্যঃ পাঠঃ

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫

চেৎ (যদি) অহম্ (আমি) কর্ম (কর্ম) ন (না) কুর্যাম্ (করি), ইমে (এই) লোকাঃ (লোকসকল) উৎসীদেয়ুঃ (উৎসন্ন, বিনষ্ট হইবে); সঙ্করস্য চ (এবং বর্ণ-সঙ্করের) কর্তা (কারণ) স্যাম্ ([আমি] হইব); ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (জীবসকল) উপহন্যাম্ (বিনাশের হেতু হইব)॥ ২৪

ভারত (হে অর্জুন), অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞানিগণ) কর্মণি (কর্মে) সক্তাঃ (আসক্ত হইয়া) যথা (যেরূপ) কুর্বন্তি (কর্ম করেন) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) লোক-সংগ্রহম্ (লোক-কল্যাণ) চিকীর্ষুঃ (করিবার ইচ্ছায়) তথা (সেইরূপ) কুর্যাৎ (কর্ম করিবেন)॥ ২৫

যদি আমি কর্ম না করি, লোকস্থিতিকর কর্মের অভাবে এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে। আমি বর্ণসঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু এবং সেই জন্য প্রজাগণের বিনাশের কারণ হইব। ২৪

হে ভারত, অজ্ঞানিগণ আসক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম করেন, জ্ঞানিগণ অনাসক্ত হইয়া লোকশিক্ষার জন্য সেইরূপ কর্ম করেন। ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ* সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥২৭

কর্মসঙ্গিনাম্ (কর্মে আসক্ত) অজ্ঞানাং (অজ্ঞানিগণের) বুদ্ধি-ভেদং (বুদ্ধির চালন) ন জনয়েৎ (জন্মাইবে না)। বিদ্বান্ (জ্ঞানী) যুক্তঃ (অবহিত হইয়া) সর্ব-কর্মাণি (সকল কর্ম) সমাচরন্ (অনুষ্ঠান করিয়া) [তাহাদিগকে] যোজয়েৎ (কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন)॥ ২৬

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির, ব্রহ্মশক্তির, মায়ার) গুণৈঃ (গুণত্রয়দ্বারা) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) কর্মাণি (সকল কর্ম) ক্রিয়মাণানি (সম্পন্ন হয়)। অহঙ্কার-বিমূঢ়-আত্মা (অহঙ্কারে যাঁহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন, তিনি) অহম্ (আমি) কর্তা (কর্তা) ইতি (এইরূপ) মন্যতে (মনে করেন)॥ ২৭

জ্ঞানিগণ কর্মাসক্ত অজ্ঞানিগণের বুদ্ধিভেদ[১] জন্মাইবেন না। তাঁহারা অবহিতচিত্তে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া অজ্ঞানীদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন। ২৬

প্রকৃতির গুণত্রয় শরীরেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে পরিণত হইয়া লৌকিক[২] ও বৈদিক সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে।

---

* জোষয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্

১ বুদ্ধির চালন। এই শুভ কর্ম আমার কর্তব্য, এই কর্মের এই প্রকার শুভ ফল হইবে,—লোকের এই নিশ্চয় বুদ্ধি বিচালিত করিবে না।

২ বৈদিক (নিষিদ্ধ ও বিহিত) এবং লৌকিক (অনিষিদ্ধ ও অবিহিত)। গী ১৮।১৩-১৬ দ্রঃ

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

মহাবাহো (হে মহাবীর), তু (কিন্তু) গুণ-কর্ম-বিভাগয়োঃ (গুণ-বিভাগ ও কর্মবিভাগের) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (সত্ত্ব গুণের পরিণাম ইন্দ্রিয়াদি সকল) গুণেষু (তমোগুণের পরিণাম শব্দরসাদি বিষয় সকলে) বর্তন্তে (প্রবৃত্ত রহিয়াছে) ইতি মত্বা (ইহা জানিয়া) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না, কর্তৃত্বাভিমান করেন না)॥ ২৮

অহংকার[১] দ্বারা যাঁহার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তিনি 'আমি কর্তা' এইরূপ মনে করেন। ২৭ (গীঃ ১৩।২৯ দ্রঃ)

হে মহাবাহো, সত্ত্বগুণের পরিণাম চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল তমোগুণের পরিণাম[২] রূপ ও রসাদি বিষয় সকলে প্রবৃত্ত আছে। কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ—ইহা জানিয়া তত্ত্বজ্ঞ[৩] গুণ-বিভাগ ও কর্মবিভাগের যথার্থ কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন। ২৮ (গীঃ ৫।৮-৯ দ্রঃ)

১ শরীরেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' ও 'আমার' বোধ।

২ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় রজোগুণের পরিণাম। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ কখনও পরস্পর পৃথক্ থাকে না।

৩ আমি আত্মা, ত্রিগুণের পরিণাম কার্যকারণসংঘাত আমি নহি—ইহা গুণ হইতে আত্মার বিভাগ। কর্ম আমার (আত্মার) নহে—ইহা কর্ম হইতে আত্মার বিভাগ। তত্ত্বজ্ঞ গুণ ও কর্ম হইতে বিভক্ত (পৃথক) যে আত্মা তাহার সাক্ষাৎকার করেন।

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণ-সংমূঢ়াঃ (সত্ত্বাদিগুণবিমূঢ় ব্যক্তিগণ) গুণ-কর্মসু (দেহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির ব্যাপারে) সজ্জন্তে (আসক্ত হন)। কৃৎস্ন-বিৎ (সর্ববিৎ, আত্মজ্ঞ) তান্ (সেই সকল) অকৃৎস্নবিদঃ (অল্পজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দবুদ্ধিগণকে) ন বিচালয়েৎ (বিচালিত করিবেন না)। ২৯

সর্বাণি (সকল) কর্মাণি (কর্ম) ময়ি (আমাতে, পরমেশ্বরে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্ম-চেতসা (বিবেক বুদ্ধিদ্বারা) নিরাশীঃ

প্রকৃতির গুণের দ্বারা ভ্রান্ত[১] ব্যক্তিগণ দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের কর্মে আসক্ত হন অর্থাৎ ফলের জন্য আমরা কর্ম করি এইরূপ অভিমান করেন। সর্বজ্ঞ আত্মবিৎ সেই অজ্ঞ অনাত্মবিৎ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে বিচালিত করেন না। ২৯

(গীঃ ৩।২৬-২৭ ও ১৩।২৯ দ্রঃ)

পরমেশ্বরের জন্য ভৃত্যবৎ কর্ম করিতেছি—এই বুদ্ধিদ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া ফলাভিসন্ধিরহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হইয়া তুমি যুদ্ধ কর। ৩০

১ ত্রিগুণের পরিণাম দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি করা এবং দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে আমার (আত্মার) ব্যাপার মনে করাই ভ্রান্তি।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মনবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২

(নিষ্কাম) নির্মমঃ (মমতাহীন) বিগত-জ্বরঃ (শোকশূন্য) ভূত্বা (হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)॥ ৩০

যে (যে সকল) মানবাঃ (মনুষ্য) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অ-অসূয়ন্তঃ (অসূয়ারহিত হইয়া) মে (আমার) ইদং (এই) মতম্ (মত) নিত্যম্ (সর্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করেন), তে অপি (তাঁহারাও) কর্মভিঃ ([ধর্মাধর্মাখ্য] কর্মের কর্তৃত্ব বুদ্ধি হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)॥ ৩১

তু (কিন্তু) যে (যাহারা) এতৎ (এই) মে (আমার) মতম্ (মত) অভ্যসূয়ন্তঃ (নিন্দা করিয়া) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করে না), তান্ (সেই) অচেতসঃ (অবিবেকীদিগকে) সর্বজ্ঞান-বিমূঢ়ান্ (সকল-জ্ঞান-রহিত) নষ্টান্ (বিনষ্ট, পরমার্থভ্রষ্ট) বিদ্ধি (জানিবে)॥ ৩২

যাঁহারা নিষ্কাম কর্মবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া[1] শূন্য আমার এই মত সর্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও ধর্মাধর্মাদি কর্মের কর্তৃত্ববুদ্ধিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ৩১ (গীঃ ১৮।৫-৬ দ্রঃ)

কিন্তু যে অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ আমার এই মতের নিন্দা করিয়া উহার অনুষ্ঠান না করে, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে সর্বজ্ঞান-মূঢ়[2] ও পরমার্থভ্রষ্ট বলিয়া জানিও। ৩২

---

১ গুণে দোষাবিষ্কার। আমাদিগকে তিনি দুঃখাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, এই জন্য ভগবান্ করুণাহীন—এই প্রকার দোষ আবিষ্কার।

২ কর্মজ্ঞানে, সগুণজ্ঞানে ও নির্গুণজ্ঞানে অযোগ্য।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪

জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানীও) স্বস্যাঃ (স্বীয়) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির, স্বভাবের) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য করেন)। ভূতানি (ভূতগণ, প্রাণিগণ) প্রকৃতিং (প্রকৃতির, স্বভাবের) যান্তি (অনুগমন করে) নিগ্রহঃ (শাসন, নিষেধ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে)? ৩৩

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সকল ইন্দ্রিয়ের) অর্থে (বিষয়ে) রাগ-দ্বেষৌ (আসক্তি ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (নির্দিষ্ট আছে); তয়োঃ (সেই দুইটির) বশম্ (বশে) ন আগচ্ছেৎ (আসিবে না)। হি (যেহেতু) তৌ (সেই দুইটি) অস্য (ইঁহার, মুমুক্ষু জীবের) পরিপন্থিনৌ (প্রতিকূল, পরিপন্থী)॥ ৩৪

জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির[১] অনুরূপ কার্য করেন, অজ্ঞের কি কথা? প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুসারেই কার্য করে; এই জন্যই মদুপদিষ্ট স্বধর্মাচরণ করিতে পারে না। সুতরাং আমার বা অন্যের শাসন বা নিষেধে কি ফল হইবে? ৩৩

(গীঃ ১৮।৫৯-৬১ দ্রঃ)

সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ভেদে যথাক্রমে আসক্তি ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী; কিছুতেই উহাদের

১ বর্তমান জন্মের আদিতে অভিব্যক্ত পূর্বজন্মকৃত ধর্মাধর্মাদির সংস্কারই প্রকৃতি। প্রাণিবর্গ প্রকৃতির বশবর্তী।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

সু-অনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পর-ধর্মাৎ (পরধর্ম হইতে) বিগুণঃ (দোষযুক্ত, অপূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত) স্ব-ধর্মঃ (স্বধর্ম) শ্রেয়ান্ (উৎকৃষ্ট)। স্ব-ধর্মে (স্বীয় আশ্রমবিহিত কর্মে) নিধনম্ (নিধন) শ্রেয়ঃ (কল্যাণকর), পরধর্মঃ (অন্যের ধর্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল)॥ ৩৫

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশজ, কৃষ্ণ) অথ (তবে) কেন (কাহার দ্বারা) প্রযুক্তঃ (চালিত হইয়া)

বশীভূত হইবে না। কারণ, এই দুইটি জীবের শ্রেয়োমার্গের প্রতিকূল। ৩৪ (গীঃ ২।৬২-৬৪)[১]

স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হইলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্ম সাধনে নিধনও কল্যাণকর ; কিন্তু, পরধর্মের অনুষ্ঠান অধোগতির কারণ বলিয়া বিপজ্জনক। ৩৫ (গীঃ ১৮।৪৫-৪৮ দ্রঃ)

অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, মানুষ কাহার দ্বারা চালিত

---

১ ৩৩শ শ্লোকে সংস্কারের বিষয় এবং ৩৪শ শ্লোকে পুরুষকার ও শাস্ত্রার্থের বিষয় বলা হইয়াছে। শাস্ত্রানুগামী ব্যক্তি রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইবেন না। কারণ, যখন প্রকৃতি মানুষের রাগ ও দ্বেষ অবলম্বন করিয়াই মানুষকে কার্যে নিয়োজিত করে, তখন স্বধর্মপরিত্যাগ ও

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

অয়ং (এই) পুরুষঃ (মানব) অনিচ্ছন্ অপি (অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ইচ্ছা না করিয়াও) বলাৎ (বলপূর্বক) নিয়োজিত ইব (যেন নিযুক্ত হইয়া) পাপং (পাপ) চরতি (আচরণ করে) ? ৩৬

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ (রজোগুণজাত) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়) মহাপাপ্মা (অতিশয় উগ্র) এষঃ (ইহা) কামঃ (কাম), এষঃ (ইহাই) ক্রোধঃ (ক্রোধ); ইহ (এই জগতে) এনম্ (ইহাকে) বৈরিণম্ (বৈরী, শত্রু) বিদ্ধি (জানিবে)। ৩৭

হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিযুক্ত হইয়াই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় ? ৩৬

শ্রীভগবান কহিলেন—ইহা রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম, এবং ইহাই ক্রোধ[১]। সংসারে ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭

পরধর্মানুষ্ঠান হয়। কিন্তু পুরুষকারদ্বারা রাগ ও দ্বেষকে নিয়মিত করিলে মানুষের শাস্ত্রদৃষ্টি জন্মে এবং মানুষ প্রকৃতির অধীন হয় না। (গী ১৭।২৪)। অতএব রাগ ও দ্বেষের অধীন হইবে না। কারণ রাগ ও দ্বেষই শ্রেয়ঃপথের পরিপন্থী। রাগদ্বেষবশতঃ শাস্ত্রার্থ বিপরীতভাবে গৃহীত এবং পরধর্ম স্বধর্মরূপে প্রতিভাত হয়।

১ কাম কোন কারণবশতঃ প্রতিহত হইলেই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। (গী ২।৬২ ; ৩।৩৪ দ্রঃ)

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

যথা (যেমন) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) বহ্নিঃ (অগ্নি) মলেন চ (ও ময়লা দ্বারা) আদর্শঃ (দর্পণ) আব্রিয়তে (আবৃত হয়), যথা (যেমন) উল্বেন (জরায়ুদ্বারা) গর্ভঃ (গর্ভ) আবৃতঃ (আবৃত থাকে), তথা (সেইরূপ) তেন (তাহার দ্বারা, সেই কামের দ্বারা) ইদম্ (ইহা, এই জ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি) আবৃতম্ (আবৃত আছে) ॥ ৩৮

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) নিত্য-বৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) কামরূপেণ (তৃষ্ণারূপ) দুষ্পূরেণ চ (দুষ্পূরণীয়) অনলেন (অনল, বহ্নিদ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেকবুদ্ধি) আবৃতং (আবৃত থাকে) ॥ ৩৯

যেরূপ ধূমের দ্বারা অগ্নি, ময়লাদ্বারা দর্পণ এবং জরায়ুর দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেরূপ কামনাদ্বারা এই বিবেকবুদ্ধি[১] আবৃত থাকে। ৩৮

হে কৌন্তেয়, এই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু[২]। ইহা অনলের[৩] ন্যায় দুষ্পূরণীয়[৪]। এই তৃষ্ণারূপ কামের দ্বারা বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে। ৩৯ (গীঃ ৫।১৫ দ্রঃ)

১ পরবর্তী শ্লোকোক্ত জ্ঞান।

২ জ্ঞানীর ইহা নিত্যবৈরী। জ্ঞানহীন ব্যক্তির নিকট ইহা তৃষ্ণাকালে মিত্র ও তৃষ্ণাজনিত দুঃখকালে শত্রু।

৩ ন (নাই) অলং (পর্যাপ্তি)। এইজন্য অগ্নিকে অনল বলে।

৪ যথা—ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অস্য (ইহার, এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়)। এষঃ (ইহা, এই কাম) এতৈঃ (ইহাদিগের দ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেক-জ্ঞান) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) দেহিনম্ (দেহীকে, দেহাভিমানী জীবকে) বিমোহয়তি (বিমোহিত, ভ্রান্ত করে) ॥ ৪০

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ), তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) নিয়ম্য (নিয়মিত করিয়া) পাপ্মানম্ (পাপরূপ) এনং (ইহাকে, এই কামকে) প্রজহি (পরিহার কর)। হি (যেহেতু) [ইহা] জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক) ॥ ৪১

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলি, সংকল্পবিকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কামের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়। ইহাদিগের দ্বারা বিবেকজ্ঞান আবৃত করিয়া কাম দেহাভিমানী জীবকে ভ্রান্ত করে। ৪০

হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান[১] ও বিজ্ঞাননাশক পাপরূপ এই কামকে পরিহার কর।৪১

অর্থাৎ কামীদিগের কামনা কখনও উপভোগের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে যেমন অগ্নি বর্ধিত হয়, সেইরূপ উপভোগের দ্বারা বাসনার বৃদ্ধি হয়।

১ জ্ঞান—শাস্ত্র ও গুরু হইতে তত্ত্ববোধ, এবং বিজ্ঞান—তাহার বিশেষ-উপলব্ধি। এই দুইটী শ্রেয়ঃপাপ্তির হেতু।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) পরাণি ([স্থূল দেহ হইতে] শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (কথিত হয়)। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতেও) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠ)। তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) [সেই সকলের অভ্যন্তরে] সঃ (তিনি, আত্মা) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) পরতঃ (ঊর্দ্ধে, দ্রষ্টা)। ৪২

মহাবাহো (হে মহাবীর, হে অর্জুন), আত্মনা (সংস্কৃত, শুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে, মনকে) সংস্তভ্য (স্তম্ভন—স্থির করিয়া) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) পরম্ (সাক্ষীকে, আত্মাকে) এবং (এইরূপে) বুদ্ধ্বা

[যাঁহাকে আশ্রয় করিলে কামনাশ হয়, তাঁহাকে দেহাদি হইতে বিবিক্ত (পৃথক্) করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—]

স্থূল দেহ হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ[১]। ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি দেহাদিবুদ্ধ্যন্ত সকলের অভ্যন্তরে, তিনিই বুদ্ধির দ্রষ্টা পরমাত্মা। ৪২

হে অর্জুন, শুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া

---

১ স্থূল জড় পরিচ্ছিন্ন বাহ্য দেহ হইতে সূক্ষ্ম, প্রকাশক, ব্যাপক ও অন্তঃস্থ বলিয়া ইন্দ্রিয় শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়াদির প্রবর্তকরূপে মন শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বলিয়া সঙ্কল্পাত্মক মন হইতে শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ। —শ্রীমধুসূদন সরস্বতী

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(জানিয়া) দুরাসদম্ (দুর্বিজ্ঞেয়-গতি, দুর্জয়) কামরূপং (তৃষ্ণারূপ) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (বিনাশ কর) ॥ ৪৩

বুদ্ধির দ্রষ্টা পরমাত্মাকে এইরূপে[১] জানিয়াই[২], অজ্ঞানমূলক দুর্জয় শত্রু কামকে জ্ঞানের দ্বারা মূলোচ্ছেদপূর্বক বিনাশ[৩] কর। ৪৩

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের
অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-
বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্মযোগ-
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ কঠ উপ ১।৩।১০-১২ দ্রঃ

২ গী ২।৫৯ দ্রঃ

৩ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারাই সম্পূর্ণ কামজয় সম্ভব হয়; অন্য উপায়ে অসম্ভব।—আনন্দগিরি। কামের আশ্রয় দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মা পৃথক্ এই জ্ঞান যত দৃঢ় হইবে, কামের প্রভাব ততই কমিবে, দেহবুদ্ধিই কামের মূল। দেহবুদ্ধি যত ক্ষীণ হয়, কাম তত নিস্তেজ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'হাততালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলে কামের বেগ দূর হয়।'

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—অহং (আমি) বিবস্বতে (বিবস্বানকে, সূর্যকে) ইমম্ (এই) অব্যয়ম্ (অব্যয়, বেদমূলক, অক্ষয়-ফলবান্) যোগং ([নিষ্ঠাদ্বয়াত্মক] যোগ) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম) । বিবস্বান্ (সূর্য) মনবে ([স্বপুত্র] মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন) । মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে ([স্বপুত্র] ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ১

পরন্তপ (হে শত্রুমর্দন, হে অর্জুন), এবং (এইরূপে) পরম্পরা-প্রাপ্তম্ (পরম্পরাক্রমে আগত) ইমং (ইহা, এই যোগ) রাজ-ঋষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (বিদিত হইয়াছিলেন) । ইহ (এই জগতে) সঃ (সেই) যোগঃ (যোগ) মহতা (মহৎ, দীর্ঘ) কালেন (কালে) নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে) ॥ ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—পূর্বাধ্যায়োক্ত নিষ্ঠাদ্বয়াত্মক এই অব্যয়[১] যোগ আমি সূর্যকে বলিয়াছিলাম ; সূর্য স্বীয় পুত্র মনুকে এবং মনু তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন । ১

হে পরন্তপ, ক্ষত্রিয় পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত

---

১ অব্যয়—কারণ এই যোগের দ্বারা প্রাপ্তব্য মোক্ষ অব্যয় । প্রথম তিন শ্লোকে সম্প্রদায়-কথন দ্বারা শ্রীভগবান্ উক্ত যোগের প্রশংসা করিতেছেন ।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

[ত্বং] (তুমি) মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) সখা চ (ও সখা) অসি (হও) ইতি (এই জন্য) অয়ং (এই) সঃ (সেই) পুরাতনঃ (প্রাচীন) যোগঃ এব (যোগই) অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা) তে (তোমাকে) প্রোক্তঃ (বলা হইল) ; হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমম্ (উত্তম, গূঢ়) রহস্যং (রহস্য) ॥ ৩

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—ভবতঃ (আপনার) জন্ম (জন্ম) অপরং (পরবর্তী) ; বিবস্বতঃ (সূর্যের) জন্ম (জন্ম) পরম্ (পূর্ববর্তী)। এতৎ (ইহা) কথম্ (কিরূপে) বিজানীয়াং (জানিব) ত্বম্ (আপনি) আদৌ (প্রথমে, সৃষ্টির প্রারম্ভে) [সূর্যকে] প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলেন) ইতি (ইহা) ॥ ৪

হইয়াছিলেন। ইহলোকে এই যোগ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ২

তুমি আমার ভক্ত ও সখা। এই জন্য তোমাকে আজ এই পুরাতন যোগ বলিলাম ; কারণ, ইহা অতি গূঢ় রহস্য[১]। ৩

অর্জুন বলিলেন—আপনার জন্ম অনেক পরে এবং সূর্যের জন্ম বহু পূর্বে হইয়াছিল। আপনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যকে এই যোগ বলিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে বুঝিব ? ৪

---

১ কারণ ইহা সর্বজ্ঞ গুরুর উপদেশ ব্যতীত লাভ হয় না।

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—পরন্তপ অর্জুন (হে শত্রুতাপন অর্জুন), মে (আমার) তব চ (ও তোমার) বহূনি (বহু) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে)। অহং (আমি) তানি (সেই) সর্বাণি (সকল) বেদ (জানি), ত্বং (তুমি) ন বেত্থ (জান না) ॥ ৫

অজঃ (জন্মরহিত) অব্যয়াত্মা (স্বভাবতঃ অলুপ্তজ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট) সন্ অপি (হইয়াও) ভূতানাম্ ([ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত] সর্বভূতের) ঈশ্বরঃ (ঈশনশীল, নিয়মনকারী) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাম্ (নিজ) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে, শক্তিকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) আত্মমায়য়া (নিজের মায়াদ্বারা) [আমি] সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই, দেহধারণ করি) ॥ ৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল জানি; কিন্তু, তুমি তাহা জান না (ভুলিয়া গিয়াছ)। [কারণ ধর্মাধর্মাদির দ্বারা তোমার জ্ঞানশক্তি আবৃত এবং তুমি মায়াধীন। কিন্তু, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ও মায়াধীশ বলিয়া আমার জ্ঞানশক্তি সর্বদা অনাবৃত।]। ৫ (গী ৭।২৬ দ্রঃ)

[তবে ধর্মাধর্মশূন্য নিত্য ঈশ্বরের জন্ম কিরূপে সম্ভব?]

আমি জন্মরহিত, অলুপ্ত-জ্ঞানশক্তি-স্বভাব এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও, সমস্ত জগৎ যাহার বশীভূত

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

ভারত (হে অর্জুন), যদা (যখন) যদা হি (যখনই) ধর্মস্য (বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের) গ্লানিঃ (পতন), অধর্মস্য (অধর্মের) অভ্যুত্থানম্ (উত্থান) ভবতি (হয়), তদা (তখন) অহম্ (আমি) আত্মানং (নিজেকে) সৃজামি (সৃষ্টি করি, দেহবান হই)॥৭

সাধূনাং (সাধুগণের) পরিত্রাণায় (রক্ষার জন্য) দুষ্কৃতাম্ (দুষ্টদিগের) বিনাশায় (বিনাশের জন্য) ধর্ম-সংস্থাপন-অর্থায় চ (ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য) যুগে যুগে (প্রতি যুগে) সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই)॥ ৮

আমার সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে বশীভূত করিয়া স্বীয় মায়া-দ্বারা যেন দেহধারণ[১] করি। ৬ (গী ৭।২৪-২৫ ও ৯।১১) দ্রঃ

হে ভারত, যখন প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কারণ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের পতন ও অধর্মের উত্থান হয়, তখন আমি স্বীয় মায়াদ্বারা যেন দেহবান্ হই, যেন জাত হই। ৭

সাধুদিগের রক্ষার[২] জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের[৩] জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

---

[১] "ন লোকবৎ পরমার্থতঃ"—জীবের ন্যায় পরমার্থতঃ নহে। (গী ৯।৭-৮ দ্রঃ)। ঈশ্বরের জন্ম বাস্তব নহে, মায়াময়। আজন্ম অবতারের আত্মবিষয়ক দিব্য জ্ঞান অলুপ্ত থাকে।

[২] শুভ কর্ম, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির পথপ্রদর্শনপূর্বক; 'জ্ঞানাঞ্জনদ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধের চক্ষুরুন্মীলন পূর্বক'—ইত্যাদি।

[৩] দুষ্ট-নিগ্রহে তাঁহার নির্দয়তা শঙ্কা করা উচিত নয়। বালকের শাসনে মাতার যেমন বালকের প্রতি অকারুণ্য হয় না, সেইরূপ দুষ্টের দমনে গুণদোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেরও তাহাদের প্রতি অকারুণ্য হয় না।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

অর্জুন (হে কৌন্তেয়), যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এই প্রকার) দিব্যম্ (দিব্য, অপ্রাকৃত, অলৌকিক) জন্ম (জন্ম, দেহধারণ) কর্ম চ (এবং কর্ম) তত্ত্বতঃ (যথার্থতঃ) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হন) ; দেহং (দেহ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম) ন এতি (প্রাপ্ত হন না) ॥ ৯

বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধমুক্ত) মন্ময়াঃ (মৎ-প্রচুর, আমাতে সমাহিতচিত্ত) মাম্ (আমাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয়-পূর্বক) জ্ঞান-তপসা ([পরমাত্মবিষয়ক] জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা) পূতাঃ (পূত, শুদ্ধ হইয়া) বহবঃ (বহু, অনেকে) মদ্ভাবম্ (আমার স্বরূপ) আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১০

হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার অলৌকিক মায়িক[১] জন্ম ও সাধুপরিত্রাণাদি অপ্রাকৃত কর্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন এবং দেহান্তে আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ৯

আসক্তিরহিত, ভয়শূন্য ও ক্রোধবর্জিত, মদ্গতচিত্ত ও আমারই শরণাগত (কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ[২]) বহুব্যক্তি জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা পরা শুদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১০

[আপনি কাহাকেও মোক্ষ দেন, কাহাকেও দেন না —এই পক্ষপাতিত্ব কি আপনার আছে? না, তাহা নহে।]

১ অবতার মায়ামনুষ্য　　২ অন্যতপস্যানিরপেক্ষজ্ঞাননিষ্ঠা

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২

যে (যাঁহারা) যথা (যে প্রকারে, যে উদ্দেশ্যে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (উপাসনা করেন) অহম্ (আমি) তান্ (তাঁহাদিগকে) তথা এব (সেই ভাবেই, সেই ফল প্রদানের দ্বারাই) ভজামি (অনুগ্রহ করি)। পার্থ (হে পৃথাপুত্র), মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্বশঃ (সকল প্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (পথ, মার্গ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে) ॥ ১১

কর্মণাং ([শ্রৌত ও স্মার্ত] কর্মসমূহের) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (কামনা করিয়া) ইহ (এই জগতে) দেবতাঃ (দেবতা-দিগকে) যজন্তে (যজন করে)। হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (নরলোকে) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) কর্মজা (কর্মজনিত) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি, ফল) ভবতি (হয়) ॥ ১২

যিনি যে প্রকারে (মোক্ষ, জ্ঞান, কাম্য বস্তু, অথবা আর্তি-নিবারণ জন্য) আমার উপাসনা করেন, আমি (সকল ফলপ্রদাতা পরমেশ্বর) তাঁহাকে সেই ফলপ্রদানদ্বারাই অনুগৃহীত করি অর্থাৎ সকামকে তাঁহার কাম্য ফল এবং নিষ্কামকে মুক্তি প্রদান করি। হে পার্থ, বর্ণাশ্রমাদি বিভাগ-যুক্ত মনুষ্যগণ সকলপ্রকারে আমার পথের অনুসরণ করেন। যাঁহারা যে প্রকারে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা সেই সকল প্রকারে সর্বাত্মক, সর্বাবস্থ আমারই মার্গের অনুবর্তন করেন; কারণ আমিই ইন্দ্রাদি সর্বরূপধারী। ১১

(গী ৭।২১-২২ ও ৯।২৩ দ্রঃ)

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

ময়া (আমার দ্বারা) গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ (গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী) চাতুর্বর্ণ্যং (চারি বর্ণ) সৃষ্টং (সৃষ্ট, উৎপাদিত হইয়াছে)। তস্য (তাহার) কর্তারম্ অপি (কর্তা—স্রষ্টা হইলেও) মাম্ (আমাকে) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অকর্তারং (অকর্তা) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১৩

কর্মাণি (কর্মসমূহ) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (স্পর্শ করে না), মে (আমার) কর্মফলে (কর্মফলের) ন স্পৃহা (আকাঙ্ক্ষা নাই)

তবে শ্রৌতও স্মার্তকর্মের ফল কামনা করিয়া অনেকে ইহ-লোকে অন্যান্য দেবতার পূজা করেন; কিন্তু মুক্তির জন্য সাক্ষাৎভাবে আমার শরণাগত হন না। কারণ, মনুষ্যলোকে[১] কর্মজনিত ফল শীঘ্র লাভ হয়। ১২ (গী ৭।২০ দ্রঃ)

[তাঁহারা আমারই কর্মাত্মক মার্গের অনুবর্তন করেন; কারণ] সত্ত্বাদিগুণ ও শমাদি কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি মায়িক-ব্যবহারে চতুর্বর্ণ সৃষ্টির কর্তা হইলেও আমাকে পরমার্থভাবে অব্যয় অকর্তা[২] ও অসংসারী বলিয়া জানিও। ১৩ (গী ১৮।৪১-৪৪ দ্রঃ)

অতএব অহংকারাভাববশতঃ এবং কর্মফলে আমার

১ মনুষ্যলোকেই বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্মে অধিকার আছে অন্য লোকে নহে।

২ ঈশ্বরত্ব এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কর্মও মায়িক। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বিষম সৃষ্টির জন্য বৈষম্যদোষ তাঁহাতে নাই। ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥ ১৫
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬

ইতি (এইরূপ) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) [আত্মরূপে] অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কর্মভিঃ (কর্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হন না)॥ ১৪

এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূর্বৈঃ (প্রাচীন) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণদ্বারাও) কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) কৃতং (কৃত, অনুষ্ঠিত হইয়াছে)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্বৈঃ (প্রাচীনগণ কর্তৃক) পূর্বতরং (পূর্বে) কৃতম্ (কৃত, অনুষ্ঠিত) কর্ম এব (কর্মই) কুরু (কর)॥ ১৫

কিং (কি) কর্ম (কর্ম) কিম্ (কি) অকর্ম (অকর্ম, কর্মাভাব) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (কবিগণও, পণ্ডিতগণও) মোহিতাঃ (ভ্রান্ত)। [অতএব] যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (সংসাররূপ অশুভ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) তৎ (সেই) কর্ম (কর্ম ও অকর্ম) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব)॥ ১৬

আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কর্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। এইরূপে যিনি আমাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং কর্তৃত্ব ও কর্মফলে স্পৃহাশূন্য বলিয়া জানেন, তিনি কর্মদ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না; কর্ম তাঁহার জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না। কর্ম যে আমার বন্ধনের কারণ হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৪

'আমি অকর্তা ও কর্মফলে নিস্পৃহ'—এইরূপ আমাকে জানিয়া প্রাচীন মুমুক্ষুগণও নিষ্কাম কর্ম করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রাচীনগণ পূর্বকালে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও নিষ্কাম কর্ম কর, কর্মত্যাগ করিও না। ১৫

কর্ম কি এবং অকর্ম (কর্মের অভাব) কি—এই বিষয়ে

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

কর্মণঃ অপি ([শাস্ত্রবিহিত] কর্মেরও) [তত্ত্ব] বোদ্ধব্যম্ (জ্ঞাতব্য), বিকর্মণঃ চ (এবং নিষিদ্ধ কর্মের তত্ত্ব) বোদ্ধব্যম্ (জ্ঞাতব্য), অকর্মণঃ চ (এবং কর্মাভাবের তত্ত্ব) বোদ্ধব্যম্ (জ্ঞাতব্য)। হি (কারণ) কর্মণঃ (কর্ম, কর্মাভাব ও নিষিদ্ধ কর্মের) গতিঃ (তত্ত্ব, যাথাত্ম্য) গহনা (দুর্জ্ঞেয়) ॥ ১৭

যঃ (যিনি) কর্মণি (কর্মে) অকর্ম (কর্মাভাব) চ যঃ (এবং যিনি) অকর্মণি (কর্মাভাবে) কর্ম (কর্ম) পশ্যেৎ (দেখেন), সঃ (তিনি)

পণ্ডিতগণও ভ্রান্ত হন। অতএব যাহা জানিলে সংসাররূপ[১] অশুভ হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম ও অকর্ম তোমাকে বলিব। ১৬

শাস্ত্রবিহিত কর্মের, নিষিদ্ধ কর্মের ও অকর্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম, অকর্ম ও নিষিদ্ধ কর্মের স্বরূপ (তত্ত্ব) দুর্জ্ঞেয়। ১৭

যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞানী[২] ও যোগযুক্ত এবং সর্ব কর্মের[৩] কর্তা।

---

১ জন্মমৃত্যুরূপ ও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসার।

২ তিনি প্রবৃত্তির কর্তা নহেন এবং নিবৃত্তিরও কর্তা নহেন—ইহা যিনি জানেন তিনিই বুদ্ধিমান। আত্মাতে কর্মের একান্ত অভাব। আমি কর্ম করি এইরূপ জ্ঞান ভ্রান্তি। আত্মাতে শরীরেন্দ্রিয়ের ব্যাপারের পরম আরোপ করিয়া আমি (আত্মা) নিষ্কর্মা, সুখী—এইরূপ অহঙ্কারও মিথ্যাজ্ঞান—বর্তমান শ্লোকে এই উভয় প্রকার ভ্রান্তি দূর করা হইয়াছে।

৩ এই সম্যগ্‌দর্শন 'সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে...' (গী—২।৪৬) স্থানীয়।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানী)। সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগযুক্ত), কৃৎস্ন-কর্মকৃৎ (সর্বকর্মের কৃতকৃত্য কর্তা)॥ ১৮

যস্য (যাঁহার) সর্বে (সকল) সমারম্ভাঃ (কর্ম-চেষ্টা) কাম-সংকল্প-বর্জিতাঃ (ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমানরহিত) বুধাঃ (বুধগণ, জ্ঞানিগণ) জ্ঞান-অগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণং (জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্মা) তম্ (তাঁহাকে) পণ্ডিতম্ (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন)॥ ১৯

সঃ (তিনি) কর্ম-ফল-আসঙ্গং (কর্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (সদা তৃপ্ত) নিরাশ্রয়ঃ (নিরবলম্বন) কর্মণি (কর্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (প্রবৃত্ত হইয়াও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না)॥ ২০

ইহাই কর্ম ও অকর্মের বোদ্ধব্য তত্ত্ব। * এই জ্ঞানই মুক্তি। ১৮

যাঁহার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা কাম ও (তাহার কারণ[১]) সংকল্পরহিত এবং যাঁহার শুভাশুভ কর্ম (কর্মে অকর্ম ও

এই দর্শনে সর্ব কর্মের ফল অন্তর্ভুক্ত। অতএব তিনি সমস্ত কর্ম না করিয়াও যেন সমস্ত কর্মফল প্রাপ্ত হন। এই জন্য তিনি কৃৎস্নকর্মকৃৎ।

* মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায় ও শুক্তিকাতে রজতের ন্যায় নিষ্ক্রিয় আত্মাতে কর্ম-দর্শন ভ্রান্ত জীবের স্বভাব। নৌকারূঢ় ব্যক্তি নৌকা চলিতে থাকিলে তটস্থ গতিহীন বৃক্ষসমূহে প্রতিকূল গতি এবং দূরবর্তী গতিশীল বস্তুকে গতিহীন দেখেন। এইরূপ বিপরীত দর্শন সংসারের ধর্ম। —শঙ্কর।

১ গী ৬।২৪ টীকা ১ দ্রঃ

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

নিরাশীঃ (যিনি কামনাশূন্য) যত-চিত্ত-আত্মা (যাঁহার অন্তঃকরণ ও দেহেন্দ্রিয় সংযত) ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ (যিনি সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু-ত্যাগী) কেবলং (কেবল = অভিমানহীন হইয়াও) শারীরং (শরীর-মাত্র রক্ষার উপযোগী) কর্ম (কর্ম, বাহ্য চেষ্টা) কুর্বন্ (করিয়া) কিল্বিষম্ (অনিষ্ট, পাপ [ও পুণ্য]) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন না)॥ ২১

অকর্মে কর্ম দর্শনরূপ) জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। ১৯

[সম্যক্ আত্মদর্শনদ্বারা যদিও সাধনের সহিত কর্ম পরিত্যাগ হইয়াই থাকে, তথাপি লোকসংগ্রহাদি কোন নিমিত্তবশতঃ কর্মত্যাগ অসম্ভব হইলে] যিনি উক্ত জ্ঞানের দ্বারা কর্মফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সর্বদা বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য, সদাতৃপ্ত ও নিরবলম্বন[১] থাকেন, তিনি জনকাদির ন্যায় পূর্ববৎ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও আত্মার নৈষ্কর্ম্য দর্শনহেতু কিছুই করেন না। ২০ (আত্মজ্ঞানী অকর্তৃত্বে নিশ্চলভাবে আরূঢ়।)

[কিন্তু লোকসংগ্রহাদিরূপ নিমিত্ত না থাকিলে পূর্বোক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান (গী ৪।১৮) উৎপন্ন হইলেই সাধনের সহিত কর্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি মুক্ত হন।]

যিনি নিষ্কাম, ও সকল প্রকার ভোগ্যবস্তুত্যাগী এবং যাঁহার অন্তঃকরণ ও দেহেন্দ্রিয় সংযত, তিনি জ্ঞানদ্বারা কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া শরীরধারণোপযোগিমাত্র কর্ম করেন। কিন্তু

---

১ ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয় বিষয়ে সাধনশূন্য ও দৃষ্টাদৃষ্ট ফলের উপায়রহিত। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন অবলম্বন তাঁহার নাই।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ (অপ্রার্থিত ও অনায়াসলব্ধ বস্তুমাত্রলাভে সন্তুষ্ট) দ্বন্দ্ব-অতীতঃ ([শীতোষ্ণাদি] দ্বন্দ্বের অতীত) বিমৎসরঃ (মাৎসর্য-বর্জিত, নির্বৈর) সিদ্ধৌ (সিদ্ধিতে, লাভে) অসিদ্ধৌ চ (অসিদ্ধিতে, ও অলাভে) সমঃ (তুল্য) কৃত্বা অপি (কর্ম করিয়াও) ন নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন না) ॥ ২২

গত-সঙ্গস্য (আসক্তি-বর্জিত) মুক্তস্য (অভিমানমুক্ত) জ্ঞান-অবস্থিত-চেতসঃ (আত্মজ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির) যজ্ঞায় (যজ্ঞের নিমিত্ত, ঈশ্বরার্থ) আচরতঃ (আচরণকারীর) সমগ্রং (সমগ্র) কর্ম (কর্ম) প্রবিলীয়তে (বিলীন হয়) ॥ ২৩

তাহাতে পাপপুণ্য প্রাপ্ত হন না ; এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী মুক্ত হন। ২১ (গী ১৮।৪৯ দ্রঃ)

[পূর্বশ্লোকোক্ত পরিগ্রহত্যাগে জীবন ধারণ অসম্ভব। এই জন্য জ্ঞানীর জীবন-ধারণের উপায় বলিতেছেন—]

যিনি যদৃচ্ছালাভে পরিতুষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা পীড়িত হইলেও অবিষণ্ণচিত্ত, মাৎসর্যহীন (নির্বৈর), লাভালাভে[১] হর্ষবিষাদরহিত, তিনি শরীরধারণের উপযোগী[২] কর্ম করিলেও সেই কর্মে আবদ্ধ হন না। ২২

আসক্তিশূন্য, ধর্মাধর্ম ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির বন্ধন হইতে

---

১ শরীরযাত্রানির্বাহের উপযোগী যদৃচ্ছালাভের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি।

২ ব্রহ্মবিৎ শরীরস্থিতির জন্য মাত্র যে কর্ম করেন, তাহাতে বদ্ধ হন না ; কারণ, তাঁহার কর্ম জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ। (গী ৪।১৮ দ্রঃ)

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪

[কারণ, ব্রহ্মবিৎ] অর্পণং (হোমাগ্নিতে হবনীয় দ্রব্যের অর্পণকে, আহুতি দানের স্রুবাদিকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [বলিয়া দর্শন করেন, এবং] হবিঃ (অজ্ঞ কর্তৃক যাহা হবি বা ঘৃত বলিয়া গৃহীত, তাহাকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করেন)। ব্রহ্ম-অগ্নৌ (যে অগ্নিতে হোম করা হয় তাহাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন) [এবং] ব্রহ্মণা (হোমের কর্তাকে) [এবং] হুতম্ (হোমক্রিয়াকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন)। তেন (সেই) ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা (ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির) গন্তব্যং (প্রাপ্তব্য ফলকে) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন) ॥ ২৪

বিমুক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা যজ্ঞার্থ কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার সমগ্র[১] কর্ম বিনষ্ট হয়—অর্থাৎ ফল প্রসব করে না। ২৩

কারণ, ব্রহ্মবিৎ হবনীয় দ্রব্যের অর্পণকে, ঘৃতকে, হোমাগ্নিকে, আহুতিদানের কর্তাকে, এবং হোমক্রিয়াকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। তিনি ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির প্রাপ্তব্য ফলকেও ব্রহ্মরূপে দর্শন[২] করেন। ব্রহ্মজ্ঞানী লোক-

১ অগ্র = ফল, অতএব সমগ্র = ফলের সহিত। ২০ শ্লোকোক্ত জ্ঞানীর বিষয় এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান তাঁহার হইয়াছে বলিয়া তাঁহার কর্ম 'সমগ্রং প্রবিলীয়তে'। স্মৃতি-শাস্ত্রমতে 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম ইতি' = কর্ম ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না। ইহা ব্রহ্মবিদের পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

২ যখন সবই ব্রহ্ম, তখন অর্পণাদিকে বিশেষভাবে ব্রহ্ম বলার উদ্দেশ্য জ্ঞানের যজ্ঞত্বসম্পাদন। সর্বকর্মসন্ন্যাসীর সম্যগ্দর্শনের স্তুতির জন্য এই যজ্ঞত্বসম্পাদন। যজ্ঞে অর্পণাদি বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, সম্যগ্দর্শীর তাহা ব্রহ্মই। সম্যগ্দর্শনই জ্ঞানীর যজ্ঞ। প্রতিমাদিতে বিষ্ণুবুদ্ধি ও নাম ব্রহ্ম-বুদ্ধির ন্যায় যজ্ঞে ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মদৃষ্টি করেন। (গীঃ ৪।২৫ টীকা এবং ৪।৩৩ দ্রঃ)

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬

অপরে (অন্যান্য) যোগিনঃ (যোগিগণ) দৈবম্ (দেবতাপূজারূপ) যজ্ঞম্ এব (যজ্ঞই) পর্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন)। অপরে (অন্য কেহ কেহ) ব্রহ্ম-অগ্নৌ (নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞের দ্বারা, নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে) যজ্ঞম্ (যজ্ঞকে, জীবাত্মাকে) উপজুহ্বতি (আহুতি দেন) ॥ ২৫

অন্যে (অন্য কোন কোন যোগী) শ্রোত্র-আদীনি (কর্ণাদি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) সংযম-অগ্নিষু (সংযমরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)। অন্যে (অন্য কোন কোন যোগী) শব্দ-আদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে, ইন্দ্রিয়বস্তু সকলকে) ইন্দ্রিয়-অগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন) ॥ ২৬

সংগ্রহার্থ এইরূপে কর্ম করিলেও তাঁহার কর্ম অকর্মই ; কারণ, ঐ কর্মের ফলোৎপাদিনী শক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। ২৪

অন্য যোগিগণ দেবতাপূজারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর কেহ কেহ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ সোপাধিক জীবাত্মাকে নিরুপাধিক পরমাত্মারূপে[১] দর্শন করেন। ২৫

অন্য কোন কোন যোগী কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম করেন। অপর কোন কোন যোগী শব্দাদি বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়রূপ

১ ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ। গীঃ ৪।৩৩ দ্রঃ

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে *।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

অপরে (অন্য কোন কোন যোগী) জ্ঞান-দীপিতে (জ্ঞান-প্রদীপ্ত) আত্ম-সংযম-যোগ-অগ্নৌ (আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে) সর্বাণি (সকল) ইন্দ্রিয়-কর্মাণি (ইন্দ্রিয়কর্ম) প্রাণ-কর্মাণি চ (ও প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর কর্মসমূহ) জুহ্বতি (আহুতি দেন) ॥ ২৭

অপরে (অপর কোন কোন যোগী) দ্রব্য-যজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞনিষ্ঠ) তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ) যোগ-যজ্ঞাঃ ([প্রাণায়াম, প্রত্যাহারাদি] যোগরূপ যজ্ঞ-পরায়ণ) তথা (এবং) সংশিত-ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত) যতয়ঃ (প্রযত্নশীল) [কোন কোন যোগী] স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাঃ চ (বেদাভ্যাস ও বেদার্থনিশ্চয়রূপ যজ্ঞপরায়ণ) ॥ ২৮

অগ্নিতে আহুতি দেন (অর্থাৎ শ্রোত্রাদিদ্বারা শাস্ত্রবিহিত বিষয় গ্রহণকে হোম মনে করেন)। ২৬

আত্মাতে সংযমরূপ বিবেক-বিজ্ঞানপ্রদীপ্ত যে যোগাগ্নি তাহাতে অপর যোগিগণ সকল ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর (আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি) কর্ম আহুতি দেন (লয় করেন)। ২৭

অন্য কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন। কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ এবং কেহ কেহ প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদি যোগরূপ যজ্ঞ করেন। আর কোন কোন দৃঢ়ব্রত যত্নশীল যোগী বেদাভ্যাস (শাস্ত্রপাঠ) ও শাস্ত্রার্থনিশ্চয়রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ২৮

* তথা পরে ইতি অন্যপাঠঃ

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ* ॥ ৩০

তথা (আবার) অপরে (অন্যান্য যোগী) অপানে (অপানবায়ুতে) প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) [ও] প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) অপানং (অপান-বায়ুকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন) [এবং] প্রাণ-অপান-গতী (প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিকে) রুদ্ধ্বা (রোধ করিয়া) প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ (প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া থাকেন) ॥ ২৯

অপরে (অন্যান্য যোগী) নিয়ত-আহারাঃ (সংযতাহারী হইয়া) প্রাণান্ (প্রাণ বায়ুসমূহকে) প্রাণেষু (প্রাণ বায়ুসকলে) জুহ্বতি (হোম করেন)। এতে (এই) সর্বে (সকল) যজ্ঞবিদঃ অপি (যজ্ঞবিদ্‌গণও) যজ্ঞ-ক্ষপিত-কল্মষাঃ [ভবন্তি] (যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ হন) ॥ ৩০

অন্যান্য যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু (পূরক প্রাণায়াম) এবং প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দিয়া (রেচকনামক প্রাণায়াম করিয়া) প্রাণ ও অপানবায়ুর গতি রোধপূর্বক কুম্ভকরূপ[১] প্রাণায়াম করেন। ২৯

অপর কোন কোন যোগী আহার-সংযমপূর্বক প্রাণ বায়ু-সমূহে অন্যান্য প্রাণবায়ু আহুতি দেন, অর্থাৎ যে যে প্রাণবায়ু জয় করেন, সেই সেই প্রাণবায়ুতে অন্যান্য প্রাণবায়ু হোম করেন। এই সকল যজ্ঞের জ্ঞাতা ও কর্তা যজ্ঞদ্বারা পাপমুক্ত হন। ৩০

---

* ক্ষয়িতকল্মষাঃ ইতি অন্যপাঠঃ

১ মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর বাহিরে গমনই প্রাণগতি ও ভিতরে আসার নাম অপানগতি। এই উভয় গতি রোধই কুম্ভক।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

যজ্ঞ-শিষ্ট-অমৃত-ভুজঃ (যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃতভোজিগণ) সনাতনম্ (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) যান্তি (লাভ করেন)। কুরু-সত্তম (হে কুরুশ্রেষ্ঠ), অয়ং (এই) লোকঃ (জগৎ) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞহীন ব্যক্তির) ন অস্তি (নাই), অন্যঃ (অন্য [ব্রহ্মলোক]) কুতঃ (কোথায়)? ৩১

ব্রহ্মণঃ (বেদরূপ ব্রহ্মের) মুখে (দ্বারে) এবং (এইরূপে) বহুবিধাঃ (বহুবিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) বিততাঃ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। তান্ (সেই) সর্বান্ (সকলকে) কর্মজান্ (কায়িক, বাচনিক ও মানসিক

যথোক্ত যজ্ঞসমূহ সম্পাদনপূর্বক অন্তে বিহিত অমৃতনামক অন্ন যাঁহারা বিধি অনুসারে ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞহীন[১] ব্যক্তির ইহ লোকই নাই, সর্ব-লোকাতীত আত্মস্বরূপলাভ ত দূরের কথা। ৩১

বেদমুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সকলকে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মজাত বলিয়া জানিবে। "আত্মা নিষ্ক্রিয়; আমি সেই উদাসীন আত্মা; এই সকল ব্যাপার আমার নহে"—এইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে অশুভরূপ সংসার হইতে মুক্ত হইবে। আত্মজ্ঞ পুরুষ নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধ। ৩২ (গীঃ ৪।১৬ এবং ১৮।১৩-১৮ দ্রঃ)

---

১ যজ্ঞানুষ্ঠান না করার জন্য সর্বনিন্দিত হওয়ায় ইহ লোকের অনায়াসলভ্য সুখই পাওয়া সম্ভব হয় না। বিশিষ্ট-সাধন-সাধ্য পারলৌকিক সুখ কিরূপে পাওয়া যাইবে?

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

কর্মজাত) বিদ্ধি (জানিবে); এবং (এইরূপে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥ ৩২

পরন্তপ (হে শত্রুদমন), দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যদ্বারা নিষ্পাদিত) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ অপেক্ষা) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততর)। পার্থ (হে অর্জুন), সর্বম্ (সকল) অখিলঃ (নিরবশেষ) কর্ম (যজ্ঞাদি কর্ম) জ্ঞানে (ব্রহ্মজ্ঞানে) পরিসমাপ্যতে (পরিসমাপ্ত, অন্তর্ভুক্ত হয়) ॥ ৩৩

[যে বিধি দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হয়] প্রণিপাতেন (প্রণিপাত=দীর্ঘ নমস্কারদ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (পরিপ্রশ্ন=বিনীত জিজ্ঞাসা দ্বারা) সেবয়া ([গুরুর] সেবা দ্বারা) বিদ্ধি (অবগত হও)। [প্রসন্ন হইয়া] জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানী) তত্ত্বদর্শিনঃ* (তত্ত্বদর্শী) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (ব্রহ্মজ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ করিবেন) ॥ ৩৪

হে পরন্তপ, সংসার-ফলারম্ভক দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা মোক্ষদায়ক জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ, হে পার্থ, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এবং সমস্ত শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞোপাসনাদি ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৩৩ (গীঃ ২।৪৬ দ্রঃ)

যে বিধি দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলিতেছি, অবগত হও। প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা ও সেবা দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন। ৩৪

* আদরার্থে বহুবচন।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ* দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

পাণ্ডব (হে অর্জুন), যৎ (যাহা, আমার দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং (এই প্রকার) মোহম্ (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না), যেন (যাহার দ্বারা) অশেষেণ (নিরবশেষ, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত) ভূতানি (ভূতসকলকে) আত্মনি (আত্মাতে) অথো (এবং) ময়ি (আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিবে) ॥ ৩৫

সর্বেভ্যঃ (সকল) পাপেভ্যঃ অপি (পাপিগণ হইতেও) চেৎ (যদি)

হে পাণ্ডব, আমার দ্বারা উপদিষ্ট সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এই প্রকার মোহগ্রস্ত হইবে না ; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান একবার হইলে পুনরায় অজ্ঞান আসে না। সেই জ্ঞানের দ্বারা তুমি ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত প্রাণিসমূহকে স্বীয় আত্মাতে[১] (প্রত্যগাত্মাতে) এবং আমাতে (পরমেশ্বরে, পরব্রহ্মে) দেখিতে পাইবে। ৩৫ (গীঃ ১৩।২ দ্রঃ)

সকল পাপিগণ হইতেও যদি তুমি অধিক পাপিষ্ঠ হও, তথাপি এই ব্রহ্মজ্ঞানের ভেলা দ্বারা সমুদায় ধর্মাধর্ম[২] রূপ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবে, ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ মাহাত্ম্য। ৩৬ (গীঃ ৪।৩৭ দ্রঃ)

* অশেষাণি ইতি অন্যপাঠঃ

১ ৩৫শ শ্লোকে সর্বোপনিষদ্-সিদ্ধ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। (গীঃ ৬।২৯-৩০)

২ মুমুক্ষুর পক্ষে ধর্মও বন্ধন বলিয়া বিবেচিত হয়।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

পাপকৃত্তমঃ (পাপিষ্ঠ) অসি (হও), সর্বং (সকল) বৃজিনং (বৃজিন = পাপ = ধর্মাধর্ম) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা) সন্তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) ॥ ৩৬

অর্জুন (হে পার্থ), যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ (প্রজ্বালিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে) ॥ ৩৭

ইহ (লোকে বা শাস্ত্রে) জ্ঞানেন (ব্রহ্মজ্ঞানের) সদৃশং (তুল্য) পবিত্রম্ (পবিত্র, শুদ্ধিকর) ন হি বিদ্যতে (কিছু নাই)। কালেন (কালক্রমে) স্বয়ং (নিজের প্রযত্নে) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্মযোগে শুদ্ধ চিত্ত হইলে) [মুমুক্ষু] আত্মনি (অখণ্ড আত্মবিষয়ক) তৎ (তাহা, সেই জ্ঞান) বিন্দতি (দর্শন করেন) ॥ ৩৮

হে অর্জুন, প্রজ্বালিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি সমস্ত শুভাশুভ[১] কর্ম ভস্মসাৎ করে। ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে কোন কর্মই ফলপ্রসব করিতে পারে না। ৩৭

ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞান-নিবর্তক ও অত্যন্ত শুদ্ধিকর। ইহার তুল্য

১ অতীত অনেক জন্মে সঞ্চিত, ইহ জন্মে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে কৃত এবং জ্ঞানসহভাবী সমস্ত কর্ম জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট না হইয়া ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়। (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৩-১৫, ১৯ দ্রঃ) যে কর্মের ফল এই শরীরে ভোগ করিতে হইবে অর্থাৎ যে কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা প্রারব্ধ কর্ম।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধালু) তৎপরঃ (গুরুসেবায় নিযুক্ত) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) লভতে (লাভ করেন)। জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (অচিরে, অব্যবহিত পরেই) পরাং (পরম) শান্তিম্ (শান্তি, মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (অধিগত, প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৯

অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন) চ অশ্রদ্দধানঃ (ও শ্রদ্ধাহীন) সংশয়াত্মা (ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট, পুরুষার্থের অযোগ্য হয়)। সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং (এই) লোকঃ (লোক, সংসার) ন অস্তি (নাই), ন পরঃ চ (পরলোকও নাই) ন সুখং (সুখও নাই) ॥ ৪০

পবিত্র বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে আর কিছু নাই। কালক্রমে কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হইলে মুমুক্ষু স্বীয় প্রযত্নে অখণ্ড আত্ম-বিষয়ক সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ৩৮ (গীঃ ১৮।৪৫, ৪৬, ৫০-৫৫ দ্রঃ)

গুরু ও বেদান্ত বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, গুরুসেবারত ও জিতেন্দ্রিয় মুমুক্ষু অবশ্যই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জন্মান্তর গ্রহণ বা লোকান্তর গমন না করিয়াই শাশ্বতী শান্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ৩৯

অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, (জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে) সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট (পরমার্থের অযোগ্য) হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এবং সুখও নাই। ৪০

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন), যোগসংন্যস্তকর্মাণং ([পরমার্থদর্শনরূপ] যোগদ্বারা [ধর্মাধর্ম রূপ] কর্মসমূহ যিনি ত্যাগ করিয়াছেন) জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্ (ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শনরূপ জ্ঞানদ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবন্তং (এইরূপ আত্মবান্ ব্যক্তিকে) কর্মাণি (কর্মরাশি) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করে না) ॥ ৪১

ভারত (হে অর্জুন), তস্মাৎ (সেই হেতু) অজ্ঞান-সম্ভূতং

[উক্ত সংশয়ের নিবর্তক জ্ঞান (গীঃ ৪।৩৪) বলিতেছেন।]

ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শনের দ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন[১] হইয়াছে এবং উক্ত পরমার্থ দর্শনরূপ যোগের দ্বারা যাঁহার ধর্মাধর্মত্যাগ হইয়াছে, সেই আত্মবান অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে দৃষ্ট কর্মরাশি আবদ্ধ করিতে পারে না, অর্থাৎ অনিষ্ট, ইষ্ট বা মিশ্র কোন-প্রকার ফল উৎপন্ন করে না। ৪১ (গীঃ ১৮।১২ দ্রঃ)

১ মুণ্ডক উপ ২।২।৮ দ্রঃ

(অজ্ঞানজাত, অবিবেকজ) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত, বুদ্ধিস্থ) আত্মনঃ (আত্মার) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) জ্ঞান-অসিনা (জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (নিষ্কাম কর্ম যোগ) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর), উত্তিষ্ঠ (ও [যুদ্ধার্থ] উত্থিত হও) ॥ ৪২

[যেহেতু কর্মযোগ দ্বারা ক্রমে ছিন্ন-সংশয় ব্যক্তি মুক্ত হন, এবং এই যোগ জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠানের ফল বিষয়ে সংশয়বিনাশের কারণ —]

অতএব হে ভারত, অজ্ঞানজাত, বুদ্ধিস্থিত, আত্মবিষয়ক,[১] এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন করিয়া সম্যক্ দর্শনের মার্গ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর এবং যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। ৪২

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগ-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ প্রায়ই দেখা যায় যে, সংশয়ী পুরুষের সংশয়বিষয় বস্তু তাহার আত্মা হইতে পৃথক। যেমন, অন্ধকারে দৃষ্ট শুষ্ক বৃক্ষকে—বৃক্ষ কি পুরুষ—এইরূপ সংশয় হয়। এই প্রকার সংশয় অন্যের জ্ঞান-দ্বারা সহজে নষ্ট হয়।

কিন্তু এই স্থানে সংশয় আত্মবিষয়ক এবং সংশয়বস্তুও স্বীয় আত্মা। সুতরাং স্বাশ্রয় (আত্মাশ্রয়) সংশয়ের সমুচ্ছেদ স্বাশ্রয়-জ্ঞান দ্বারাই সম্ভব, অন্য-জ্ঞান দ্বারা নহে। সেই জন্য আত্মবিষয়ক সংশয় আত্মনিশ্চয়রূপ খড়্গ দ্বারা সমুচ্ছেদ্য। এই আত্মনিশ্চয়লাভ সুকঠিন।

—আনন্দগিরি।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), কর্মণাং (কর্মের) সন্ন্যাসং (ত্যাগ) পুনঃ (আবার) [কর্মণাং] যোগং চ (কর্মের অনুষ্ঠান) শংসসি (প্রশংসা করিতেছেন)। এতয়োঃ (এই উভয়ের মধ্যে) যৎ (যেটী) শ্রেয়ঃ (উৎকৃষ্টতর, মুক্তিদায়ক) তৎ (সেই) একং (একটী) মে (আমাকে) সুনিশ্চিতম্ (নিশ্চিতরূপে) ব্রূহি (বলুন) ॥ ১

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কৃষ্ণ, আপনি শাস্ত্রীয় কর্মের ত্যাগ[১] আবার শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠান[২] করিতে বলিতেছেন। এই দুইটীর মধ্যে যেটী প্রকৃতপক্ষে মোক্ষদায়ক তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। ১ (গীঃ ৩।১-২ দ্রঃ)[৩]

---

১ গীঃ ৪।২১-২২, ৪১ দ্রঃ।

২ গীঃ ৪।৪২ দ্রঃ

৩ এই দুইটী একসঙ্গে অনুষ্ঠেয় নহে; অথচ কালভেদে অনুষ্ঠানের উপদেশও ভগবান্ দেন নাই। এই জন্য অর্জুনের সংশয়।

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—সন্ন্যাসঃ (কর্মের ত্যাগ) চ (এবং) কর্মযোগঃ (কর্মযোগ, কর্মের অনুষ্ঠান) উভৌ (উভয়) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মুক্তিদায়ক)। তু (কিন্তু) তয়োঃ (তাহাদের মধ্যে) কর্মসন্ন্যাসাৎ (কর্মত্যাগ অপেক্ষা) কর্মযোগঃ (কর্মের অনুষ্ঠান) বিশিষ্যতে (উৎকৃষ্টতর, শ্রেয়স্কর) ॥ ২

যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—কর্মের ত্যাগ ও কর্মের অনুষ্ঠান উভয়ই মুক্তির[১] পথ, কিন্তু তাহাদের মধ্যে জ্ঞানহীন কর্মসন্ন্যাস[২] অপেক্ষা কর্মযোগ উৎকৃষ্টতর[৩]। ২

যিনি দুঃখ ও দুঃখের সাধনকে দ্বেষ করেন না এবং সুখ ও

১ গীঃ ৫।৪-৫ ; ৩।৩ দ্রঃ

২ আত্মজ্ঞানহীনের কর্মসন্ন্যাস।—শাঙ্করভাষ্য। কর্মযোগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; তখন জ্ঞানের পরিপাকের জন্য জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গরূপে কর্মসন্ন্যাস কর্তব্য।—শ্রীধরস্বামী।

৩ গীঃ ৩।৫-৭ ; ১৮।৫-৯ দ্রঃ। আত্মজ্ঞানহীনের কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ কর্মসন্ন্যাস অসম্ভব ; কতক কর্ম ত্যাগ হয়। তাহার পক্ষে কর্ম-ত্যাগ দুরনুষ্ঠেয়। অবিদ্বানের পক্ষে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ সহজ বলিয়া শ্রেষ্ঠ। বৈরাগ্য থাকিলে অবিদ্বানের কর্মসন্ন্যাস নিষিদ্ধ নহে। যথাঃ—যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ—জাবাল উপ ৪ —যেদিনই বৈরাগ্য হইবে, সেইদিন সংসার ত্যাগ করিবে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

না) সঃ (তিনি) নিত্যসন্ন্যাসী ([কর্ম করিয়াও] সদা সন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য, জানিবে)। মহাবাহো (হে মহাবীর), হি (যেহেতু) নির্দ্বন্দ্বঃ ([সুখদুঃখাদি] দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি) বন্ধাৎ (সংসার-বন্ধন হইতে) সুখং (সুখে, অনায়াসে) প্রমুচ্যতে (প্রমুক্ত হন) ॥ ৩

বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগৌ (জ্ঞানযুক্ত কর্মসন্ন্যাস ও নিষ্কাম কর্মযোগকে) পৃথক্ (ভিন্ন, পরস্পরবিরুদ্ধ) প্রবদন্তি (বলেন), পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ, জ্ঞানিগণ) ন ([বলেন] না)। একম্ অপি ([উভয়ের] একটীতেই) সম্যক্ (সম্যগ্‌রূপে) আস্থিতঃ (অবস্থিত হইলে) উভয়োঃ (উভয়ের) ফলম্ (ফল) বিন্দতে (লাভ হয়) ॥ ৪

সুখের সাধনকে আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই রাগদ্বেষাদিশূন্য কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী[১] বলিয়াই জানিবে। কারণ, হে মহাবাহো, রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হন। ৩

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাংখ্য[২] এবং যোগকে[৩] পরস্পরবিরুদ্ধ ও ভিন্নফল-বিশিষ্ট বলিয়া থাকেন; কিন্তু আত্মজ্ঞানিগণ তাহা বলেন না। কারণ উভয়ের ফল একরূপ অর্থাৎ মোক্ষ। সেইজন্য একটী সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ের যে মোক্ষ ফল তাঁহা লাভ হয়। ৪

১ তিনি কর্মে বর্তমান থাকিয়াও সদা সন্ন্যাসী।
২ পূর্বোক্ত (৫।২) আত্মজ্ঞানসংযুক্ত কর্মসন্ন্যাস।
৩ পূর্বোক্ত (৫।২) জ্ঞানের উপায়ভূত সমবুদ্ধিত্বাদি সংযুক্ত কর্মযোগ।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক) যৎ (যে) স্থানং (স্থান, পদ) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হয়), যোগৈঃ অপি (নিষ্কাম কর্মযোগিগণদ্বারাও) তৎ (তাহা, সেই স্থান) গম্যতে (প্রাপ্ত হয়)। যঃ (যিনি) সাংখ্যং চ (জ্ঞানযোগ) যোগং চ (ও নিষ্কাম কর্মযোগকে) একং (একই মোক্ষ-ফলপ্রদায়ক) পশ্যতি (দেখেন), সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করেন) ॥ ৫

তু (কিন্তু) মহাবাহো (হে মহাবীর), অযোগতঃ (নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত) সন্ন্যাসঃ ([জ্ঞাননিষ্ঠাসংযুক্ত] কর্মসন্ন্যাস) আপ্তুম্ (প্রাপ্ত হওয়া) দুঃখম্ (কষ্টকর, অসম্ভব)। যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্ম-যোগনিষ্ঠ) মুনিঃ (মননশীল, সন্ন্যাসী) [হইয়া] ন চিরেণ (অচিরে) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) অধিগচ্ছতি (অধিগত, প্রাপ্ত হন) ॥ ৬

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ মোক্ষনামক যে ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হন, যোগিগণও সেই ব্রহ্ম পদই লাভ করেন[১]। সাংখ্য[২] ও যোগের[৩] ফল একই (মোক্ষ) বলিয়া উভয়কে যিনি এক দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী (সম্যক্ জ্ঞানী)। ৫

হে মহাবাহো, নিষ্কাম কর্মযোগ[৪] ব্যতীত জ্ঞানযুক্ত পরমার্থ

১ গীঃ ১৮।৪৬,৫০ এবং ৫।৬ দ্রঃ
২ জ্ঞানের উদয় হইলে যে সন্ন্যাস হয় তাহাই সাংখ্য।
৩ ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ও ঈশ্বরে সমর্পিত বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান।
৪ কর্মযোগ ব্যতীত জ্ঞানপ্রাপ্তি অসম্ভব ; ইহ জীবনে বা পূর্ব জন্মে নিষ্কাম-কর্মানুষ্ঠান আবশ্যক। গীঃ ১৮।৪৫-৪৬, ৫০-৫৫, এবং ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২৬ ও ৪।১।১৮ দ্রঃ

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮

বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধসত্ত্ব, শুদ্ধচিত্ত) বিজিতাত্মা (সংযতদেহ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্বভূতের আত্মাকে স্বীয় আত্মারূপে দর্শনকারী) যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) কুর্বন্ অপি ([কর্ম] করিয়াও) লিপ্যতে (লিপ্ত হন, বদ্ধ হন) ন (না) । ৭

[কারণ] যুক্তঃ (কর্মযোগী) [ক্রমে] তত্ত্ববিৎ (পরমার্থদর্শী) [হইয়া] পশ্যন্ (দর্শন করিয়া), শৃণ্বন্ (শ্রবণ করিয়া), স্পৃশন্ (স্পর্শ করিয়া), জিঘ্রন্ (আঘ্রাণ করিয়া), অশ্নন্ (আহার করিয়া), গচ্ছন্ (গমন করিয়া), স্বপন্ (নিদ্রা যাইয়া), শ্বসন্ (শ্বাস লইয়া)

সন্ন্যাস[১] লাভ করা অসম্ভব। নিষ্কাম কর্মযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি সন্ন্যাসী[২] হইয়া অচিরে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ৬

যিনি নিষ্কাম কর্মযোগদ্বারা শুদ্ধচিত্ত, অতএব সংযতদেহ ও জিতেন্দ্রিয় এবং এইরূপে যিনি (ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত) সর্বভূতের আত্মাকে স্বীয় আত্মারূপে দর্শন করেন, তিনি স্বাভাবিক বা লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম করিয়াও লিপ্ত (বদ্ধ) হন না। ৭

নিষ্কাম কর্মযোগী ক্রমে তত্ত্বদর্শী হইয়া দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, নিশ্বাস-গ্রহণে,

১ ইহাই পরমার্থযোগ। আত্মজ্ঞানের স্বরূপই সন্ন্যাস, এইজন্য পরব্রহ্ম শব্দ দ্বারা সন্ন্যাসই প্রতিপাদিত। বৈদিক কর্মযোগ ইহার উপায় বলিয়া যোগ ও সন্ন্যাসনামে উপচরিত হয়।

২ মুনি—'সন্ন্যাসী হইয়া'।—মধুসূদন সরস্বতী এবং শ্রীধরস্বামী।

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

প্রলপন্ (কথা বলিয়া), বিসৃজন্ ([মলমূত্রাদি] ত্যাগ করিয়া), গৃহ্নন্ (গ্রহণ করিয়া), উন্মিষন্ ([চক্ষু] উন্মীলন করিয়া), নিমিষন্ অপি (এবং নিমীলন করিয়াও), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে) বর্তন্তে (প্রবৃত্ত হয়) ইতি (ইহা) ধারয়ন্ (ধারণা, নিশ্চয় করিয়া) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি ([আমি] করি না) ইতি (ইহা) মন্যেত (মনে করেন) ॥ ৮-৯

যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে, পরমেশ্বরে) আধায় ([কর্ম] অর্পণ করিয়া) সঙ্গং ([কর্মফলে] আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্মাণি (কর্মসকল) করোতি (করেন), সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলের দ্বারা) পদ্মপত্রম্ ইব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন (পাপ [ও পুণ্য] দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)। ১০

কথনে, মলমূত্রাদিত্যাগে, গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষে এবং নিমেষেও ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত,—এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিয়া, 'আমি অকর্তা, কিছুই করি না' ইহা নিশ্চিত জানেন। ৮-৯

যে মুমুক্ষু কর্মফলে আসক্তি ত্যাগপূর্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম করেন, জল যেমন পদ্মপত্রকে আর্দ্র করিতে পারে না, পাপপুণ্য সেইরূপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

যোগিনঃ (নিষ্কাম কর্মযোগিগণ) সঙ্গং (সঙ্গ, আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) আত্মশুদ্ধয়ে (সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত, চিত্তশুদ্ধির জন্য) কেবলৈঃ (কেবল, মমত্ব-বুদ্ধিশূন্য) কায়েন (কায়) মনসা (মন) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই) কর্ম (কর্ম) কুর্বন্তি (করেন)। ১১

যুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) কর্মফলং (কর্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীম্ (জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে, আত্যন্তিকী) শান্তিম্ (শান্তি, মুক্তি) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। অযুক্তঃ (সকাম কর্মী) কামকারেণ* (কামনাবশতঃ) ফলে (কর্মফলে) সক্তঃ (আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (আবদ্ধ হয়)। ১২

নিষ্কাম কর্মযোগিগণ ফলবিষয়ক আসক্তি ত্যাগপূর্বক মমত্বভাবশূন্য ('আমার' এই ভাবরহিত) হইয়া কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন। ১১

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম করিতেছি, ফললাভের জন্য নহে—এইরূপে কর্মফল ত্যাগপূর্বক নিষ্কাম কর্মযোগী জ্ঞাননিষ্ঠার ফলস্বরূপ চিরশান্তির (মোক্ষের) অধিকারী হন, কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলে আসক্তি[১] বশতঃ সংসারে আবদ্ধ হন। ১২

* কার—করণ। কামকার—কামের করণ, কামনার প্রেরণা।

১ এই ফলের জন্য এই কর্ম করিতেছি।

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্॥ ১৩

বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (পুরুষ) মনসা (মনের দ্বারা, বিবেক-বুদ্ধিদ্বারা) সর্বকর্মাণি ([নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ] সমস্ত কর্ম) সংন্যস্য (সংন্যাস, ত্যাগ করিয়া) সুখং (সুখে, আত্মাব্যতীত বাহ্য বিষয়ে প্রয়োজনশূন্য হইয়া) নবদ্বারে (নয়টী দ্বারবিশিষ্ট) পুরে (দেহনগরে) ন কুর্বন্ (না করিয়া, নিজ আত্মকর্তৃত্ব-রহিত হইয়া) ন কারয়ন্ এব (না করাইয়াও, দেহেন্দ্রিয়াদির কারয়িতৃত্বহীন হইয়া) আস্তে (অবস্থান করেন)॥ ১৩

কিন্তু যিনি পরমার্থদর্শী সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিবেক[১] বুদ্ধিদ্বারা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ—সমস্ত[২] কর্ম ত্যাগপূর্বক নিজে কিছু না করিয়া[৩] এবং দেহেন্দ্রিয়াদিকে কোন কর্মে প্রবর্তিত না করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি-সঙ্ঘাতে আত্মাভিমানশূন্য, নিরায়াস ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া নবদ্বার-বিশিষ্ট[৪] দেহনগরে অবস্থান করেন। ১৩

---

১ কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্মদর্শনরূপ বিবেকবুদ্ধি—(গীঃ ৪।১৮)

২ নিত্য—সন্ধ্যাবন্দনাদি অবশ্য কর্তব্য দৈনিক কর্ম। নৈমিত্তিক—নিমিত্তবশতঃ যাহা করিতে হয়, যথা—গৃহদাহ হইলে কোন বিশেষ যাগ করিতে হয়। কাম্য—স্বর্গাদিফলপ্রদ অশ্বমেধাদি কর্ম। (নিষ্কাম কর্মীর ত্যাজ্য।) নিষিদ্ধ—ব্রাহ্মণহত্যা ইত্যাদি। (সকলেরই ত্যাজ্য।)

৩ স্বভাবতঃই আত্মা কর্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্বাদিশূন্য। (গীঃ ২।২৫; ১৩।৩১ দ্রঃ)

৪ আত্মার উপলব্ধির দ্বারস্বরূপ সাতটী ছিদ্র মুখমণ্ডলে এবং মূত্র ও পুরীষ (মল) ত্যাগের জন্য দুইটী ছিদ্র নিম্ন দেহে আছে।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

প্রভুঃ (ঈশ্বর, আত্মা) লোকস্য (লোকের) ন কর্তৃত্বং (না কর্তৃত্ব) ন কর্মাণি (না [রথঘটপ্রাসাদাদি ঈপ্সিততম] বস্তু) ন কর্মফল-সংযোগং (না কর্মফলের সংযোগ) সৃজতি (সৃষ্টি করেন); তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (অবিদ্যারূপা প্রকৃতি, দৈবীমায়া) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়) ॥ ১৪

বিভুঃ (আত্মা) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ, দুষ্কৃতি) সুকৃতং চ (ও সুকৃতি, পুণ্য) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না)। অজ্ঞানেন ([পূর্বোক্ত] অজ্ঞান দ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেক, জ্ঞান) আবৃতং (আবৃত, আচ্ছন্ন); তেন (সেই হেতু) জন্তবঃ (জন্তুগণ, জীবগণ) মুহ্যন্তি (মোহগ্রস্ত হয়) ॥ ১৫

কারণ, প্রভু (আত্মা) মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম ও কর্মফল-প্রাপ্তি[১] সৃষ্টি করেন না; কিন্তু অবিদ্যারূপিণী মায়া[২] কর্তৃত্বাদি-রূপে প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ কর্তৃত্ব ও কারয়িতৃ-ত্বাদি আত্মাতে আরোপিত হয়। ১৪ (গীঃ ৭।১৩-১৪ দ্রষ্টব্য)

১ কারণ আত্মা কাহাকেও 'কর' বলিয়া নিয়োগ করেন না, সুতরাং কারয়িতা নহেন। তিনি প্রাণিগণের অভিলষিত রথঘটপ্রাসাদাদি বস্তুও নির্মাণ করেন না, অতএব তিনি কর্তাও নহেন। কিংবা তিনি যে, প্রাণিগণের কৃতকর্মের ফল প্রদান করেন এবং তজ্জন্য কর্মফলদাতা হন, তাহাও নহে। (গীঃ ৭।১৩-১৪ ও ১৩।৩১ দ্রষ্টব্য) স্বভাবতঃই আত্মা কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদিরহিত। নীলিমাশূন্য আকাশে যেমন নীলিমা ভ্রম হয় মাত্র, সেইরূপ আত্মাতে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি ভ্রম হয়। (গীঃ ১৩।২২ টীকা ৫-৬ দ্রষ্টব্য)।

২ (গীঃ ১৩।১৯-২১ দ্রঃ)

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥ ১৬

তু (কিন্তু) আত্মনঃ (আত্মার) জ্ঞানেন (জ্ঞানদ্বারা) যেষাং (যাঁহাদের) তৎ (সেই) অজ্ঞানং ([অনাদি] অজ্ঞান) নাশিতম্ (নষ্ট হইয়াছে), আদিত্যবৎ (আদিত্যের মত, সূর্যের ন্যায়) তেষাম্ (তাঁহাদের) জ্ঞানং (জ্ঞান) তৎ (সেই, শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ) পরম্ (পরমার্থতত্ত্বকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে)॥ ১৬

পরমার্থতঃ বিভু (আত্মা) কোন ভক্তের পাপ বা ভক্ত-প্রদত্ত পূজাজপহোমাদিরূপ পুণ্য[১] গ্রহণ করেন না। পূর্বোক্ত অবিদ্যার দ্বারা 'আমি কর্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্বাদিরহিত' —এই বিবেকজ্ঞান আবৃত বলিয়া প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ মোহবশতঃ 'আমি করি ও করাই', 'আমি ভোগ করি ও করাই'—ইত্যাদি ভ্রম করিয়া থাকে। ১৫

কিন্তু আত্মজ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য যেমন সকল রূপকে অবভাসিত করে, তেমন তাঁহাদের আত্মজ্ঞান শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ পরমার্থ-তত্ত্বকে (ব্রহ্মকে) সর্ববস্তুতে প্রকাশিত করে। ১৬[২]

১ বস্তুতঃ তিনি যে শরণাগত ভক্তের পাপ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করেন, অথবা তাঁহার পূজাদি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করেন, তাহাও নহে। অজ্ঞানবশতঃই আত্মা হইতে পরমেশ্বরের ভেদ কল্পনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজাদি ও ফল কামনা করা হয়।
—শঙ্করভাষ্য।

২ সূর্যের উদয়মাত্র যেমন (ঘটাদিপ্রকাশের আবরক) অন্ধকার নষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার ব্রহ্মস্বরূপতার আবরক অজ্ঞান বিদূরিত হয় এবং আত্মাই ব্রহ্ম এই জ্ঞান সাক্ষাৎ ব্যক্ত হয়।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

তৎ-বুদ্ধয়ঃ (যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ) তৎ-আত্মানঃ (ব্রহ্মে যাঁহাদের আত্মভাব) তৎ-নিষ্ঠাঃ (ব্রহ্মে স্থিত) তৎপরায়ণাঃ (ব্রহ্মপরায়ণ) জ্ঞান-নির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ ও পুণ্য ধৌত হইয়াছে [তাঁহারা] অপুনঃ-আবৃত্তিং (অপুনর্জন্ম, মোক্ষ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৭

পণ্ডিতাঃ এব (পণ্ডিতগণই, জ্ঞানিগণই) বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে (বিদ্বান্ ও বিনয়ী) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণে) গবি (গরুতে) হস্তিনি (হস্তিতে) শুনি চ (ও কুকুরে) শ্বপাকে চ (ও চণ্ডালে) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী, ব্রহ্মদর্শী) ॥ ১৮

যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মে যাঁহাদের আত্মভাব, ব্রহ্মে যাঁহাদের স্থিতি, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের সমস্ত পাপ ও পুণ্য বিধৌত হইয়াছে, তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন ; তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৭

বিদ্বান্ ও বিনয়ী ব্রাহ্মণে, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে ব্রহ্মজ্ঞানিগণ সমদর্শী অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করেন। ১৮[১]

---

১ সূর্য যেমন গঙ্গাজলে ও সুরাতে প্রতিবিম্বিত হইলে গঙ্গাজলের গুণে বা সুরার দোষে লিপ্ত হন না, সেইরূপ ব্রহ্ম শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বস্তুতে অবস্থিত হইলেও তাঁহাকে শুদ্ধি বা অশুদ্ধি স্পর্শ করে না।

—শ্রীমধুসূদন সরস্বতী।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন, চিত্ত) সাম্যে ([সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে] সমভাবে) স্থিতং (অবস্থিত, নিশ্চল), ইহ এব (এই জীবনেই) তৈঃ (তাঁহাদের দ্বারা) সর্গঃ (সৃষ্টি, জন্ম) জিতঃ (বিজিত, বশীকৃত)। হি (যেহেতু) [কুকুরাদিতে স্থিত হইলেও] ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমং (সর্বত্র এক) নির্দোষং ([তাহাদের গুণ-দোষাদি] বর্জিত) ; তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতাঃ (অবস্থিত) । ১৯

ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতঃ (অবস্থিত) স্থির-বুদ্ধিঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) অসংমূঢ়ঃ (মোহ-শূন্য) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞ) প্রিয়ং (প্রিয় বস্তু) প্রাপ্য (পাইয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (প্রহৃষ্ট হন না), অপ্রিয়ম্ চ (অপ্রিয় বস্তু) প্রাপ্য (পাইয়া) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না) ॥ ২০

[উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিতে এইরূপ সমদৃষ্টির জন্য দোষ-আশঙ্কা বারণ করিতেছেন।]

যাঁহাদের মন সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে সমভাবে নিশ্চল, ইহ জীবনেই তাঁহারা জন্ম জয় করেন ; কারণ, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণচণ্ডালাদিতে সর্বত্র এক এবং তাহাদের গুণ দোষাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানহীন, তাঁহাদিগকে দোষ-গন্ধও স্পর্শ করে না। ১৯

(গীঃ ১৩।২৭-২৮, ৩০-৩১ দ্রঃ)

নির্দোষ ব্রহ্মই সর্বভূতে এক আত্মা রূপে বিরাজিত,—এই প্রকার স্থিরবুদ্ধি ও জ্ঞানদ্বারা মোহশূন্য ব্রহ্মস্থিত পুরুষ প্রিয় বস্তু পাইয়া উৎফুল্ল বা অপ্রিয় বস্তু পাইয়া উদ্বিগ্ন হন না। ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্য শব্দাদি বিষয়ে) অসক্ত-আত্মা (অনাসক্তচিত্ত, প্রীতিবর্জিত) আত্মনি (প্রত্যগাত্মাতে) যৎ (যে) সুখম্ (সুখ) [তৎ] (তাহা) বিন্দতি (অনুভব করেন), সঃ (সেই) ব্রহ্ম-যোগ-যুক্তাত্মা (ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত যোগী) অক্ষয়ম্ (অক্ষয়, অব্যয়) সুখম্ (সুখ, ব্রহ্মানন্দ) অশ্নুতে (লাভ করেন) ॥ ২১

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), যে হি (যে সকল) সংস্পর্শ-জাঃ (বিষয়-জাত) ভোগাঃ (সুখভোগ), তে (তাহারা) দুঃখ-যোনয়ঃ এব (দুঃখের কারণই) আদি-অন্ত-বন্তঃ (আদি ও অন্তবিশিষ্ট) ; বুধঃ (জ্ঞানী) তেষু (তাহাতে, বিষয়সুখে) ন রমতে (রমণ, প্রীতিলাভ করেন না) ॥ ২২

যিনি বাহ্য শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত (প্রীতিবর্জিত) তিনি প্রত্যগাত্মাতে[১] বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষ শাশ্বত সুখ অনুভব করেন এবং ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা[২] হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হন। ২১

হে কৌন্তেয়, রূপ ও রসাদি বিষয় হইতে উৎপন্ন সুখ[৩] সদা দুঃখেরই কারণ ও অস্থায়ী (ক্ষণিক)। ইহা ইহ লোকে যেমন সত্য, পরলোকেও তেমনি সত্য, সেই জন্য জ্ঞানিগণ তাহাতে প্রীতিলাভ করেন না। ২২

---

১ আত্মা ত্বং পদের লক্ষ্য, ব্রহ্ম তৎপদবাচ্য। —ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা।

২ ব্রহ্মযোগ—ব্রহ্মেতে যোগ (সমাধি), ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বপ্রাপ্তি—তদ্দ্বারা যুক্ত (সমাহিত) আত্মা (অন্তঃকরণ, অখণ্ড সাক্ষাৎকাররূপ চিত্তবৃত্তি) যাঁহার, তিনি ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা।

৩ বিষয়সুখ দুঃখস্বরূপ, ভোগকালেও দুঃখপ্রদ।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

যঃ (যিনি) শরীর-বিমোক্ষণাৎ (শরীরত্যাগের) প্রাক্ (পূর্বে) কাম-ক্রোধ-উদ্ভবং ([শ্রূয়মাণ বা স্মর্যমাণ সুখের হেতুতে তৃষ্ণারূপ] কাম ও [অনিষ্টের হেতুতে দ্বেষরূপ] ক্রোধ হইতে উদ্ভূত) বেগম্ (বেগ) ইহ এব (এই জীবনে) সোঢ়ুং (সহ্য করিতে) শক্নোতি (সমর্থ হন). সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী), সঃ (তিনি) সুখী (আনন্দী) নরঃ (পুরুষ)॥২৩

যঃ (যিনি) অন্তঃ-সুখঃ (আত্মাতেই সুখী), অন্তঃ-আরামঃ (আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত), তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তঃ-জ্যোতিঃ এব

এই জীবনে যিনি আমরণ কাম[১] ও ক্রোধের[২] বেগ ধারণ করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী। ২৩

যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন ও বাহ্য বিষয়ে সুখ-শূন্য; যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত ও বাহ্য বিষয়ে ক্রীড়াশূন্য; এবং যিনি অন্তর্জ্যোতি[৩] ও ব্রহ্মস্বরূপ[৪]; তিনি ইহ জীবনেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। ২৪

---

১ শরীরে রোমাঞ্চ, হৃষ্টনেত্র ও হৃষ্টবদনাদি কামবেগের চিহ্ন।

২ শরীরে কম্প, প্রস্বেদ, অধরোষ্ঠের দংশন ও আরক্তনেত্র প্রভৃতি ক্রোধবেগের লক্ষণ।

৩ এক অদ্বিতীয় আত্মা জাগ্রদাদি সর্বাবস্থাতে স্বপ্রকাশ ও সত্য। ইন্দ্রিয়াদি অন্য সব তাঁহার প্রকাশে প্রকাশ এবং তাঁহাতে কল্পিত, মিথ্যা ও সুখহীন—এইরূপ জ্ঞানবান্। —ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা

৪ জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয় কালেই জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহদারণ্যক উপ ৪।৪।৬; ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নিজের ব্রহ্মত্বের জ্ঞানলাভ করেন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মনঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

(আত্মাই যাহার জ্যোতি), সঃ (সেই) যোগী (জ্ঞানী) ব্রহ্ম-ভূতঃ (বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ থাকিয়াই) ব্রহ্ম-নির্বাণম্ (ব্রহ্মানন্দ, মুক্তি) অধিগচ্ছতি (অধিগত, প্রাপ্ত হন)॥ ২৪

ক্ষীণ-কল্মষাঃ (পাপাদিদোষহীন) ছিন্ন-দ্বৈধাঃ (সংশয়শূন্য) যতাত্মানঃ (জিতেন্দ্রিয়) সর্বভূতহিতে (সকল জীবের কল্যাণে) রতাঃ (নিযুক্ত) ঋষয়ঃ (ঋষিগণ, সম্যগ্‌দর্শী সন্ন্যাসিগণ) ব্রহ্ম-নির্বাণং (ব্রহ্ম-নির্বাণ, মোক্ষ) লভন্তে (লাভ করেন)॥ ২৫

কাম-ক্রোধ-বিযুক্তানাং (কামক্রোধমুক্ত) যত-চেতসাম্ (সংযত-চিত্ত) বিদিত-আত্মনাম্ (আত্মজ্ঞ) যতীনাং (যতিদিগের, সন্ন্যাসিগণের) অভিতঃ (উভয়তঃ, দেহত্যাগের পূর্বে ও পরে) ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রহ্ম-নিবৃত্তি, মোক্ষ) বর্ততে (বিরাজ করে)॥ ২৬

যাঁহারা নিষ্কাম কর্মদ্বারা পাপমুক্ত, শ্রবণ ও মননদ্বারা সংশয়রহিত, নিদিধ্যাসনদ্বারা জিতেন্দ্রিয় এবং সকল জীবের কল্যাণে (আনুকূল্যে) নিরত, সেই সকল সম্যগ্‌দর্শী সন্ন্যাসিগণ ইহ জীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন। ২৫

কামক্রোধ হইতে মুক্ত, সংযত-চিত্ত, আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসিগণের জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরে ব্রহ্মনির্বাণ বিরাজ করে। সেই সকল জীবন্মুক্তগণের মৃত্যুর পরে আর দেহধারণ হয় না। ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

বাহ্যান্ (বাহ্য) স্পর্শান্ (বিষয়সমূহ) বহিঃ ([মন হইতে] বাহির, বিদূরিত) কৃত্বা (করিয়া) চক্ষুঃ চ (চক্ষু, দৃষ্টি) ভ্রুবোঃ (ভ্রূযুগলের) অন্তরে এব (মধ্যেই) [স্থাপয়িত্বা] (স্থাপন করিয়া) নাসা-অভ্যন্তর-চারিণৌ (নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল) প্রাণ-অপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ (সমান, [কুম্ভকের দ্বারা] ঊর্ধ্ব ও অধঃ গতিশূন্য) কৃত্বা (করিয়া) যত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়া) মোক্ষ-পরায়ণঃ (মুমুক্ষু) [এবং] বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত হইয়া) যঃ (যে) মুনি

[ঈশ্বরে সর্বভাব অর্পণপূর্বক তাঁহাতে সকল কর্ম সমর্পণ দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মযোগের (চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি ও সর্বকর্ম-সন্ন্যাসক্রমে) মোক্ষপ্রদত্ব এবং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের 'সদ্যোমুক্তি'[1] বলা হইয়াছে। ২৭শ ও ২৮শ শ্লোকদ্বয় সম্যগ্-দর্শনের অন্তরঙ্গ সাধনরূপ ধ্যানযোগের সূত্রস্থানীয়।]

বাহ্য বিষয় মন হইতে বাহির করিয়া, দৃষ্টি যেন[2] ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির করিয়া, নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধঃ গতি সমান (রোধ) করিয়া এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমপূর্বক ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন, তিনি জীবন্মুক্তই। ২৭-২৮

---

১ সদ্যোমুক্তি—জ্ঞানলাভকালেই জীবিতাবস্থায় ব্রহ্মরূপে অবস্থান এবং দেহান্তে অপুনর্জন্ম। ক্রমমুক্তির সংজ্ঞা (গীঃ ৮।২৭ টীকা ২ দ্রঃ)।

২ গীঃ—৬।১৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

([আত্মস্বরূপ] মননশীল ব্যক্তি) সদা (সর্বদা) [বর্তমান থাকেন], সঃ (তিনি) মুক্তঃ এব (বিমুক্তই) ॥ ২৭–২৮

মাং (আমাকে) যজ্ঞ-তপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যার) ভোক্তারং (ভোক্তা) সর্বলোক-মহেশ্বরং (সকল লোকের ঈশ্বর) সর্ব-ভূতানাং (সকল ভূতের) সুহৃদং (মিত্র, প্রত্যুপকারের নিরপেক্ষ উপকারী) জ্ঞাত্বা (আত্মরূপে জানিয়া) [যোগী] শান্তিম্ (শান্তি, মুক্তি) ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৯

[এই সমাহিতচিত্ত যোগিগণের দ্বারা কি বিজ্ঞেয় ? তাহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ।]

কর্তা ও দেবতারূপে আমি যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্বভূতের মিত্র,—এই প্রকারে আমাকে আত্মরূপে জানিয়া যোগী শান্তি (মুক্তি) লাভ করেন । ২৯

শ্রীভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্ম-সন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—কর্মফলং (কর্মফলের) অনাশ্রিতঃ (আশ্রয় বা অপেক্ষা না করিয়া) কার্যং (কর্তব্য, [অগ্নিহোত্রাদি] নিত্যকর্ম) কর্ম (কর্ম) যঃ (যিনি) করোতি (করেন), সঃ (তিনি) সন্ন্যাসী (সন্ন্যাসী) যোগী চ (ও যোগী) [কেবল] নিরগ্নিঃ (অগ্নিহীন, অগ্নিসাধ্য শ্রৌত কর্মাদিত্যাগী) ন (নহে), চ অক্রিয়ঃ (অগ্নিনিরপেক্ষ এবং তপোদানাদি স্মার্ত কর্মত্যাগী) ন (নহে)॥ ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—কর্মফলের আশা না করিয়া যিনি কর্তব্য (অগ্নিহোত্রাদি) নিত্য কর্ম করেন, তিনিও সন্ন্যাসী,[১] তিনিও যোগী[২]। অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত ও তপোদানাদি স্মার্তকর্ম যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, কেবল তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী নহেন। ১

১ যাঁহার সন্ন্যাস অর্থাৎ কাম্য কর্ম ত্যাগ হইয়াছে। (গীঃ ১৮।২ দ্রঃ)

২ চিত্তবিক্ষেপের কারণ কর্মফল; এই কর্মফলের বাসনা ত্যাগবশতঃ যাঁহার যোগ—চিত্ত সমাধান হইয়াছে। (গীঃ ১৮।১১)

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র), [শাস্ত্র] যং (যাহাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস) প্রাহুঃ (বলেন), যোগং (কর্মযোগকে) তং (তাহা, সেই সন্ন্যাস) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিবে)। হি (কারণ) অসংন্যস্ত-সংকল্পঃ (সংকল্পত্যাগী না হইলে) কঃ চন (কেহই) যোগী (কর্মযোগী) ন ভবতি (হইতে পারে না) ॥ ২

যোগম্ (ধ্যানযোগে) আরুরুক্ষোঃ (আরূঢ় হইতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (মুনির, কর্মফলত্যাগীর) কর্ম (নিষ্কাম-কর্মানুষ্ঠান) কারণম্ (কারণ, সাধন) উচ্যতে (উক্ত হয়)। যোগ-আরূঢ়স্য (ধ্যানযোগে আরূঢ় হইলে) তস্য এব (তাঁহারই) শমঃ (সর্বকর্মনিবৃত্তি) [যোগারূঢ়ত্বের] কারণম্ (কারণ, সাধন) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ৩

হে পাণ্ডব, শাস্ত্র যাহাকে সর্বকর্ম ও তৎফল ত্যাগরূপ সন্ন্যাস[১] বলেন, নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানরূপ যোগকে[২] তুমি সেই সন্ন্যাস বলিয়াই জানিবে। কারণ, সংকল্পশূন্য না হইলে (কর্মফলের বাসনা ত্যাগ না করিলে) কেহ কর্মযোগী হইতে পারে না। ২

যিনি কর্মফলত্যাগী ও ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ ধ্যানযোগে অনারূঢ় (ধ্যানযোগে অবস্থানে অশক্ত),

---

১ বৃহদারণ্যক উপ 'প্রব্রজন্তি,' ৪।৪।২২ ; গীতা ৬।১-৩ শ্লোকে ধ্যানযোগের যোগ্যতাসম্পাদক বলিয়া নিষ্কাম কর্মের স্তুতি করা হইয়াছে।

২ সন্ন্যাসী যেরূপ কর্ম ও তৎফলত্যাগী, কর্মযোগীও সেইরূপ কর্মফলের বাসনাত্যাগী। বৃহদারণ্যক উপ ৪।৪।২২, 'বেদানুবচনেন' ইত্যাদি।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে* ।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

হি (কিন্তু) যদা (যখন) সর্ব-সংকল্প-সন্ন্যাসী (সমস্ত সংকল্পত্যাগী) ইন্দ্রিয়-অর্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) ন অনুষজ্যতে (আসক্ত হন না), কর্মসু [চ] (ও [নিত্যনৈমিত্তিকাদি] কর্মে) ন ([আসক্ত] হন না) তদা (তখন) [তাঁহাকে] যোগ-আরূঢ়ঃ (যোগারূঢ়) উচ্যতে (বলা হয়)। ৪

তাঁহার পক্ষে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানই সাধন[১]। সেই নিষ্কাম কর্মী যখন যোগারূঢ় হঁন, তখন সর্বকর্ম হইতে নিবৃত্তিই তাঁহার যোগারূঢ়ত্বের সাধন[২]। অর্থাৎ যেমন যেমন তিনি কর্ম হইতে উপরত হন, তেমন তেমন তাঁহার চিত্ত সমাহিত হয় ও তিনি শীঘ্র যোগারূঢ় হন। ৩

যখন চিত্তসমাধান অভ্যাসকারী যোগী ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে সকল সংকল্পত্যাগ[৩] করিয়া শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মে প্রয়োজনাভাবে কর্তব্যবুদ্ধিশূন্য হন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয়। ৪

---

* অনুষজ্জতে ইতি পাঠান্তরম্

১ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ধ্যানযোগ প্রাপ্তির ইচ্ছা বিষয়ে সাধন। কর্মযোগ বহিরঙ্গ সাধন এবং ধ্যানযোগ অন্তরঙ্গ সাধন।—আনন্দগিরি।

২ আত্মসাক্ষাৎকাররূপ নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত লাভের সাধন।
—ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা।

৩ সংকল্প—শোভন-অধ্যাস—বিষয়ে মনোরমত্ববুদ্ধি। সর্বসংকল্প-ত্যাগের দ্বারা সকল কাম ও সকল কর্মত্যাগ সূচিত।—শঙ্করভাষ্য।
(গীঃ ৬।৩ দ্রঃ)

কাম, জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি ॥
—মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৭৭।২৫

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬

আত্মনা* (বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে, জীবাত্মাকে) [সংসাররূপ সাগর হইতে] উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে); আত্মানম্ (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (অবসন্ন বা অধোগামী করিবে না)। হি (কারণ) আত্মা এব (আত্মাই, মনই) আত্মনঃ (আত্মার, জীবাত্মার) বন্ধুঃ (বন্ধু, মুক্তির সহায়), আত্মা এব (মনই) আত্মনঃ (জীবাত্মার) রিপুঃ (শত্রু, মুক্তিবিরোধী)॥ ৫

যেন (যে) আত্মনা (আত্মার দ্বারা, বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা) আত্মা এব (আত্মা, দেহেন্দ্রিয়াদি) জিতঃ (বশীকৃত) [সঃ] আত্মা (সেই

মানুষ বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা আপনিই আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে (যোগারূঢ় করিবে); কখনও নিজেকে বিষয়াসক্ত করিবে না। কারণ, শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী[১] (মুক্তির হেতু) এবং বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু (বন্ধনের হেতু)। ৫ (ক)

যে বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইয়াছে, সেই সংযত মনই আত্মার বন্ধু। কারণ, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি-

---

অর্থাৎ হে কাম, তোমার মূল আমি জানি, সংকল্প হইতে তোমার জন্ম। তোমাকে আর সংকল্প করিব না; তাহা হইলে তুমি সমূলে বিনষ্ট হইবে।

১ অন্য বন্ধুগণ স্নেহপ্রীত্যাদি বন্ধন দ্বারা সংসার-মুক্তির সহায় না হইয়া প্রতিকূল হয়।

* গীতায় আত্মা শব্দটী ভূতাত্মা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা প্রভৃতি বহু অর্থে ব্যবহৃত।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

আত্মা, সেই মন) তস্য (সেই) আত্মনঃ (জীবাত্মার) বন্ধুঃ (মিত্র)। তু (কিন্তু) অনাত্মনঃ (যাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদি জিত হয় নাই, তাঁহার) আত্মা এব (আত্মাই, উচ্ছৃঙ্খল মনই) শত্রুবৎ (শত্রুর ন্যায়) শত্রুত্বে (শত্রুতায়) বর্তেত (প্রবৃত্ত হয়) ॥ ৬

পরমাত্মা (পরমাত্মা, ব্রহ্ম) জিতাত্মনঃ (জিতেন্দ্রিয়) প্রশান্তস্য (প্রশান্ত ব্যক্তির) সমাহিতঃ (সমাহিত, সাক্ষাৎ আত্মভাবে বর্তমান)। [তিনি] শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু (শীত ও উষ্ণে এবং সুখ ও দুঃখে) তথা (এবং) মান-অপমানয়োঃ (সম্মান ও অপমানে) [সম] (অবিচলিত) ॥ ৭

রহিত হইয়া সেই মনই[১] মুক্তির সহায়ক হয়। কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বিবেকশূন্য মন উচ্ছৃঙ্খল-প্রবৃত্তিবশতঃ শত্রুর ন্যায় স্বীয় অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ৬ (ক)

জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্ত যোগারূঢ় ব্যক্তির সাক্ষাৎ আত্মভাবে ব্রহ্ম বর্তমান থাকেন। এইরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে এবং সম্মান ও অপমানে অবিচলিত। ৭

১ যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্যঃ।—পঞ্চদশী, ১১।১১৩
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥—মৈত্রায়ণী উপ, ৪।১১
অর্থাৎ মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ হয়।

(ক) ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকদ্বয়ে মধুসূদন সরস্বতীকৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে* ॥ ৯

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বোপলব্ধিতে তৃপ্তচিত্ত) কূটস্থঃ (নির্বিকার) বিজিত-ইন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ (মাটি, পাথর ও সোণায় সমদর্শী) যোগী (যোগী) যুক্ত ইতি (যোগারূঢ় বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হন) ॥ ৮

সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে) সাধুষু (সাধুতে, শাস্ত্রানুবর্ত্তী ব্যক্তিতে) পাপেষু অপি চ (এবং পাপীতে, দুরাচারেতে) সম-বুদ্ধিঃ (সমজ্ঞান ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট হন) ॥ ৯

কারণ, যে যোগী শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বানুভূতিতে পরিতৃপ্ত, যিনি শীতোষ্ণাদিতে নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়, এবং যিনি মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী (হেয়-উপাদেয়-বুদ্ধিশূন্য) তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন। ৮

সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, দ্বেষ্য, বন্ধু, সদাচারী ও পাপীতে যাঁহার সমবুদ্ধি (ব্রহ্মবুদ্ধি) সুদৃঢ় হইয়াছে তিনিই যোগারূঢ়। ৯ (গীঃ ৫।১৮ দ্রঃ)

---

* বিমুচ্যতে ইতি বা পাঠঃ

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্* ॥ ১১

যোগী (ধ্যানযোগী) সততম্ (সদা) রহসি (নির্জনে) স্থিতঃ (থাকিয়া) একাকী (সঙ্গশূন্য) যত-চিত্ত-আত্মা (দেহ ও মন সংযত করিয়া) নিরাশীঃ (নিশ্চিন্ত, আকাঙ্ক্ষাহীন) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহ-শূন্য হইয়া) আত্মানং (আত্মা, অন্তঃকরণ) যুঞ্জীত (সমাহিত করিবেন) ॥ ১০

শুচৌ (শুদ্ধ ও বিবিক্ত) দেশে (স্থানে) স্থিরম্ (স্থির, নিশ্চল) ন অতি-উচ্ছ্রিতং (না অত্যুচ্চ) ন অতি-নীচং (অনতিনিম্ন) চৈল-অজিন-কুশ-উত্তরম্ (প্রথমে কুশ, তদুপরি ক্রমান্বয়ে ব্যাঘ্র বা মৃগচর্ম ও বস্ত্র-রচিত) আত্মনঃ (আত্মার, নিজের) আসনম্ (আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (প্রতিষ্ঠা, স্থাপন করিয়া) ॥ ১১

[যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্তির উপায় বর্ণনা করিতেছেন—]

নির্জন স্থানে যোগী একাকী (নিঃসঙ্গ) নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া দেহ ও মন সংযমপূর্বক অন্তঃকরণ সতত সমাহিত করিবেন। ১০

স্বভাবতঃ বা সংস্কারতঃ শুদ্ধ (ও বিবিক্ত) স্থানে[১] প্রথমে কুশ, তদুপরি যথাক্রমে মৃগচর্ম ও বস্ত্রদ্বারা রচিত নাতি উচ্চ বা নাতি নিম্ন স্বীয় স্থির আসন স্থাপন করিবে। ১১

* চেলাজিনকুশোত্তরম্ ইতি বা পাঠঃ

১ ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১৫) আছে: "শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ।" অর্থাৎ শুদ্ধস্থানে স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) করা উচিত। ভাষ্যকার শঙ্কর শুচি শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'বিবিক্ত ও অমেধ্যাদি রহিত'।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩

তত্র আসনে (সেই আসনে) উপবিশ্য (উপবেশন করিয়া) যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ (অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য সংযত করিয়া) মনঃ (মনকে) একাগ্রং (একাগ্র) কৃত্বা (করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্য) যোগম্ (ধ্যানযোগ) যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাস করিবে) ॥ ১২

কায়-শিরঃ-গ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গ্রীবাদেশ) সমম্ (সরল) অচলং (নিশ্চলভাবে) ধারয়ন্ (ধারণ করিয়া) স্থিরঃ (স্থির হইয়া) স্বং (স্বীয়) নাসিকা-অগ্রং (নাসিকার অগ্রভাগে) [যেন] সংপ্রেক্ষ্য (দৃষ্টি রাখিয়া) দিশঃ চ (ও দিক্‌সমূহ) ন অবলোকয়ন্ (অবলোকন না করিয়া) ॥ ১৩

যোগী সেই আসনে বসিয়া বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য সংযমপূর্বক চিত্তশুদ্ধির জন্য[১] একাগ্রমনে[২] যোগাভ্যাস করিবেন। ১২

মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক সরল ও নিশ্চল ভাবে ধারণ

১ গীঃ ৫।১১ ; ১৮।৪৬ এবং 'যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ' গীঃ ৪।৩০ দ্রঃ

২ ভগবান বুদ্ধ যোগাসনে বসিবার পূর্বে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন :—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

অর্থাৎ এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক ; ত্বক্, অস্থি ও মাংস ধ্বংস হউক। বহুকল্পদুর্লভ বোধি (জ্ঞান) লাভ না করিয়া এই আসন ত্যাগ করিব না। (এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া প্রত্যহ ধ্যানে বসিতে হয়।)

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫

প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত) বিগত-ভীঃ (নির্ভয়) ব্রহ্মচারি-ব্রতে (গুরু-সেবাদি ব্রতে) স্থিতঃ (অবস্থিত) মৎ-চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) মৎপরঃ (মৎ-পরায়ণ) মনঃ (মন) সংযম্য (সংযত করিয়া) যুক্তঃ (সমাহিত ভাবে) আসীত (অবস্থান করিবেন)॥ ১৪

যোগী (যোগী) এবং (এই প্রকারে) সদা (নিরন্তর) নিয়ত-মানসঃ (সংযতচিত্ত) আত্মানং (আত্মাকে, মনকে) যুঞ্জন্ (সমাহিত করিয়া) মৎসংস্থাম্ (আমার স্বরূপভূত) নির্বাণ-পরমাং (নির্বাণরূপ পরম) শান্তিম্ (শান্তি, মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (অধিগত, প্রাপ্ত হন)॥ ১৫

পূর্বক স্থির হইয়া ও কোন দিকে না তাকাইয়া[১] স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি[২] নিবদ্ধ করিবে। ১৩

প্রশান্তচিত্ত, ভয়রহিত, গুরুসেবাদি ব্রতে নিযুক্ত, মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ যোগী মন একাগ্র করিয়া ধ্যানাভ্যাস করিবেন। ১৪

[যোগের ফল বলিতেছেন—] যোগী এইরূপে সদা সংযত ভাবে মন সমাহিত করিয়া আমার স্বরূপভূত নির্বাণরূপ পরম শান্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ১৫

---

১ নাসিকাগ্র অবলোকনে দিকের অনবলোকন হয়।

২ নাসিকাগ্রদর্শন বিধান করা হইতেছে না; কেবল চক্ষুর অবস্থান নির্দেশ করিতেছেন। কারণ, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির হইলে মন নাসিকাগ্রেই স্থির হইবে। কিন্তু আত্মাতে মন সমাধানই উদ্দেশ্য। (গীঃ ৬।২৭ দ্রঃ)

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

অর্জুন (হে কৌন্তেয়), অতি-অশ্নতঃ (অতিভোজীর) তু (কিন্তু) যোগঃ (যোগ, ধ্যান) ন অস্তি (হয় না), চ (এবং) একান্তম্ (অত্যন্ত) ন-অশ্নতঃ (অনাহারীরও) ন (হয় না), অতি-স্বপ্ন-শীলস্য চ (ও অত্যন্ত নিদ্রালুর) ন (হয় না), জাগ্রতঃ এব চ (এবং অতি জাগরণশীলের বা অনিদ্রা-অভ্যাসীরও) ন (হয় না) ॥ ১৬

যুক্ত-আহার-বিহারস্য (পরিমিত আহার ও বিহারকারীর), কর্মসু ([জপপাঠাদি] কর্মসমূহে) যুক্ত-চেষ্টস্য (নিয়মিত চেষ্টাকারীর) যুক্ত-স্বপ্ন-অব-বোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির), যোগঃ (যোগ, ধ্যান) দুঃখ-হা (সংসারদুঃখনাশক) ভবতি (হয়) ॥ ১৭

অতিভোজীর,[১] একান্ত অনাহারীর, অত্যন্ত নিদ্রালুর এবং অতি অনিদ্রা-অভ্যাসীর যোগ (ধ্যান) হয় না। ১৬

যিনি পরিমিত আহার ও বিহার (পাদচারণ) করেন, এবং প্রণবজপ ও শাস্ত্রপাঠাদি কর্মে পরিমিত চেষ্টা করেন, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত[২] (কালে ও পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট), তাঁহার যোগ (ধ্যান) সংসারদুঃখের নাশক হয়। ১৭

---

১ অর্ধং সব্যঞ্জনান্নস্য তৃতীয়মুদকস্য তু।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥

অর্থাৎ যোগী ব্যঞ্জন ও অন্নদ্বারা উদরের অর্ধভাগ ও জলের দ্বারা এক চতুর্থাংশ পূর্ণ করিবেন এবং বায়ুসঞ্চরণের জন্য অবশিষ্ট চতুর্থাংশ শূন্য রাখিবেন।

২ রাত্রির আদি ও অন্তভাগে জাগরণ এবং মধ্যভাগে নিদ্রা।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

যদা (যখন) বিনিয়তং (সংযত) চিত্তম্ (চিত্ত, মন) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (অবস্থিত হয়), তদা (তখন) সর্বকামেভ্যঃ (সকল কামনা হইতে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়স্পৃহা হইতে) নিঃস্পৃহঃ (নিবৃত্ত ব্যক্তি) যুক্তঃ (সমাহিত) ইতি (এইরূপ) উচ্যতে (উক্ত হন) ॥ ১৮

যথা (যেমন) দীপঃ (প্রদীপ) নিবাতস্থঃ (নির্বাতস্থানে) ন ইঙ্গতে (কম্পিত হয় না), আত্মনঃ (আত্মার, অন্তঃকরণের) যোগম্ (নিরোধ) যুঞ্জতঃ (অভ্যাসকারী) যোগিনঃ (যোগীর) যতচিত্তস্য* (সংযতচিত্তের) সা (সেই) উপমা (দৃষ্টান্ত) স্মৃতা (জানিবে) ॥ ১৯

[১৮শ ও ১৯শ শ্লোকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বর্ণনা করিয়া ২০শ হইতে ২২শ শ্লোকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বর্ণনা করিতেছেন। ধ্যেয়াকার সত্ত্ববৃত্তি কিঞ্চিৎ পৃথগ্‌ভাবে জ্ঞাত হইলে তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সেই সত্ত্ববৃত্তিই পৃথগ্‌রূপে জ্ঞাত না হইলে তাহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।]

যখন যোগী সকল কামনা হইতে মুক্ত হন এবং তাঁহার চিত্ত বিশেষভাবে নিরুদ্ধ হইয়া বাহ্য চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক আত্মাতে অবস্থান করে, তখন তিনি যোগসিদ্ধ বলিয়া কথিত হন। ১৮

নির্বাত স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, অন্তঃকরণের নিরোধ অনুষ্ঠানকারী যোগীর একাগ্রীভূত

* যত যে চিত্ত যতচিত্ত (কর্মধারয় সমাস) তাহার।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

যত্র (যেখানে, যে অবস্থায়) যোগ-সেবয়া (যোগাভ্যাস দ্বারা) নিরুদ্ধং (নিরুদ্ধ, প্রত্যাহৃত) চিত্তম্ (মন) উপরমতে (উপরত হয়), যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (আত্মা—শুদ্ধ মন দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) তুষ্যতি (তুষ্ট হয়) ॥ ২০

যত্র (যেখানে, যে অবস্থায়) অয়ং (ইনি, এই যোগী) বুদ্ধি-গ্রাহ্যম্ (বুদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অবিষয়জনিত) আত্যন্তিকং (অনন্ত) যৎ (যে) সুখম্ (আনন্দ) তৎ (তাহা) বেত্তি (জানেন), চ (এবং) স্থিতঃ ([তত্ত্বে] স্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (আত্ম-স্বরূপ হইতে) ন এব চলতি (বিচলিত হন না) ॥ ২১

মনের সেই উপমা জানিবে, অর্থাৎ যোগীর চিত্ত সেইরূপ নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকে। ১৯

[২০শ হইতে ২২শ শ্লোক ২৩শ শ্লোকের সঙ্গে অন্বিত হইবে।]

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ ও উপরত হয় এবং যে অবস্থায় সমাধিপূত অন্তঃকরণদ্বারা পরম চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া প্রত্যগাত্মাতেই পরিতুষ্ট হন,—২০ (গীঃ ২।৫৫ দ্রঃ)

আত্মাকারা বুদ্ধি[১] দ্বারা গ্রাহ্য, ও ইন্দ্রিয়গোচরাতীত অর্থাৎ অবিষয়জনিত ব্রহ্মানন্দরূপ যে অনন্ত সুখ, তাহা যোগী যে

১ কঠ উপ ১।৩।১২ দ্রঃ

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

যং চ (ও যাহা, যে আত্মা) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অপরং (অপর) লাভং (আত্মলাভ) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) অধিকং (অধিক) ন মন্যতে (মনে করেন না), যস্মিন্ (যাহাতে, যে আত্মাতে) স্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) গুরুণা (গুরু, দুঃসহ) দুঃখেন অপি (দুঃখেও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না)—২২

তং (সেই) দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং (দুঃখ-সংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থা) যোগ-সংজ্ঞিতম্ (সমাধি বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে)। অনির্বিণ্ণচেতসা (নির্বেদরহিত চিত্তদ্বারা) সঃ (সেই) যোগঃ (যোগ) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) যোক্তব্যঃ (অভ্যাস করা কর্তব্য) ॥ ২৩

অবস্থায় অনুভব করেন এবং আত্মস্বরূপে সংস্থিতি হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না,—২১

যাহা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভ[১] তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না এবং যে আত্মতত্ত্বে অবস্থিত হইয়া শস্ত্রনিপাতাদিরূপ মহাদুঃখেও[২] বিচলিত হন না,—২২

নিখিল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ সেই আত্মাবস্থাবিশেষ-(ব্রাহ্মী স্থিতি)কে যোগ (সমাধি) বলিয়া জানিবে। নির্বেদশূন্য চিত্তে অধ্যবসায়[৩] সহকারে এই যোগ অভ্যাস করা উচিত। ২৩

১ আত্মলাভ অপেক্ষা পুরুষার্থভূত লাভান্তর নাই।— আনন্দগিরি।

২ অপরিপক্বযোগে দুঃখ অসহ্য হয়।

৩ নির্বেদশূন্যতা ও অধ্যবসায় যোগের সাধনরূপে বিহিত হইল।

সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

সংকল্প-প্রভবান্ (সংকল্পজাত) সর্বান্ (সকল) কামান্ (কামনা) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়-গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সমস্ত দিক্ হইতে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া)—২৪

ধৃতি-গৃহীতয়া (ধৈর্যযুক্ত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (উপরত হইবে)। মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মস্থ) কৃত্বা (করিয়া) কিঞ্চিৎ অপি (কিছুই) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না)॥ ২৫

সংকল্পজাত[১] সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া,—২৪

ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে উপরত করিবে, এবং আত্মাতে মনকে স্থাপন করিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না অর্থাৎ আত্মাই সব, আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই—এই প্রকারে তত্ত্বনিষ্ঠ হইবে। ইহাই যোগের পরম বিধি[২]। ২৫

(কঠ উপ ১।৩।১৩ এবং ২।৩।১০-১১ দ্রঃ)

১ সংকল্প—শোভনাধ্যাস অর্থাৎ বস্তুর মনোরমত্ব-জ্ঞান। তাহা হইতে 'এইটি আমার হউক' এইরূপ কামনা উৎপন্ন হয়।

২ পৃথগ্‌রূপে কথঞ্চিৎ জ্ঞায়মান ধ্যেয়াকার চিত্তবৃত্তি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি; পৃথগ্‌রূপে অজ্ঞায়মান উহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। উপরোক্ত ১৯শ শ্লোকে উভয়বিধ সমাধির সামান্য লক্ষণ বলিয়া ২০-২৫শ শ্লোকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষণ বলিয়াছেন।—আনন্দগিরি।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

চঞ্চলম্ (চঞ্চল) অস্থিরম্ (অস্থির) মনঃ (মন) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ে) নিশ্চরতি (ধাবিত হয়), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) নিয়ম্য (নিবৃত্ত, প্রত্যাহৃত করিয়া) এতৎ (ইহাকে, এই মনকে) আত্মনি এব (আত্মারই) বশং (বশে) নয়েৎ (আনিবে)॥ ২৬

প্রশান্ত-মনসং (প্রশান্তচিত্ত) শান্ত-রজসম্ (মোহাদিশূন্য) অকল্মষম্ (নিষ্পাপ) ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত) এনং (এই) যোগিনং হি (যোগীকেই) উত্তমম্ (পরম) সুখম্ (শান্তি) উপৈতি (আশ্রয় করে)॥ ২৭

[এইরূপে মনকে আত্মসংস্থ করিতে প্রবৃত্ত যোগী]

চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া ইহাকে আত্মাতেই স্থির[১] করিবেন। ২৬

---

১ শব্দাদি বিষয়ের যাথাত্ম্য (ব্রহ্মস্বরূপতা) নিরূপণ করিয়া বৈরাগ্য-ভাবনাদ্বারা মনকে আত্মবশে আনিবে। (নিদ্রাদিতে) লয়শূন্য ও (বিষয়াদিতে) বিক্ষেপশূন্য হওয়াই আত্মাতে মনের প্রশমন।

যথা—যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি………॥ তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়-ধারণাম্। —কঠ-উপ। ২।৩।১০—১১

অর্থাৎ যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয় ত্যাগপূর্বক মনের সহিত অবস্থান করে এবং বুদ্ধি কোন চেষ্টা করে না, সেই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে জ্ঞানিগণ যোগ বলেন। পতঞ্জলিমতে 'যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' সকল চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধই যোগ।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

এবম্ (এই প্রকারে) আত্মানং (আত্মাকে, মনকে) সদা (সর্বদা) যুঞ্জন্ (যোগস্থ করিয়া) বিগত-কল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী (যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্ (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) অত্যন্তং (নিরতিশয়) সুখম্ (সুখ) অশ্নুতে (লাভ করেন) ॥ ২৮

সর্বত্র (সর্বভূতে) সমদর্শনঃ (ব্রহ্মদর্শী) যোগযুক্তাত্মা (সমাহিত-চিত্ত পুরুষ) আত্মানং (আত্মাকে) সর্বভূতস্থম্ ([ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত] সকল ভূতে স্থিত) সর্বভূতানি চ (এবং [ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত] সকল ভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) ॥ ২৯

প্রশান্তচিত্ত, মোহাদি ক্লেশরূপ রজোবৃত্তিশূন্য, অধর্মাদি-বর্জ্জিত, ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মই সব এইরূপ নিশ্চয়বান্) যোগীই পরম সুখ লাভ করেন। ২৭

এইরূপে মনকে সদা যোগযুক্ত করিয়া নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্যন্তিকী শান্তিলাভ করেন। ২৮

[যোগের ফল সংসারদুঃখনাশক ব্রহ্মৈকত্ব-দর্শন বর্ণিত হইতেছে।]

সমাহিতচিত্ত পুরুষ সর্বভূতে নির্বিশেষ-ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শী হইয়া স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত সর্বভূতে[১] এবং সর্বভূতকে

১ যেরূপে এই দেহের আত্মা (সর্ব প্রত্যয়ের সাক্ষী) আমি, সেইরূপ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতের আত্মা আমি। আমি বিশ্বব্যাপী আত্মা।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১

যঃ (যিনি) সর্বত্র (সর্বভূতে) মাং (আমাকে) পশ্যতি (দেখেন), ময়ি চ (এবং আমাতে) সর্বং (জগৎ-প্রপঞ্চ, সর্বভূত) পশ্যতি (দেখে), অহং (আমি) তস্য (তাঁহার) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য, পরোক্ষ হই না)। স চ (এবং তিনি) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (প্রনষ্ট, পরোক্ষ হন না) ॥ ৩০

যঃ (যিনি) সর্বভূতস্থিতং (সর্বভূতে অবস্থিত) মাম্ (আমাকে) একত্বম্ (ব্রহ্মৈকত্বভাবে) আস্থিতঃ (প্রতিষ্ঠিত হইয়া) ভজতি (ভজনা করেন), সঃ (সেই) যোগী (জ্ঞানী) সর্বথা (সকল অবস্থায়) বর্তমানঃ অপি (বিদ্যমান থাকিয়াও) ময়ি (আমাতে) বর্ততে (অবস্থিতি করেন) ॥ ৩১

স্বীয় আত্মাতে[১] দর্শন করেন। ২৯ (গীঃ ৭।১৯ এবং ঈশোপনিষৎ ৬ দ্রষ্টব্য)

[আত্মৈকত্বদর্শনের ফল বলিতেছেন]

যিনি সর্বভূতে সকলের আত্মা বাসুদেব আমাকে দর্শন এবং সর্বাত্মা আমাতে ব্রহ্মাদি সর্বভূতকে দর্শন করেন, তাঁহার ও আমার একাত্মতাবশতঃ আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য (পরোক্ষ) হন না। ৩০ (গীঃ ৭।১৭-১৮ দ্রঃ)

সর্বভূতে প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত বাসুদেব আমাকে

১ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত কাহাকেও আত্মব্যতিরিক্ত দর্শন করেন না।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩

অর্জুন (হে পার্থ), যঃ (যিনি, যে যোগী) সর্বত্র (সকল ভূতে) আত্মৌপম্যেন (নিজের সহিত তুলনাদ্বারা) যদি বা সুখং (যদি সুখ) বা দুঃখং (বা দুঃখকে) সমং (সমভাবে) পশ্যতি (দেখেন), সঃ (সেই) যোগী (যোগী) পরমঃ (শ্রেষ্ঠ) মতঃ (আমার অভিপ্রেত)॥ ৩২

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—মধুসূদন (হে কৃষ্ণ), ত্বয়া (আপনার দ্বারা) সাম্যেন (সমত্বরূপ, সম্যগ্‌দর্শনরূপ) অয়ং (এই)

স্বীয় আত্মারূপে অভেদজ্ঞানে যিনি ভজনা করেন, অর্থাৎ আমি বাসুদেবই—এইরূপ অপরোক্ষানুভব করেন, সেই যোগী যে কোন অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও আমাতেই অবস্থিতি করেন; তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক কিছুই হইতে পারে না। ৩১

হে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের ন্যায়[১] অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। ৩২

অর্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন, সম্যগদর্শনরূপ যে সমত্ব-

১ যেমন আমার সুখ অনুকূল ও দুঃখ প্রতিকূল তেমনি সকল প্রাণীর সুখ অনুকূল ও দুঃখ প্রতিকূল ইহা জানিয়া তিনি সকল প্রাণীর সুখ আকাঙ্ক্ষা করেন এবং কোন প্রাণীর দুঃখ ইচ্ছা করেন না। সুতরাং তাঁহার প্রবৃত্তি অন্যের দুঃখের কারণ হয় না; বরং অন্যের দুঃখের নিবৃত্তির কারণ হয়। (শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রন্তিদেবের উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।)

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

•যঃ (যে) যোগঃ (যোগ) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল), চঞ্চলত্বাৎ ([মনের] চাঞ্চল্য-বশতঃ) এতস্য (ইহার) স্থিরাম্ (স্থির, অচল) স্থিতিম্ (অবস্থিতি) অহং (আমি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না)॥ ৩৩

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), হি (যেহেতু) মনঃ (মন) চঞ্চলং (চঞ্চল), প্রমাথি ([শরীর ও ইন্দ্রিয়ের] বিক্ষোভকর), বলবৎ (বলবান, প্রবল), দৃঢ়ম্ ([বিষয়বাসনাপূর্ণ বলিয়া] দুর্ভেদ্য), অহং (আমি) তস্য (তাহার) নিগ্রহং (নিরোধ) বায়োঃ ইব (বায়ু-নিরোধের ন্যায়) সুদুষ্করম্ (অতি-দুষ্কর) মন্যে (মনে করি)॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—মহাবাহো (হে মহাবীর), মনঃ (মন) দুর্নিগ্রহং (দুর্নিরোধ, দুঃশাসন), চলম্ (চঞ্চল) অসংশয়ং

যোগ আপনি ব্যাখ্যা করিলেন, আমার মনের চঞ্চলস্বভাববশতঃ আমি ইহার নিশ্চলস্থিতি দেখিতে পাইতেছি না। ৩৩

হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল, প্রবল এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ-উৎপাদক। ইহাকে বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্ত করা অতিশয় কঠিন। সেই জন্য উহার নিরোধ আকাশস্থ বায়ুকে পাত্রবিশেষে আবদ্ধ করার ন্যায় দুঃসাধ্য মনে করি। ৩৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো, মন যে দুর্নিরোধ

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭

(সন্দেহ নাই)। তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), অভ্যাসেন (ধ্যানের অভ্যাসদ্বারা) বৈরাগ্যেণ চ (এবং বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণাদ্বারা) [উহা] গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়, সংযত হয়) ॥ ৩৫

অসংযত-আত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) যোগঃ (যোগ, সমাধি) দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য, অসম্ভব) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিমত)। তু (কিন্তু) যততা (যত্নশীল) বশ্যাত্মনা (বশীভূতচিত্ত ব্যক্তিদ্বারা) উপায়তঃ (বিহিত উপায়ে) [ইহা] অবাপ্তুম্ (লাভ করা) শক্যঃ (সম্ভব) ॥ ৩৬

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—কৃষ্ণ (হে ভগবান), শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অযতিঃ (যত্নহীন ব্যক্তি) যোগাৎ (যোগ হইতে)

ও চঞ্চল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, ধ্যানাভ্যাস এবং ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা দ্বারা উহাকে সংযত করা যায়। ৩৫

অসংযত ব্যক্তির পক্ষে যোগ (সমাধি) দুষ্প্রাপ্য—ইহা আমার অভিমত ; কিন্তু পুনঃ পুনঃ যত্নশীল ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত উপায় (অভ্যাস ও বৈরাগ্য) দ্বারা এই যোগ লাভ করিতে পারেন। ৩৬

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধাবান্ যত্নহীন ব্যক্তি

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
এতন্মে* সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

চলিত-মানসঃ (ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) যোগ-সংসিদ্ধিম্ (যোগসিদ্ধি) অপ্রাপ্য (প্রাপ্ত না হইয়া) কাং (কি) গতিং (গতি) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ? ৩৭

মহাবাহো (হে কৃষ্ণ), ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মলাভের) পথি (পথে) বিমূঢ়ঃ (মূঢ়) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়-বিভ্রষ্টঃ ([কর্ম ও ধ্যান] উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট) ছিন্ন-অভ্রম্ ইব (ছিন্ন মেঘ-খণ্ডের ন্যায়) কচ্চিৎ (কি) ন নশ্যতি (নষ্ট হন না) ? ৩৮

কৃষ্ণ (হে ভগবন্), মে (আমার) এতৎ (এই) সংশয়ম্ (সংশয়, সন্দেহ) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ছেত্তুম্ (ছেদন করিতে) [আপনি] অর্হসি (যোগ্য)। হি (যেহেতু) ত্বৎ-অন্যঃ (আপনি ভিন্ন অন্য কোনও [ঋষি বা দেবতা]) অস্য (এই) সংশয়স্য (সংশয়ের) ছেত্তা (ছেদক, নিবর্তক) ন উপপদ্যতে (উপপন্ন, যোগ্য নয়) ॥ ৩৯

যোগচ্যুত (যোগভ্রষ্ট) হইয়া যোগে সিদ্ধিলাভ না করিলে কোন্ গতি প্রাপ্ত হন ? ৩৭

হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে কর্মমার্গ ও ধ্যানমার্গ হইতে ভ্রষ্ট বিমূঢ় ও নিরাশ্রয় যোগী সংছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় কি বিনষ্ট হন না ? ৩৮

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে দূর করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ। কারণ, আপনি ভিন্ন অন্য

* এতং মে ইতি চ পাঠঃ। নীলকণ্ঠ মতে এতন্মে আর্ষ প্রয়োগ।

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—পার্থ (হে অর্জুন), তস্য (তাঁহার) ইহ (ইহলোকে) বিনাশঃ (পাতিত্য, শিষ্টগণ কর্তৃক নিন্দা) ন বিদ্যতে (হয় না), অমুত্র এব (পরলোকেও) ন ([নরকাদিলাভ] হয় না)। তাত (হে বৎস), হি (যেহেতু) কল্যাণ-কৃৎ (শুভকারী) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গতিং (দুর্গতি, অধোগতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৪০

যোগভ্রষ্টঃ (যোগচ্যুত ব্যক্তি) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিগণের) লোকান্ (শুভ লোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) শাশ্বতীঃ (বহু) সমাঃ (বৎসর) উষিত্বা ([তথায়] বাস করিয়া) শুচীনাং (সদাচারবান্) শ্রীমতাং (শ্রীমানের, ধনীর) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন) ॥ ৪১

কোনও ঋষি বা দেবতা আমার এই সংশয় দূর করিতে পারিবেন না। ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, বৈদিক কর্ম ত্যাগ করা সত্ত্বেও যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহ লোকে পতিত ও নিন্দিত, বা পরলোকে (মনুষ্য অপেক্ষা) হীনজন্ম প্রাপ্ত হন না। কারণ, হে বৎস, শুভানুষ্ঠানকারী (কল্যাণকারী) ব্যক্তির কখনও দুর্গতি হয় না। ৪০

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোকাদি শুভ (ঊর্ধ্ব) লোক লাভ করিয়া তথায় বহু বৎসর বাস করেন। অনন্তর সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্* ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

অথবা (অথবা) ধীমতাম্ (ধীমান্, জ্ঞানবান্) যোগিনাম্ (যোগিগণের) কুলে এব (কুলেই, বংশেই) ভবতি (জাত হন)। ঈদৃশম্ (এইরূপ) যৎ জন্ম (যে জন্ম) এতৎ হি (ইহাই) লোকে (জগতে) দুর্লভতরং (অতিদুর্লভ) ॥ ৪২

কুরুনন্দন (হে কুরুপুত্র), তত্র (তথায়, সেই জন্মে) পৌর্বদেহিকম্ (পূর্বদেহে প্রাপ্ত) তং (সেই) বুদ্ধি-সংযোগং (মোক্ষপর বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ) লভতে (লাভ করেন)। ততঃ (পূর্বজন্মকৃত সাধন হইতে, পূর্বজন্মের সংস্কারের উদ্বোধন-বশতঃ) সংসিদ্ধৌ চ (ও সিদ্ধি-লাভের জন্য) ভূয়ঃ (অধিকতর) যততে (প্রযত্ন করেন) ॥ ৪৩

অথবা, যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান্ যোগিগণের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃশ জন্ম জগতে দুর্লভ। ৪২

[৪১শ শ্লোকোক্ত যোগভ্রষ্ট অল্পকাল যোগাভ্যাসী এবং ৪২শ শ্লোকোক্ত যোগভ্রষ্ট চিরাভ্যস্ত যোগী। ৪২শ শ্লোকোক্ত জন্ম ৪১শ শ্লোকোক্ত জন্ম অপেক্ষা দুর্লভতর।]

হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট পুরুষ সেই দেহে পূর্ব জন্মের সংস্কারানুযায়ী বুদ্ধি লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য অধিকতর প্রযত্ন করেন। ৪৩

* পৌর্বদৈহিকম্ ইতি চ পাঠঃ।

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

সঃ (তিনি) অবশঃ অপি (অবশ হইয়াও, যত্ন না করিলেও) তেন (সেই) পূর্ব-অভ্যাসেন এব (পূর্বাভ্যাসের দ্বারাই) হ্রিয়তে ([যোগসাধনে] আকৃষ্ট হন)। যোগস্য (যোগের স্বরূপ) জিজ্ঞাসুঃ অপি (জানিতে ইচ্ছুক হইয়া) [যোগমার্গে প্রবৃত্ত যোগভ্রষ্টও] শব্দ-ব্রহ্ম (বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানের ফল) অতিবর্ততে (অতিক্রম করেন) ॥ ৪৪

তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ ([পূর্বজন্মকৃত] প্রযত্ন অপেক্ষা) যতমানঃ (অধিকতর যত্ন করিয়া) সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হইয়া) যোগী (যোগী) অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ (বহু জন্মের সাধনফলে) ততঃ (অনন্তর) পরাং (পরম) গতিম্ (গতি, মোক্ষ) যাতি (লাভ করেন) ॥ ৪৫

তিনি (যোগভ্রষ্ট) পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ যেন অবশ হইয়াও যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন। যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যোগমার্গে প্রবৃত্ত যোগভ্রষ্টও বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানের ফল অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করেন। আর যিনি যোগের স্বরূপ জানিয়া তন্নিষ্ঠ হইয়া যোগাভ্যাস করেন, তাঁহার কথা বলাই বাহুল্য। ৪৪

যোগী ইহ জন্মে পূর্বজন্মকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া পাপমুক্ত হন। অনন্তর পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনসঞ্চিত সংস্কারদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥ ৪৬
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে
ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

যোগী (যোগী) তপস্বিভ্যঃ ([কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি] তপঃপরায়ণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ)। জ্ঞানিভ্যঃ অপি (শাস্ত্রার্থপণ্ডিতগণ, শাস্ত্রজ্ঞানবানগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), যোগী (যোগী) কর্মিভ্যঃ চ ([অগ্নিহোত্রাদি] কর্মিগণ হইতে) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) [ইহা আমার] মতঃ (মত)। তস্মাৎ (অতএব) অর্জুন (হে পার্থ), যোগী (যোগী) ভব (হও)। ৪৬

যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) মদ্গতেন (মদ্গত) অন্তরাত্মনা (চিত্তদ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করেন), সঃ (তিনি)

যোগী কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞপরায়ণ কর্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। ৪৬

যিনি শ্রদ্ধার সহিত মদ্গতচিত্তে[১] আমার ভজনা করেন,

---

১ গীঃ ৭।১ আশয় দ্রঃ

সর্বেষাং (সকল) যোগিনাম্ অপি ([রুদ্রাদিত্যাদিধ্যানপর] যোগিগণের মধ্যেও) যুক্ততমঃ (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) [ইহা] মে (আমার) মতঃ (সিদ্ধান্ত, মত) ॥ ৪৭

তিনি রুদ্রাদিত্যাদিধ্যানপর সকল যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ (উৎকৃষ্ট), ইহা আমার অভিমত[১] । ৪৭

[এই অধ্যায়ের শেষের শ্লোক দুইটী পরবর্তী (৭ম) অধ্যায়ের সূচনাস্বরূপ ।]

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

১ যিনি ভগবানের সগুণ বা নির্গুণ স্বরূপ যথোক্তচিত্তে শ্রদ্ধাপূর্বক অনবরত অনুসন্ধান করেন, তিনি যুক্তগণের মধ্যে অতিশয় যুক্ত (শ্রেষ্ঠ)—ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়। সিদ্ধসংকল্প ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কখনও অন্যথা হয় না। —আনন্দগিরি ।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—পার্থ (হে অর্জুন), ময়ি (আমাতে) আসক্ত-মনাঃ (নিবিষ্টচিত্ত) মৎ-আশ্রয়ঃ (আমার আশ্রিত হইয়া) যোগং (যোগ) যুঞ্জন্ (যুক্ত হইয়া, অভ্যাস করিয়া) সমগ্রং ([ঐশ্বর্যাদি-সম্পন্ন] পূর্ণস্বরূপে, সগুণ ও নির্গুণরূপে) মাম্ (আমাকে) অসংশয়ং (নিঃসংশয়ে) যথা (যেরূপে) জ্ঞাস্যসি (জানিবে), তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ১

["ইহা আমার তত্ত্ব, এই প্রকারে মদ্গত-চিত্ত হওয়া যায়"—শ্রীভগবান্ স্বয়ং এই অধ্যায়ে তাহা বলিতেছেন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, ভক্ত সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হইয়া (অগ্নিহোত্রাদিযজ্ঞ, দান বা তপস্যাদি কর্মের ফলের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া) আমাতে মনোনিবেশপূর্বক যোগাভ্যাস করিলে বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্যাদি-সম্পন্ন পূর্ণস্বরূপে (সগুণ ও নির্গুণরূপে) আমাকে নিঃসংশয়ে যেরূপে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। ১

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

অহং (আমি) তে (তোমাকে) ইদং (এই) সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান-সহিত, অপরোক্ষ অনুভবের সহিত) জ্ঞানম্ ([সদ্‌বিষয়ক] জ্ঞান) অশেষতঃ (নিঃশেষে) বক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) [স্বানুভবের সহিত] জ্ঞাত্বা (জানিলে, লাভ করিলে) ইহ (এখানে) ভূয়ঃ (পুনঃ, আর) অন্যৎ (অন্য কিছু) জ্ঞাতব্যম্ (জ্ঞাতব্য বিষয়) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে না) ॥ ২

সহস্রেষু (সহস্র সহস্র) মনুষ্যাণাং (মনুষ্যের মধ্যে) কশ্চিৎ (কদাচিৎ কেহ) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধিলাভের জন্য, আত্মজ্ঞানের জন্য) যততি (যত্ন করেন)। যততাম্ (যত্নশীল) সিদ্ধানাম্ অপি (সিদ্ধগণের—মুমুক্ষুগণের মধ্যেও) কশ্চিৎ (কেহ) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানিতে পারেন) ॥ ৩

অপরোক্ষ অনুভূতির সহিত মদ্‌বিষয়ক এই জ্ঞান নিঃশেষে তোমাকে উপদেশ দিব। স্বানুভূতির সহিত তাহা লাভ করিলে সংসারে আর অন্য কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না[১]। ২

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য প্রযত্ন করেন; আর প্রযত্নশীল মুমুক্ষুগণের মধ্যেও কচিৎ কেহ আমাকে স্বরূপতঃ (স্বীয় আত্মারূপে) জানিতে পারেন। (কারণ ব্রহ্মজ্ঞান অতিশয় দুর্লভ)। ৩

---

১ এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সবই জ্ঞাত হয়; এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান। (ক) "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। মুণ্ডক উপ—১।১।৩ অর্থাৎ কাহাকে জানিলে এই সকল জ্ঞাত হয়? (খ) 'যেন

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫

ভূমিঃ (ক্ষিতি) আপঃ (জল) অনলঃ (অগ্নি) বায়ুঃ (বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ ([সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক] মন) বুদ্ধিঃ ([নিশ্চয়াত্মিকা] বুদ্ধি) অহঙ্কারঃ এব চ (ও অহঙ্কার) ইতি (এই) মে (আমার) অষ্টধা (অষ্টবিধ) ভিন্না (বিভক্ত) ইয়ং (এই, চৈতন্য-প্রকাশ্য) প্রকৃতিঃ (ঐশ্বরী মায়া) ॥ ৪

মহাবাহো (হে মহাবীর), ইয়ম্ (এই পূর্বোক্ত প্রকৃতি) অপরা

[চেতন ও অচেতন জগৎপ্রপঞ্চ আত্মাতে কল্পিত—ইহা বুঝাইতেছেন।]

ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ঐশ্বরী মায়াশক্তি বিভক্ত। ৪

[এই জগৎপ্রপঞ্চ পঞ্চভূতের সমষ্টি। এই স্থানে ভূমি ইত্যাদি পঞ্চভূতবাচক শব্দে সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চ তন্মাত্রকে বুঝায়। সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন=মনের কারণ অহঙ্কার; নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি=অহঙ্কারের কারণ মহত্তত্ত্ব; অহঙ্কার=অব্যক্ত মূল প্রকৃতি। গীঃ ১৩।৫-৬ দ্রষ্টব্য।]

হে মহাবাহো, ইহা আমার অনর্থকারী বন্ধনাত্মিকা অপরা (নিকৃষ্টা) প্রকৃতি [১]। কিন্তু ইহা হইতে ভিন্ন অত্যন্ত

অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতং' অর্থাৎ যাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলে অশ্রুত শ্রুত, অমত মত ও অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়। —ছান্দোগ্য উপ—৬।১।৩

১ শ্বেতাশ্বতর উপ ৪।১০ দ্রঃ

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

(অপরা, নিকৃষ্টা); তু (কিন্তু) ইতঃ (ইহা হইতে) অন্যাং (পৃথক্) জীবভূতাং (জীবরূপ, চেতনস্বরূপ) মে (আমার) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) বিদ্ধি (অবগত হও); যয়া (যাহারদ্বারা) ইদং (এই) জগৎ (জগৎপ্রপঞ্চ) ধার্যতে (বিধৃত আছে) ॥ ৫

সর্বাণি (সকল, জড় ও চেতন) ভূতানি (ভূত) এতৎ-যোনীনি (ইহা [এই উভয় প্রকৃতি] হইতে উৎপন্ন) ইতি (ইহা) উপধারয় (ধারণা কর)। [সেই হেতু] অহং (আমি) কৃৎস্নস্য (সমগ্র) জগতঃ (জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তি) তথা (এবং) প্রলয়ঃ (প্রলয়) ॥ ৬

স্বতন্ত্র আমার আত্মভূত বিশুদ্ধ জীবরূপী প্রকৃষ্টা প্রকৃতি অবগত হও। জগতের অন্তঃপ্রবিষ্ট সেই জীবভূতা[১] প্রকৃতি এই জগৎপ্রপঞ্চ ধারণ[২] করিয়া আছেন। ৫

আমার এই উভয় প্রকৃতি হইতে জড় ও চেতন সর্বভূত উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা ধারণা কর। অতএব আমি সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়স্বরূপ অর্থাৎ উক্ত প্রকৃতিদ্বয়দ্বারা আমি[৩] (সর্বজ্ঞ ঈশ্বর) জগতের কারণস্বরূপ। ৬

(গীঃ ১৩। ২০ ; ১৪।৩-৪ দ্রঃ)

১ প্রাণধারণের নিমিত্তভূত ক্ষেত্র (গীঃ ১৩।১)। বিদ্যাশক্তি-অবচ্ছিন্ন চেতন পুরুষকেও এখানে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। ভোক্তৃত্ব আছে বলিয়া অপরা প্রকৃতি হইতে ইঁহার শ্রেষ্ঠত্ব।—আনন্দগিরি।

২ স্বকর্মদ্বারা ধারণ।—শ্রীধরস্বামী।

৩ অপরা প্রকৃতি অচেতন বলিয়া ও জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া সৃষ্টিকার্যে উভয়েই অসমর্থ।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন), মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠতর কারণ) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অস্তি (নাই) ; সূত্রে (সূত্রে গ্রথিত) মণিগণাঃ (মণিসমূহের) ইব (ন্যায়) ইদং (এই, পরিদৃশ্যমান) সর্বম্ (জগৎ) ময়ি (আমাতে) প্রোতং (অনুগত, অনুস্যূত, অনুবিদ্ধ) ॥ ৭

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), অহম্ (আমি) অপ্সু (জলে) রসঃ (রস), শশি-সূর্যয়োঃ (চন্দ্রে ও সূর্যে) প্রভা (জ্যোতিঃ), সর্ববেদেষু (চারি বেদে) প্রণবঃ (ওঁকার), খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দ), নৃষু (মনুষ্য মধ্যে) পৌরুষম্ (পুরুষকার) অস্মি (হই) ॥ ৮

হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা জগতের শ্রেষ্ঠতর কারণান্তর নাই। যেমন দীর্ঘ তন্তুসমূহে পট বা সূত্রে মণিসমূহ গ্রথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মভূত আমাতে অনুস্যূত ও বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ৭

[কি কি ধর্মবিশিষ্ট আপনাতে সমগ্র জগৎ বিধৃত রহিয়াছে?]

হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যে জ্যোতিঃ, চতুর্বেদে ওঁকার, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্যমধ্যে পুরুষকার-রূপে বিরাজ করি। ৮

[জলের সার রস, আমি সেই রসস্বরূপ ; এজন্য জল আমাতে অনুস্যূত। এই প্রকার ৮ হইতে ১১ শ্লোকে যোজনা করিতে হইবে।]

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

[আমি] পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) পুণ্যঃ (পবিত্র) গন্ধঃ (গন্ধ), চ বিভাবসৌ (এবং অগ্নিতে) তেজঃ (দীপ্তি) অস্মি (হই); চ (এবং) সর্বভূতেষু (সকলভূতে) জীবনং (আয়ু, প্রাণ) চ তপস্বিষু (ও তপস্বিগণে) তপঃ (তপ, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনের সামর্থ্য) অস্মি (হই) ॥ ৯

পার্থ (হে অর্জুন), মাং (আমাকে) সর্বভূতানাং ([স্থাবর জঙ্গম] সকল ভূতের) সনাতনম্ (নিত্য, চিরন্তন, কারণান্তরশূন্য) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জানিবে)। অহম্ (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমান্ বা বিবেকিগণের) বুদ্ধিঃ (বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, বিবেকশক্তি), তেজস্বিনাম্ (তেজস্বী বা প্রগল্ভদিগের) তেজঃ (প্রাগল্ভ্য) অস্মি (হই) ॥ ১০

আমি পৃথিবীতে পবিত্র[১] গন্ধ, অগ্নিতে দীপ্তি, সর্বভূতে আয়ু ও তপস্বিগণের মধ্যে তপঃশক্তিরূপে বিরাজ করি। ৯

হে পার্থ, আমাকে স্থাবর ও জঙ্গম সকল ভূতের সনাতন কারণ বলিয়া জানিবে। আমি বিবেকিগণের নিত্যানিত্য-বিবেকরূপ বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃস্বরূপ। ১০

১ পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ, অর্থাৎ স্বভাবতঃ পৃথিবীর গন্ধ পবিত্র। সেইরূপ জল প্রভৃতির গুণ রসাদিও পবিত্র। কিন্তু অপবিত্রতা প্রাণীদিগের অধর্মাদিকে অপেক্ষা করিয়া ভূতবিশেষ-সংসর্গ-নিমিত্ত হইয়া থাকে।

বলং বলবতাং চাহং* কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১
• যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২

ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ), অহং (আমি) বলবতাং (বলবানগণের) কামরাগ-বিবর্জিতম্ (কামরাগ-বিহীন) বলং (সামর্থ্য) চ (এবং) ভূতেষু (ভূতগণের মধ্যে, দেহিগণের মধ্যে) ধর্ম-অবিরুদ্ধঃ (ধর্মের অর্থাৎ শাস্ত্রের অবিরোধী) কামঃ (অভিলাষ) অস্মি (হই) ॥ ১১

যে চ এব (এবং যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) ভাবাঃ (চিত্ত-পরিণাম), যে (যে সকল) রাজসাঃ (রাজসিক চিত্তপরিণাম), তামসাঃ চ (এবং তামসিক চিত্তপরিণাম), তান্ (সেই সকল) মত্তঃ এব (আমা হইতেই [উৎপন্ন]) ইতি (ইহা) বিদ্ধি (জানিবে)। তু (কিন্তু) অহং (আমি) ন তেষু (তাহাদিগের [অধীন] নই); তে (তাহারা) ময়ি (আমার [অধীন]) ॥ ১২

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, আমি বলবান্‌গণের কামরাগ-বর্জিত[১] দেহ ধারণের উপযোগী সামর্থ্য। ধর্মশাস্ত্রে অবিরোধী, দেহ-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্নজলাদিবিষয়ক কামনারূপে আমি দেহিগণের মধ্যে বিরাজমান। ১১

প্রাণিগণের যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব[২] স্বকর্মবশে উৎপন্ন হয়, তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে। যদিও তাহারা আমা হইতে উৎপন্ন, তথাপি জীবের

---

* অস্মি ইতি পাঠান্তরম্

১ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছাই কাম এবং প্রাপ্ত বস্তুর নশ্বরতা সত্ত্বেও তাহার চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাসপূর্বক তাহাকে ভালবাসাই রাগ।

২ সাত্ত্বিক—শমদমাদি; রাজসিক—হর্ষাদি; তামসিক—শোকমোহাদি।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

এভিঃ (এই, পূর্বোক্ত) ত্রিভিঃ (তিন) গুণময়ৈঃ (সত্ত্বাদিগুণ-বিকার) ভাবৈঃ ([সুখ-দুঃখ-মোহাদি] ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (বিবেকশূন্য হইয়া, ভ্রান্ত হইয়া) ইদং (এই) সর্বম্ (সমস্ত) জগৎ (জগৎ, প্রাণিনিচয়) এভ্যঃ (এই সকল হইতে, ত্রিগুণময় ভাব হইতে) পরম্ (ব্যতিরিক্ত, অতীত) অব্যয়ম্ (অনাদি, সর্ব-বিকার-বর্জিত) মাম্ (আমাকে, পরমেশ্বরকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥ ১৩

হি (যেহেতু, কারণ) এষা (এই, অনুভবসিদ্ধা) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী)

ন্যায় আমি সেই সকল ভাবের অধীন[১] নহি, কিন্তু সেই সকল ভাব আমার অধীন (বশীভূত)। ১২

ত্রিগুণের বিকার এই সুখদুঃখমোহাদি ভাবের দ্বারা জগতের প্রাণিসমূহ ভ্রান্ত হইয়া এই সকল ভাবের অতীত আমার অব্যয় নিরুপাধি স্বরূপ জানিতে পারে না। ১৩

(গীঃ ৩।৫, ২৭, ২৯ ; ১৩।২১ ; ১৪।৫-৮, ১৯-২০ ; ১৮।৪০ দ্রঃ।)

কারণ, আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া[২]

---

১ আমি পরমার্থ সৎবস্তু ; তাহারা আমাতে কল্পিত। কল্পিত বস্তুর সত্তা অধিষ্ঠানের সত্তাদ্বারা অবভাসিত হইয়া থাকে। স্থাণুতে পুরুষভ্রমের সময় পুরুষ স্থাণুতে কল্পিত হয়, কিন্তু কখনও স্থাণু পুরুষে কল্পিত হয় না।

২ 'আমার মায়া' বলাদ্বারা সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্র প্রকৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছে।
—শ্বেতাশ্বতর উপ ৪।১০ দ্রঃ

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫

মম (আমার) দৈবী (অলৌকিকী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী) মায়া (অবিদ্যা) দুরত্যয়া (দুরতিক্রম্যা, দুস্তরা); যে (যাঁহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করেন), তে (তাঁহারা) এতাং (এই) মায়াম্ (চিত্ত-মোহিনী মায়া) তরন্তি (উত্তীর্ণ হন)॥ ১৪

[কিন্তু] দুষ্কৃতিনঃ (দুষ্কর্মা, পাপকারী) মূঢ়াঃ (মূঢ়, মোহগ্রস্ত) নরাধমাঃ (নরাধমগণ, নিকৃষ্ট নরগণ) মায়য়া (মায়াদ্বারা) অপহৃত-জ্ঞানাঃ (বিবেকহীন হইয়া) আসুরং * (অসুর-সুলভ) ভাবম্ (স্বভাব) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে না)॥ ১৫

অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকেই আশ্রয়[১] করেন এবং অন্য প্রকার সাধনের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহারাই কেবল আমার এই[২] দুস্তর মায়া[৩] উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ১৪

কিন্তু যাহারা মনুষ্যগণের মধ্যে নিকৃষ্ট, সেই সকল মোহগ্রস্ত পাপকারিগণের বিবেকজ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হওয়ায় তাহারা হিংসা ও মিথ্যা ব্যবহারাদি আসুর স্বভাব আশ্রয় করে। সেই জন্য তাহারা আমার ভজনা করে না। ১৫

---

* অসুষু রতাঃ অসুরাঃ =যাহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে সদা রত।

১ গীঃ—১৮।৬৬ ; ১৩।২৩ ; ১৪।১৯-২০, ২৬ দ্রঃ

২ অনুভবসিদ্ধা মায়া ; অকস্মাৎ ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। —আনন্দগিরি

৩ সত্ত্বাদি গুণ জগতের তত্ত্ব-প্রতিপত্তির প্রতিবন্ধভূত। মায়া ত্রিগুণময়ী। —আনন্দগিরি।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) অর্জুন (পার্থ), চতুর্বিধাঃ (চারিপ্রকার) সুকৃতিনঃ (পুণ্যকর্মা) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) আর্তঃ (ক্লিষ্ট, আর্তিযুক্ত) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু) অর্থ-অর্থী ([ইহলোকে ও পরলোকে] ধনকামী ও সুখপ্রার্থী) জ্ঞানী চ (ও তত্ত্বজ্ঞানী) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন) ॥ ১৬

তেষাং (তাঁহাদের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সদা আমাতে সমাহিত) একভক্তিঃ (একনিষ্ঠ, মন্নিষ্ঠ) জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞ) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট হন)। হি (যেহেতু) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যর্থম্ (অত্যন্ত) প্রিয়ঃ (প্রিয়), সঃ চ (তিনিও) মম (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৭

হে ভরতকুলগৌরব অর্জুন, আর্তিযুক্ত,* তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থকামী ও তত্ত্বজ্ঞানী[১]—এই চারি প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন। ১৬

এই চারিপ্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে এক-নিষ্ঠ[২] তত্ত্বজ্ঞানীই উৎকৃষ্ট। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত

১ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥—ভাগবত, ১।৭।১০

অর্থাৎ—অহঙ্কারাদি-হৃদয়গ্রন্থিমুক্ত আত্মজ্ঞানী মুনিগণও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ; শ্রীহরির ঈদৃশ মহিমা।

২ ভজনীয় অন্যের অদর্শনবশতঃ।

* তস্কর, রোগ ও ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিপীড়ন = আর্তি = আপাৎ।

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

এতে (ইঁহারা) সর্বে এব (সকলেই) উদারাঃ (মহান্, উৎকৃষ্ট), তু (কিন্তু) জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞ) আত্মা এব ([আমার] আত্মস্বরূপ), [ইহা] মে (আমার) মতম্ (মত, নিশ্চয়)। হি (যেহেতু) সঃ (সেই) যুক্তাত্মা (সমাহিতচিত্ত পুরুষ) অনুত্তমাং (উৎকৃষ্ট) গতিং (গতিস্বরূপ) মাম্ এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়াছে) ॥ ১৮

বহূনাং (বহু) জন্মনাম্ (জন্মের) অন্তে (শেষে, সাধন-ফলে) জ্ঞানবান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) মাং (আমাকে) সর্বম্(চরাচর জগৎ) বাসুদেবঃ

প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয়, কারণ, তিনি মৎস্বরূপ। (অর্থাৎ বাসুদেব জ্ঞানীর আত্মা বলিয়া তাহার [জ্ঞানীর] প্রিয় এবং জ্ঞানীও বাসুদেবের আত্মা বলিয়া তাহার [বাসুদেবের] প্রিয়)। (ভগবান্ ও ভক্ত আত্মতঃ অভিন্ন)*। ১৭
(গীঃ ১২।২০ দ্রঃ)

ইঁহারা সকলেই মহান্ এবং সকলেই আমার প্রিয়। কোন ভক্তই আমার অপ্রিয় নহেন ; কিন্তু জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, কারণ, জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ—ইহা আমার নিশ্চয়। বাসুদেবে সমাহিতচিত্ত জ্ঞানী উৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ 'আমি ভগবান্ বাসুদেব, আমি স্বরূপতঃ অন্য নহি'—এই বুদ্ধি জ্ঞানীর সর্বদা দৃঢ় থাকে।১৮

জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয় ; কারণ, বহু জন্মের সাধন-

* শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরূপ দর্শন দক্ষিণেশ্বরের বিষ্ণুমন্দিরে হইয়াছিল।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

(বাসুদেবই) ইতি (এইরূপে) প্রপদ্যতে (ভজনা করেন), [সুতরাং] সঃ (সেইরূপ) মহাত্মা (মহাপুরুষ) সুদুর্লভঃ (অতিদুর্লভ) ॥ ১৯

তৈঃ (সেই) তৈঃ (সেই) কামৈঃ ([পুত্র-পশু-স্বর্গাদি] কামনা-দ্বারা) হৃত-জ্ঞানাঃ (বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ) তং (সেই) তং (সেই) নিয়মম্ ([জপ-উপবাসাদির] নিয়ম) আস্থায় (অনুশীলন করিয়া) স্বয়া (স্বীয়) প্রকৃত্যা (প্রকৃতিদ্বারা, স্বভাবদ্বারা) নিয়তাঃ (বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ ([বাসুদেব ভিন্ন] অন্যান্য দেবতাকে) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করেন) ॥ ২০

ফলে শেষ জন্মে 'সমুদায় জীবজগৎ বাসুদেবই'[১] (ব্রহ্মই) এইরূপ জানিয়া তিনি আমাকে নিরতিশয় প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করেন। সেইরূপ মহাপুরুষ অতিশয় দুর্লভ (গীঃ—৭।৩ দ্রঃ)। ১৯

পুত্র, অর্থ ও স্বর্গাদিলাভের কামনাদ্বারা যাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি অভিভূত হইয়াছে, তাঁহারা জপ ও উপবাসাদি নিয়ম পালনপূর্বক স্বীয় স্বভাবানুযায়ী বাসুদেব (পরমাত্মা) ভিন্ন অন্যান্য দেবতার ভজনা করেন। ২০

---

১ (ক) বাসুদেব সর্বভূতের 'অধিবাস'। যথা—

সর্বভূতাধিবাসশ্চ যদ্ ভূতেষু বসত্যধি।
সর্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ ॥—ব্রহ্মবিন্দু উপ, ২২।

যিনি সর্বভূতের অধিষ্ঠান এবং যিনি সকলের অনুগ্রাহকরূপে সর্বভূতে অবস্থিত, আমি সেই বাসুদেবই। (খ) 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই চরাচর জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং * তামেব বিদধাম্যহম্‌॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌॥ ২২

যঃ (যে) যঃ (যে) ভক্তঃ (ভক্ত) যাং (যে) যাং (যে) তনুং (দেবতামূর্তি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অর্চিতুম্‌ (অর্চনা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন), তস্য তস্য (তাঁহার তাঁহার, সেই সেই ভক্তের) তাম্‌ এব (তাহাতেই, সেই সেই মূর্তিতেই) অচলাং (অচলা, নিশ্চলা) শ্রদ্ধাম্‌ (শ্রদ্ধা, ভক্তি) অহম্‌ (আমি) বিদধামি (বিধান করি)॥ ২১

সঃ (সে, সেই ভক্ত) তয়া (সেই) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) যুক্তঃ (সংযুক্ত হইয়া) তস্য (তাঁহার, সেই দেবতার) আরাধনম্‌ (আরাধনা, অর্চনা) ঈহতে (চেষ্টা করে) চ ততঃ (এবং তাঁহার [সেই দেবতার] নিকট হইতে) ময়া এব (আমার দ্বারাই) বিহিতান্‌ (বিহিত) তান্‌ (সেই) কামান্‌ (কামনাসমূহ) হি (অবশ্য) লভতে (লাভ করেন)॥ ২২

যে যে ভক্ত যে যে দেবমূর্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করেন, সেই সেই দেবমূর্তিতে আমি তাঁহাদিগকে অচলা ভক্তি প্রদান করি। ২১ (গীঃ ৯।২৩ দ্রষ্টব্য।)

সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধনা করেন, এবং সেই দেবতার নিকট হইতে কর্মফলদাতা আমারই দ্বারা বিহিত[১] কাম্য বস্তু অবশ্য লাভ করেন। ২২

---

* ভক্তিম্‌ ইতি পাঠান্তরম্‌

১ যথা—‘একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্‌’—কঠ উপ, ২।২।১৩ অর্থাৎ যিনি এক হইয়াও অনেকের কামনা বিধান করেন।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্‌।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

তু (কিন্তু) অল্প-মেধসাম্ (অল্পবুদ্ধি) তেষাং (তাহাদের) তৎ (সেই) ফলম্ (ফল) অন্তবৎ (শেষযুক্ত, অস্থায়ী) ভবতি (হয়)। দেবযজঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন), অপি ([আয়াস সমান হইলে] ও) মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাম্ (আমাকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৩

অবুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিহীনগণ, অবিবেকিগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (অব্যয়, অক্ষয়) অনুত্তমম্ (উৎকৃষ্ট) পরং (সর্বকারণরূপ, শ্রেষ্ঠ) ভাবম্ (ভাব, পরমাত্মস্বরূপ) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং (অপ্রকাশিত) মাম্ (আমাকে) ব্যক্তিম্ (প্রকাশ) আপন্নং (প্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে) ॥ ২৪

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের আরাধনালব্ধ সেই ফল অস্থায়ী। দেবোপাসকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন, আর আয়াস সমান হইলেও আমার ভক্তগণ আমাকেই (শ্রীভগবান্‌কেই) লাভ করিয়া মোক্ষরূপ অনন্ত ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। ২৩

(গীঃ ৯।২৫ দ্রষ্টব্য)

অবিবেকিগণ আমার অব্যয় অনুপম উৎকৃষ্ট পরমাত্মস্বরূপ না জানিয়া প্রপঞ্চাতীত আমাকে লীলাবিগ্রহ-ধারণ অবস্থাতেই পর্যবসিত মনে করে। সেইজন্য আমার শরণাগত না হইয়া অন্য দেবতাকে ভজনা করে। ২৪

(গীঃ ৯।১১ দ্রষ্টব্য।)

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

অহং (আমি) যোগ-মায়া-সমাবৃতঃ (যোগমায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায়) সর্বস্য (সকলের নিকট) প্রকাশঃ (প্রকাশিত, অভিব্যক্ত) ন (হই না)। [সেইজন্য] অয়ং (এই) মূঢ়ঃ (মোহাচ্ছন্ন) লোকঃ (জগৎ) অজম্ (জন্ম-রহিত) অব্যয়ম্ (ব্যয়রহিত, অক্ষয়) মাং (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)॥ ২৫

অর্জুন (হে পার্থ), সমতীতানি (অতীত) চ বর্তমানানি (ও বর্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি (ভূতসকলকে) অহং (আমি) বেদ (জানি), তু (কিন্তু) মাং (আমাকে) কশ্চন (কেহ) ন বেদ (জানিতে পারে না)॥ ২৬

কারণ, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া[১] দ্বারা আবৃত বলিয়া আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না; কেবলমাত্র কোন কোন ভক্তের নিকট অভিব্যক্ত হই। সেইজন্য এই মোহান্ধ জগৎ আমার জন্মমৃত্যুরহিত অব্যয় স্বরূপ জানিতে পারে না। ২৫

[কিন্তু আমার জ্ঞান মায়ার দ্বারা প্রতিহত নহে। অতএব] হে অর্জুন, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের সমস্ত ভূতকেই আমি জানি। কিন্তু (আমার শরণাগত ভক্ত ব্যতীত) কেহ আমাকে জানিতে পারে না। ২৬

---

১ যোগমায়া=অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞান।—আনন্দগিরি।
অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া।—শ্রীধরস্বামী।
আত্মার সঙ্কল্পানুবিধায়িনী মায়া।—মধুসূদন সরস্বতী।
যোগঃ গুণানাং যুক্তিঃ, ঘটনম্, সা এব মায়া অর্থাৎ গুণত্রয়ের সংযোগই=সংঘটনই যোগ। যোগই মায়া।—শঙ্করাচার্য।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং * পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

পরন্তপ (হে শত্রুনিপাতকারী) ভারত (অর্জুন), সর্গে (সৃষ্টিসময়ে, উৎপত্তিকালে) ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন (ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে সমুত্থিত) দ্বন্দ্ব-মোহেন (দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহদ্বারা) সর্বভূতানি (সকল প্রাণী) সম্মোহং (মোহাভিভূত) যান্তি (হয়) ॥ ২৭

তু (কিন্তু) যেষাং (যে সকল) পুণ্য-কর্মণাম্ (পুণ্যকারী) জনানাং (ব্যক্তির) পাপম্ (পাপ) অন্তগতং (ক্ষীণ, সমাপ্তপ্রায়) দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্মুক্তাঃ ([শীতোষ্ণাদির মত পরস্পর-বিরুদ্ধ সুখদুঃখাদি] দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহমুক্ত) তে (সেই সকল) দৃঢ়ব্রতাঃ (ব্রতনিষ্ঠব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন) ॥ ২৮

কারণ, হে পরন্তপ অর্জুন, ইচ্ছাদ্বেষাদি অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় হইতে সমুত্থিত সুখ-দুঃখাদিনিমিত্তক চিত্তব্যাকুলতার সম্পাদক মোহের দ্বারা প্রাণিগণ উৎপত্তিকালে অভিভূত হয়। অর্থাৎ উৎপত্তিকালে প্রতিবদ্ধ (সীমিত) জ্ঞান[১] লইয়াই প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করে। ২৭

কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণের পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা সুখ দুঃখ ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়নিষ্ঠার[২] সহিত আমার ভজনা করেন। ২৮

* যেষামন্তগতং ইতি পাঠান্তরম্

১ অতএব আত্মভূত আমাকে ভজনা করে না।

২ 'পরমার্থ তত্ত্ব এই প্রকার, অন্য প্রকার নহে'—এই দৃঢ় নিশ্চয়।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

জরা-মরণ-মোক্ষায় (জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের জন্য) মাম্ (আমাকে, পরমেশ্বরকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) যে (যাঁহারা) যতন্তি (যত্ন—সাধন করেন), [তাঁহারা] তৎ (সেই) ব্রহ্ম (পর-ব্রহ্মকে), কৃৎস্নম্ (সমগ্র) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্মকে, প্রত্যগাত্মবিষয়-বস্তুকে) অখিলং চ (এবং সমস্ত) কর্ম (কর্ম) বিদুঃ (অবগত হন) ॥ ২৯

যে চ (এবং যাঁহারা) মাং (আমাকে) স-অধিভূত-অধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত) স-অধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞের সহিত) বিদুঃ (জানেন, উপাসনা করেন), তে (সেই) যুক্ত-চেতসঃ (সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ) প্রয়াণ-কালে অপি (মৃত্যুকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানিতে পারেন, বিস্মৃত হন না) ॥ ৩০

এইরূপ যাঁহারা জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া সাধন করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম ও অখিল (গুরুসেবাশ্রবণমননাদিরূপ) কর্ম অবগত হন। ২৯

এবং এইরূপ যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের

সহিত বিদ্যমান আমার উপাসনা করেন, সেই সকল সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ[১] হন। ৩০ (গীঃ ৮।৭, ১৪ দ্রষ্টব্য)

[শেষ শ্লোকদ্বয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা গীঃ ৮।৩-৪ শ্লোকে প্রদত্ত।]

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের
অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-
বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগনামক সপ্তম
অধ্যায় সমাপ্ত।

১ কৃষ্ণভক্তগণ অনায়াসেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন।—শ্রীধরস্বামী। সগুণ উপাসনা পরিপক্ক হইলে নিগুর্ণ উপাসনায় পর্যবসিত হয়। সবিকল্প সমাধি লাভের পরে সহজেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। এই জন্য প্রবর্তকের পক্ষে নিগুর্ণ ধ্যান বিহিত নহে। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে শ্রীভগবানের অবতার-মূর্তির পূজা ও ধ্যান দ্বারা ভগবানে চিত্তস্থির করিতে উপদেশ দিতেছেন। অবতার ও ঈশ্বর অভেদ : সগুণ ব্রহ্ম ও নিগুর্ণ ব্রহ্ম একই। অবতারে মনোনিবেশ দ্বারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ সহজসাধ্য।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—পুরুষোত্তম (হে নরদেব, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ), তৎ (সেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) কিম্ (কি), অধ্যাত্মং (অধ্যাত্ম) কিং (কি), কিং কর্ম (এবং কর্ম কি), অধিভূতং (অধিভূত) কিং (কাহাকে) প্রোক্তম্ (বলে), চ কিম্ (এবং কাহাকে), অধিদৈবম্ (অধিদৈব) উচ্যতে (বলা হয়) ? ১

মধুসূদন (হে মধুনামক দৈত্যনাশক), অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞ) কঃ (কে), অত্র (এখানে, এই দেহে) কথং (কিরূপে) [স্থিতঃ] (অবস্থিত) প্রয়াণ-কালে চ (এবং মৃত্যুসময়ে)

অর্জুন বলিলেন—হে পুরুষোত্তম[১], ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ? ১

হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে

---

১ পুরুষ—পূর্ণম্ অনেন সর্বম্ ইতি পুরুষঃ অর্থাৎ এই বিশ্ব যাঁহার দ্বারা পূর্ণ (ব্যাপ্ত) তিনি পুরুষ বা পূরুষ। পুরি শয়নাৎ বা পুরুষঃ অর্থাৎ হৃদয়পুরে যিনি শয়ন করেন। পুরুষোত্তম—অবতার।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩

নিয়ত-আত্মভিঃ (সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা) কথং (কি উপায়ে) [আপনি] জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাত) অসি (হন) ? ২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—পরমম্ (পরম, নিরতিশয়) অক্ষরং (অক্ষর) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম, পরমাত্মা), স্বভাবঃ (প্রতিদেহে প্রত্যগাত্মভাবকে) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম) উচ্যতে (উক্ত হয়); ভূত-ভাব-উদ্ভবকরঃ (ভূতবস্তুর উৎপত্তিকর) বিসর্গঃ (বিসর্জন, যজ্ঞের দ্রব্যাদি অর্পণ) কর্ম-সংজ্ঞিতঃ (কর্ম নামে অভিহিত) ॥ ৩

অবস্থিত ? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কিরূপে আপনাকে জানিতে পারেন ? ২ ['কে' ও 'কিরূপে'—একই প্রশ্ন।]

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—অক্ষরকে[১] নিরতিশয় পরব্রহ্ম বলে। স্বভাবকে[২] অর্থাৎ প্রতি দেহে সেই পরব্রহ্মের প্রত্যগাত্মভাবে অবস্থিতিকে অধ্যাত্ম[৩] বলে। ভূতবস্তুর উৎপত্তিকর[৪] দেবোদ্দেশে দ্রব্যাদিত্যাগরূপ যজ্ঞকে কর্ম বলে। ৩

১ যথা—'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'—বৃহদারণ্যক উপ, ৩।৮।৯। অর্থাৎ হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে।

২ 'স্বস্য এব ব্রহ্মণ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ'—অর্থাৎ ব্রহ্মের অংশরূপে জীবভাব হওয়াই স্বভাব।—শ্রীধরস্বামী।

৩ 'স এব আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেন উচ্যতে'। অর্থাৎ দেহকে অধিকার করিয়া যিনি ভোক্তৃরূপে বর্তমান তিনিই অধ্যাত্ম-শব্দবাচ্য।—শ্রীধরস্বামী

৪ গীতা ৩।১৪ দ্রষ্টব্য

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪

দেহভৃতাং (দেহধারিগণের মধ্যে) বর (শ্রেষ্ঠ) [হে অর্জুন] ক্ষরঃ (নশ্বর) ভাবঃ (বস্তু) অধিভূতং (অধিভূত), পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভ) অধিদৈবতম্ (অধিদৈবত) চ অত্র (এবং এই) দেহে (শরীরে) অহম্ এব (আমিই) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞ) ॥ ৪

হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, দেহাদি বিনাশশীল পদার্থই অধিভূত,[১] হিরণ্যগর্ভই অধিদেবতা[২] এবং আমিই এই

---

১ 'ক্ষরো বিনশ্বরো, ভাবো দেহাদিপদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাত্রম্, অধিকৃত্য ভবতি ইতি অধিভূতম্ উচ্যতে'। অর্থাৎ যে সকল দেহাদি নশ্বর পদার্থ প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া আছে, তাহাদিগকে অধিভূত বলে।

২ 'পুরুষো বৈরাজঃ সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী স্বাংশভূতসর্বদেবতানাম্ অধিপতিঃ অধিদৈবতম্ উচ্যতে।'—শ্রীধরস্বামী। অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলস্থ যে বিরাট্ পুরুষ স্বীয় অংশভূত সর্বদেবতার অধিপতি, তাঁহাকে অধিদৈবত বলে। অধিদৈবত = অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যথা—

(ক) স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৫।৬৪

অর্থাৎ তিনি প্রথম শরীরী, তাঁহাকে পুরুষ বলা হয়। সর্বভূতের আদিকর্তা সেই ব্রহ্মা প্রথমে বর্তমান ছিলেন।

(খ) হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥
—ঋগ্বেদ, ১০।১২১।১

অর্থাৎ সর্বপ্রথমে কেবল প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন দেবতার উদ্দেশ্যে হবন করিব ?

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

চ (এবং) অন্তকালে (শেষ সময়ে, মৃত্যুকালে) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরন্ (স্মরণ করিতে করিতে) কলেবরম্ (দেহ) মুক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন), সঃ (তিনি) মৎ-ভাবং (আমার স্বরূপ) যাতি (প্রাপ্ত হন); অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ ([কোন] সন্দেহ) ন অস্তি (নাই) ॥ ৫

অন্তে (শেষে, মরণকালে) যং যং বা অপি (যে যে) ভাবং (দেবতা-

দেহে[১] অধিযজ্ঞ[২]। ৪ (গীঃ ৯।২৪ দ্রঃ) [১ম ও ২য় শ্লোকোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।]

যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকে লাভ করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৫

হে কৌন্তেয়, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে যে দেবতা চিন্তা

---

১ কারণ, অসঙ্গত্বাদি-বিশিষ্ট জীববিলক্ষণ অন্তর্যামী দেহান্তরবর্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি মুণ্ডক উপ ৩।১।১

২ অধিযজ্ঞ—অস্মিন্ দেহে স্থিতঃ অহমেব অধিযজ্ঞঃ, যজ্ঞস্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদিকর্মপ্রবর্তকঃ তৎফলদাতা চ। অর্থাৎ এই দেহে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ, যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদিকর্ম-প্রবর্তক ও তৎফলদাতা।—শ্রীধরস্বামী।

ইহার দ্বারা ২য় শ্লোকোক্ত 'কথং' প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ * ॥ ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা† ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

বিশেষ) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কলেবরম্ (কলেবর, দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করেন), কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), সদা (সর্বদা) তৎ-ভাব-ভাবিতঃ (সেই দেবতাভাবাপন্ন ব্যক্তি) তং তম্ এব (সেই সেই [দেবতা]) এতি (লাভ করেন) ॥ ৬

তস্মাৎ (অতএব) সর্বেষু (সকল) কালেষু (কালে,সময়ে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মর (স্মরণ কর) যুধ্য‡ চ [=যুধ্যস্ব] (এবং যুদ্ধ কর)। ময়ি (আমাতে) অর্পিত-মন-বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) অসংশয়ম্ (সন্দেহ নাই) ॥ ৭

পার্থ (হে অর্জুন), অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগে যুক্ত হইয়া) ন-অন্যগামিনা (বিষয়ান্তরে গতিহীন) চেতসা (চিত্তদ্বারা)

করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, সেই দেবতানিষ্ঠাতে অভ্যস্ত তিনি সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। ৬

অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং স্বধর্মপালনরূপ যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে আমাকেই লাভ করিবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭

হে পার্থ, অভ্যাস[১] যোগে যুক্ত হইয়া অনন্যগামী

* অসংশয়ঃ ইতি পাঠান্তরম্। † চেতসাঽনন্যগামিনা ইতি পাঠান্তরম্

‡ আত্মনেপদী ধাতুর পরস্মৈপদী প্রয়োগ আর্ষ।

১ বিলক্ষণ (অন্য) প্রত্যয়রহিত তুল্যপ্রত্যয়ের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির নাম অভ্যাস। ধ্যানকালে বিজাতীয় প্রত্যয় উদিত হইলে তাহা ছেদন-পূর্বক সজাতীয় প্রত্যয়ের প্রবাহ প্রবৃদ্ধ করিতে হয়।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা—ধ্যান করিতে করিতে) পরমং (পরম, নিরতিশয়) দিব্যং (দিব্য, জ্যোতির্ময়) পুরুষং (পুরুষকে, ভগবান্‌কে) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৮

প্রয়াণ-কালে (মৃত্যুকালে) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত) যুক্তঃ (সংযুক্ত) অচলেন (অচল, একাগ্র) মনসা (মনে, চিত্তে) যোগ-বলেন ([ধ্যানাভ্যাস-জনিত] চিত্তস্থৈর্যদ্বারা) ভ্রুবোঃ (ভ্রূযুগলের) মধ্যে চ এব (মধ্যেই) প্রাণম্ (প্রাণকে) সম্যক্ (সম্যগ্‌রূপে, অপ্রমত্তভাবে) আবেশ্য (ধারণ করিয়া) যঃ (যিনি) সর্বস্য (সকলের) ধাতারং (কর্মফলদাতা) কবিং (ক্রান্তদর্শী, সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (পুরাণ, প্রাচীন, চিরন্তন) অনুশাসিতারম্ (বিশ্বনিয়ন্তা) অণোঃ (অণু হইতে, সূক্ষ্ম হইতে) অণীয়াংসম্ (সূক্ষ্মতর) অচিন্ত্য-রূপম্ (অচিন্ত্য-স্বরূপ) আদিত্য-বর্ণং (সূর্যের মত স্বপ্রকাশ, জ্যোতিষ্মান) তমসঃ (মোহান্ধকারের)

চিত্তে শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশানুসারে জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে যোগী তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। ৮

যিনি সর্বজ্ঞ, চিরন্তন, বিশ্বনিয়ন্তা এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম; যিনি অচিন্ত্যস্বরূপ, সূর্যবৎ স্বপ্রকাশ ও জ্যোতির্ময় (নিত্য চৈতন্য-প্রকাশ); যিনি মোহান্ধকারের অতীত এবং সকলের কর্মফলদাতা; মৃত্যুকালে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে ধ্যানাভ্যাস-জনিত

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১
সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২

পরস্তাৎ (পারে বর্তমান) [পুরুষকে] অনুস্মরেৎ (স্মরণ করেন), সঃ (তিনি), তং (সেই) পরং (শ্রেষ্ঠ) দিব্যম্ (দিব্য) পুরুষম্ (পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৯—১০

বেদ-বিদঃ (বেদার্থজ্ঞগণ) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (অক্ষর, অবিনাশী পুরুষ) বদন্তি (বলেন), বীত-রাগাঃ (বিষয়াসক্তিশূন্য, নিঃস্পৃহ) যতয়ঃ (যতিগণ) যৎ (যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন), যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (জানিতে ইচ্ছা করিয়া) ব্রহ্মচর্যং ([গুরুগৃহে] ব্রহ্মচর্য) চরন্তি (পালন করেন), তৎ (সেই) পদং ([ব্রহ্মাখ্য] পদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিব) ॥ ১১

সর্বদ্বারাণি (সকল ইন্দ্রিয় দ্বার) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনঃ চ (ও মনকে) হৃদি (হৃদয়ে, হৃৎপদ্মে) নিরুধ্য (নিরোধ করিয়া), আত্মনঃ

চিত্তস্থৈর্যদ্বারা একাগ্র মনে ভ্রূযুগলমধ্যে সম্যগ্রূপে প্রাণধারণপূর্বক যিনি তাঁহাকে স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৯-১০

বেদার্থজ্ঞগণ যাঁহাকে অক্ষর পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করেন, নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসিগণ যাঁহাকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারিগণ যাঁহাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তোমাকে সেই অক্ষর ব্রহ্মের কথা সংক্ষেপে বলিব।১১[১]

১ 'সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি,' ইত্যাদি—কঠ উপ ১।২।১৫

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

(নিজের) প্রাণম্ (প্রাণকে) মূর্দ্ধ্নি (মূর্দ্ধাদেশে, জ্রযুগলের মধ্যে) আধায় (ধারণ করিয়া) যোগ-ধারণাম্ (যোগাভ্যাসে) আস্থিতঃ (স্থিত, প্রবৃত্ত হইয়া)—১২

ওম্ ইতি (ওম্ এই) এক-অক্ষরং (একাক্ষর) ব্রহ্ম (শব্দ ব্রহ্ম) ব্যাহরন্ (উচ্চারণপূর্বক) মাম্ (আমাকে) অনুস্মরন্ (স্মরণ করিতে করিতে) দেহং (দেহ) ত্যজন্ (ত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন), সঃ (তিনি) পরমাং (পরম) গতিম্ (গতি, মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৩

[অক্ষরব্রহ্মের প্রাপ্তির উপায় যোগধারণা সহিত ওঁকারের উপাসনা[১] (১২-১৬ শ্লোকে) বলিতেছেন—]

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত এবং মন হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া জ্রযুগলের মধ্যে নিজের প্রাণ স্থাপন করতঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ওঁ উচ্চারণপূর্বক তাঁহার অর্থরূপ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মোক্ষ[২] প্রাপ্ত হন। ১২-১৩

---

১ ওঁকার ব্রহ্মবাচক—ব্রহ্মের শব্দ-প্রতীক। প্রতিমাদির ন্যায় ব্রহ্মের ধ্যেয়মূর্তি।—শঙ্করাচার্য। যে শব্দ উচ্চারণে যাহা স্ফুরিত হয় তাহা সেই শব্দের বাচ্য। সমাহিতচিত্তে ওঁকার উচ্চারণে যে বিষয়-বিবিক্ত সংবেদন (জ্ঞান) স্ফুরিত হয়, তাহা (ওঁকারকে অবলম্বন করিয়া উদিত হয় বলিয়া) ওঁকারবাচ্য এবং উহাই সত্ত্বপ্রধান মায়াবচ্ছিন্ন ওঁকারোপাধিক ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্ম আমি—এইরূপে ধ্যান করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে ওঁকারকে ব্রহ্মপ্রতীকরূপে উপাসনা করিবে অর্থাৎ ওঁ শব্দে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিবে। ওঁকারই ব্রহ্ম এইভাবে চিন্তা করিবে।—আনন্দগিরি।

২ ওঙ্কারসহায়ে পরব্রহ্মের ধ্যানকারিগণ ক্রমমুক্তিলাভ করেন।
—ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।১৩

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

অনন্য-চেতাঃ (অনন্যচিত্তে) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (দীর্ঘ কাল, যাবজ্জীবন) সততং (নিরন্তর) স্মরতি (স্মরণ করেন), পার্থ (হে অর্জুন), অহং (আমি) তস্য (সেই) নিত্য-যুক্তস্য (সদা সমাহিত) যোগিনঃ (যোগীর) সুলভঃ (সহজলভ্য) ॥ ১৪

পরমাং (পরম) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি, মোক্ষ) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (লাভ করিয়া) দুঃখ-আলয়ম্ (দুঃখের আকর) অশাশ্বতম্ (অনিত্য) পুনঃ-জন্ম (পুনর্জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন না) ॥ ১৫

অর্জুন (হে পার্থ), আব্রহ্ম-ভুবনাৎ (পৃথিবী হইতে ব্রহ্মভুবন পর্যন্ত) লোকাঃ (লোকসমূহ) পুনঃ আবর্তিনঃ (পুনরাবর্তনশীল)। কৌন্তেয়

যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে যাবজ্জীবন নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সদা সমাহিত যোগীর আমি সহজলভ্য। ১৪

মুক্ত মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করিয়া আর দুঃখালয় অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫

হে অর্জুন, পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মভুবন) পর্যন্ত সপ্ত[১] লোকই পুনরাবর্তনশীল। হে কৌন্তেয়, কিন্তু আমাকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬

---

১ সপ্ত লোক, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য (ব্রহ্মলোক)।

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

(হে কুন্তীপুত্র), মাম্ (আমাকে) উপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) তু (কিন্তু) পুনঃ-জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (হয় না) ॥ ১৬

সহস্র-যুগ-পর্যন্তং (সহস্র যুগব্যাপী) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ (যে) অহঃ (দিন) যুগ-সহস্র-অন্তাং (সহস্র যুগব্যাপী) রাত্রিং (রাত্রি) [যে] (যাঁহারা) বিদুঃ (জানেন), তে (সেই) জনাঃ (জনগণই, যোগিগণই) অহঃ-রাত্র-বিদঃ (দিবা ও রাত্রির তত্ত্ববেত্তা, কালের পরিমাণজ্ঞ) ॥ ১৭

অহঃ ([ব্রহ্মার] দিন) আগমে (সমাগমে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) সর্বাঃ (সকল) ব্যক্তয়ঃ (ব্যক্তিগণ, আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু)

[কালপরিচ্ছিন্ন বলিয়া ব্রহ্মলোকাদি সকল লোক পুনরাবর্তী অর্থাৎ ঐ সকল লোক হইতে মানুষ সংসারে পুনরাগমন করে। ইহা ১৭শ হইতে ১৯শ শ্লোকে বলা হইতেছে।]

সহস্র যুগব্যাপী ব্রহ্মার দিন[১] এবং সহস্র যুগব্যাপী তাঁহার রাত্রি যে যোগিগণ অবগত হন, তাঁহারা দিবারাত্রির তত্ত্ববেত্তা (কালের পারিমাণজ্ঞ)। ১৭

ব্রহ্মার দিবাগমে সমস্ত চরাচর (আকৃতিবিশিষ্ট) বস্তু

---

১ চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।—বিষ্ণুপুরাণ। অর্থাৎ চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার ১ দিন (১২ ঘণ্টা) হয়। ব্রহ্মার রাত্রিও এইরূপ পরিমাণ। এইরূপ গণনায় ব্রহ্মার আয়ু এক শত বৎসর। যুগশব্দের দ্বারা এখানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগ অভিপ্রেত।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

প্রভবন্তি (জন্মে)। রাত্রি-([ব্রহ্মার] রাত্রি) আগমে (সমাগমে) তত্র (তাহাতে) অব্যক্ত-সংজ্ঞকে এব (অব্যক্তনামক প্রজাপতির নিদ্রাবস্থায়) প্রলীয়ন্তে (প্রলীন হয়) ॥ ১৮

পার্থ (হে অর্জুন), সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূতগ্রামঃ (ভূত-সমূহ) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ জাত হইয়া) রাত্রি-আগমে (রাত্রি-সমাগমে) প্রলীয়তে (লয়প্রাপ্ত হয়), অহঃ-আগমে (দিনসমাগমে) অবশঃ ([স্বীয় কর্মের] অধীন হইয়া) প্রভবতি (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৯

তু (কিন্তু) তস্মাৎ (সেই) অব্যক্তাৎ ([ভূতগ্রামের বীজভূত অবিদ্যারূপ] অব্যক্ত হইতে) পরঃ (ব্যতিরিক্ত) অন্যঃ (অত্যন্ত বিলক্ষণ), অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) সনাতনঃ (অক্ষর, চিরন্তন) যঃ

অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত হয় এবং তাঁহার রাত্রিসমাগমে সেই অব্যক্তেই[1] তাহারা লয় প্রাপ্ত হয়। ১৮

হে পার্থ, সেই ভূতসমূহ[2] পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় পায় এবং তাঁহার দিবাগমে স্বীয় কর্মের অধীন হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ১৯

[পূর্বোক্ত (৮।২, ১১ শ্লোকে) অক্ষরের স্বরূপ নির্দেশের জন্য ২০-২২ শ্লোক বলিতেছেন।]

১ এস্থানে অব্যক্ত শব্দের অর্থ প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা, অব্যাকৃত নহে। ইহা ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয় ; আকাশাদির উৎপত্তি ও প্রলয় এই সময়ে নহে।—ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা।

২ পূর্ব কল্পে যে ভূতসমূহ ছিল, তাহারাই পুনর্বার বর্তমান কল্পে সৃষ্ট হয়, আবার কল্পান্তে লয় হয়। শ্লোকোক্ত 'স এব অয়ম্'—কথাটির এই অর্থ।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

(যে) ভাবঃ (পর ব্রহ্ম) সঃ (তিনি) সর্বেষু ভূতেষু (সমস্ত ভূত) নশ্যৎসু (নষ্ট হইলে) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হন না) ॥ ২০

[যঃ] (যিনি) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অক্ষরঃ (অব্যয়, বিনাশ-রহিত) ইতি উক্তঃ (বলিয়া কথিত হইয়াছেন), তং (তাঁহাকেই) পরমাং (শ্রেষ্ঠ) গতিং (গতি) আহুঃ (বলে)। যং (যাঁহাকে, যে অক্ষরকে) প্রাপ্য (পাইয়া) [জীবগণ] ন নিবর্তন্তে (প্রত্যাবৃত্ত হয় না), তৎ (তাহা) মম (আমার, বিষ্ণুর) পরমং (প্রকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) ধাম (পদ, স্বরূপ) ॥ ২১

ভূতগ্রামের বীজভূত অবিদ্যারূপ অব্যক্ত[১] হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ও ব্যতিরিক্ত এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বতন্ত্র যে অক্ষরনামক পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল ভূত বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না। ২০

ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর (ব্রহ্ম) বলিয়া যিনি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন, তিনিই জীবের শ্রেষ্ঠ গতি[২]। সেই অক্ষরবিষয়ক জ্ঞানলাভ হইলে কেহ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না; তাহাই আমার (বিষ্ণুর) পরম পদ[৩]। ২১ (গীঃ ১৫।৬ দ্রঃ)

১ গীঃ ৭।৪ দ্রঃ

২ যথা—'পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ',
—কঠ উপ ১।৩।১১

৩ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ইতি শ্রুতিঃ। পদ্যতে গম্যতে ইতি পদম্—প্রাপ্য বস্তু। বিষ্ণুর পদ—বিষ্ণুই পদ; যেমন 'রাহুর শির' বলিলে রাহুকেই বুঝায়, কারণ শির ভিন্ন রাহুর অন্য কোনও শরীর নাই।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

পার্থ (হে অর্জুন), ভূতানি (ভূতসকল) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (মধ্যবর্তী, মধ্যে অবস্থিত), যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বম্ (সমস্ত জগৎ) ততম্ তু (ব্যাপ্ত), সঃ (সেই) পরঃ (পরম, নিরতিশয়) পুরুষঃ (পুরুষকে, পরমেশ্বরকে) অনন্যয়া (অনন্যা) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) লভ্যঃ (লাভ করা যায়) ॥ ২২

ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ), যত্র কালে (যে কালে, যে পথে) প্রয়াতাঃ তু (প্রয়াণ করিলে) যোগিনঃ (উপাসক ও কর্মিগণ) [যথাক্রমে] অনাবৃত্তিম্ (মুক্তি) আবৃত্তিং চ (ও পুনর্জন্ম) যান্তি এব (প্রাপ্ত হয়), তং (সেই) কালং (কালের কথা) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ২৩

হে পার্থ, সকল ভূত পরমেশ্বরের বিরাট দেহে অবস্থিত। ঘটাদি যেমন আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ তাহার দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। তাঁহাকে অনন্যা[১] ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়। ২২ (গীঃ ৯।৪-৫ দ্রঃ)

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে কালে[২] মৃত্যু হইলে উপাসকগণ ও কর্মিগণ যথাক্রমে মোক্ষ ও পুনর্জন্ম লাভ করেন, সেই কালের কথা বলিব[৩]। ২৩

---

১ জ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা। গীঃ ১৮।৫৪-৫৫ দ্রঃ

২ ২৩শ শ্লোকোক্ত কাল শব্দের অর্থ মার্গ ; কারণ এই গীতোক্ত মার্গদ্বয়ে কালাভিমানিনী দেবতার সংখ্যা অন্য দেবতা অপেক্ষা অধিক।

৩ প্রকরণোক্ত প্রণবধ্যানকারিগণের ক্রমে ব্রহ্মপ্রতিপত্তির মার্গ (উত্তর মার্গ) ২৪ শ্লোকে বলিতেছেন।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

অগ্নিঃ (অগ্নি) জ্যোতিঃ (জ্যোতি) অহঃ (দিবা) শুক্লঃ (শুক্ল পক্ষ) ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণের ছয় মাস), তত্র (সেই মার্গে, দেবযানে) প্রয়াতাঃ (প্রয়াণ করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্ম-উপাসক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মলোক) গচ্ছন্তি (গমন করেন) ॥ ২৪

অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্ল পক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাস —এই দেবযানে গমন করিয়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ ক্রমে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।[১] কিন্তু সদ্যোমুক্তিভাক্ যোগিগণ জীবৎকালে ব্রহ্মময় হন। তাঁহাদের প্রাণ ব্রহ্মলীন হয়, উৎক্রান্ত হয় না। ২৪

---

১ অগ্নি ও জ্যোতিঃ = কালাভিমানিনী বা অর্চিরভিমানিনী দেবতাদ্বয়। অহঃ = দিবসাভিমানিনী দেবতা। শুক্ল = শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা।
উত্তরায়ণম্ = উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা।
ধূমঃ = ধূমাভিমানিনী দেবতা। রাত্রি = রাত্র্যভিমানিনী দেবতা।
কৃষ্ণঃ = কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা।
দক্ষিণায়নম্ = দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা।

দেবযান মার্গে গমন করিলে যোগী যথাক্রমে অর্চিঃ, অহঃ, শুক্ল পক্ষ ও উত্তরায়ণ, সংবৎসর, দেবলোক, বায়ু, সূর্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রাপ্ত হন। অমানব পুরুষ প্রজাপতিলোক হইতে বিদ্যুৎলোকে আসিয়া উপাসককে প্রজাপতিলোকে (ব্রহ্মলোকে) লইয়া যান। সেই উপাসকদের আর পুনর্জন্ম হয় না। ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১-৪ ; বৃহ উপ ৬।২।১৫দ্রঃ

পিতৃযানমার্গে কর্মী পুরুষ ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণায়ন ও পিতৃলোক অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকরূপ স্বর্গ লাভ করেন। স্বর্গ-ভোগান্তে তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয়।—বৃহদারণ্যক উপ ৬।২।১৬

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া শ্রৌত উত্তর মার্গ ও শ্রৌত দক্ষিণ মার্গ বর্ণিত হইল। আতিবাহিক শরীর ও আতিবাহিক দেবতার বিষয় ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।৪ দ্রষ্টব্য।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

ধূমঃ (ধূম) রাত্রিঃ (রাত্রি) তথা (এবং) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ পক্ষ) ষন্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়নের ছয় মাস) তত্র (সেই মার্গে) যোগী (কর্মী) চান্দ্রমসং (চন্দ্রের) জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ততে (প্রত্যাবর্তন করে) ॥ ২৫

হি (যেহেতু) জগতঃ (জগতের) শুক্ল-কৃষ্ণে (শুক্ল বা দেবযান ও কৃষ্ণ বা পিতৃযান) এতে (এই দুই) গতী (গতি, মার্গ) শাশ্বতে (সনাতন) মতে (কথিত হয়)। একয়া (একটিদ্বারা, শুক্ল মার্গদ্বারা) অনাবৃত্তিম্ (অপুনরাবৃত্তি, মোক্ষ (যাতি (প্রাপ্ত হয়); অন্যয়া (অন্যটিদ্বারা, কৃষ্ণ মার্গদ্বারা) পুনঃ (আবার) আবর্ততে (প্রত্যাবর্তন করে) ॥ ২৬

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস—এই পিতৃযানমার্গে যোগী (কর্মী) চন্দ্রলোকে গমনপূর্বক স্ব স্ব কর্মের ফলস্বরূপ সুখ ভোগান্তে মর্তলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন। ২৫

দেবযান ও পিতৃযান—জগতের এই দুইটী মার্গ সনাতন[১] (নিত্য) বলিয়া কথিত হয়। দেবযানে গতি হইলে মুক্তি লাভ হয় এবং পিতৃযানে গমন করিলে পুনরায় দেহধারণ করিতে হয়। ২৬　(গীতা ৯।২১ এবং ব্রহ্মসূত্র—৩।১।৮ দ্রঃ)

১ এই দুইটি মার্গ সনাতন, কারণ সংসার প্রবাহরূপে নিত্য (অনাদি)। দেবযানে জ্ঞানপ্রকাশ থাকায় শুক্ল এবং পিতৃযানে জ্ঞানপ্রকাশ না থাকায় কৃষ্ণ।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

পার্থ (হে অর্জুন), এতে (এই) সৃতী (মার্গদ্বয়কে) জানন্ (জানিয়া) কঃ চন (কোনও) যোগী (উপাসক বা কর্মী) ন মুহ্যতি (মোহ-প্রাপ্ত হন না)। তস্মাৎ (সেই হেতু) অর্জুন (হে পার্থ), সর্বেষু (সকল) কালেষু (সময়ে) যোগ-যুক্তঃ (সমাহিত) ভব (হও)॥ ২৭

বেদেষু (বেদপাঠে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞানুষ্ঠানে) তপঃসু (তপশ্চর্যায়) দানেষু চ এব (এবং দানকর্মেও) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্যফল বা

হে পার্থ, এই দুইটি গতি উক্তরূপে (উত্তর মার্গে ক্রমমুক্তি[১] ও দক্ষিণ মার্গে সংসারে প্রত্যাবর্তন—এইরূপে), জানিয়া[২] কোনও ধ্যানযোগী (উপাসক) মোহগ্রস্ত হন না, অর্থাৎ তিনি দক্ষিণমার্গপ্রাপক উপাসনাবর্জিত কর্ম কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানে সমাহিত হও। ২৭

---

১ ক্রমমুক্তি—দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন, তথায় ব্রাহ্ম-লৌকিক ঐশ্বর্যসম্ভোগ; পরে তথায়ই জ্ঞানলাভদ্বারা কল্পান্তে ব্রহ্মরূপে অবস্থান ও অপুনরাবৃত্তি।

২ উপাসনার অঙ্গরূপে উত্তর মার্গ ধ্যান করিতে হয়। যখনই মৃত্যু হউক, উপাসকের দেবযানে এবং কর্মীর পিতৃযানে গতি হয়। দিবা ও উত্তরায়ণে মৃত্যুতে দেবযানে গতি, এবং রাত্রি ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুতে পিতৃযানে গতি হয়—সাধারণের এই বিশ্বাস সত্য নহে।—আনন্দগিরি।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সুকৃতি) প্রদিষ্টম্ (শাস্ত্রোপদিষ্ট আছে), ইদং ([সপ্ত প্রশ্নের উত্তরে কথিত] ইহা) বিদিত্বা (জানিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া) যোগী (ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি) তৎ (সেই) সর্বম্ (সমস্ত ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) [এবং] আদ্যম্ (আদ্য, আদি কারণ) পরং (প্রকৃষ্ট) স্থানম্ চ (ব্রহ্মপদ) উপৈতি (প্রাপ্ত হন)। ২৮

[শ্রদ্ধাবৃদ্ধির জন্য ধ্যানযোগের মাহাত্ম্য কথনপূর্বক অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন।]

বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চর্যা ও দানকর্মের যে পুণ্যফল কীর্তিত হইয়াছে, এই অধ্যায়োক্ত সপ্ত প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত তত্ত্ব অবধারণ ও অনুষ্ঠান পূর্বক ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই ফলরাশি অতিক্রম করিয়া পরমকারণ ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন। ২৮

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগনামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

রাজযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—অনসূয়বে (হে অসূয়াশূন্য[১]—দোষদৃষ্টিরহিত) তে তু (তোমাকে) ইদং (এই) গুহ্যতমং (গোপ্যতম, অতিগূঢ়) বিজ্ঞান-সহিতং (অনুভবসিদ্ধ) জ্ঞানং (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ [সংসার-বন্ধন] হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥ ১

ইদম্ (ইহা, এই ব্রহ্মবিদ্যা) রাজবিদ্যা (সকল বিদ্যার রাজা) রাজগুহ্যম্, (অতিগুহ্য, গুরূপদেশব্যতীত বোধের অগম্য) উত্তমম্ (উত্তম) পবিত্রম্

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন, তোমার দোষদৃষ্টি নাই; সেইজন্য অতিগুহ্য অনুভবযুক্ত এই[২] ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলিব। তাহা লাভ করিলে তুমি সংসারবন্ধন হইতে সদ্যো মুক্ত[৩] হইবে। ১

১ গুণে দোষাবিষ্কার-রহিত। গীঃ ১৮।৬৭ অনুবাদ দ্রঃ

২ উক্ত ও বক্ষ্যমাণ

৩ অষ্টম অধ্যায়ে সুষুম্না নাড়ীদ্বারে সগুণধারণা এবং তাহার ফল (ক্রমমুক্তি) বলা হইয়াছে। এখানে সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা সদ্যোমুক্তি—সাক্ষান্মোক্ষ বলিতেছেন। মূলের "তু" শব্দদ্বারা ধ্যান হইতে জ্ঞানের এই বৈলক্ষণ্য সূচিত হইতেছে।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩
ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

(বিশুদ্ধিকর) প্রত্যক্ষ-অবগমং (সাক্ষাৎ ফলপ্রদ, সুখাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ বোধগম্য) ধর্ম্যং (ধর্মসঙ্গত) কর্তুম্ (অনুষ্ঠান করিতে) সু-সুখম্ (সুখসাধ্য) [চ] অব্যয়ম্ (ও অক্ষয় [ফলপ্রদ]) ॥ ২

পরন্তপ (হে অরিসূদন, হে অর্জুন), অস্য (এই) ধর্মস্য ([ব্রহ্মজ্ঞান-নামক] ধর্মের প্রতি) অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবিহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি (মৃত্যুসঙ্কুল সংসারপথে) নিবর্তন্তে (প্রত্যাগমন করে) ॥ ৩

অব্যক্ত-মূর্তিনা (অব্যক্তমূর্তি, ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ময়া (আমার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত)। সর্ব-

এই ব্রহ্মবিদ্যা সর্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; উহা উত্তম, পবিত্র[১], সাক্ষাৎ ফলপ্রদ, ধর্মসঙ্গত[২], সহজসাধ্য ও অক্ষয় ফলযুক্ত। ২

হে অর্জুন, এই ব্রহ্মজ্ঞাননামক ধর্মের স্বরূপ ও ফলের প্রতি শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার-পথে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। ৩

[৪র্থ হইতে ১০ম শ্লোক পর্যন্ত শ্রীভগবান্ অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রস্তাবিত সম্যক্ জ্ঞান বলিতেছেন।]

আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অব্যক্তমূর্তি ; আমার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত ভূত আমাতে

১ ইহার দ্বারা অনেক জন্মসঞ্চিত ধর্মাধর্মাদি সমূলকর্ম ক্ষণমাত্রে ধ্বংস হয়।

২ অনেক জন্মের পুণ্যসাধ্য বলিয়া অধর্মসংশ্লিষ্ট নহে।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

ভূতানি ([ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত] সমস্ত ভূত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) অহং চ (আমি) তেষু (তাহাতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি) ॥ ৪

ভূতানি চ ([ব্রহ্মাদি] (ভূতসকলও) ন মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত নয়)। মে (আমার) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয়) যোগম্ (মাহাত্ম্য, আত্মার যথার্থ রূপ) পশ্য (দেখ)। মম (আমার) আত্মা (স্বরূপ) ভূত-ভৃৎ (ভূতগণের ধারক) ভূত-ভাবনঃ চ (ও ভূতগণের উৎপাদক), [তথাপি] ন ভূত-স্থঃ (ভূতগণের মধ্যে অবস্থিত নহে) ॥ ৫

যথা (যেরূপ) সর্বত্র-গঃ (সর্বত্র বিচরণশীল) মহান্ বায়ুঃ (মহাবায়ু) নিত্যম্ (সদা) আকাশ-স্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত), তথা (সেইরূপ)

অবস্থিত[১] ; কিন্তু আমি আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অসংসর্গী বলিয়া তৎসমুদয়ে আধেয়ভাবে অবস্থিত নহি। ৪

আমার ঈশ্বরীয় যোগ[২] (পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ) দর্শন কর। বস্তুতঃ ব্রহ্মাদি ভূতগণ সর্বসঙ্গবর্জিত আমাতে পারমার্থিকভাবে অবস্থিত নহে ; অসংসর্গিত্ববশতঃ আমার[৩] আত্মা ভূতগণে অবস্থিত না হইয়াও তাহাদের ধারক ও উৎপাদক। ৫

সর্বত্র বিচরণশীল মহাবায়ু যেরূপ আকাশে অসঙ্গভাবে

১ আমার সত্তায় তাহারা সত্তাবান্, তাহারা আমাতে অধ্যস্ত।
(গীঃ ৬।২৯ টীকা ২ দ্রঃ)

২ যোগং যুক্তিং ঘটনম্, আত্মনোঃ যাথাত্ম্যম্ ইত্যর্থঃ।—শঙ্করভাষ্য

৩ 'রাহুর শির' কথাটির ন্যায় প্রয়োগ।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯

সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূত) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (অবধারণ কর) ॥ ৬

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), সর্বভূতানি (সকল ভূত) কল্প-ক্ষয়ে (প্রলয়কালে) মামিকাম্ (মদীয়, আমার) প্রকৃতিং (ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে) যান্তি (লীন হয়), পুনঃ (আবার) কল্প-আদৌ (কল্পের আরম্ভে, সৃষ্টিকালে) তানি (সেই [ভূত] সকল) অহম্ (আমি) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥ ৭

স্বাম্ (স্বীয়) প্রকৃতিং (অবিদ্যারূপ প্রকৃতি) অবষ্টভ্য (বশীভূত করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (প্রকৃতির অধীনে, স্বভাবের বশে) ইমং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) অবশং ([জন্ম ও মৃত্যুর] অধীন) ভূত-গ্রামম্ (ভূতগণকে) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥ ৮

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন), তেষু (সেই সমস্ত) কর্মসু (কর্মে) অসক্তম্ (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ * চ (এবং উদাসীনের ন্যায়) আসীনম্ (অবস্থিত,

অবস্থান করে, সেইরূপ সর্বব্যাপী ও অসংশ্লিষ্ট মৎস্বরূপে ভূতসকল স্থিতিকালে অবস্থিত জানিও। ৬

হে কৌন্তেয়, প্রলয়কালে সকল ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লীন হয়; আবার সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করি। ৭

স্বীয় অবিদ্যারূপ মায়াকে বশীভূত করিয়া প্রকৃতিপরতন্ত্র এবং জন্মমৃত্যুর অধীন ভূতগণকে আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি। ৮

* উদাসীনবৎ ন তু উদাসীনঃ। সাধর্ম্য (সাদৃশ্য) হেতু বৎপ্রত্যয়।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০

বিদ্যমান) মাং (আমাকে) তানি (সেই সকল) কর্মাণি (কর্ম) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৯

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), ময়া (আমার) অধ্যক্ষেণ (অধ্যক্ষতা বা অধিষ্ঠানের দ্বারা) প্রকৃতিঃ (ত্রিগুণাত্মিকা মায়া) স-চর-অচরম্ (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ) সূয়তে (সৃষ্টি করে)। অনেন (এই) হেতুনা (কারণে) [ইদং] জগৎ (এই [ব্যক্ত ও অব্যক্ত] বিশ্ব) বিপরিবর্ততে (বিবিধরূপে পরিবর্তিত হয় ॥ ১০

হে ধনঞ্জয়, আমি অনাসক্ত ও উদাসীন পুরুষের ন্যায় অবস্থিত বলিয়া আমাকে সেই সকল কর্ম আবদ্ধ করিতে পারে[১] না। ৯
(গীঃ ৪।১৩ দ্রঃ)

কারণ, হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতা[২] দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি[৩] করে। আমি সকলের স্রষ্টা, সত্তা, স্ফূর্তিপ্রদ ও সাক্ষিরূপে অধিষ্ঠিত বলিয়া এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ বিবিধরূপে পরিবর্তিত হয়। ১০
(শ্বেতাশ্বতর উপ ৪।১০ দ্রঃ)

---

১ আমার মত কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তিশূন্য হইলে অন্যেও কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না।

২ যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ ইতি শ্রুতিঃ —যিনি এই বিশ্ব প্রপঞ্চের অধ্যক্ষ, তিনি পরমাকাশে বিরাজমান।

৩ সৃষ্টিরহস্য অনির্বচনীয়। পরমার্থতঃ সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয় মিথ্যা। "কো অদ্ধা বেদ, ক ইহ প্রবোচৎ, কুত আজাতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ" ইতি শ্রুতিঃ —এই সৃষ্টিতত্ত্ব পরমার্থ রূপে কে বুঝে? কেই বা সংসারে সৃষ্টিতত্ত্ব উপদেশ করিল? এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কেনই বা ইহার সৃষ্টি হইল?

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩

মম (আমার) ভূত-মহা-ঈশ্বরং (সকল ভূতের ঈশ্বর) পরং (প্রকৃষ্ট) ভাবম্ (পরমাত্মতত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) মানুষীং (মানব) তনুম্ (দেহ) আশ্রিতম্ (আশ্রিত) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে)॥ ১১

মোঘ-আশাঃ (নিষ্ফলকাম) মোঘ-কর্মাণঃ (বিফলকর্মা) মোঘ-জ্ঞানাঃ (নিষ্ফলজ্ঞান) বিচেতসঃ (বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ) মোহিনীং (মোহকরী, দেহাত্মবুদ্ধিকরী) রাক্ষসীম্ (রাক্ষসী, তামসী) আসুরীং চ (আসুরী, রাজসী) প্রকৃতিং (স্বভাব) শ্রিতাঃ এব (প্রাপ্ত হয়)॥ ১২

পার্থ (হে অর্জুন), তু (কিন্তু) মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) দৈবীং (দেবসুলভ, সাত্ত্বিক) প্রকৃতিম্ (স্বভাব) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া)

আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এবং সকলের অন্তরাত্মা হইলেও মনুষ্যদেহ আশ্রয়পূর্বক ব্যবহার করি বলিয়া মূঢ়গণ আমার (আকাশকল্প) পরমাত্মতত্ত্ব না জানিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে। ১১ (গীঃ ৭।২৪ দ্রঃ)

বৃথাশা, নিষ্ফলকর্মা ও বিফলজ্ঞান অবিবেকিগণ স্বাত্মভূত আমাকে অবজ্ঞা করার জন্য তামসী ও রাজসী মোহিনী (দেহাত্মবুদ্ধিকরী) প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

অনন্য-মনসঃ (অনন্যমনা হইয়া) ভূত-আদিম্ (ভূতগণের কারণ) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজনা করেন) ॥ ১৩

[তাঁহারা] সততং (সদা) মাং (আমার) কীর্তয়ন্তঃ (কীর্তন করিয়া) দৃঢ়-ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত) যতন্তঃ চ (ও যত্নশীল হইয়া) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত, পরম প্রীতিপূর্বক) নমস্যন্তঃ (নমস্কার করিয়া) নিত্য-যুক্তাঃ চ (সদা সমাহিত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ১৪

অন্যে অপি চ (এবং অন্য কেহ কেহও) জ্ঞান-যজ্ঞেন ([ভগবদ্‌বিষয়ক] জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা) যজন্তঃ (পূজা করিয়া) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন), [যেমন] একত্বেন (ব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপ পরমার্থ দর্শন

কিন্তু হে পার্থ, মহাত্মাগণ শম, দম, দয়া ও শ্রদ্ধাদি-যুক্ত সাত্ত্বিক স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জানিয়া অনন্যচিত্তে ভজনা করেন। ১৩

ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল সেই ভক্তগণ সর্বদা আমার কীর্তন[১] করিয়া ও ভক্তিপূর্বক নমস্কারাদির দ্বারা সদা সমাহিত হইয়া আমার উপাসনা করেন। ১৪

অন্য কেহ কেহ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা আমার উপাসনা করেন। যথা—কেহ বা ব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপ পরমার্থ

১ ভগবানের গুণগান, বেদান্তাদিশ্রবণ ও পূজা-জপ ইত্যাদি।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাঽহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬
পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭

দ্বারা) পৃথক্ত্বেন ([বিষ্ণু, চন্দ্র ও আদিত্যাদিরূপে] পৃথক্ পৃথগ্ভাবে ভগবান্ অবস্থিত) [জানিয়া] বিশ্বতঃ-মুখম্ (বিশ্বরূপে, সর্বতোমুখে) বহুধা (বহু প্রকারে) [উপাসনা করেন] । ১৫

অহং (আমি) ক্রতুঃ ([অগ্নিষ্টোমাদি] শ্রৌত যজ্ঞ), অহং (আমি) যজ্ঞঃ ([পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি] স্মার্ত যজ্ঞ), অহম্ (আমি) স্বধা (পিত্র্যর্থ শ্রাদ্ধাদি), অহম্ (আমি) ঔষধম্ (ভেষজ), অহম্ (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র), অহম্ (আমি) আজ্যম্ (হোমের হবি), অহম্ এব (আমিই) অগ্নিঃ (হোমাগ্নি), অহং (আমি) হুতম্ (হোম-ক্রিয়া) ॥ ১৬

অহম্ এব (আমিই) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) পিতা (জনক), মাতা (জননী), ধাতা (কর্মফলদাতা), পিতামহঃ (পিতার পিতা), বেদ্যং (জ্ঞেয়) পবিত্রম্ (পাবন, পরিশুদ্ধিকর) ওঙ্কারঃ (নাদব্রহ্ম), ঋক্ (ঋগ্বেদ) সাম (সামবেদ) যজুঃ চ (ও যজুর্বেদস্বরূপ) । ১৭

দর্শনদ্বারা, কেহ কেহ বা পৃথক্ পৃথগ্ভাবে ভগবান্ই চন্দ্রাদিত্যাদিরূপে অবস্থিত জানিয়া, কেহ কেহ বা আমাকে বিশ্বরূপ ভগবান্ ভাবিয়া—বহুপ্রকারে উপাসনা করেন । ১৫

[ভক্তগণ বহুপ্রকারে উপাসনা করিলেও একই ভগবানের উপাসনা করা হয় ; কারণ, তিনি সর্বাত্মক । ইহাই ১৬-১৯ শ্লোকে বলা হইতেছে ।]

আমি অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ, আমি পঞ্চ স্মার্ত যজ্ঞ, আমি পিত্র্যর্থ শ্রাদ্ধাদি, আমি ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের ঘৃত, আমি হোমাগ্নি এবং আমিই হোমক্রিয়া । ১৬

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা ও প্রাণীর কর্মফলদাতা,

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ১৯

[আমি] গতিঃ (কর্মফল) ভর্তা (পোষণকর্তা) প্রভুঃ (স্বামী) সাক্ষী (প্রাণীর শুভাশুভের দ্রষ্টা) নিবাসঃ (বাসস্থান) শরণং (শরণাগতের আর্তিহর) সুহৃৎ ([প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ] হিতকারী) প্রভবঃ (স্রষ্টা) প্রলয়ঃ (সংহর্তা) স্থানং (আধার) নিধানম্ (প্রলয়স্থান) অব্যয়ং (অক্ষয়) বীজম্ (কারণ) ॥ ১৮

অর্জুন (হে অর্জুন), অহম্ (আমি) তপামি (তাপ দান করি), চ (এবং) অহং (আমি) বর্ষং (জল) নিগৃহ্ণামি (আবর্ষণ করি), উৎসৃজামি চ (ও বর্ষণ করি) অমৃতং চ এব ([দেবতাদিগের] অমৃত) মৃত্যুঃ চ (এবং মর্ত্যদিগের মৃত্যু), অহম্ (আমি) সৎ (স্থূল, দৃশ্য) অসৎ চ (ও সূক্ষ্ম, অদৃশ্য) ॥ ১৯

পিতামহ ও একমাত্র জ্ঞেয় এবং পরিশুদ্ধিকর বস্তু। আমিই ওঙ্কার এবং ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদস্বরূপ। ১৭

আমিই প্রাণীর কর্মফল ও পোষণকর্তা, আমি প্রভু ও সকল প্রাণীর বাসস্থান, ও তাহাদের কৃতাকৃতের সাক্ষী, আমিই রক্ষক ও প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হিতকারী, আমিই স্রষ্টা ও সংহর্তা ; আমি আধার ও প্রলয়স্থান এবং আমিই জগতের অক্ষয় কারণ। ১৮

সূর্যরূপে আমি তাপ বিকিরণ করি এবং জল আকর্ষণ ও বর্ষণ করি। আমি অমরগণের অমৃত ও মর্ত্যগণের মৃত্যু এবং আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু। ১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা,
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদজ্ঞগণ) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞদ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সোম-পাঃ ([যজ্ঞশেষ] সোমরস পান করিয়া) পূত-পাপাঃ (পাপমুক্ত হইয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গগমন) প্রার্থয়ন্তে (প্রার্থনা করেন); তে (তাঁহারা) পুণ্যম্ (পুণ্যফলরূপ) সুরেন্দ্র-লোকম্ (ইন্দ্রলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (অপ্রাকৃত, মনুষ্যদেহে অপ্রাপ্য) দেব-ভোগান্ (দেবভোগ-সকল) অশ্নন্তি (ভোগ করেন) ॥ ২০ তে (তাঁহারা) তং (সেই) বিশালং (বিস্তীর্ণ) স্বর্গ-লোকং (স্বর্গ-লোক) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে (পুণ্য, সৎকর্ম্মফল) ক্ষীণে (ক্ষীণ হইলে) মর্ত্ত-লোকং (মনুষ্যলোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন) এবং (এইরূপে) ত্রয়ী-ধর্ম্মম্ (ত্রিবেদোক্ত ধর্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানপরায়ণ) কাম-কামাঃ (ভোগেচ্ছুগণ) গত-আগতং ([সংসারে] যাতায়াত) লভন্তে (করেন) ॥ ২১

ত্রিবেদজ্ঞগণ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরসপানে পাপমুক্ত হন এবং স্বর্গকামনা করেন; তাঁহারা পুণ্য কর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া অপ্রাকৃত দেবভোগ উপভোগ করেন। ২০

তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গলোক উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়[১]

১ ভোগের দ্বারা পাপের ফল দুঃখ ও পুণ্যের ফল সুখ ক্ষয় হয়।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং* বহাম্যহম্ ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩

অনন্যাঃ (অনন্যচিত্তে, আত্মভাবে) মাং (আমাকে, ভগবান্‌কে) চিন্তয়ন্তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) যে (যে সকল) জনাঃ (ব্যক্তি, সন্ন্যাসী) পরি-উপাসতে (ধ্যান করেন), তেষাং (সেই) নিত্য-অভিযুক্তানাং (অনবরত যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের) যোগ-ক্ষেমম্ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) অহং (আমি) বহামি (বহন করি) ॥ ২২

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার [আস্তিক্যবুদ্ধির] সহিত) অন্বিতাঃ (যুক্ত হইয়া) যে অপি (যে সকল) ভক্তাঃ (ভক্ত) অন্য-দেবতাঃ

হইলে মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসেন। এইরূপে ত্রিবেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভোগকামী ব্যক্তিগণ সংসারে যাতায়াত করেন। ২১ (মুণ্ডক উপ ১।২।১০ দ্রঃ)

আমাকেই (শ্রীভগবান্‌কেই) আত্মভাবে[১] চিন্তাপূর্বক যে সন্ন্যাসিগণ আমার ধ্যান করেন, সেই নিত্য সমাহিত ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি। ২২

---

* শ্রীধর স্বামীর মতে যোগক্ষেম শব্দের অর্থ মুক্তি। বৌদ্ধশাস্ত্রেও যোগক্ষেম শব্দটী নিব্বাণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধম্মপদে আছে :—

তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্হপরক্কমা।
ফুসন্তি ধীরা নিব্বাণং যোগক্ষেমং অনুত্তরং ॥
—অপ্পমাদো বগ্গো, ৩

সেই সকল সতত চেষ্টাশীল এবং নিত্য দৃঢ়পরাক্রম ধ্যানিগণ পরম শান্তি-রূপ নিব্বাণ লাভ করেন। (বৌদ্ধ নিব্বাণ ও বৈদিক মুক্তি একার্থ-বাচক।) শ্রীধর স্বামিপ্রদত্ত অর্থ অধিকতর সমীচীন মনে হয় ; কারণ মুক্তিই মুমুক্ষুর একমাত্র কাম্য ও প্রয়োজনীয়।

১ (গীতা—৭।১৭-১৮ দ্রঃ)।

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

(অন্যান্য দেবতার) যজন্তে (যজন = পূজা করেন), তে অপি (তাঁহারাও) অবিধি-পূর্বকম্ (অজ্ঞানপূর্বক) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করেন) ॥ ২৩

সর্ব-যজ্ঞানাম্ (শ্রৌত ও স্মার্ত সকল যজ্ঞের) অহং (আমিই) ভোক্তা (দেবতাস্বরূপে ভোক্তা), প্রভুঃ এব চ (ও ফলদাতা) চ তু (কিন্তু) তে (তাঁহারা, অন্যদেবতার ভক্তগণ) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) মাম্ (আমাকে) ন অভিজানন্তি (জানেন না)। অতঃ (এই হেতু) চ্যবন্তি (চ্যুত হন, প্রত্যাবর্তন করেন) ॥ ২৪

[অন্যান্য ভক্তগণ স্ব স্ব যোগক্ষেমের জন্য নিজেরাই চেষ্টা করেন, কিন্তু এই সন্ন্যাসিগণ শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান না ; এই জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন। এই সকল পরমার্থদর্শী যোগ বা ক্ষেম, জীবন বা মরণ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না।]

[যেহেতু অন্যান্য দেবতারূপে শ্রীভগবান্ই স্বয়ং অবস্থিত, সেই জন্য অন্য দেবতার উপাসনাও শ্রীভগবানেরই উপাসনা। বিভিন্ন ইষ্টদেবতার মধ্যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরই পূর্ণরূপে বিরাজিত। এই জন্য —]

হে কৌন্তেয়, যাঁহারা আস্তিক্যবুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারাও অজ্ঞানপূর্বক[১] আমারই পূজা করেন। ২৩

দেবতাগণের আত্মারূপে আমিই সকল শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা। কিন্তু অন্য দেবতার ভক্তগণ

১ ভগবান্ই যে অন্যান্য দেবতার রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা অন্য দেবতার উপাসকগণ জানেন না। এই জন্য অন্যান্য দেবতার উপাসনাও অজ্ঞানপূর্বক ভগবানেরই উপাসনা। গীঃ ৭।২০-২২; ৯।২৪-২৫ দ্রঃ।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

দেব-ব্রতাঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ ([ইন্দ্রাদি] দেবগণকে) যান্তি (লাভ করেন), পিতৃ-ব্রতাঃ ([শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপর] পিতৃভক্তগণ) পিতৃন্ (অগ্নিষ্বাত্তা, অর্যমাদি পিতৃগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন), ভূত-ইজ্যাঃ (ভূতোপাসকগণ) ভূতানি ([বিনায়ক, মাতৃগণ, চতুর্ভগিনী প্রভৃতি] ভূতগণকে) যান্তি (লাভ করেন), মদ্-যাজিনঃ (আমার পূজকগণ) মাম্ অপি (আমাকেই) যান্তি (প্রাপ্ত হন)। ২৫

যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত) পত্রং (পত্র) পুষ্পং (ফুল) ফলং (ফল) তোয়ং (জল) প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন),

আমাকে স্বরূপতঃ জানেন না বলিয়া তাঁহারা আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন। ২৪ (গীঃ ৮।৪ টীকা ২ দ্রঃ)

[কারণ, আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা ইহা না জানিয়া যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করায় যজ্ঞাদির ফল আমাতে অর্পিত হয় না ; এই জন্য কর্মফলবশতঃ তাঁহারা সংসারে ফিরিয়া আসেন। অন্য দেবতার ভক্তগণের কর্মফল অবশ্যম্ভাবী।]

দেবোপাসকগণ ইন্দ্রাদি দেবগণকে প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদিপর পিতৃভক্তগণ অগ্নিষ্বাত্তা ও অর্যমাদি পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূতোপাসকগণ বিনায়ক ও চতুর্ভগিন্যাদি ভূতগণকে লাভ করেন এবং আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করেন। ২৫ * (গীঃ ৭।২৩ দ্রঃ)

* কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়—কৃষ্ণপ্রণামী ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না। —নারদ পুরাণ।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮

অহং (আমি) প্রযত-আত্মনঃ (শুদ্ধবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্তের) ভক্তি-উপহৃতম্ (ভক্তিপ্রদত্ত) তৎ (তাহা, সেই উপহার) অশ্নামি (ভক্ষণ—গ্রহণ করি)॥ ২৬

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), যৎ (যাহা) করোষি (অনুষ্ঠান কর), যৎ (যাহা) অশ্নাসি (ভোজন কর), যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর), যৎ (যাহা) দদাসি (দান কর), যৎ (যে) তপস্যসি (তপস্যা কর), তৎ (তাহা) মৎ-অর্পণম্ (আমাতে সমর্পণ) কুরুষ্ব (করিও)॥ ২৭

এবং (এইরূপে) শুভ-অশুভ-ফলৈঃ (শুভাশুভ ফলবিশিষ্ট) কর্ম-বন্ধনৈঃ (কর্মের বন্ধনসমূহ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে), সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত-আত্মা ([কর্মফলত্যাগপূর্বক] কর্মানুষ্ঠানযোগে যুক্তচিত্ত ব্যক্তি) বিমুক্তঃ) [জীবিত কালে] মুক্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপ-এষ্যসি ([জীবনান্তে] প্রাপ্ত হইবে)॥ ২৮

[আমার ভক্তগণ অনাবৃত্তি (ব্রহ্মনির্বাণ) রূপ অনন্ত ফল লাভ করেন, অথচ আমার আরাধনাও সুকর, কারণ—]

যে শুদ্ধবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাহার সেই ভক্তি-উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। ২৬

অতএব হে কৌন্তেয়, যাহা অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যে তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাকে সমর্পণ করিবে। ২৭

এইরূপে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণদ্বারা শুভাশুভ-ফল-বিশিষ্ট কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। আমাতে শুভাশুভ

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

অহং (আমি) সর্বভূতেষু (সকল ভূতে) সমঃ (সমান), মে (আমার) ন দ্বেষ্যঃ (অপ্রিয় নাই), প্রিয়ঃ (ও প্রিয়) ন অস্তি (নাই)। তু (কিন্তু) যে (যাঁহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) ভজন্তি (ভজনা করেন), তে (তাঁহারা) ময়ি (আমাতে) চ (এবং) অহম্ অপি (আমিও) তেষু (তাঁহাদের হৃদয়ে) [অবস্থান করি] ॥ ২৯

সু-দুরাচারঃ অপি (অতি দুরাচার ব্যক্তিও) চেৎ (যদি) অনন্য-ভাক্ (অনন্যভক্তির সহিত) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করে), সঃ (তাঁহাকে) সাধুঃ এব (সাধুই) মন্তব্যঃ (মনে করা উচিত), হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) সম্যক্ (সাধু) ব্যবসিতঃ (নিশ্চয়বান্) ॥ ৩০

কর্ম সমর্পণরূপ সন্ন্যাস[১] যোগে যুক্ত হইয়া জীবনকালেই মুক্তিলাভ করিবে এবং দেহান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে; অর্থাৎ পুনর্বার আর দেহধারণ করিতে হইবে না। ২৮

আমি সকল ভূতে সমানভাবে বিরাজ করি, আমার প্রিয় ও অপ্রিয় নাই, কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই আমাতে[২] অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয়ে বাস[৩] করি। ২৯

[অগ্নি তৎসমীপে আগমনকারীদিগের শীত অপনয়ন করে, কিন্তু অগ্নি হইতে দূরে থাকিলে শীত নিবারিত হয় না। এই জন্য অগ্নির যে রাগদ্বেষ আছে, তাহা নহে। শ্রীভগবানও

১ সন্ন্যাস = কর্মফলত্যাগ। যোগ = কর্মের অনুষ্ঠান।
২ মদাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া আমার অনুগ্রহভাজন হন।
৩ তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাদের অনুগ্রাহক হই।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২

[সঃ] (তিনি) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্ম-আত্মা (ধার্মিক) ভবতি (হন), শশ্বৎ (নিত্য, চির) শান্তিং (শান্তি) নিগচ্ছতি (লাভ করেন), কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), মে (আমার) ভক্তঃ (ভজনশীল, উপাসক) ন প্রণশ্যতি (বিনষ্ট হন না) [ইতি] প্রতিজানীহি (নিশ্চয়রূপে জান, প্রতিজ্ঞা কর) ॥ ৩১

পার্থ (হে পৃথাপুত্র), যে (যাহারা) পাপ-যোনয়ঃ অপি (পাপ-জন্মা) স্যুঃ (হয়), [এবং যাহারা] স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী) বৈশ্যাঃ (বৈশ্য) তথা

সেইরূপ ভক্তকে অনুগৃহীত করেন, অন্যকে করেন না বলিয়া তাঁহার রাগদ্বেষ আছে বলা যায় না। ভগবদ্‌ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ কর[১]—]

অতি দুরাচার (কুৎসিতাচার) ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্তির সহিত আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাকে সাধু[২] বলিয়া মনে করিবে, কারণ তাঁহার সংকল্প (নিশ্চয়) অতি সাধু। ৩০

তিনি শীঘ্র ধার্মিক হন ও চির শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না,[৩] ইহা নিশ্চিত জানিও এবং সগর্বে জগতে প্রচার কর। ৩১

১ গীঃ ৯।৩১-৩৩ দ্রঃ

২ সম্যক্‌বৃত্ত, ভগবদ্‌ভক্ত, সৎসংকল্প।

৩ ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ।—ঋগ্বেদ ৩।৫৯।২ = তুমি যাহাকে রক্ষাকর কেহ তাহাকে বিনাশ বা পরাভব করিতে পারে না। পাপ দূর বা নিকট হইতে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

(এবং) শূদ্রাঃ (শূদ্র) তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) পরাং (পরম, প্রকৃষ্ট) গতিম্ হি (গতিই, মুক্তিই) যান্তি (লাভ করে) ॥ ৩২

পুণ্যাঃ (পুণ্যযোনি, পুণ্যজন্মা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) তথা (এবং) ভক্তাঃ (ভক্ত) রাজা-ঋষয়ঃ (রাজর্ষিগণের, ক্ষত্রিয়গণের) কিং পুনঃ (আর কথা কি) । [অতএব] অনিত্যম্ (অনিত্য, অস্থায়ী) অসুখম্ (সুখহীন) ইমং (এই) লোকম্ (মর্তলোক, মনুষ্যদেহ) প্রাপ্য (পাইয়া) মাম্ (আমাকে) ভজস্ব (ভজনা কর) ॥ ৩৩

মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভজনশীল) মদ্‌যাজী (আমার পূজনশীল) ভব (হও), মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার

হে পার্থ, নিকৃষ্টজন্মা ব্যক্তিগণ এবং স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণও[১] আমাকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃষ্ট গতি লাভ করে। ৩২

(—শ্রীধর স্বামী।)

পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ, ভক্ত এবং ক্ষত্রিয়গণের আর কথা কি ? অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিলে নিশ্চয়ই পরা গতি (পরম মুক্তি) লাভ করিবেন। অতএব যখন এই অনিত্য সুখহীন মর্ত্যলোকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছ, তখন আমাকেই ভজনা কর। ৩৩

১ স্ত্রী ও শূদ্র বেদাধ্যয়নবিহীন ; বৈশ্য কেবল কৃষ্যাদিরত—শ্রীধর স্বামী।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজ-
গুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

=প্রণাম কর); এবম্ (এইরূপে) মৎপরায়ণঃ (মন্নিষ্ঠ, আমার শরণাগত হইয়া) আত্মানং (আত্মা, মন) যুক্ত্বা ([আমাতে] সংযুক্ত=সমাহিত করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে)। ৩৪

তুমি মদ্গতচিত্ত হও; আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম কর।—এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মন সমাহিত করিলে আমাকেই লাভ করিবে। ৩৪

[শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ে স্বীয় আশ্চর্য ঐশ্বর্য এবং ভক্তের অদ্ভুত বৈভব বর্ণনা করিলেন।—শ্রীধর স্বামী।

শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধু আস্বাদন দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে অপার সংসার-সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সহসা আত্মার ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধ হয়, অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হয় এবং দ্বৈতপ্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়।—শ্রীমধুসূদন সরস্বতী।]

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের
অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-
বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগনামক নবম
অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—মহাবাহো (হে বাহুবল-শালী), ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে (আমার) পরমং (পরম, শ্রেষ্ঠ) বচঃ (বাক্য, তত্ত্বকথা) শৃণু (শ্রবণ কর); যৎ (যাহা) প্রীয়মাণায় (প্রীতি-অনুভবকারী) তে (তোমাকে) অহং (আমি) হিত-কাম্যয়া (হিতেচ্ছায়) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ১

[৭ম ও ৯ম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি ও তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যে যে বস্তুতে ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহা বলা হইতেছে এবং পূর্বে বলা হইয়া থাকিলেও ভগবত্তত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া পুনরায় বক্তব্য।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো, তুমি আমার বাক্যশ্রবণে আনন্দিত হও; সেই জন্য আমি তোমার হিতকামনায় উৎকৃষ্ট তত্ত্বকথা পুনরায় বলিতেছি, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। ১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪

সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মহর্ষয়ঃ (মহর্ষিগণ) মে (আমার) প্রভবং (উৎপত্তি) ন বিদুঃ (জানেন না)। হি (কারণ) অহম্ (আমি) দেবানাং (দেবতাগণের) মহর্ষীণাং চ (ও মহর্ষিগণের) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) আদিঃ (আদি কারণ) ॥ ২

যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অনাদিম্ (অনাদি, আদিহীন) অজম্ চ (ও জন্মরহিত) লোক-মহেশ্বরম্ (সর্বলোকের ঈশ্বর) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) মর্ত্যেষু (মনুষ্য-মধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য হইয়া) সর্বপাপৈঃ ([জ্ঞানাজ্ঞানকৃত] সর্ব পাপ হইতে) প্রমুচ্যতে (প্রমুক্ত হন) ॥ ৩

বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য) জ্ঞানম্ (আত্মাদি পদার্থের অববোধ) অসংমোহঃ (প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব) ক্ষমা (তাড়িত

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বা ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, কেহই আমার উৎপত্তি অবগত নহেন। কেন না, আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারে আদি কারণ। ২

যিনি আমাকে আদিহীন, জন্মরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, মনুষ্যমধ্যে তিনিই মোহশূন্য হইয়া জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্বপাপ হইতে প্রমুক্ত হন। ৩

[কেন তিনি সর্বলোকের মহেশ্বর তাহা ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলিতেছেন—]

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

হইলেও চিত্তের অবিকৃত ভাব) সত্যং (যথাশ্রুত ও যথাদৃষ্ট বস্তু অপরকে বুঝাইবার জন্য ঠিক সেই ভাবে বিবৃতি), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম) শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়সংযম) সুখং (সুখ, আহ্লাদ) দুঃখং (দুঃখ, সন্তাপ) ভবঃ (উৎপত্তি) অভাবঃ (বিনাশ) ভয়ম্ এব চ (ও ত্রাস) অভয়ম্ (অভয়, অত্রাস) অহিংসা (প্রাণিপীড়ন না করা) সমতা চ (ও সমচিত্ততা) তুষ্টিঃ (সন্তোষ) তপঃ ([ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক] শরীরপীড়ন) দানং (দান) যশঃ (ধর্ম-নিমিত্ত কীর্তি) অযশঃ (অধর্মনিমিত্ত অকীর্তি) [এতে] (এই সকল) ভূতানাং (ভূতসমূহের, প্রাণিগণের) পৃথগ্বিধাঃ ([স্বকর্মানুসারে] বিভিন্ন) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ॥ ৪-৫

সপ্ত (সাত) মহর্ষয়ঃ ([ভৃগু প্রভৃতি] মহর্ষি) পূর্বে (পুরাকালের) চত্বারঃ ([সনকাদি] চারিজন মহর্ষি) তথা (এবং) মনবঃ (চতুর্দশ মনু) মদ্ভাবাঃ (মদ্গতচিত্ত—অতএব আমার শক্তি-সম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (হিরণ্যগর্ভাত্মক আমার সংকল্পজাত) লোকে (এই জগতে) যেষাম্

অন্তঃকরণের সূক্ষ্মবিষয়ের বোধসামর্থ্য, আত্মাদি পদার্থের জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষমা, সত্য, বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, ধর্মনিমিত্ত কীর্তি ও অধর্মনিমিত্ত অকীর্তি—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাণিগণের স্ব স্ব কর্মানুসারে আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। ৪-৫

(গীঃ ৭।১২ দ্রঃ)

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

(যাঁহাদিগের, মনুদের ও মহর্ষিদের) ইমাঃ (এই) প্রজাঃ ([স্থাবরজঙ্গমাদি] প্রজাসমূহ) [সৃষ্ট হইয়াছে] ॥ ৬

যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই) বিভূতিং (বিভূতি) যোগং চ (ও যোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) অবিকম্পেন (অবিচলিত) যোগেন (সম্যগ্‌দর্শনদ্বারা, তত্ত্বজ্ঞানস্থৈর্য) যুজ্যতে (যুক্ত হন)। [অত্র (ইহাতে) ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই) ॥ ৭

ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি[১], পুরাকালের সনকাদি[২] চারি জন মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ[৩] মনু আমার সংকল্পজাত (মানস পুত্র) এবং মদ্‌গতচিত্ত বলিয়া আমার শক্তিসম্পন্ন। মনুগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই জগতের স্থাবরজঙ্গমাদি সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬

যিনি আমার এই বিভূতি[৪] ও যোগ[৫] যথার্থরূপে জানেন, তিনি অবিচলিত সম্যগ্‌ দর্শন (তত্ত্বজ্ঞানস্থৈর্য) লাভ করেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৭

---

১ ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ।

২ সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন।

৩ স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি।

৪ বি (বিবিধরূপে) ভূতি (ভবন, বৈভব) —বুদ্ধি প্রভৃতির উপাদানরূপে তিনি সর্বাত্মক।

৫ নিমিত্তরূপে তাঁহার যোগৈশ্বর্যসামর্থ্য ও সর্বজ্ঞত্ব। তিনি জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। "যোগং যুক্তিম্ আত্মনো ঘটনম্" —সর্ববস্তুসম্পাদনসামর্থ্য, সর্বশক্তিমত্ত্ব।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০

অহং (আমি) সর্বস্য (সমস্ত জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তিস্থান), মত্তঃ (আমা হইতে) সর্বং (সমস্ত) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়), ইতি (ইহা) মত্বা (জানিয়া) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাব-সমন্বিতাঃ (পরমার্থ তত্ত্ব অভিনিবেশ দ্বারা সংযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তি (ভজনা করেন) ॥ ৮

মৎ-চিত্তাঃ (মদ্‌গতচিত্ত) মদ্‌গত-প্রাণাঃ (মদ্‌গত-জীবন পুরুষগণ) মাং ([জ্ঞান, বল, বীর্যাদি-বিশিষ্ট] আমাকে) পরস্পরম্ (পরস্পরকে) বোধয়ন্তঃ (বুঝাইয়া) নিত্যং চ (ও সর্বদা) কথয়ন্তঃ (কথা-প্রসঙ্গ করিয়া) তুষ্যন্তি চ (তুষ্ট হন) রমন্তি চ (এবং আনন্দ লাভ করেন) ॥ ৯

সতত-যুক্তানাং (নিত্যযুক্ত) প্রীতি-পূর্বকম্ (ভক্তিপূর্বক) ভজতাং

আমি (বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম) সমস্ত জগতের উৎপত্তিস্থান, আমা হইতে সমস্তই[১] প্রবর্তিত হয়,—ইহা জানিয়া তত্ত্ব জ্ঞানিগণ পরমার্থতত্ত্বে অভিনিবেশপূর্বক আমার ভজনা করেন। ৮

যাঁহারা মন আমাকে অর্পণ করিয়াছেন ও যাঁহাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আমাতে উপসংহৃত হইয়াছে, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান, বল ও বীর্যাদিবিশিষ্ট আমার কথাপ্রসঙ্গ করিয়া ও মদ্‌বিষয় পরস্পরকে বুঝাইয়া পরম সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন। ৯

যাঁহারা নিত্যযুক্ত হইয়া অর্থিত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া

---

১ স্থিতি, নাশ ও কর্মফল উপভোগরূপ বিক্রিয়া।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২

(ভজনশীল) তেষাম্ (তাঁহাদিগকে) তম্ (সেই) বুদ্ধি-যোগম্ ([তত্ত্ব-বিষয়ক] সম্যক্ জ্ঞান) দদামি (দান করি), যেন (যাহাদ্বারা, যে বুদ্ধিযোগদ্বারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) [আত্মরূপে] উপযান্তি (লাভ করেন) ॥ ১০

তেষাম্ (তাঁহাদিগের) অনুকম্পা-অর্থম্ এব (অনুগ্রহার্থই) অহম্ (আমি) আত্ম-ভাবস্থঃ (তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে স্থিত হইয়া) ভাস্বতা ([সম্যক্ দর্শনজনিত] দীপ্তিশীল) জ্ঞান-দীপেন (বিবেকরূপ প্রদীপদ্বারা) অজ্ঞানজং (অবিবেকজনিত) তমঃ (মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ মোহান্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি) ॥ ১১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (কহিলেন)—ভবান্ (আপনি) পরং ব্রহ্ম (পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা) পরং ধাম (পরম পদ, পরম তেজ)

কেবল প্রীতিপূর্বক আমায় ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে আমার তত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করি। এই সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহারা আমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন। ১০

সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই আমি তাঁহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া তাঁহাদের সম্যক্ দর্শন-(তত্ত্বজ্ঞান-) জনিত উজ্জ্বল বিবেকরূপ প্রদীপদ্বারা তাঁহাদের অবিবেক-জনিত মিথ্যা জ্ঞানরূপ মোহান্ধকার নাশ করি। ১১ (গীঃ ৯।২৯ টীকা ১-২ দ্রঃ)

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

পরমং (প্রকৃষ্ট) পবিত্রং (পবিত্র, পাবন)। সর্বে (সকল) ঋষয়ঃ (ঋষি) দেবর্ষিঃ (দেবর্ষি) নারদঃ ([ব্রহ্মার পুত্র] নারদ) অসিতঃ (অসিত) দেবলঃ (দেবল) তথা (এবং) ব্যাসঃ (ব্যাসদেব) ত্বাম্ (আপনাকে) শাশ্বতং (সনাতন) দিব্যম্ (দিব্য) পুরুষম্ (পুরুষ) আদি-দেবম্ (আদিদেব) অজং (জন্মরহিত) বিভুম্ (সর্বব্যাপী) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), স্বয়ম্ এব চ (এবং আপনি নিজেও) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছেন) ॥ ১২-১৩

কেশব (হে কৃষ্ণ), মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) বদসি (বলিতেছেন), এতৎ (এই) সর্বম্ (সকল) ঋতং (সত্য) মন্যে (মনে করি)। হি (যেহেতু) ভগবন্ (হে ঈশ্বর), তে (আপনার) ব্যক্তিং

অর্জুন বলিলেন—হে ভগবান্, আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম এবং পরম পাবন। আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, দিব্য পুরুষ ও আদিদেব। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও দেবর্ষি নারদ এবং অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব আপনাকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। ১২-১৩

[তিনি যে অবতার তাহা তিনি নিজমুখেই বলিতেছেন—ইহা অবতারত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অবতার মায়ামনুষ্য। তিনি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁহার অবতারত্ব অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বুঝাইয়া দেন। গীঃ ৪।৫-৯; ৭।২৪; ৯।১১; ১১।৫-৮; ১১।৩২, ৪৭, ৫২; ১২।৬-৭ টীকা ৩ দ্রঃ]

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

(অভিব্যক্তি, আবির্ভাব) ন দেবাঃ (না দেবতাগণ) ন দানবাঃ [চ] (ও না দানবগণ) বিদুঃ (জানেন) ॥ ১৪

পুরুষ-উত্তম (হে পুরুষোত্তম), ভূত-ভাবন (হে ভূতোৎপাদক), ভূত-ঈশ (হে ভূতগণের নিয়ন্তা), দেবদেব (হে দেবতাদিগের প্রকাশক), জগৎপতে (হে বিশ্বপালক), ত্বং (আপনি) স্বয়ম্ এব (নিজেই) আত্মনা (বাহ্য সাধন ব্যতীত) আত্মানং ([নিরতিশয় জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বলাদি-শক্তিবিশিষ্ট] আপনাকে) বেত্থ (জানেন) ॥ ১৫

যাভিঃ (যে যে) বিভূতিভিঃ (বিভূতির দ্বারা) ত্বম্ (আপনি) ইমান্ (এই) লোকান্ (লোকসমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠসি (রহিয়াছেন) ; দিব্যাঃ (দিব্য, অপ্রাকৃত) আত্ম-বিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতি-সকল) অশেষেণ (নিঃশেষে, সম্যগ্‌রূপে) [ত্বম্] হি (আপনিই) বক্তুম্ (বলিতে) অর্হসি (সমর্থ হন) ॥ ১৬

হে কেশব, আপনি আমাকে যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি সত্য বলিয়া মনে করি। হে ভগবান্, দেবতাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ আপনার এই আবির্ভাব (অবতারত্ব) দেবগণ জানেন না, এবং অসুরদের নিগ্রহের জন্য আপনার এই আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) অসুরগণ অবগত নহে। ১৪

হে পুরুষোত্তম[১], হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, আপনি বাহ্যসাধননিরপেক্ষ, নিরতিশয় জ্ঞান, ঐশ্বর্য এবং বলাদি শক্তিবিশিষ্ট ও নিরুপাধিক। আপনার স্বরূপ আপনিই জানেন, অপরে জানে না। ১৫

---

১ গীঃ—১৫।১৮ দ্রঃ।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

যোগিন্ (হে যোগী, হে যোগমায়া পরিবৃত) সদা (সর্বদা) পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) কথং (কিরূপে) ত্বাম্ (আপনাকে) অহম্ (আমি) বিদ্যাম্ (জানিব) ? ভগবন্ (হে ভগবান্), কেষু কেষু (কি কি) ভাবেষু চ (বস্তুতে) ময়া (আমাদ্বারা) [আপনি] চিন্ত্যঃ (ধ্যেয়) অসি (হন) ॥ ১৭

জনার্দন (হে কৃষ্ণ), আত্মনঃ (স্বীয়) যোগং (সর্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য) বিভূতিং চ (ও ভিন্ন ভিন্ন ধ্যেয় বস্তু) বিস্তরেণ (বিস্তৃতভাবে) ভূয়ঃ (আবার) কথয় (বলুন) ; হি (কারণ) [তে] অমৃতম্ (আপনার কথামৃত) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ (তৃপ্তি, পরিতোষ) ন অস্তি (হইতেছে না) ॥ ১৮

আপনি যে যে বিভূতিদ্বারা এই লোকসমূহ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই সকল দিব্য আত্মবিভূতি সম্যগ্রূপে বর্ণনা করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ। ১৬

হে যোগেশ্বর, কিরূপে সতত আপনার চিন্তা করিলে আমি আপনাকে জানিতে পারিব ? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ বস্তুতে আপনাকে আমি ধ্যান করিব ? ১৭

হে জনার্দন, আপনার সর্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য এবং যে যে বস্তু অবলম্বন করিয়া আপনাকে ধ্যান করা যায়, সেই সেই ধ্যানাবলম্বন বস্তুসমূহ আমাকে কৃপা করিয়া পুনরায়[১]

[১] গীঃ—১০।২-৭ ; ৭।৭-১২ এবং ৯।১৬-১৯ দ্রঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (কহিলেন)—হন্ত* (হে) কুরুশ্রেষ্ঠ (কুরুকুল-গৌরব), দিব্যাঃ (দিব্য, অলৌকিক) আত্ম-বিভূতয়ঃ (আমার বিভূতি সমূহের, মদীয় ধ্যানের অবলম্বন বস্তুসকল) প্রাধান্যতঃ (প্রধানভাবে) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব)। হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিস্তৃত বিভূতির) অন্তঃ (শেষ) ন অস্তি (নাই)॥ ১৯

গুড়াকেশ (হে জিতনিদ্র, হে অর্জুন), অহম্ (আমি) সর্বভূত-আশয়স্থিতঃ (সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত) আত্মা (প্রত্যক্ চৈতন্য) অহম্ এব চ (ও আমিই) ভূতানাম্ (ভূতগণের) আদিঃ (উৎপত্তি) মধ্যং চ (স্থিতি) অন্তঃ চ (ও প্রলয়)॥ ২০

বিস্তৃত ভাবে বলুন। কারণ, আপনার কথামৃত পান করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না; আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি। ১৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার ধ্যানের অবলম্বন প্রধান প্রধান দিব্য বস্তুসমূহ (বিভূতি সকল) তোমাকে বলিব। কারণ, আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নাই।১৯

[এই শ্লোক হইতে অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত ভগবানের বিভূতি-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।]

হে জিতনিদ্র অর্জুন, আমিই সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে[১]

* হন্তেতি হর্ষে—মাধব।

১ সর্বভূতের হৃদয়স্থ প্রত্যগাত্মারূপে আমি নিত্য ধ্যেয়।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

অহম্ (আমি) আদিত্যানাম্ (দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণুনামক আদিত্য), জ্যোতিষাম্ (প্রকাশকদিগের মধ্যে) অংশুমান্ (রশ্মিমান্, কিরণশালী) রবিঃ (সূর্য), মরুতাম্* (উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচিনামক বায়ু) অস্মি (হই), নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্র) ॥ ২১

বেদানাং (চারি বেদের মধ্যে) সাম-বেদঃ (সাম বেদ) অস্মি (হই), দেবানাম্ (দেবতাগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই), ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে) মনঃ (প্রবর্ত্তক মন) অস্মি (হই), ভূতানাম্ চ (এবং প্রাণিদেহে) চেতনা (অভিব্যক্ত চিদভিব্যঞ্জিকা বুদ্ধিবৃত্তি) অস্মি (হই) ॥ ২২

অবস্থিত প্রত্যগাত্মা এবং আমিই প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়স্থান। ২০

[যিনি উপরোক্ত প্রকারে আমার ধ্যান করিতে অসমর্থ, তিনি নিম্নোক্ত বস্তুনিচয়ের মধ্যে যে কোন একটীতে স্বশ্রদ্ধানুসারে আমার ধ্যান করিবে।]

দ্বাদশ আদিত্যের[১] মধ্যে আমি বিষ্ণুনামক আদিত্য, প্রকাশকগণের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি, এবং আমি নক্ষত্রগণের অধিপতি চন্দ্র। ২১

চারি বেদের মধ্যে আমি সাম বেদ, দেবগণের মধ্যে

---

* আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহ, ও পরিবহ—এই সাতটী মরুদ্গণ।

১ ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩
পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪

রুদ্রাণাং (একাদশ রুদ্রের মধ্যে) শঙ্করঃ (শঙ্কর) অস্মি (হই), যক্ষ-রক্ষসাম্ (যক্ষ ও রক্ষগণের মধ্যে) বিত্ত-ঈশঃ (কুবের) বসূনাং চ (ও অষ্টবসুর মধ্যে) পাবকঃ (অগ্নি) অস্মি (হই), শিখরিণাম্ * চ (ও পর্বতগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) মেরুঃ (মেরুপর্বত)॥ ২৩

পার্থ (হে অর্জুন), মাং (আমাকে) পুরোধসাং চ (ও পুরোহিত-গণের মধ্যে) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিম্ (বৃহস্পতি) বিদ্ধি (জানিবে)। অহং (আমি) সেনানীনাম্ (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্তিকেয়) সরসাম্ (দেবখাত জলাশয়সমূহের মধ্যে) সাগরঃ (সমুদ্র) অস্মি (হই)॥ ২৪

আমি ইন্দ্র, আমি ইন্দ্রিয়সকলের প্রবর্তক মন এবং প্রাণিদেহে অভিব্যক্ত চেতনা অর্থাৎ[১] বুদ্ধিবৃত্তি। ২২

আমি একাদশ রুদ্রের[২] মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের, অষ্ট বসুর[৩] মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ শৃঙ্গ-যুক্ত পর্বত-সকলের মধ্যে আমি মেরুপর্বত। ২৩

হে অর্জুন, আমি পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি, সেনানায়কগণের মধ্যে আমি দেবসেনাপতি,

---

* শিখরবান্—শৃঙ্গযুক্ত　　১ গীঃ—১৩।৬ টীকা ২ দ্রঃ।

২ অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর।—মহাভারত

৩ আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। —বহ্নিপুরাণ

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু মুনি) অস্মি (হই), গিরাম্ (শব্দের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (একাক্ষর, প্রণব), যজ্ঞানাং (যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপ-যজ্ঞঃ (জপরূপ যজ্ঞ), স্থাবরাণাং (স্থাবর পদার্থের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয় পর্বত) অস্মি (হই) ॥ ২৫

সর্ব-বৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষসকলের মধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থ বৃক্ষ), দেবর্ষীণাং চ (ও দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ (নারদ ঋষি), গন্ধর্বাণাং (গন্ধর্বদিগের মধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথ), সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিল মুনি) ॥ ২৬

কার্তিকেয় এবং দেবখাত জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর। ২৪

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঁকার, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপরূপ * যজ্ঞ, এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়। ২৫

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ[১] পুরুষগণের মধ্যে কপিলমুনি। ২৬

---

* পতঞ্জলিমতে মন্ত্রের অর্থ ভাবনাই জপ। মন্ত্রোক্ত দেবতার চিন্তাই জপ। মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপঃ।—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ২।৬৫

১ সিদ্ধ—আজন্ম যিনি অতিশয় ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৄণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

অশ্বানাম্ (অশ্বগণের মধ্যে) অমৃত-উদ্ভবম্ (অমৃতের জন্য সমুদ্র-মন্থন-কালে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসম্ (উচ্চৈঃশ্রবা). গজেন্দ্রাণাম্ (শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত), নরাণাং চ (ও মনুষ্যগণের মধ্যে) নর-অধিপম্ (রাজা) মাম্ (আমাকে) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২৭

আয়ুধানাম্ (আয়ুধসমূহের মধ্যে, অস্ত্রসকলের মধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং ([দধীচির অস্থিজাত] বজ্র), ধেনূনাম্ (ধেনু সকলের মধ্যে, গাভীগণের মধ্যে) কাম-ধুক্ (কামধেনু) অস্মি (হই)। [অহং) প্রজনঃ (সন্তানোৎপাদক) কন্দর্পঃ চ (কামও) অস্মি (হই), সর্পাণাম্ (সর্পগণের মধ্যে) বাসুকিঃ (বাসুকি, সর্পরাজ) অস্মি (হই) ॥ ২৮

নাগানাম্ (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ (নাগরাজ অনন্ত) অস্মি (হই), যাদসাম্ চ (ও জলদেবতাগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) বরুণঃ (রাজা

আমাকে অশ্বগণের মধ্যে (অমৃতনিমিত্ত সমুদ্র-মন্থন-কালে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবা, শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া জানিবে। ২৭

আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে দধীচির অস্থি-নির্মিত বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু ; আমি প্রাণিগণের প্রজনন-শক্তি কাম এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকি। ২৮

আমি নাগগণের মধ্যে নাগরাজ অনন্ত, জলদেবতাগণের

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

বরুণ) পিতৃণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) অর্যমা (পিতৃরাজ অর্যমা) সংযমতাম্ চ (ও নিয়ামকগণের মধ্যে) যমঃ (যম) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ২৯

অহম্ (আমি) দৈত্যানাং (দিতিবংশীয়গণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ (প্রহ্লাদ) অস্মি (হই), কলয়তাম্ চ (ও গণনাকারীদের মধ্যে) কালঃ (কাল), মৃগাণাং চ (ও পশুগণের মধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ), পক্ষিণাম্ চ (ও পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ চ (ও বিনতাসুত গরুড়) ॥ ৩০

অহম্ (আমি) পবতাম্ (পাবনগণের বা বেগবান্দিগের মধ্যে) পবনঃ (বায়ু), শস্ত্র-ভৃতাম্ (শস্ত্রধারিগণের মধ্যে) রামঃ (দাশরথি) অস্মি (হই)। ঝষাণাম্ (মৎস্যগণের মধ্যে) মকরঃ চ (এবং মকর) অস্মি (হই), স্রোতসাম্ (নদীসমূহের মধ্যে) জাহ্নবী (গঙ্গা) অস্মি (হই) ॥ ৩১

মধ্যে রাজা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃরাজ অর্যমা এবং নিয়ামকগণের মধ্যে আমি যম। ২৯

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, সংখ্যাকারিগণের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ ও পক্ষিগণের মধ্যে আমি বিনতাতনয় গরুড়। ৩০

বেগবান্দিগের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসকলের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩

অর্জুন (হে পার্থ), সর্গাণাম্ ([আকাশাদি] সৃষ্ট বস্তুর) আদিঃ (উৎপত্তি) অন্তঃ (প্রলয়) মধ্যং চ (ও স্থিতি) অহম্ এব (আমিই), বিদ্যানাম্ (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) অধ্যাত্ম-বিদ্যা (মোক্ষপ্রদ আত্মবিদ্যা) চ প্রবদতাম্ (এবং তার্কিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে) অহম্ (আমি) বাদঃ (বাদ)॥ ৩২

অক্ষরাণাম্ (অক্ষরসমূহের বা বর্ণসকলের মধ্যে) অকারঃ (অকার) অস্মি (হই), সামাসিকস্য চ (ও সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (উভয়-পদপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাস)। অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ (ক্ষয়হীন, অক্ষীণ) কালঃ (কাল বা কালের কাল পরমেশ্বর), অহং (আমি) বিশ্বতোমুখঃ (সর্বতোমুখ) ধাতা (কর্মফলদাতা)॥ ৩৩

হে অর্জুন, আমি আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুসকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার[১] কর্তা, বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার[২] মধ্যে আমি বাদ। ৩২

আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার,[৩] সমাসসকলের মধ্যে উভয়পদপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাস, আমি ক্ষণাদিরূপে প্রসিদ্ধ অক্ষীণ কাল (বা কালের কাল পরমেশ্বর) এবং আমিই সর্বকর্মফলের বিধান-কর্তা। ৩৩

---

১ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তাঁহার বিভূতিরূপে ধ্যেয়।

২ বাদ—তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য তর্ক। বিতণ্ডা—পরপক্ষদূষণরূপ তর্ক। জল্প—জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া আত্মপক্ষস্থাপনরূপ তর্ক।

৩ 'অকারো বৈ সর্বা বাক্', ইতি শ্রুতিঃ।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

অহম্ চ (ও আমি) সর্ব-হরঃ (সর্বগ্রাসী) মৃত্যুঃ (মৃত্যু), ভবিষ্যতাম্ চ (ও উৎকর্ষ-প্রাপ্তি-যোগ্য ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে) উদ্ভবঃ (উৎকর্ষ বা অভ্যুদয়, ও তৎপ্রাপ্তির কারণ) নারীণাং (নারীগণের মধ্যে) কীর্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা চ (কীর্তি আদি ধর্মের সপ্ত পত্নী)॥ ৩৪

অহম্ (আমি) সাম্নাং (সামসমূহের মধ্যে) বৃহৎসাম (মোক্ষ-প্রতিপাদক সামবিশেষ), ছন্দসাম্ (ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌সমূহের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী), মাসানাম্ (দ্বাদশমাসের মধ্যে) অহম্ (আমি) মার্গশীর্ষঃ * (অগ্রহায়ণ), তথা (এবং) ঋতূনাং (ষড় ঋতুর মধ্যে) কুসুম-আকরঃ (পুষ্পাকর বসন্ত)॥ ৩৫

অহম্ (আমি) ছলয়তাম্ (প্রবঞ্চনাকারীদিগের বা ছলনাকারিগণের মধ্যে) দ্যূতম্ (অক্ষক্রীড়ারূপ ছল) অস্মি (হই)। তেজস্বিনাম্

আমি ধনাদিহারী বা প্রাণহারী মৃত্যু (বা প্রলয়ে সর্বহারী ঈশ্বর)। উৎকর্ষ-প্রাপ্তিযোগ্য ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে আমি উৎকর্ষ ও তল্লাভের কারণ। আমি নারীগণের মধ্যে ধর্মের সপ্ত পত্নী—কীর্তি, শ্রী, বাক্,[১] স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ৩৪

আমি সামসমূহের মধ্যে মোক্ষপ্রতিপাদক বৃহৎ-সাম, ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ষড়ঋতুর মধ্যে পুষ্পাকর বসন্ত। ৩৫

---

* মৃগশীর্ষ-যুক্তা পৌর্ণমাসী অস্মিন্ ইতি।—আনন্দগিরি।

১ বাণী, সর্ববস্তুর প্রকাশিকা।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

(তেজস্বী পুরুষগণের মধ্যে) তেজঃ (প্রভাব) অস্মি (হই), অহম্ (আমি) জয়ঃ (জয়) ব্যবসায়ঃ (অধ্যবসায়) সত্ত্ববতাম্ [চ] (ও সাত্ত্বিকগণের) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) অস্মি (হই)॥ ৩৬

অহং (আমি) বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিবংশীয়গণের বা যাদবগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ ([তোমার সখা] কৃষ্ণ) অস্মি (হই), পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন), মুনীনাম্ (সর্বপদার্থজ্ঞানীদিগের মধ্যে) ব্যাসঃ (বেদব্যাস), কবীনাম্ অপি (সূক্ষ্মার্থবিবেকিগণের মধ্যে) কবিঃ উশনাঃ (কবি শুক্র) অস্মি (হই)॥ ৩৭

অহম্ (আমি) দময়তাম্ (দমনকারিগণের) দণ্ডঃ (দণ্ড) অস্মি (হই), জিগীষতাম্ (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ (নীতি) অস্মি (হই), গুহ্যানাং (গোপনীয় বিষয়সমূহের) মৌনম্ এব চ (তূষ্ণীম্ভাব), জ্ঞানবতাম্ (জ্ঞানিগণের) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অস্মি (হই)॥ ৩৮

আমি ছলনাকারিগণের মধ্যে অক্ষক্রীড়ারূপ ছল, তেজস্বিগণের তেজ, বিজয়িগণের বিজয়, উদ্যমকারিগণের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ত্বগুণ। ৩৬

আমি যাদবগণের মধ্যে তোমার সখা কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং সূক্ষ্মার্থবিবেকীদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য। ৩৭

আমি শাসকগণের দণ্ড, জিগীষুগণের নীতি, গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান। ৩৮

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥ ৪০
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

অর্জুন (হে পার্থ), যৎ চ (ও যাহা) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) বীজং (মূল কারণ) তৎ অপি (তাহাও) অহম্ (আমি) ; ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) যৎ (যাহা) স্যাৎ (হইতে পারে), তৎ (সেই) চর-অচরম্ (স্থাবর ও জঙ্গম) ভূতং (বস্তু) ন অস্তি (নাই) ॥ ৩৯

পরন্তপ (হে অর্জুন), মম (আমার) দিব্যানাং (দিব্য) বিভূতীনাং (বিভূতিসমূহের) অন্তঃ (অন্ত, সীমা) ন অস্তি (নাই)। এষঃ তু (এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বিস্তার) ময়া (আমা কর্তৃক) উদ্দেশতঃ (একদেশতঃ, সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (বলা হইল) ॥ ৪০

বিভূতি-মৎ (ঐশ্বর্যযুক্ত) শ্রী-মৎ (শ্রীমান্, সমৃদ্ধিমান, লক্ষ্মীযুক্ত) ঊর্জিতম্ এব বা (বা বলশালী, উৎসাহ সম্পন্ন) যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং (বস্তু) তৎ তৎ এব (তাহা তাহাই) মম (আমার) তেজঃ-অংশ-সম্ভবম্ (শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন) ত্বম্ (তুমি) অবগচ্ছ (জানিও) ॥ ৪১

হে অর্জুন, যাহা সর্বভূতের বীজস্বরূপ তাহাও আমি। স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমা ব্যতীত সত্তাবান্ হইতে পারে। সবই মদাত্মক। ৩৯

হে অর্জুন, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই ; আমি সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করিলাম। ৪০

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথবা (বা) অর্জুন (হে পার্থ), এতেন (এত) বহুনা (বহু অধিক) জ্ঞাতেন (জানিয়া) তব (তোমার) কিম্ (কি প্রয়োজন)? অহম্ (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) এক-অংশেন ([সর্বভূতরূপী] এক পাদদ্বারা) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়া, ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত আছি) ॥ ৪২

যাহা যাহা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা উৎসাহসম্পন্ন সেই সকলই আমার শক্তির অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিবে। ৪১

অথবা হে অর্জুন, আমার বিভূতির এত অধিক জানিবার তোমার প্রয়োজন কি? এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, আমিই এক পাদমাত্র[১] দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি। ৪২

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগ-নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

১ 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি......' ছান্দোগ্য উপ ৩।১১।৬ অর্থাৎ ইহার (ব্রহ্মের) একপাদ সর্বভূত।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—মদ্-অনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য) পরমং (পুরুষার্থপ্রদ) গুহ্যম্ (অতি গুহ্য) অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্ ([আত্মানাত্ম-বিষয়ক] অধ্যাত্মনামক) যৎ (যে) বচঃ (বাক্য) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) উক্তং (উক্ত হইয়াছে), তেন (তদ্দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (ভ্রম) বিগতঃ (দূর হইয়াছে) ॥ ১

['আমি একাংশমাত্রদ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছি'—পূর্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবানের এই উক্তি শ্রবণপূর্বক তাঁহার জগদাত্মক ঈশ্বরীয় রূপ সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া—]

অর্জুন বলিলেন—হে ভগবন্, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অতিগুহ্য পুরুষার্থপ্রদ আত্মানাত্মবিবেক-বিষয়ক যে অধ্যাত্ম তত্ত্ব আপনি বলিলেন, তাহার দ্বারা আমার এই (আত্মার কর্তৃত্বাদিশূন্য স্বরূপের আবরক) মোহ[১] দূর হইয়াছে। ১

১ 'আমি ইঁহাদের হন্তা', 'ইঁহারা আমার দ্বারা হত হইবে', আমার এই বিপরীত বুদ্ধি (মোহ)—'অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বম্' (গীঃ—২।১১) ইত্যাদি আপনার বাক্যদ্বারা দূর হইয়াছে।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো* ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

কমল-পত্র-অক্ষ (হে পদ্মপলাশলোচন), ত্বত্তঃ (আপনা হইতে) ভূতানাং (ভূতগণের) ভব-অপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও প্রলয়) ময়া (আমা-দ্বারা) বিস্তরশঃ হি (বিস্তৃতভাবেই) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল) । [আপনার] অব্যয়ং (অক্ষয়) মাহাত্ম্যম্ অপি চ (এবং [নিরুপাধিক ও সোপাধিক সর্বাত্মত্বাদিরূপ] মহিমাও) [শ্রুত হইল] ॥ ২

পরমেশ্বর (হে মহেশ্বর), যথা (যেরূপ) ত্বম্ (আপনি) আত্মানম্ (আত্মতত্ত্ব) আত্থ (বলিয়াছেন), এতৎ (ইহা) এবম্ (এইরূপ) । [তথাপি] পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম), তে (আপনার) ঐশ্বরং ([জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজোযুক্ত] ঈশ্বরীয়) রূপম্ (রূপ) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ৩

হে পদ্মপলাশলোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় আপনা হইতে হয় এবং আপনার নিরুপাধি ও সোপাধি সর্বাত্মত্বাদিরূপ অক্ষয় মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবেই আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম । ২

হে পরমেশ্বর, আপনি যে আত্মতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ। তথাপি হে পুরুষোত্তম, আপনার জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজোযুক্ত ঈশ্বরীয় রূপ সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি । ৩

* বিস্তরতঃ ইতি পাঠান্তরম্

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬

প্রভো (হে প্রভু), যদি তৎ (যদি তাহা, সেই বিশ্বরূপ) ময়া দ্রষ্টুম্ (আমি দেখিতে) শক্যম্ (সমর্থ) ইতি (ইহা) মন্যসে (মনে করেন), ততঃ (তাহা হইলে) যোগ-ঈশ্বর (হে যোগীদের ঈশ্বর), ত্বং (আপনি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) আত্মানম্ (জগদাত্ম-রূপ) দর্শয় (দেখান) ॥ ৪

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—পার্থ (হে অর্জুন), মে (আমার) দিব্যানি (দিব্য, অলৌকিক) নানা-বিধানি (নানাবিধ) নানাবর্ণ-আকৃতীনি চ (এবং নানা বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ (অনন্তর) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপসকল) পশ্য (দেখ) ॥ ৫

ভারত (হে অর্জুন), আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য) বসূন্, (অষ্ট বসু), রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্র), অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা (ও) মরুতঃ

হে প্রভো, যদি আমি সেই বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্য হই, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর, আমাকে আপনার অব্যয় জগদাত্মরূপ দেখান। ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্য রূপ দর্শন কর। ৫

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

(ঊনপঞ্চাশ মরুৎ—বায়ু) পশ্য (দেখ) [চ] (এবং) বহূনি (বহু) অদৃষ্ট-পূর্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব) আশ্চর্যাণি (আশ্চর্য, অদ্ভুত বস্তু) পশ্য (দেখ) ॥ ৬

গুড়াকা-ঈশ (হে জিতনিদ্র, হে অর্জুন), ইহ (এই) মম (আমার) দেহে (শরীরে) একস্থং ([অবয়বরূপে] একত্র অবস্থিত) কৃৎস্নং (সমগ্র) স-চর-অচরম্ (স্থাবর ও জঙ্গমসহিত) জগৎ (বিশ্ব) অন্যৎ চ (এবং অন্য) যৎ (যাহা) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর), অদ্য (আজ) পশ্য (দেখ) ॥ ৭

অনেন (এই) স্ব-চক্ষুষা এব (নিজের [চর্ম] চক্ষুদ্বারাই) তু (কিন্তু) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ন শক্যসে* [=শক্নোষি] (সমর্থ হইবে না)। তে (তোমাকে) দিব্যং (দিব্য, অলৌকিক) চক্ষুঃ (জ্ঞানরূপ চক্ষু) দদামি (দিতেছি), মে (আমার) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয়) যোগম্ (অঘটন-ঘটন-সামর্থ্যরূপ যোগশক্তি) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৮

হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশ বায়ু দর্শন কর, এবং বহু অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত বস্তুও আমার বিশ্বরূপে দর্শন কর। ৬

হে অর্জুন, আমার এই বিরাট দেহে অবয়বরূপে একত্র অবস্থিত সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যাহা[১] কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা আজ দর্শন কর। ৭

---

* পদবিকরণব্যত্যয় আর্ষ—নীলকণ্ঠ।

১ 'যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ'—(গীঃ ২।৬) এই আশঙ্কা-নিবৃত্তি-কারক।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন)—রাজন্ (হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র), মহাযোগ-ঈশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বর) হরিঃ (নারায়ণ) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ততঃ (তদনন্তর) পার্থায় (পার্থকে) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয়) পরমং রূপম্ (পরম রূপ, বিশ্বরূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥ ৯

অনেক-বক্ত্র-নয়নম্ (অনেক মুখ ও চক্ষুবিশিষ্ট) অনেক-অদ্ভুত-দর্শনম্ (বহু অদ্ভুত রূপবিশিষ্ট) অনেক-দিব্য-আভরণং (অনেক দিব্য অলঙ্কারযুক্ত) দিব্য-অনেক-উদ্যত-আয়ুধম্ (অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্রবিশিষ্ট) ॥ ১০

তুমি নিজের প্রাকৃত স্থূল চক্ষুদ্বারা আমার বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। তোমাকে দিব্য অপ্রাকৃত জ্ঞানচক্ষু দিতেছি। উহার দ্বারা আমার অঘটনঘটন-সামর্থ্যরূপ যোগশক্তি (গীঃ ৯।৪-৫) দর্শন কর। ৮

[৯, ১০ ও ১১ শ্লোক একত্রে অন্বিত হইবে।]

সঞ্জয় বলিলেন—হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহান্ যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া অর্জুনকে নিজের দিব্য বিশ্বরূপ দেখাইলেন। ৯

সেই বিশ্বরূপ অনেক মুখ ও অনেক নেত্রযুক্ত, অনেক অদ্ভুত আকৃতি ও অসংখ্য দিব্য অলঙ্কার বিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যত দিব্য আয়ুধে সজ্জিত। ১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

দিব্য-মাল্য-অম্বর-ধরং (দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রে শোভিত) দিব্য-গন্ধ-অনুলেপনম্ (দিব্য গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব-আশ্চর্যময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্যময়) দেবম্ (দ্যুতিমান্) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন) বিশ্বতোমুখম (সর্বত্র মুখবিশিষ্ট) ॥ ১১

দিবি (আকাশে) যদি (যদি) সূর্য-সহস্রস্য (সহস্র সূর্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (এক সঙ্গে) উত্থিতা (সমুদিত) ভবেৎ (হয়), সা (তাহা, সেই দীপ্তি) তস্য (সেই) মহাত্মনঃ (মহাত্মার, বিশ্বরূপের) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইতে পারে) ॥ ১২

তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (পাণ্ডব, অর্জুন) তত্র (তথায়, সেই বিশ্ব-রূপ) দেবদেবস্য (দেবদেবের) শরীরে (দেহে) অনেকধা ([দেব, পিতৃ, মনুষ্যাদি] নানা ভাবে) প্রবিভক্তম্ (বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) একস্থম্ ([অবয়বরূপে] একত্র স্থিত) অপশ্যৎ (দেখিলেন) ॥ ১৩

উক্ত বিশ্বরূপ দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত, দিব্য গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্যময়, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বত্র মুখবিশিষ্ট। ১১

যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উদিত হয়, তাহা হইলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে। ১২

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫

ততঃ (তদনন্তর) সঃ (সেই) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) বিস্ময়-আবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিত) হৃষ্ট-রোমাঃ (রোমাঞ্চিত হইয়া) দেবং ([বিশ্বরূপধারী] ভগবান্‌কে) শিরসা (মস্তকদ্বারা) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃত-অঞ্জলিঃ (করযোড়ে) অভাষত (বলিলেন) ॥ ১৪

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—দেব (হে দেব), তব (আপনার) দেহে (বিশ্বরূপে) সর্বান্ (সমস্ত) দেবান্ (দেবতা) তথা (এবং) ভূত-বিশেষ-সঙ্ঘান্ (স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসমূহ, চরাচর

তখন অর্জুন সেই দেবদেবের বিরাট দেহে দেব, পিতৃ, মনুষ্যাদি নানা ভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ অবয়বরূপে একত্র স্থিত দেখিলেন। ১৩

অর্জুন সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হইলেন, এবং অবনতমস্তকে বিশ্বরূপধারী ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন—। ১৪

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬

জগৎ) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ ([বশিষ্ঠাদি] ঋষিগণকে) সর্বান্ চ (এবং সকল) উরগান্ ([বাসুকি প্রভৃতি] সর্পকে) কমল-আসনস্থম্ চ (ও পৃথিবীপদ্মস্থ মেরুকর্ণিকাসনে স্থিত) ঈশং (সৃষ্টিকর্তা) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৫

বিশ্ব-ঈশ্বর (হে জগদীশ্বর), বিশ্ব-রূপ (হে বিশ্বরূপ), অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রম্ (অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট) অনন্ত-রূপম্ (অনন্ত-রূপধারী) ত্বাং (আপনাকে) সর্বতঃ (সর্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি), পুনঃ (এবং) তব (আপনার) ন অন্তং (না অন্ত) ন মধ্যং (না মধ্য) ন আদিং (না আদি) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৬

অর্জুন বলিলেন—হে দেব, আপনার এই বিশ্বরূপে সমস্ত দেবতা, চরাচর জগৎ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, বাসুকি প্রভৃতি সর্পসমূহ ও পৃথিবীপদ্মের মেরুকর্ণিকাসনে অবস্থিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। ১৫

হে বিশ্বেশ্বর, সর্বত্র বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট আপনার অনন্ত রূপ দেখিতেছি। হে বিশ্বরূপ, আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতেছি না। ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাধারী) চক্রিণং চ (ও চক্রধারী) সর্বতঃ (সর্বত্র) দীপ্তিমন্তম্ (দীপ্তিমান্) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জশালী) দুর্নিরীক্ষ্যং (দুর্দর্শ) দীপ্ত-অনল-অর্ক-দ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট) অপ্রমেয়ম্ (অপরিচ্ছিন্ন) ত্বাং (আপনাকে) সমন্তাৎ (সর্বদিকে) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥ ১৭

ত্বম্ (আপনি) অক্ষরং (পরব্রহ্ম) পরমং (শ্রেষ্ঠ, একমাত্র) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য)। ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের, জগতের) পরং (পরম) নিধানম্ (আশ্রয়)। ত্বম্ (আপনি) অব্যয়ঃ (নিত্য) শাশ্বত-ধর্ম-গোপ্তা (সনাতন ধর্মের রক্ষক)। ত্বং (আপনি) সনাতনঃ (চিরন্তন) পুরুষঃ (পরমাত্মা) মে (আমার) মতঃ (অভিমত)॥ ১৮

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান্, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয়স্বরূপ আপনাকে আমি সর্বত্র দেখিতেছি। ১৭

আপনি পরব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি বিশ্বের

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-
　　মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
　　স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
　　ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
　　লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০

ন-আদি-মধ্য-অন্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্তহীন) অনন্ত-বীর্যম্ (অনন্ত-শক্তিশালী) অনন্ত-বাহুং (অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট) শশি-সূর্য-নেত্রম্ (চন্দ্র ও সূর্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট) দীপ্ত-হুতাশ-বক্ত্রং (প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মুখবিশিষ্ট) স্ব-তেজসা (স্বীয় তেজোদ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বং (জগৎ) তপন্তম্ (সন্তাপকারী) ত্বাং (আপনাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥ ১৯

মহাত্মন্ (হে ভগবান্), দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) ইদম্ (এই) অন্তরম্ (মধ্যস্থল, অন্তরীক্ষ) একেন (একমাত্র)

পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক। আপনি সনাতন পরমাত্মা —এই আমার অভিমত। ১৮

আমি দেখিতেছি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; আপনি অনন্ত শক্তিশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট; চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র; আপনার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ এবং আপনি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছেন। ১৯

হে ভগবান্, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত

অমী হি ত্বা * সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১

ত্বয়া হি (আপনার দ্বারাই) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত আছে) সর্বাঃ চ (ও সকল) দিশঃ (দিক্) [ব্যাপ্ত]। তব (আপনার) ইদম্ (এই) অদ্ভুতম্ (অদৃষ্টপূর্ব) উগ্রং (উগ্র, ঘোর) রূপম্ (বিশ্বরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোক-ত্রয়ং (ত্রিলোক) প্রব্যথিতং (ভীত হইতেছে) ॥ ২০

অমী (ঐ, যুধ্যমান) সুর-সঙ্ঘাঃ ([মনুষ্যদেহধারী বসু আদি] দেবতাগণ) ত্বা হি (আপনাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন)। কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (অঞ্জলি-বন্ধসহকারে, করযোড়ে) গৃণন্তি (গুণবর্ণনা করিতেছেন)। মহর্ষি-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ (মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ) স্বস্তি ([জগতের] কল্যাণ

দিক্ আপনি পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। আপনার এই অদ্ভুত উগ্র বিশ্বরূপ দেখিয়া ত্রিলোক ভীত হইতেছে। ২০

['যদ্বা জয়েম যদি বা ন জয়েয়ুঃ' (গী—২।৬) এই শ্লোকোক্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়পরাজয়বিষয়ে অর্জুনের আশঙ্কা শ্রীভগবান্ দূর করিতেছেন—]

শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভূভারহরণার্থ ধরাতলে অবতীর্ণ ঐ যুধ্যমান মনুষ্যদেহধারী বসু আদি দেবতাগণ আপনাতেই প্রবেশ

* অথবা ত্বা+অসুরসঙ্ঘাঃ—এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া অসুরসঙ্ঘাঃ অর্থে ভূভাররূপী দুর্যোধনাদি।—আনন্দগিরি।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২

হউক) ইতি উক্ত্বা (ইহা বলিয়া) পুষ্কলাভিঃ (সম্পূর্ণ, প্রচুর) স্তুতিভিঃ (স্তুতিদ্বারা) ত্বাং (আপনাকে) স্তুবন্তি (স্তব করিতেছেন) ॥ ২১

রুদ্র-আদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ (বসুগণ) যে চ (এবং যে সকল) সাধ্যাঃ (সাধ্যনামক দেবতা) বিশ্বে (বিশ্বদেব, দেবতাবিশেষ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) মরুতঃ চ (এবং মরুদ্‌গণ) উষ্মপাঃ (উষ্মপায়িগণ, পিতৃগণ) গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ চ (এবং হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব, কুবের প্রভৃতি যক্ষ, বিরোচন প্রভৃতি অসুর এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ) সর্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (বিস্ময়যুক্ত, চমৎকৃত হইয়া) ত্বাং (আপনাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন) ॥ ২২

করিতেছেন। কেহ কেহ ভীত হইয়া করযোড়ে আপনার গুণগান করিতেছেন, এবং মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'জগতের কল্যাণ হউক' বলিয়া প্রচুর স্তুতিবাক্যদ্বারা আপনার স্তুতি করিতেছেন। ২১

রুদ্র ও আদিত্যগণ, সাধ্যনামক দেবগণ ও বসুগণ, বিশ্বনামক দেবতাগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ও পিতৃগণ এবং হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব, কুবের প্রভৃতি যক্ষ, বিরোচন প্রভৃতি অসুর ও কপিলাদি সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতেছেন। ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্ ॥ ২৩
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪

মহাবাহো (হে মহাবাহু), তে (আপনার) বহু-বক্ত্র-নেত্রং (বহুমুখ ও বহু চক্ষুযুক্ত), বহু-বাহু-উরু-পাদম্ (বহু বাহু, বহু উরু ও বহু চরণবিশিষ্ট), বহু-উদরং (বহু উদরবিশিষ্ট), বহু-দংষ্ট্রা-করালং (বহু দন্তদ্বারা ভীষণ), মহৎ (মহতী) রূপং (আকৃতি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সমস্ত প্রাণী) প্রব্যথিতাঃ (ব্যথিত), তথা (সেইরূপ) অহম্ (আমিও) [ভীত]। ২৩

বিষ্ণো (হে বিষ্ণু, হে ভগবান), নভঃস্পৃশং (আকাশ-স্পর্শী) দীপ্তম্ (তেজোময়) অনেক-বর্ণং (নানা-বর্ণ-বিশিষ্ট) ব্যাত্ত-আননং (বিস্ফারিত মুখবিশিষ্ট) দীপ্ত-বিশাল-নেত্রম্ (উজ্জ্বল বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট) ত্বাং (আপনাকে) দৃষ্ট্বা হি (দেখিয়াই) প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা (ব্যথিত-হৃদয়) [আমি] ধৃতিং (ধৈর্য) শমং চ (ও শান্তি) ন বিন্দামি (পাইতেছি না)। ২৪

হে মহাবাহু, বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ ও বহু উদরবিশিষ্ট এবং অসংখ্য বৃহৎ দন্তদ্বারা ভীষণীকৃত আপনার বিরাট রূপ দেখিয়া সকল প্রাণী ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভীত হইয়াছি। ২৩

হে ভগবান্, আপনার আকাশস্পর্শী, তেজোময়, নানা-

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

দেব-ঈশ (হে দেবেশ্বর), দংষ্ট্রা-করালানি (দন্তদ্বারা বিকৃত) কাল-অনল-সন্নিভানি চ (ও প্রলয়াগ্নিসদৃশ) তে (আপনার) মুখানি (মুখ-সকল) দৃষ্ট্বা এব (দেখিয়াই) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) ন জানে (জানিনা, দিগ্‌ভ্রম হইতেছে) শর্ম চ (ও সুখ) ন লভে (পাইতেছি না), জগন্নিবাস (হে জগদাশ্রয়), প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) ॥ ২৫

অবনিপাল-সঙ্ঘৈঃ সহ (নৃপতি-মণ্ডল সহ) অমী (এই সকল) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) সর্বে (সকল) পুত্রাঃ এব (পুত্রগণ) তথা (এবং)

বর্ণযুক্ত ও বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল বিশাল চক্ষু দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে এবং আমি ধৈর্য ও শান্তি পাইতেছি না । ২৪

হে দেবেশ, দন্তদ্বারা বিকৃত ও প্রলয়াগ্নিতুল্য আপনার মুখসকল দেখিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে এবং আমি সুখ পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ২৫

রাজন্যবর্গ সহ ঐ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ এবং আমাদের পক্ষীয়

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি* ॥ ২৮

ভীষ্মঃ (ভীষ্ম) দ্রোণঃ (দ্রোণ) অসৌ চ (এবং ঐ) সূতপুত্রঃ (কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ অপি (আমাদেরও) যোধমুখ্যৈঃ সহ ([ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি] প্রধান যোদ্ধৃগণ সহ) ত্বাং (আপনাতে) ত্বরমাণাঃ (দ্রুতবেগে) তে (আপনার) দংষ্ট্রা-করালানি (দন্তদ্বারা বিকৃত) ভয়ানকানি (ভয়ানক, ভীষণ) বক্ত্রাণি (মুখগহ্বরসমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন)। কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ (চূর্ণিত) উত্তম-অঙ্গৈঃ (মস্তক) দশন-অন্তরেষু (দন্তসন্ধিস্থলে) বিলগ্নাঃ (সংলগ্ন) সংদৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছেন) ॥ ২৬-২৭

যথা (যেমন) নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ (বহু) অম্বু-বেগাঃ

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধান যোদ্ধাদিগের সহিত ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ আপনার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখগহ্বরে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছেন। মুখপ্রবিষ্টদিগের মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া ভক্ষিত মাংসখণ্ডসমূহের ন্যায় আপনার দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইতেছেন, দেখিতেছি। ২৬-২৭[১]

* অভিতো জ্বলন্তি ইতি বা পাঠঃ।

১ যুদ্ধে জয়লাভবিষয়ে অর্জুনের সন্দেহ দূর হইল।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
　　বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
　　স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

(জলস্রোত) অভিমুখাঃ (অভিমুখ হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (দ্রুত প্রবেশ করে), তথা (সেইরূপ) অমী (ঐ সকল) নরলোক-বীরাঃ (নরলোকের বীরগণ) তব (আপনার) অভিবিজ্বলন্তি (সর্বত্র প্রজ্বলন্ত) বক্ত্রাণি (মুখসকলে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৮

যথা (যেমন) সমৃদ্ধ-বেগাঃ (অতিবেগে ধাবিত) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গগণ) নাশায় (বিনাশের নিমিত্ত, মরণের জন্য) প্রদীপ্তং (প্রদীপ্ত, জ্বলন্ত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে), তথা (সেইরূপ) লোকাঃ অপি (লোকগণও) সমৃদ্ধবেগাঃ (দ্রুতগতিতে) নাশায় এব (মৃত্যুর জন্যই) তব (আপনার) বক্ত্রাণি (মুখবিবরসকলে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৯

যেমন নদীসমূহের বহু জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ এই বীর-পুরুষগণ আপনার সর্বত্র জ্বলন্ত মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন। ২৮

পতঙ্গগণ যেমন দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া মরণের জন্যই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকলও মৃত্যুর জন্যই অতিবেগে আপনার মুখগহ্বরসমূহে প্রবেশ করিতেছেন। ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

জ্বলদ্ভিঃ (জ্বলন্ত) বদনৈঃ (মুখসমূহদ্বারা) সমগ্রান্ (সমস্ত) লোকান্ (লোককে) গ্রসমানঃ (গ্রাস করিয়া) সমন্তাৎ (চারিদিকে) লেলিহ্যসে (লেহন, আস্বাদন করিতেছেন), বিষ্ণো (হে বিষ্ণু, হে ভগবান্), তব (আপনার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (প্রভাসমূহ) তেজোভিঃ (তেজোরাশিদ্বারা) আপূর্য (পূর্ণ করিয়া, ব্যাপিয়া) সমগ্রং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্বকে) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে) ॥ ৩০

উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্তি) ভবান্ (আপনি) কঃ (কে) মে (আমাকে) আখ্যাহি (বলুন)। তে (আপনাকে) নমঃ অস্তু (প্রণাম করি)। দেববর

হে ভগবান্, আপনি আপনার জ্বলন্ত মুখসমূহদ্বারা দুর্যোধনাদি সকল লোককে গ্রাস করিয়া সর্বত্র আস্বাদন করিতেছেন। আপনার তীব্র প্রভাসমূহ সমগ্র জগৎকে তেজোরাশিদ্বারা পূর্ণ করিয়া সন্তপ্ত করিতেছে। ৩০

উগ্রমূর্তি আপনি কে, আমাকে বলুন। আপনাকে প্রণাম করি। হে দেবশ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন হউন। আদিপুরুষ

শ্রীভগবানুবাচ

'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২

(হে দেবশ্রেষ্ঠ), প্রসীদ (প্রসন্ন হউন)। আদ্যং (আদি পুরুষ) ভবন্তং (আপনাকে) বিজ্ঞাতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)। হি (যেহেতু) তব (আপনার) প্রবৃত্তিং (প্রচেষ্টা, কার্য) ন প্রজানামি (বুঝিতে পারিতেছি না) ॥ ৩১

শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান্) উবাচ (বলিলেন)—লোক-ক্ষয়-কৃৎ (লোক-ক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ ([লোকসংহারের জন্য] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) কালঃ (কাল) অস্মি (আমি হই)। লোকান্ (লোকসমূহ) সমাহর্তুম্ (সংহার করিতে) ইহ (এক্ষণে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি)। ত্বা ঋতে অপি (তোমা ব্যতীতও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষদলে) যে (যে সকল) যোধাঃ (যোদ্ধা) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত), সর্বে (কেহই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকিবে না) ॥ ৩২

আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আপনার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল। বর্তমানে লোকসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও বিপক্ষদলে যে বীরগণ আছেন, তাঁহারা কেহই জীবিত থাকিবেন না। ৩২ (গীঃ ৪।৮ দ্রঃ)

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও), যশঃ (যশ) লভস্ব (লাভ কর), শত্রূন্ (শত্রুদিগকে) জিত্বা (জয় করিয়া) সমৃদ্ধম্ (নিষ্কণ্টক) রাজ্যং (রাজ্য) ভুঙ্ক্ষ্ব (ভোগ কর)। ময়া এব (আমার দ্বারাই) এতে (ইঁহারা) পূর্বম্ এব (পূর্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে)। সব্য-সাচিন্* (হে অর্জুন), নিমিত্ত-মাত্রং (উপলক্ষ্যমাত্র) ভব (হও) ॥ ৩৩

ময়া (আমা কর্তৃক) হতান্ (হত) দ্রোণং (দ্রোণ) ভীষ্মং :

অতএব, তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ও যশোলাভ কর এবং শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। আমাকর্তৃক ইঁহারা পূর্বেই নিহত হইয়াছেন। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

[যাঁহাদের বিষয়ে অর্জুনের বিশেষ আশঙ্কা ছিল, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের নাম করিতেছেন এবং বলিতেছেন—তাঁহারা আমার দ্বারা নিহত হইয়াছেন; অতএব তোমার ভয় নাই।]

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাকে

* যিনি সব্য (বাম হস্ত) দ্বারাও বাণনিক্ষেপে সমর্থ।

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

(ও ভীষ্ম) জয়দ্রথং চ (ও জয়দ্রথ) কর্ণং চ (ও কর্ণ) তথা (এবং) অন্যান্ (অন্যান্য) যোধ-বীরান্ অপি (যুদ্ধবীরগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (বধ কর)। মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত বা ভীত হইও না); রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিবে) ; যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩৪

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন)—কেশবস্য (কেশবের, শ্রীকৃষ্ণের) এতৎ (এই) বচনং (বাক্য) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অর্জুন) কৃত-অঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলি হইয়া) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) নমস্কৃত্বা (নমস্কার করিয়া) ভীতঃ ভীতঃ (ভয়ে ভয়ে, অতি-ভীত হইয়া) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) সগদ্গদম্ (গদ্‌গদভাবে) আহ (বলিলেন) ॥ ৩৫

আমি পূর্বেই নিহত করিয়াছি ; সেই মৃতদিগকেই তুমি বধ কর। ভীত হইও না ; তুমি যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিশ্চয়ই জয় করিবে, অতএব যুদ্ধ কর। ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্বক গদ্‌গদভাবে অর্জুন বলিলেন—। ৩৫*

* এই স্থানে সঞ্জয়বাক্যের তাৎপর্য এই যে, দ্রোণাদির মৃত্যু অনিবার্য জানিয়া এবং দ্রোণাদির মৃত্যু হইলে দুর্যোধনাদিরও জীবনের আশা করা বৃথা—ইহা জানিয়াও অখণ্ডনীয় ভবিতব্যতাবশতঃ ধৃতরাষ্ট্র সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—হৃষীকেশ (হে কৃষ্ণ), তব (আপনার) প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্যকীর্তনের দ্বারা) জগৎ (জগৎ) প্রহৃষ্যতি (প্রহৃষ্ট হয়), অনুরজ্যতে চ (ও অনুরক্ত হয়)। রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিকে দিকে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে), সর্বে চ (ও সকল) সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ (সিদ্ধগণও) নমস্যন্তি (নমস্কার করেন); [এই সকল] স্থানে (যুক্তিযুক্ত) ॥ ৩৬

মহাত্মন্ (হে মহাত্মা), অনন্ত (হে অনন্ত), দেবেশ (হে দেবেশ),

অর্জুন বলিলেন—হে হৃষীকেশ, আপনার মাহাত্ম্যকীর্তনে সমস্ত জগৎ প্রহৃষ্ট ও আপনার প্রতি অনুরক্ত হয়; কারণ, আপনি সর্বাত্মা ও সর্বভূতের সুহৃৎ। রাক্ষসগণ ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতেছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার করিতেছেন। এই সমস্তই যুক্তিযুক্ত। ৩৬

হে মহাত্মা, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস,

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
　　ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
　　ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

জগৎ-নিবাস (হে জগদাশ্রয়), ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মা হইতেও) গরীয়সে (গরীয়ান্) আদিকর্ত্রে চ (ও আদিকারণ) তে (আপনাকে) কস্মাৎ (কেন) [দেবগণ] ন নমেরন্ (নমস্কার না করিবেন) ? সৎ (ব্যক্ত) [এবং] অসৎ (অব্যক্ত), পরং ([এই উভয়ের] অতীত) যৎ (যে) অক্ষরং (পরব্রহ্ম) তৎ (তাহা) ত্বম্ (আপনি) ॥ ৩৭

অনন্ত-রূপ (হে অনন্তরূপ), ত্বম্ (আপনি) আদি-দেবঃ (দেবগণের আদি) পুরাণঃ (অনাদি) পুরুষঃ (পুরুষ) ; ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানম্ (লয়স্থান), বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়) পরং ধাম চ (ও পরম ধাম, ও শ্রেষ্ঠ পদ) অসি (হন) ; ত্বয়া (আপনার দ্বারা) বিশ্বম্ (বিশ্ব, জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) ॥ ৩৮

আপনি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কারণ। আপনাকে সকলে কেন নমস্কার করিবেন না? যাহা ব্যক্ত ও যাহা অব্যক্ত, তাহা আপনি এবং এই উভয়ের অতীত (বেদান্তপ্রসিদ্ধ) যে অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও আপনি। আপনি ভিন্ন ত্রিভুবনে অন্য কিছুই নাই। ৩৭

হে অনন্তরূপ, আপনি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের পরম প্রলয়স্থান। যাহা কিছু বেদ্য, তৎসমূহের বেদিতা আপনি। যাহা কিছু বেদ্য, তাহাও আপনি। আপনি পরম ধাম এবং আপনিই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥ ৪০

ত্বং (আপনি) বায়ুঃ (বায়ু) যমঃ (যম) অগ্নিঃ (অগ্নি) বরুণঃ (বরুণ) শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) প্রজাপতিঃ ([কশ্যপাদি] প্রজাপতিরূপ লোকপিতা) প্রপিতামহঃ চ (ও পিতামহের পিতা, ব্রহ্মার জনক)। তে (আপনাকে) সহস্র-কৃত্বঃ (সহস্রবার) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি), পুনঃ চ (পুনর্বারও) নমঃ (নমস্কার), ভূয়ঃ অপি (আবারও) তে (আপনাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ নমস্কার)॥ ৩৯

সর্ব (হে সর্বাত্মা), তে (আপনাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (এবং) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাতে) নমঃ (নমস্কার করি)। তে (আপনার)

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ ও চন্দ্র। আপনি কশ্যপাদি প্রজাপতিরূপ লোকপিতা এবং পিতামহ ব্রহ্মারও জনক। আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করি। আপনাকে পুনরায় নমস্কার করি। আবার আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৩৯

হে সর্বাত্মা, আপনাকে সম্মুখে নমস্কার করিতেছি,

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি* ।
অজানতা মহিমানং† তবেদং‡
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

সর্বতঃ এব (সর্বদিকেই) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি)। অনন্ত-বীর্য (হে অনন্তশক্তি), অমিত-বিক্রমঃ (অসীম বিক্রমশালী) ত্বং (আপনি) সর্বং (সমগ্র বিশ্ব) সমাপ্নোষি (ব্যাপিয়া আছেন)। ততঃ (সেই হেতু) সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) অসি (হন) ॥ ৪০

তব (আপনার) মহিমানম্ (মহিমা, মাহাত্ম্য) ইদম্ [চ] (এবং ইহা, এই বিশ্বরূপ) অজানতা (না জানিয়া) ময়া (আমাদ্বারা) প্রমাদাৎ (চিত্তের বিক্ষেপবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃও) সখা (সখা) ইতি মত্বা (মনে করিয়া, ভাবিয়া) হে কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), হে যাদব (হে যাদব), হে সখে (হে সখা) ইতি (এইরূপ) প্রসভং (অবিনয়ে) যৎ (যাহা) উক্তং (উক্ত হইয়াছে) ॥ ৪১

আপনাকে পশ্চাতে নমস্কার করিতেছি, আপনাকে সকল দিক্ হইতেই নমস্কার করিতেছি। হে অনন্তবীর্য, অসীম বিক্রমশালী আপনি সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, অতএব আপনি সর্বস্বরূপ। আপনি ভিন্ন অন্য কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ৪০

আপনার এই জগদাকার রূপের মাহাত্ম্য না জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয়বশতঃ আপনাকে সখা ভাবিয়া হে কৃষ্ণ,

* ইতি শব্দের সহিত সন্ধি আর্ষ।—নীলকণ্ঠ।

† মহিমানং—পুং, ইদং—ক্লীং। ‡ ইমং—পাঠ থাকিলে ব্যাখ্যা সহজ হইত।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে* ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্† ।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

অচ্যুত (হে অচ্যুত), বিহার-শয্যা-আসন-ভোজনেষু (বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে) একঃ (একাকী, আপনার অসাক্ষাতে) অথবা (বা) তৎ[১] সমক্ষম্ (অপরের সাক্ষাতে) অবহাস-অর্থম্ (পরিহাসচ্ছলে) যৎ (যেরূপ) অসৎকৃতঃ (অসম্মানিত) অসি (হইয়াছেন), অহম্ (আমি) অপ্রমেয়ম্ (প্রমাণাতীত) ত্বাম্ (আপনাকে) তৎ (তাহার জন্য) ক্ষাময়ে (ক্ষমা প্রার্থনা করি) ॥ ৪২

অপ্রতিম-প্রভাব (হে অতুলশক্তি), ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই)

হে যাদব, হে সখে এইরূপ অবিনয়ে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছি, ৪১

এবং হে অচ্যুত, বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনকালে আপনার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে, একাকী বা বন্ধুজনসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আপনাকে যে অসম্মান বা অমর্যাদা করিয়াছি, অপ্রমেয় আপনার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। ৪২

---

* গুরোর্গরীয়ান্ ইতি অন্য. পাঠঃ। † ক্ষাময়—এই দীর্ঘত্ব আর্ষ।

১ তৎ—ক্রিয়ার বিশেষণ।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪

চর-অচরস্য (স্থাবর ও জঙ্গম) লোকস্য (লোকের, জগতের) পিতা (স্রষ্টা), পূজ্যঃ (পূজনীয়) গুরুঃ (গুরু) গরীয়ান্ চ (এবং গুরুরও গুরু) অসি (হন)। লোক-ত্রয়ে অপি (ত্রিজগতেও) ত্বৎ-সমঃ (আপনার সমান) ন অস্তি (কেহ নাই), অভ্যধিকঃ (অধিকতর) অন্যঃ (অন্য) কুতঃ (কোথায়) ? ৪৩

দেব (হে দেব), তস্মাৎ (সেই হেতু) অহম্ (আমি) কায়ং (দেহকে) প্রণিধায় ([দণ্ডবৎ] নত করিয়া) প্রণম্য (প্রণামপূর্বক) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশম্ (ঈশ্বর) ত্বাম্ (আপনাকে) প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করিতেছি)। পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য (পুত্রের), সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যুঃ (সখার), প্রিয়ঃ ইব (প্রিয় যেমন) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) [অপরাধ ক্ষমা করে ; আপনি সেই রূপ আমার অপরাধ] সোঢ়ুম্ (সহ্য করিতে, ক্ষমা করিতে) অর্হসি (সমর্থ) ॥ ৪৪

হে অমিতপ্রভাব, আপনি এই চরাচর জগতের স্রষ্টা, পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু। অতএব, ত্রিভুবনে আপনার সমান আর কেহ নাই। ত্রিভুবনে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ[১] অন্য কে হইতে পারে ? ৪৩

হে মহাদেব, সেই হেতু আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূজনীয় ঈশ্বর আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করি। পিতা যেমন

১ 'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'—শ্বেতাশ্বতর উপ, ৬।৮
অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

দেব (হে দেব), অদৃষ্ট-পূর্বং (অদৃষ্টপূর্ব) [বিশ্বরূপ] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ (আনন্দিত) অস্মি (হইয়াছি), ভয়েন চ (এবং ভয়ে) মে (আমার) মনঃ (মন) প্রব্যথিতং (ভীত হইয়াছে)। দেবেশ (হে দেবেশ), জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস), তৎ (সেই) রূপম্ এব (পূর্ব-রূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দেখান); প্রসীদ (প্রসন্ন হউন)। ৪৫

অহং (আমি) ত্বাং (আপনাকে) তথা এব (পূর্ববৎ) কিরীটিনং (কিরীটধারী) গদিনং (গদাধারী) চক্র-হস্তম্ (চক্রধারী) দ্রষ্টুম্

পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, আপনিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ৪৪

হে দেব, যাহা পূর্বে আমি দর্শন করি নাই বা অন্য কেহ দর্শন করে নাই, আপনার সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার মন ভয়ে ব্যথিত হইয়াছে। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার অতিপ্রিয় আপনার সেই পূর্বরূপই আমাকে দেখান। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৫

হে সহস্রবাহো, আমি আপনাকে পূর্ববৎ সেই কিরীট,

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥৪৭

(দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)। সহস্র-বাহো (হে সহস্রবাহু), বিশ্ব-মূর্তে (হে বিশ্বমূর্তি), তেন (সেই) চতুঃ-ভুজেন (চতুর্ভুজ) রূপেণ এব (রূপই, মূর্তিই) ভব (হউন, ধারণ করুন) ॥ ৪৬

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—অর্জুন (হে অর্জুন), প্রসন্নেন (প্রসন্ন হইয়া) ময়া (আমা কর্তৃক) আত্মযোগাৎ (স্বীয় [ঈশ্বরীয়] যোগপ্রভাবে, সামর্থ্যবশতঃ) তব (তোমাকে) ইদং (এই) তেজোময়ং (তেজঃপূর্ণ) বিশ্বম্ (সমগ্র) অনন্তম্ (অন্তশূন্য) আদ্যং (আদিভূত) পরং (উত্তম) রূপং (রূপ) দর্শিতম্ (প্রদর্শিত হইল), যৎ (যেরূপ) ত্বৎ-অন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্যের দ্বারা) ন দৃষ্ট-পূর্বম্ (পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই) ॥ ৪৭

গদা ও চক্রধারী রূপে দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্তি, এখন আপনি আপনার সেই চতুর্ভুজ-মূর্তি[১] ধারণ করুন। ৪৬

[অর্জুনকে ভীত দেখিয়া বিশ্বরূপ উপসংহার-পূর্বক প্রিয় বাক্যদ্বারা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া—]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় ঈশ্বরীয় যোগপ্রভাবে[২] আমার তেজোময়, সমগ্র অন্তশূন্য এবং আদিভূত ও উত্তম বিশ্বরূপ তোমাকে দেখাইলাম। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্বে এই রূপ দর্শন করে নাই। ৪৭

১ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা চতুর্ভুজরূপে দেখিতেন, ইহা প্রতীত হয়।
—শ্রীধর স্বামী ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতী।

২ গীঃ ৭।২৫ টীকা দ্রঃ

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্নতপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

কুরু-প্রবীর (হে কুরুশ্রেষ্ঠ), ন বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নৈঃ (না চতুর্বেদ অধ্যয়ন, বা না যজ্ঞবিজ্ঞান দ্বারা), ন দানৈঃ (না দানের দ্বারা), ন চ ক্রিয়াভিঃ (না [অগ্নিহোত্রাদি] শ্রৌত কর্মের দ্বারা) ন উগ্রৈঃ (না কঠোর) তপোভিঃ ([চান্দ্রায়ণাদি] তপস্যাদ্বারা) এবংরূপঃ (এই বিশ্বরূপবিশিষ্ট) অহং (আমি) ত্বৎ-অন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্তৃক) নৃ-লোকে (নর-লোকে) দ্রষ্টুং (দৃষ্ট হইতে) শক্যঃ (যোগ্য হই)। ['শক্য অহং'—আর্ষ সন্ধি হইয়াছে] ॥ ৪৮

ঈদৃক্ (এই প্রকার) মম (আমার) ঘোরম্ (ঘোর, ভয়ঙ্কর) ইদম্

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যলোকে চতুর্বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞবিজ্ঞান দ্বারা বা দানের দ্বারা বা অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্মের দ্বারা বা চান্দ্রায়ণাদি কঠোর তপস্যাদ্বারাও আমার এই বিশ্বরূপ কেহ দেখিতে পায় নাই। একমাত্র তুমিই ইহা দর্শন করিলে। ৪৮

আমার এই ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখিয়া তুমি ব্যথিত ও বিমূঢ়

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

(এই) রূপং (বিশ্বরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) মা (না হউক), বিমূঢ়-ভাবঃ চ (এবং ব্যাকুল-চিত্ততা) মা (না হউক)। ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়) প্রীতমনাঃ [চ] (ও প্রসন্ন-চিত্ত হইয়া) পুনঃ (পুনরায়) ত্বং (তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ (সেই) রূপম্ এব (পূর্বরূপই) প্রপশ্য (দেখ) ॥ ৪৯

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন)—বাসুদেবঃ (বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনম্ (অর্জুনকে) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ভূয়ঃ (পুনর্বার) তথা (সেই প্রকার) স্বকং (স্বীয়, বসুদেবগৃহে জাত) রূপং (পূর্বের চতুর্ভুজ রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন)। চ (এবং) মহাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নমূর্তি) ভূত্বা (হইয়া) পুনঃ (পুনরায়) ভীতম্ (ভীত) এনং (অর্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করিলেন) ॥ ৫০

হইও না। ভয় ত্যাগ করিয়া প্রসন্নচিত্তে আমার সেই চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর পূর্বরূপ দর্শন কর। ৪৯

সঞ্জয় বলিলেন—শ্রীভগবান্ অর্জুনকে এইরূপ বলিয়া বসুদেবগৃহে জাত স্বকীয় চতুর্ভুজ রূপ তাঁহাকে দেখাইলেন, এবং পুনরায় সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন। ৫০

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—জন-অর্দন (হে অসুরনাশক), তব (আপনার) ইদং (এই) সৌম্যং (সৌম্য, শান্ত) মানুষং (মানব) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইদানীম্ (এখন) [অহং] (আমি) সচেতাঃ (প্রসন্ন-চিত্ত) সংবৃত্তঃ (সংজাত), প্রকৃতিং গতঃ (ও প্রকৃতিস্থ) অস্মি (হইয়াছি)॥ ৫১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—মম (আমার) ইদং (এই) সুদুর্দর্শম্ (দুর্লভদর্শন) যৎ (যে) রূপং (বিশ্বরূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে), দেবাঃ অপি (দেবতাগণও) অস্য (এই) রূপস্য (বিশ্বরূপের) নিত্যং (সর্বদা) দর্শন-আকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাকাঙ্ক্ষী)॥ ৫২

অর্জুন বলিলেন—হে জনার্দন, আপনার এই সৌম্য মানুষ রূপ[১] দেখিয়া আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ (সুস্থ) হইলাম। ৫১

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন—তুমি আমার যে দুর্লভদর্শন বিশ্বরূপ দেখিলে, দেবতাগণও সদা ইহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী। ৫২

১ চতুর্ভুজ হইলেও মানুষ রূপ ইহা প্রতীত হয়।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা* ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য† অহমেবংবিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪

যথা (যেরূপ) মাং (আমাকে) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে), এবংবিধঃ এইরূপ) অহং (আমি) ন বেদৈঃ (না বেদপাঠের দ্বারা), ন তপসা (না তপস্যার দ্বারা), ন দানেন (না দানের দ্বারা), ন চ ইজ্যয়া (এবং (না যজ্ঞ বা না পূজাদ্বারা) দ্রষ্টুং (দৃষ্ট হইতে) শক্যঃ (যোগ্য হই) ॥ ৫৩

পরন্তপ (হে শত্রুতাপন), অর্জুন (হে অর্জুন), তু (কেবলমাত্র) অনন্যয়া (অনন্যা) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) এবংবিধঃ (এই প্রকার) অহম্ (আমাকে) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ, পরমার্থতঃ) জ্ঞাতুং [শাস্ত্রদ্বারা] (জানিতে) দ্রষ্টুং চ (এবং [প্রত্যক্ষ] সাক্ষাৎ করিতে) প্রবেষ্টুং চ (ও আমাতে প্রবেশরূপ মুক্তি লাভ করিতে) শক্যঃ (সমর্থ হয়) ॥ ৫৪

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে এই বিশ্বরূপ বেদপাঠ, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, গো-সুবর্ণাদি দান বা পূজার দ্বারা দর্শন করা যায় না । ৫৩

[তবে আপনাকে কি উপায়ে পাওয়া যায় ?] হে অর্জুন, কেবল মাত্র অনন্যা ভক্তি[১] দ্বারাই ঈদৃশ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করিতে এবং আমাতে প্রবেশরূপ মোক্ষ লাভ করিতে ভক্তগণ সমর্থ হয়, অন্য উপায়ে নহে । ৫৪ (গীঃ ৮।২২ এবং ১৮।৫৫ দ্রঃ)

---

* যন্মম ইতি বা পাঠঃ । † ছান্দসো বিসর্গলোপঃ

১ যে ভক্তি লাভ হইলে কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছু উপলব্ধ হয় না । অনন্যা ভক্তিতে সর্বত্র ও সর্বদা ঈশ্বরদর্শন হয় ।

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-
যোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

পাণ্ডব (হে অর্জুন), যঃ (যিনি) মৎ-কর্ম-কৃৎ (আমার কর্মকারী) মৎ-পরমঃ (মৎপরায়ণ) সঙ্গ-বর্জিতঃ ([ধন-মিত্র-পুত্রাদিতে] আসক্তি-শূন্য) মৎ-ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সর্বভূতেষু চ (এবং সর্বভূতে) নির্বৈরঃ (বৈরভাবশূন্য) সঃ (তিনি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫৫

হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি মৎকর্মকারী, মন্নিষ্ঠ, মদ্ভক্ত ও আত্মীয়স্বজনাদিতে আসক্তিশূন্য এবং সর্বভূতে, এমন কি অত্যন্ত অপকারীর প্রতিও বৈরভাববিহীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। ৫৫

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের
অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-
নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—এবং (এইরূপে, মৎকর্মকৃৎ ইত্যাদি প্রকারে) সততযুক্তাঃ (নিরন্তর [ভগবানের কর্মাদিতে] নিযুক্ত হইয়া) যে (যে সকল) ভক্তাঃ ([অনন্যশরণ] ভক্ত) ত্বাং (আপনার) পর্যুপাসতে ([যথাদর্শিত বিশ্বরূপের] উপাসনা করেন), যে চ অপি (এবং যাঁহারা) অব্যক্তম্ (অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াতীত) অক্ষরং (অক্ষরকে, ব্রহ্মকে) [উপাসতে] (উপাসনা করেন), তেষাং (তাঁহাদের মধ্যে) যোগ-বিৎ-তমাঃ (যোগিশ্রেষ্ঠ) কে (কাহারা)? ১

[২য় হইতে ১০ম অধ্যায় পর্যন্ত নির্বিশেষ নিরুপাধি পরমাত্মা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা এবং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের (আপনার) উপাসনা কথিত হইয়াছে। বিশ্বরূপাধ্যায়ে (১১শে) উপাসনার নিমিত্ত আপনার ঈশ্বরীয় আদ্য সমস্ত জগদাত্ম বিশ্বরূপ অনুগ্রহপূর্বক আমাকে দেখাইয়া আমাকে 'মৎকর্মকৃৎ' ইত্যাদি (গীঃ—১১।৫৫) হইতে বলিয়াছেন। এই উভয় প্রকার উপাসনার কোন্‌টী বিশিষ্টতর ইহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া—]

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবান্, এইভাবে নিরন্তর ভগবৎকর্মাদিতে নিযুক্ত হইয়া যে সকল অনন্য-শরণ ভক্ত সমাহিতচিত্তে আপনার যথাদর্শিত বিশ্বরূপের

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—যে (যাঁহারা) ময়ি (আমাতে) মনঃ (চিত্ত) আবেশ্য (নিবেশ করিয়া) নিত্য-যুক্তাঃ (নিত্য সমাহিত হইয়া) পরয়া (প্রকৃষ্ট, দৃঢ়) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধা, বিশ্বাস) উপেতাঃ (যুক্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন), তে (তাঁহারা) যুক্ত-তমাঃ (শ্রেষ্ঠ যোগী) মে (আমার) মতাঃ (অভিপ্রেত) ॥ ২

তু (কিন্তু) যে (যাঁহারা) সর্বত্র (সর্বদা) সমবুদ্ধয়ঃ (সমবুদ্ধি) সর্ব-ভূত-হিতে (সকল প্রাণীর কল্যাণে) রতাঃ (নিযুক্ত) চ ইন্দ্রিয়-গ্রামং (এবং ইন্দ্রিয়সকল) সংনিয়ম্য (সংযত করিয়া) অনির্দেশ্যম্

উপাসনা করেন এবং যাঁহারা সমস্ত বাসনা ও কর্ম পরিত্যাগপূর্বক সর্বোপাধিরহিত ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—পরমেশ্বরের ভজনদ্বারাই জীবের উদ্ধার—এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া যাঁহারা আমার বিশ্বরূপে মনোনিবেশপূর্বক মচ্চিত্ত হইয়া অহোরাত্র অতিবাহিত করেন তাঁহারাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।২

(গীঃ—৬।৪৭ ; ১২।৫-৭ দ্রঃ)।

কিন্তু যাঁহারা সর্বদা ইষ্ট ও অনিষ্টপ্রাপ্তিতে রাগ ও দ্বেষরহিত, সকল প্রাণীর কল্যাণে নিযুক্ত এবং

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

(শব্দের অগোচর) অব্যক্তং (অপ্রমেয়) সর্বত্র-গম্ ([আকাশের ন্যায়] সর্বব্যাপী) অচিন্ত্যং (মনের অতীত) কূট-স্থম্ (মায়াধিষ্ঠান-রূপে স্থিত) অচলং (অচ্যুতস্বরূপ) ধ্রুবম্ (শাশ্বত) অক্ষরম্ (নির্গুণ ব্রহ্ম) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তে এব (তাঁহারাই) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন)। ৩-৪

তেষাম্ (সেই সকল) অব্যক্ত-আসক্ত-চেতসাম্ (নির্গুণ ব্রহ্মে সংযুক্তচিত্ত যোগীর) অধিকতরঃ (অধিকতর) ক্লেশঃ (কষ্ট) [ভবতি] (হয়)। হি (যেহেতু) দেহবদ্ভিঃ (দেহবানগণ, দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ) অব্যক্তা (নির্গুণব্রহ্মবিষয়া) গতিঃ (গতি, নিষ্ঠা) দুঃখম্ (দুঃখে) অবাপ্যতে (প্রাপ্ত হন)। ৫

ইন্দ্রিয়সংযমী, যাঁহারা শব্দাদিপ্রমাণদ্বারা অপ্রতিপাদ্য, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের অগোচর, সর্বব্যাপী, মনোতীত, কূটস্থ[১] (মায়াধিষ্ঠান), অপ্রচ্যুতস্বরূপ এবং শাশ্বত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা[২] করেন তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। এইসকল জ্ঞানী আমার আত্মাই[৩]। ৩-৪ (গীঃ—৭।১৮ দ্রঃ)

যাঁহাদের চিত্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের জন্য ভগবৎকর্মাদিপরায়ণ সগুণ উপাসক অপেক্ষা

১ কূট=মায়া, রাশি, গিরিশৃঙ্গ। কূটস্থ=মায়িক জগতের অধিষ্ঠান-রূপে স্থিত, গিরিশৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিত, রাশিতুল্য নির্বিকার।

২ শাস্ত্রানুযায়ী উপাস্য বস্তুকে চিত্তের বিষয়করণের দ্বারা তাহার সমীপস্থ হইয়া তৈলধারার ন্যায় সমান-প্রত্যয়প্রবাহে দীর্ঘকাল অবস্থিতির নাম উপাসনা।

৩ ভগবৎস্বরূপদিগের যুক্তমত্ব বা অযুক্তমত্ব বক্তব্য নহে।—ভাষ্য

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

পার্থ (হে অর্জুন), তু (কিন্তু) যে (যাঁহারা) সর্বাণি (সমস্ত) কর্মাণি (কর্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সংন্যাস, সমর্পণ করিয়া) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন (অনন্য) যোগেন এব (যোগের দ্বারাই, সমাধি দ্বারাই) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যান করিতে করিতে) উপাসতে (উপাসনা করেন), তেষাম্ (সেই সকল) ময়ি (আমাতে) আবেশিত-চেতসাম্ (প্রবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের) মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ (মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে) ন চিরাৎ (অচিরে, শীঘ্রই) সমুদ্ধর্তা (উদ্ধারকর্তা) অহং (আমি) ভবামি (হই) ॥ ৬-৭

অধিকতর ক্লেশ হয়, কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করা দেহাভিমানী[১] ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। ৫

হে পার্থ, কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক 'আমিই পরম পুরুষার্থরূপে উপাস্য'—এইভাবে মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য যোগের[২] দ্বারা আমার[৩] উপাসনা ও ধ্যান করেন,

---

১ দেহাভিমানী—স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে যাঁহার অভিমান, অর্থাৎ 'আমি' বুদ্ধি আছে; যাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধি।

২ সর্বাত্মা বিশ্বরূপ পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য অবলম্বনশূন্য হইয়া।

৩ ভগবানের সগুণ জগদাত্মরূপ অথবা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ, রাঘব, নর-সিংহাদি দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি রূপ।—শ্রীমধুসূদন সরস্বতী। এইরূপ উপাসকগণ বহু শ্রবণাদিরূপ অধিকতর ক্লেশ ব্যতীতই ভগবদ্ভক্ত জ্ঞানদ্বারা সংসারমুক্ত হন। (গীঃ—১০।১১ দ্রঃ)

মय्येव মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯

ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ (মন, চিত্ত) আধৎস্ব (স্থাপন কর), ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিং (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) নিবেশয় (নিবিষ্ট কর), অতঃ ঊর্দ্ধং (ইহার পরে, দেহান্তে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্যসি (নিবাস করিবে), [ইহাতে] সংশয়ঃ (সংশয়, সন্দেহ) ন (নাই) ॥ ৮

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন), অথ (যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্ত, মন) স্থিরম্ (স্থিরভাবে) সমাধাতুং (সমাহিত করিতে) ন শক্নোষি (সমর্থ না হও), ততঃ (তবে) অভ্যাস-যোগেন (অভ্যাস-যোগের দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুম্ (পাইতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর) ॥ ৯

আমাতে প্রবিষ্টচিত্ত সেই সকল ভক্তকে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে আমি অচিরে উদ্ধার করি । ৬-৭ (গীঃ ১০।৯-১১ দ্রঃ)

অতএব বিশ্বরূপ আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর ; এইরূপ করিলে দেহান্তে তুমি নিশ্চয়ই মৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ৮

হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস[১]-যোগের দ্বারা বিশ্বরূপ আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর । ৯

---

১ সকল বিষয় হইতে চিত্তকে সমাহৃত করিয়া কোন দেবতার মানসমূর্তি বা প্রতিমাদি একমাত্র আলম্বনে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস । কেনাপ্যুপায়েন রাজন্, মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ।—ভাগবত ৭।১।৩১=নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, "রাজন্, যে কোন উপায়ে হউক শ্রীকৃষ্ণে (শ্রীভগবানে) মনোনিবেশ করা উচিত ।"

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি-কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্‌ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

[যদি] অভ্যাসে অপি (অভ্যাসেও) অসমর্থঃ (অসমর্থ, অশক্ত) অসি (হও), মৎ-কর্ম-পরমঃ (আমার কর্মপরায়ণ) ভব (হও)। মৎ-অর্থম্ (আমার জন্য) কর্মাণি (সকল কর্ম) কুর্বন্ অপি (করিতে করিতেই) সিদ্ধিম্ (সিদ্ধি, মোক্ষ) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ১০

অথ (আর যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্তুম্ (করিতে) অশক্তঃ (অক্ষম, অসমর্থ) অসি (হও), ততঃ (তবে) যত-আত্মবান্ (সংযতেন্দ্রিয় হইয়া) মদ্‌যোগম্ (আমাতে সর্বকর্ম-অর্পণরূপ যোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) সর্বকর্ম-ফলত্যাগং (সকল কর্মের ফল ত্যাগ) কুরু (কর) ॥ ১১

অভ্যাসাৎ ([অবিবেকপূর্বক] অভ্যাস অপেক্ষা) জ্ঞানম্ হি (জ্ঞানই) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ ([উপদেশ ও যুক্তিদ্বারা পরোক্ষ] আত্মনিশ্চয়

যদি তুমি এই প্রকার অভ্যাস করিতে সমর্থ না হও, তবে ভগবৎপ্রীতিকর কর্মে একনিষ্ঠ হও; কারণ আমার জন্য কর্ম[১] করিতে করিতেই তুমি ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষ লাভ করিবে। ১০

আর যদি ইহাও করিতে অক্ষম হও, তবে ইন্দ্রিয়-সংযম-পূর্বক আমাতে সর্বকর্ম-সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া যাবৎ অনুষ্ঠিত কর্মের ফলত্যাগ কর। ১১

---

১ একাদশী, উপবাস, ব্রতচর্যা, পূজা ও ইষ্টনাম জপাদি কর্ম।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪

অপেক্ষা) ধ্যানং ([উপদেশ ও যুক্তিপূর্বক] নিদিধ্যাসন) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়)। ধ্যানাৎ (নিদিধ্যাসন অপেক্ষা) কর্মফল-ত্যাগঃ (কর্মফলের ত্যাগ, কর্মফলে আসক্তি-পরিহার) [শ্রেষ্ঠ]। ত্যাগাৎ (ত্যাগের) অনন্তরম্ (অব্যবহিত পরে) শান্তিঃ (সংসারের উপশম) [হয়]॥ ১২

যঃ (যিনি) সর্ব-ভূতানাম্ (সকল প্রাণীর প্রতি) অদ্বেষ্টা (দ্বেষশূন্য) মৈত্রঃ (মিত্রভাবাপন্ন) করুণঃ (দয়ালু) নির্মমঃ এব চ (এবং মমত্ব-বুদ্ধি-বর্জিত) নিরহংকারঃ (অহঙ্কারহীন) সম-দুঃখ-সুখঃ (সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন) ক্ষমী (ক্ষমাশীল) সততং (সদা) সন্তুষ্টঃ (পরিতুষ্ট) যোগী (সমাহিতচিত্ত) যতাত্মা (সংযত-স্বভাব) দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ ([আত্ম-বিষয়ে] দৃঢ় ধারণাযুক্ত) ময়ি (আমাতে) অর্পিত-মনঃ-বুদ্ধিঃ (যাঁহার

অবিবেকপূর্বক জ্ঞানার্থশ্রবণ অভ্যাস অপেক্ষা শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা আত্মনিশ্চয়রূপ জ্ঞান উৎকৃষ্ট। এইরূপ জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানপূর্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানপূর্বক ধ্যান হইতে কর্মফলত্যাগ[১] শ্রেষ্ঠ। কর্মফলত্যাগের অব্যবহিত পরেই সহেতুক সংসার-নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি লাভ হয়। ১২

যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার, সুখে দুঃখে রাগদ্বেষশূন্য,

১ শ্রীভগবান্ এখানে অবশ্যকর্তব্য-কর্মফলত্যাগের প্রশংসা করিতেছেন। শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের ফলরূপ সর্বকামনাত্যাগের অনন্তরই জ্ঞাননিষ্ঠের শান্তি লাভ প্রসিদ্ধ (কঠ উপ—২।৩।১৪)। উক্ত কামনাত্যাগের সহিত কর্মফলত্যাগের সাদৃশ্যবশতঃ সর্বকর্মফলত্যাগের এই স্তুতি। কামনাত্যাগ ও কর্মফলত্যাগ, উভয়ই ত্যাগ এই সাদৃশ্য।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

মন ও বুদ্ধি সমর্পিত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)॥ ১৩-১৪

যস্মাৎ (যাহা হইতে) লোকঃ (কোন ব্যক্তি) ন উদ্বিজতে (উদ্বিগ্ন হয় না), যঃ চ (এবং যিনি) লোকাৎ (কোন ব্যক্তি হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না), যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষ-অমর্ষ-ভয়-উদ্বেগৈঃ (আনন্দ, অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে অসহিষ্ণুতা, ভয় এবং উদ্বেগ হইতে) মুক্তঃ (মুক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)॥ ১৫

যঃ (যে) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) অনপেক্ষঃ ([দেহেন্দ্রিয়ে ও রূপ-রসাদিতে] স্পৃহাশূন্য) শুচিঃ ([বাহ্য ও অভ্যন্তর] শুচি) দক্ষঃ (পটু,

ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিতচিত্ত, সদা সংযতস্বভাব, সদা তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় এবং যাঁহার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৩-১৪ (গীঃ—৭।১৭ দ্রঃ ;

যিনি কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না,[১] যিনি কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ ও বিষাদ, ভয়[২] ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৫

---

১ পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনং।
বিশুদ্ধস্য হৃষিকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥—মহাভারত।

যিনি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া সকরুণ পিতার ন্যায় পুত্রবৎ সকলকে অবলোকন করেন সেই শুদ্ধচিত্ত ও প্রেমযুক্ত ভক্তের প্রতি ভগবান্ শীঘ্র প্রসন্ন হন।

২ নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।—ভাগবত, ৬।১৭।৫২ অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোন বিষয়েই ভীত হয় না।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

অনলস) উদাসীনঃ (পক্ষপাতরহিত) গত-ব্যথঃ (ব্যথামুক্ত, ভয়শূন্য) সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী (সকল-সকাম-অনুষ্ঠানত্যাগী), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৬

যঃ (যিনি) ন হৃষ্যতি ([ইষ্টপ্রাপ্তিতে] হৃষ্ট হন না), ন দ্বেষ্টি ([অনিষ্টপ্রাপ্তিতে] দ্বেষ করেন না), ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি ([কিছু] আকাঙ্ক্ষা করেন না), যঃ (যিনি) শুভ-অশুভ-পরিত্যাগী (শুভাশুভ কর্মত্যাগী) ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৭

শত্রৌ (শত্রুর প্রতি) মিত্রে চ (এবং মিত্রের প্রতি) সমঃ (একরূপ) তথা (এবং) মান-অপমানয়োঃ (সম্মান ও অপমানে) শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু চ (শীতোষ্ণজনিত সুখ ও দুঃখে) সমঃ (অবিকৃত) সঙ্গ-বিবর্জিতঃ

যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর-শুচি, দক্ষ[১], পক্ষপাতশূন্য, ভয়হীন এবং সকল সকাম কর্মানুষ্ঠান-ত্যাগী, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। ১৬

যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৭

যিনি আসক্তিহীন এবং শত্রু ও মিত্রে সমবুদ্ধি, যিনি সম্মান ও অপমানে অবিচলিত, যিনি শীতোষ্ণজনিত সুখ ও দুঃখে

১ উপস্থিত কার্যে তৎক্ষণাৎ যথাযথ প্রতিপত্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত।

যে তু ধর্মামৃতমিদং* যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

(আসক্তি-ত্যাগী) তুল্য-নিন্দা-স্তুতিঃ (নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাব) মৌনী (সংযতবাক্) যেন কেনচিৎ (যৎকিঞ্চিৎ লাভে) সন্তুষ্টঃ (পরিতুষ্ট) অনিকেতঃ (নির্দিষ্টবাসস্থানহীন) স্থির-মতিঃ (স্থিরবুদ্ধি) ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত) নরঃ (ব্যক্তি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)॥ ১৮-১৯

যে তু (যে সকল) ভক্তাঃ (ভক্ত) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) যথা-উক্তম্ (উক্ত প্রকার) ইদং (এই)

নির্বিকার, পরমাত্মাতে স্থিরবুদ্ধি, নিন্দা ও প্রশংসায় হর্ষ ও বিষাদশূন্য, সুতরাং সংযতবাক, সর্বাবস্থায় যৎকিঞ্চিৎ লাভে[১] সন্তুষ্ট এবং নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৮-১৯

* ধর্ম্যামৃতম্ ইতি বা পাঠঃ।

১ যেন কেনচিদ্ আচ্ছন্নো যেন কেনচিদ্ আশিতঃ।
যত্র ক্বচন শায়ী স্যাৎ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব।

অর্থাৎ যিনি যে কোন পরিধেয়দ্বারা শরীর আবৃত করেন, যে কোন খাদ্য দ্রব্য ভোজন করেন এবং যে কোন স্থানে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করেন, দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

ধর্ম-অমৃতম্ (অমৃতত্বসাধক—মোক্ষদায়ক ধর্ম) পর্যুপাসতে (সাধন করেন), তে (তাঁহারা) মে (আমার) অতীব (অত্যন্ত) প্রিয়াঃ (প্রিয়) ॥ ২০

যে সকল মৎপরায়ণ ভক্ত[১] এই মোক্ষদায়ক ধর্ম উক্ত প্রকারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন[২] হইয়া সাধন করেন,[৩] তাঁহারাই আমার অতীব প্রিয়[৪]। ২০

[যাঁহারা শ্রীভগবানের পরম পদ লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই মুমুক্ষুগণ অতি যত্নপূর্বক এই সকল ধর্মের অনুশীলন করিবেন —ইহাই মর্মার্থ।]

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগ-নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ পরমার্থ বস্তুর জ্ঞানরূপ ভক্তিকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন তিনিই ভক্ত—জ্ঞানী।

২ শ্রদ্ধা—আস্তিক্যবুদ্ধি, ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রদ্ধার আবির্ভাবে ধর্মজীবন উজ্জ্বল হয়; শ্রদ্ধার অভাবে ধর্মজীবন অন্ধকার। শ্রদ্ধা সাধনলভ্য। বৈদিক ঋষিগণ শ্রদ্ধায় আহ্বান করিতেন। ১৭।৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য

৩ মুক্ত পুরুষের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম, মুমুক্ষুগণের তাহাই যত্নপূর্বক অনুষ্ঠেয়। বার্তিকে উক্ত হইয়াছে :

উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যেব ন তু সাধনরূপিণঃ॥

অর্থাৎ আত্মজ্ঞান যাঁহার উৎপন্ন হইয়াছে, অদ্বেষ্টৃত্বাদি গুণ বিনাযত্নে তাঁহার লাভ হয়। সেই সকল গুণের সাধন তাঁহাকে করিতে হয় না। সেইগুলি মুমুক্ষুগণের সাধনলভ্য।—নীলকণ্ঠ

৪ 'আমি জ্ঞানীর অতীব প্রিয়', 'জ্ঞানী আমার আত্মা'—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে পূর্বে যাহা সূচিত হইয়াছিল তাহাই এখানে উপসংহৃত হইল। প্রিয় শব্দ ভক্ত ও ভগবানের (আত্মিক) অভেদত্ব-বাচক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১*

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—কেশব (হে কৃষ্ণ), প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষং চ (ও পুরুষ) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ (ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ম্ এব চ (ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সকল) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১

অর্জুন কহিলেন—হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই সকল আমি জানিতে ইচ্ছা করি।১

[ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতিদ্বয়দ্বারা ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় করেন—ইহা ৭ম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে। এই প্রকৃতিদ্বয় নিরূপণদ্বারা তদ্বিশিষ্ট ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। ১২শ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোক হইতে শেষ শ্লোক পর্যন্ত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞদিগের নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। যে তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়া ১২শ অধ্যায়োক্ত ধর্মাচরণদ্বারা তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রিয় হন, সেই তত্ত্বজ্ঞাননির্ণয়ের জন্য বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভ।]

* কোন কোন সংস্করণে এই শ্লোকটী নাই। শঙ্করাচার্যাদি অনেকে এইটি গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু কেহ কেহ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। গীতার শ্লোকসংখ্যা সাতশত পূর্ণ করিবার জন্য ইহা গ্রহণ করা হইল।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), শরীরম্ (ভোগায়তনদেহরূপী) ইদং (ইহা, এই দৃশ্যটী) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) ইতি (এই নামে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়)। যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে, এই ক্ষেত্রকে) বেত্তি (জানেন, অনুভব করেন), তদ্-বিদঃ (তাঁহার [ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের] বেত্তাগণ) তং (তাঁহাকে) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ইতি (এইরূপ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন, এই[১] ভোগায়তন শরীররূপী[২] দৃশ্যটীকে ক্ষেত্র বলা হয়। যিনি এই শরীরকে জানেন অর্থাৎ স্বাভাবিক বা ঔপদেশিক জ্ঞানের[৩] বিষয় করেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ[৪] তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। ২

১ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা উপলভ্যমান দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি ও তাহার সকল পরিণাম।

২ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির দেহেন্দ্রিয়-আকারে পরিণত সংঘাত এই শরীর। শরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে দুই প্রকার। দশেন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি ও পঞ্চপ্রাণের সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর।

৩ 'আমি মনুষ্য', 'আমার এই শরীর'—ইহা স্বাভাবিক জ্ঞান। ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য বলিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর আত্মা নহে—ইহা ঔপদেশিক জ্ঞান।

৪ ক্ষেত্র দৃশ্য, অনাত্মা; ক্ষেত্রজ্ঞ দ্রষ্টা, আত্মা—এইরূপ যাঁহারা জানেন।

ক্ষেত্র=ক্ষিণোতি আত্মানম্ অবিদ্যয়া, ত্রাতি তম্ (আত্মানম্) বিদ্যয়া, অর্থাৎ যাহা অবিদ্যা দ্বারা আত্মাকে নাশ করে এবং বিদ্যা-দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করে।

অবিদ্যা=স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে আত্মাভিমান।

বিদ্যা=আত্মা হইতে শরীর পৃথক্ এই বিবেক।—ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ৩
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪

ভারত (হে অর্জুন), সর্ব-ক্ষেত্রেষু অপি (সকল ক্ষেত্রেই) [যে] ক্ষেত্রজ্ঞং চ (এক ক্ষেত্রজ্ঞ) [তাহাকে] মাং (আমাকে পরমেশ্বররূপে) বিদ্ধি (জানিবে)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) তৎ (তাহাই) জ্ঞানং ([প্রকৃত] জ্ঞান) মম (আমার) মতং (অভিমত)॥ ৩

তৎ (সেই, পূর্বোক্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা) যাদৃক্‌ চ (এবং যাদৃশ, যে ধর্মযুক্ত) যৎ-বিকারি (যেরূপ বিকারযুক্ত) যতঃ চ (ও যাহা হইতে) যৎ (যেভাবে [উৎপন্ন]) সঃ চ (এবং তাহা,

হে অর্জুন, সকল ক্ষেত্রে দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্‌ (বিলক্ষণ) এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে (আমি যে অসংসারী পরমেশ্বর) সেই পরমেশ্বররূপে জানিবে। প্রকৃতির পরিণাম ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সর্বদেহে দেহাদি উপাধিদ্বারা প্রবিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান যে এক ক্ষেত্রজ্ঞ, তাঁহাকে সর্বোপাধিবিবর্জিত, সদসদাদি সমস্ত শব্দ ও প্রত্যয়ের অগোচর 'আমি' বলিয়া জানিবে। কারণ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই প্রকার জ্ঞানই[১] আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান। ৩ (গীঃ—১৩।১২ দ্রষ্টব্য)

সেই ক্ষেত্র যাহা ও যে প্রকার, যাদৃশ ধর্মযুক্ত, যেরূপ

---

১ দৃশ্য যে ক্ষেত্র তাহা আত্মাতে কল্পিত এবং যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মা—এই জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাধন। অতএব ইহাই সম্যগ্‌জ্ঞান।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫

সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যে স্বরূপ) যৎপ্রভাবঃ চ (ও যেরূপ প্রভাব-বিশিষ্ট) তৎ (তাহা) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৪

[ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যাথাত্ম্য] ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) বহুধা (বহুপ্রকারে) গীতং (ব্যাখ্যাত হইয়াছে), বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ ([ঋগাদি বেদের নানা শাখাতে] বিবিধ ছন্দের দ্বারা) পৃথক্ (পৃথগ্‌রূপে), [এবং] বিনিশ্চিতৈঃ (অসন্দিগ্ধ, সংশয়শূন্য) হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব চ (এবং ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক বেদবাক্য-সমূহের দ্বারা) [বর্ণিত হইয়াছে] ॥ ৫

বিকারযুক্ত, যাহা হইতে যেভাবে উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা ও যেরূপ প্রভাব- (=উপাধিকৃত শক্তি) বিশিষ্ট, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৪

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যাথাত্ম্য বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ বহু প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের নানা শাখাতেও এই তত্ত্ব বিবিধ ছন্দের দ্বারা বিভিন্নভাবে গীত হইয়াছে এবং যুক্তিযুক্ত[১] ও ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক[২] ব্রহ্মসূত্রপদ (বেদ-বাক্য)-সমূহদ্বারা[৩] এই তত্ত্ব অসন্দিগ্ধভাবে নির্ণীত হইয়াছে। ৫

১ যুক্তিং যথা কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়তি ॥ তৈত্তিরীয় উপ ২।৭

২ কারণ ব্রহ্মবিষয়ে এই সকল বাক্যই প্রমাণ।—ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩ দ্রঃ

৩ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ=ব্রহ্মসূচক বাক্যসমূহ ব্রহ্মসূত্র ; তাহাদের দ্বারাই ব্রহ্ম পদ্যতে=জ্ঞাত হন। অতএব ব্রহ্মসূত্ররূপ পদ=ব্রহ্মসূত্রপদ। যথা, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।—তৈত্তিরীয় উপ ৩।১

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা* ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭

মহা-ভূতানি (পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত) অহঙ্কারঃ (যাহা মহাভূতের কারণ, অহংপ্রত্যয়রূপ) বুদ্ধিঃ ([অহঙ্কারের কারণ] অধ্যবসায়রূপ বুদ্ধি) অব্যক্তম্ এব চ (এবং [বুদ্ধির কারণ] মূলা প্রকৃতি, অব্যাকৃত ঈশ্বরশক্তি) দশ ইন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) একং চ (এবং এক [মন]) চ পঞ্চ (ও শব্দাদি পঞ্চ) ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ (ও

পঞ্চ সূক্ষ্ম[১] মহাভূত, মহাভূতের কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ বুদ্ধি, বুদ্ধিব কারণ মূলা প্রকৃতি (অব্যাকৃত ব্রহ্মশক্তি[২]), দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় স্থূল

---

* "সংঘাতচেতনা" এইরূপ পাঠ আচার্য শঙ্করের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

১ উৎপত্তিকালে সর্বপ্রথমে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ উৎপন্ন হয়, আকাশ হইতে শব্দ ও স্পর্শ গুণবিশিষ্ট বায়ু, বায়ু হইতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ গুণবিশিষ্ট তেজ, তেজ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণবিশিষ্ট জল এবং জল হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণবিশিষ্ট পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত অথবা পঞ্চ তন্মাত্র বলে। ইহারা সূক্ষ্ম বলিয়া ব্যবহারের অযোগ্য। পরে অর্ধাংশ আকাশ ও অন্য চারি ভূতের প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ একত্রীকৃত হইয়া স্থূল বা পঞ্চীকৃত আকাশ নামে অভিহিত হয়। এইরূপে বায়ুর অর্ধাংশ এবং অন্য চারি ভূতের প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ মিলিত হইয়া স্থূল বা পঞ্চীকৃত বায়ু হয়। এইরূপে অন্যান্য ভূতও পঞ্চীকৃত হয়। এই প্রকারে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত বা স্থূল হইয়া ব্যবহারের যোগ্য হয়।

২ শ্বেতাশ্বতর উপ ৪।১০ দ্রঃ

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্‌।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮

ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্থূল পঞ্চভূত) ইচ্ছা (সুখস্পৃহা) দ্বেষঃ (দ্বেষ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) সংঘাতঃ (দেহেন্দ্রিয়সংহতি) চেতনা (তাহাতে অভিব্যক্ত বুদ্ধিবৃত্তি) ধৃতিঃ (ধৈর্য) সবিকারং (বিকারের সহিত, বিকারযুক্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্‌ (কথিত হইল) ॥ ৬-৭

অমানিত্বম্‌ (উৎকর্ষসত্ত্বেও আত্মশ্লাঘা-রাহিত্য) অদম্ভিত্বম্‌ (দম্ভের অভাব, স্বধর্ম প্রকট না করা) অহিংসা (প্রাণি-পীড়নে অনিচ্ছা) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা, পরের অপরাধপ্রাপ্তিতে মনের অবিকৃত অবস্থা) আর্জবম্‌ (ঋজুতা, সরলতা) আচার্য-উপাসনং (গুরুসেবা) শৌচং (সদাচার, বহিরন্তঃশৌচ) স্থৈর্যম্‌ (মোক্ষমার্গে স্থিরতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীর-নিগ্রহ, স্বাভাবিক

পঞ্চভূত এবং ইচ্ছা, দ্বেষ[১], সুখ, দুঃখ, দেহ-সংঘাত ও দেহ-সংঘাতে অভিব্যক্ত চেতনা[২] ও ধৃতি—এই সকল বিকার-যুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ৬-৭ (গীঃ ৭।৪, ১৪ দ্রঃ)

[শ্রীভগবান্‌ এই অধ্যায়ের ১২শ—১৭শ শ্লোকে জ্ঞেয় শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণ বলিলেন। সম্প্রতি ৭ম—১১শ শ্লোকে তাঁহার জ্ঞানের সাধন বলিতেছেন। ১১শ শ্লোকের 'এতজ্‌ জ্ঞানম্‌' এই শব্দদ্বয় ৭ম—১১শ শ্লোকের প্রত্যেকের সঙ্গে অন্বিত হইবে।]

১ ইচ্ছা দ্বেষ ইত্যাদিকে বৈশেষিকগণ আত্মধর্ম বলেন ; কিন্তু বেদান্তমতে ইহারা ক্ষেত্রধর্ম। ইচ্ছা দ্বেষাদিদ্বারা অন্তঃকরণের সমস্ত ধর্ম গৃহীত হইয়াছে।

২ তপ্ত লৌহপিণ্ডে প্রকাশিত অগ্নির ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে অভিব্যক্ত আত্মচৈতন্যের আভাসদ্বারা ব্যাপ্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তি।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্ ॥ ৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১

প্রবৃত্তি সংযত করিয়া সন্মার্গে প্রবৃত্ত করা) ইন্দ্রিয়-অর্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) বৈরাগ্যম্ (অনাসক্তি, বিরক্তি) অনহঙ্কারঃ এব চ (ও অভিমান-রাহিত্য) জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ-অনুদর্শনম্ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখসমূহে পুনঃ পুনঃ দোষদর্শন) অসক্তিঃ (বিষয়ে অনাসক্তি) পুত্র-দার-গৃহাদিষু (পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদিতে) অনভিষ্বঙ্গঃ (মমত্বের অভাব) ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু চ (শুভ ও অশুভপ্রাপ্তিতে) নিত্যং (সদা) সমচিত্তত্বম্ (মনের সাম্যভাব) ময়ি (আমাতে) অনন্য-যোগেন (ঐকান্তিক নিষ্ঠাদ্বারা) অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ ([ভগবানই আমার একান্ত গতি এই নিশ্চিত বুদ্ধিতে] তাঁহাতে অচলা প্রীতি) বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বম্ (স্বভাবতঃ বা সংস্কারতঃ অশুচি প্রভৃতি শূন্য এবং ব্যাঘ্র, চৌর ও

উৎকর্ষ সত্ত্বেও আত্মশ্লাঘারাহিত্য, পূজাদিলাভের জন্য স্বধর্মানুষ্ঠান প্রকট না করা, প্রাণিপীড়নে অনিচ্ছা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বহিরন্তঃশৌচ[১], মোক্ষমার্গে স্থিরতা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া সন্মার্গে প্রবৃত্ত করা, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে বিরক্তি, অভিমানশূন্যতা; জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখে পুনঃ পুনঃ দোষদর্শন, বিষয়ে অনাসক্তি; স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে মমত্বাভাব, শুভাশুভপ্রাপ্তিতে সদা

১ মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা বহিঃশৌচ এবং প্রতিপক্ষ (বিপরীত) ভাবনাদ্বারা মনের রাগাদি মল অপনয়নই অন্তঃশৌচ।

অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩

সর্পাদিরহিত স্থানে বাস) চ জন-সংসদি (এবং প্রাকৃত লোকের সংসর্গ) অরতিঃ (ত্যাগ, অনিচ্ছা) অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং (আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা) তত্ত্ব-জ্ঞান-অর্থ-দর্শনম্ (সংসার-উপরমরূপ মোক্ষবিষয়ক আলোচনা) [অমানিত্ব হইতে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্যন্ত] এতৎ (এই সকলকে) জ্ঞানম্ (জ্ঞানের সাধন) ইতি (এইরূপ) প্রোক্তম্ (বলা হয়)। যৎ (যাহা) অতঃ অন্যথা (ইহার বিপরীত, মানিত্ব ও দাম্ভিকতাদি) [তৎ] (তাহা) অজ্ঞানং (জ্ঞানসাধনের বিরোধী বা প্রতিবন্ধক) ॥ ৮-১২

যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য বিষয়), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অমৃতম্ (অমরত্ব, মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে), তৎ (তাহা)

চিত্তের সাম্যভাব, ভগবান্‌ই একমাত্র গতি—এই নিশ্চিত বুদ্ধির দ্বারা আমাতে অচলা ভক্তি, বিবিক্ত দেশে বাস, প্রাকৃত জনের সংসর্গত্যাগ, আত্মানাত্মবিবেক, জ্ঞানে নিষ্ঠা ও তত্ত্ব-জ্ঞানার্থদর্শন[১]—এই সকল জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন বলিয়া কথিত হয়। ইহার বিপরীত মানিত্ব ও দাম্ভিকতাদি অজ্ঞান বলিয়া জ্ঞেয় এবং সংসারপ্রবৃত্তির কারণ বলিয়া পরিহার্য। ৮-১২

হে অর্জুন, যাহা জ্ঞাতব্য, যাহা জানিয়া অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, তাহা তোমাকে বলিব। তিনি আদিহীন

---

১ অমানিত্বাদি পূর্ণানুষ্ঠান-পরিপাক-নিমিত্তক তত্ত্বজ্ঞান—ব্রহ্মের যাথাত্ম্য জ্ঞান ; তাহার অর্থ—প্রয়োজন—মোক্ষ ; তাহার দর্শন—আলোচনা।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫

প্রবক্ষ্যামি (বলিব)। তৎ (সেই) অনাদি-মৎ (আদি-হীন) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) ন সৎ (সৎ শব্দ ও সৎ প্রত্যয়ের গোচর নহেন) ন অসৎ (অসৎ শব্দ ও অসৎ প্রত্যয়ের গোচর নহেন) [এইরূপ] উচ্যতে (বলা হয়) ॥ ১৩

সর্বতঃ (সর্বত্র) পাণি-পাদং (যাঁহার হস্ত ও পদ), সর্বতঃ (সর্বত্র) অক্ষি-শিরঃ-মুখম্ (যাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ), সর্বতঃ (সর্বত্র) শ্রুতিমৎ (যাঁহার কর্ণ), তৎ (তিনি, ব্রহ্ম) লোকে (ইহলোকে) সর্বম্ (সমস্ত) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) ॥ ১৪

[তিনি] সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসং (সকল অন্তঃ ও বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারের দ্বারা অবভাসিত) সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্ (সকল ইন্দ্রিয়বিহীন) অসক্তং (সংশ্লেষবর্জিত) সর্ব-ভৃৎ (সকলের আস্পদ) নির্গুণং চ এব (এবং [সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-] গুণরহিত) গুণ-ভোক্তৃ চ ([সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ] গুণ-পরিণামের উপলব্ধা) ॥ ১৫

পরব্রহ্ম। তিনি সৎশব্দ ও সৎপ্রত্যয়ের অগোচর এবং অসৎশব্দ ও অসৎপ্রত্যয়েরও অগোচর। কারণ, ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তুই সৎ বা অসৎ শব্দ ও প্রত্যয়ের গোচর হয়; কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত। ১৩ (কেন উপ ১।৪ দ্রঃ)

তিনি (পরব্রহ্ম) সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত আছেন। সকল শরীরের অবয়বরূপী হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ, মস্তক ও মুখ তাঁহার হস্ত ও পদ, তাঁহার চক্ষু ও কর্ণ এবং তাঁহার মস্তক ও মুখ। ১৪ (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৩।১৬)

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৬

ভূতানাম্ ([চরাচর] ভূতগণের) বহিঃ অন্তঃ চ (অন্তর ও বাহির) [এবং] অচরং (স্থাবর) চরম্ এব চ (এবং জঙ্গম [দেহসমূহ]) তৎ চ (তিনিই)। সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মতাহেতু) তৎ (তাহা) অবিজ্ঞেয়ং (অবিজ্ঞেয়), তৎ চ (এবং তিনি) দূরস্থং ([বিষয়-বুদ্ধি হইতে] দূরে স্থিত) চ অন্তিকে (এবং [শুদ্ধ বুদ্ধির] অতি নিকটে) ॥ ১৬

সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ব্যাপারের দ্বারা তিনি অবভাসিত হন। যেন তিনি ইন্দ্রিয়ব্যাপারে ব্যাপৃত আছেন; বস্তুতঃ তিনি সকল-ইন্দ্রিয়-বিহীন এবং ইন্দ্রিয়ব্যাপারে ব্যাপৃত নহেন। তিনি সমস্ত সংশ্লেষরহিত; তথাপি মরুভূমি যেমন মৃগতৃষ্ণিকার আস্পদ, সেইরূপ তিনি সর্বভূতের আস্পদ। তিনি ত্রিগুণরহিত; অথচ তিনি মায়াদ্বারা ত্রিগুণের পরিণাম[১] সুখ, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধা। ১৫ (গীঃ ১৩।২২ দ্রঃ)

[ব্রহ্ম, সৎ ও অসৎ শব্দ এবং প্রত্যয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া তাঁহার সম্ভাবিত নাস্তিত্ব আশঙ্কা দূর করিবার জন্য সকল প্রাণীর করণরূপ উপাধিদ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব ১৩শ শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ক্ষেত্র-উপাধিবশতঃ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ক্ষেত্র-উপাধিকৃত ধর্ম ক্ষেত্রজ্ঞে মিথ্যা আরোপিত হয়,—সেই আরোপিত ধর্ম অপনয়নের দ্বারা ১২শ শ্লোকে তাঁহাকে 'ন সৎ ন অসৎ' বলা হইয়াছে। এই উপাধিকৃত ধর্মগুলি মিথ্যা হইলেও ব্রহ্মের অস্তিত্বপ্রমাণের জন্য ক্ষেত্রের

১ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ শব্দাদি-বিষয়াকার ধারণপূর্বক সুখ, দুঃখ ও মোহাকারে পরিণত হয়। ব্রহ্ম জীবরূপে ইহাদের ভোক্তা (উপলব্ধা)।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্* ॥ ১৮

তৎ (সেই) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়, ব্রহ্ম) ভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তং চ (অবিভক্ত হইয়াও) বিভক্তম্ ইব চ (যেন বিভক্তরূপে) স্থিতম্ (অবস্থিত)। ভূত-ভর্তৃ চ (ও সর্বভূতের পালক) গ্রসিষ্ণু (গ্রসনশীল, গ্রাসকর্তা, সংহর্তা) প্রভবিষ্ণু চ (এবং সৃষ্টিকর্তা, প্রভবনশীল) ॥ ১৭

তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিঃসমূহেরও) জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ) তমসঃ পরম্ (অজ্ঞানরূপ তমের অতীত—অসংস্পৃষ্ট) উচ্যতে (বলা হয়)। জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) জ্ঞান-গম্যং চ

ধর্মগুলিকে ব্রহ্মধর্মরূপে কল্পনাপূর্বক ১৩শ শ্লোকে 'সর্বতঃ পাণিপাদম্' ইত্যাদি বলা হইয়াছে।]

চরাচর সর্বভূতের অন্তর ও বাহির, স্থাবর ও জঙ্গম দেহসমূহও তিনি[১]। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অজ্ঞানীর অজ্ঞাত বলিয়া অতিদূরে এবং আত্ম-স্বরূপে জ্ঞাত বলিয়া জ্ঞানীর অতি নিকটে। ১৬

ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও সর্বভূতে বিভক্তরূপে প্রতীত হন। যেরূপ মিথ্যা (কল্পিত) সর্পাদির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ রজ্জু, সেইরূপ তিনি সর্বভূতের পালক, সংহারক ও স্রষ্টা। ১৭

* বিষ্ঠিতম্ ইতি বা পাঠঃ।

১ তিনি এই সমস্তের অধিষ্ঠান ; এই সমস্ত তাঁহাতে কল্পিত।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৯

(ও জ্ঞানগম্য) [রূপ] সর্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিত)॥ ১৮

ইতি (এইরূপে) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা (এবং) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (উক্ত হইল)। মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (ইহা, এই তিনটির তত্ত্ব) বিজ্ঞায় (জানিয়া) মদ্ভাবায় (আমার স্বরূপলাভে) উপপদ্যতে (সমর্থ হন)॥ ১৯

[বিদ্যমান থাকিয়াও অনুপলব্ধিবশতঃ ব্রহ্মের সম্ভাবিত তমঃস্বভাবতারূপ আশঙ্কা দূরীকরণার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—]

তিনি আদিত্যাদি জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতি[১] এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট[২]। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্যরূপে[৩] তিনি সকলের হৃদয়ে[৪] অধিষ্ঠিত আছেন। ১৮

১ (ক) 'যেন সূর্যস্তপতি তেজসা ঈদ্ধঃ।—মহানারায়ণ উপঃ ১।৩ অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।৯ অর্থাৎ যাঁহার তেজোদ্বারা জ্যোতিষ্মান্ হইয়া সূর্য তাপ দেন। (খ) 'যদাদিত্যগতং তেজঃ……' গীঃ ১৫।১২

২ গীঃ ৮।৯ দ্রষ্টব্য।

৩ জ্ঞান = অমানিত্বাদি……গীঃ ১৩।৭-১১
জ্ঞেয় = ব্রহ্ম—গীঃ ১৩।১২-১৭
জ্ঞানগম্য—জ্ঞেয় ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলে তাঁহাকে জ্ঞানগম্য বলা হয়।

৪ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দুঃসম্পাদ্য মনে করিয়া যাঁহারা অবসাদ-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলা হইতেছে যে, এই তিনটি সকলের হৃদয়ে রহিয়াছে। জ্ঞানের অসম্ভাবনা অকর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্যই বলিতেন, "হাজার বছরের অন্ধকার একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিলে মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হয়।"

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥২০

প্রকৃতিং (প্রকৃতি, মায়া) পুরুষম্ এব চ (এবং পুরুষ) (উভয়েই) অনাদী (আদি-রহিত) বিদ্ধি (জানিবে)। বিকারান্ চ (ও বিকারসকল) গুণান্ এব চ (এবং গুণসমূহ) প্রকৃতি-সম্ভবান্ (প্রকৃতিজাত, মায়িক) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২০

এইরূপে ক্ষেত্র[১], জ্ঞান[২] এবং জ্ঞেয়[৩] সংক্ষেপে বলা হইল। আমার ভক্ত[৪] ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া ব্রহ্মভাবলাভে সমর্থ হন। ১৯

[সপ্তম অধ্যায়ের ৪, ৫ ও ৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, সর্বভূত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে জাত। এখানে তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন।]

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি[৫] বলিয়া জানিবে। বুদ্ধ্যাদি দেহেন্দ্রিয় পর্যন্ত বিকারসমূহ এবং সুখ-দুঃখ ও মোহাত্মক গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। ২০

১ গীঃ—১৩।৫-৬

২ গীঃ—১৩।৭-১১

৩ গীঃ—১৩।১২-১৭

৪ যাহা দৃষ্ট, শ্রুত ও স্পৃষ্ট বা অন্য প্রকারে অনুভূত হয়, সেই সবই ভগবান্—এই প্রকার বুদ্ধি যাঁহার, তিনিই ভক্ত, তিনিই জ্ঞানী।

৫ ঈশ্বর অনাদি বলিয়া প্রকৃতিদ্বয়ও অনাদি। কারণ, তিনি সর্বদাই এই প্রকৃতিদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত আছেন।

কার্যকরণকর্তৃত্বে* হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২

কার্য-করণ-কর্তৃত্বে ([কার্য ও করণরূপ] শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উৎপাদন-বিষয়ে) প্রকৃতিঃ ([ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা] মায়াশক্তি) হেতুঃ (কারণ) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়)। পুরুষঃ (পুরুষ, জীব) সুখ-দুঃখানাং (সুখদুঃখসমূহের) ভোক্তৃত্বে (ভোগবিষয়ে) হেতুঃ (কারণ) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ২১

হি (যেহেতু) পুরুষঃ (ভোক্তা) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া) প্রকৃতি-জান্ গুণান্ ([সুখ, দুঃখ ও মোহরূপে পরিণত] প্রকৃতিজাত গুণসমূহ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে, উপলব্ধি করে)। অস্য (ইহার, এই জীবের) সৎ-অসৎ-যোনি-জন্মসু ([দেবাদি]

কার্য[১] এবং করণের উৎপাদনবিষয়ে প্রকৃতি কারণ এবং সুখ ও দুঃখসমূহের উপলব্ধিবিষয়ে পুরুষ (জীব) কারণ[২] বলিয়া কথিত হন। ২১

* কারণ-কর্তৃত্বে ইতি বা পাঠঃ।

১ কার্য=দেহ। করণ=দেহস্থ ত্রয়োদশ—যথা ১০ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণ। শরীরগ্রহণদ্বারা দেহারম্ভক ভূত ও বিষয় গৃহীত হইল। ইহারা সকলেই প্রকৃতির বিকার এবং করণগ্রহণদ্বারা সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক প্রকৃতিজাত গুণ গৃহীত হইল। এইরূপ কার্য-করণের কর্তৃত্বদ্বারা প্রকৃতি সংসারের কারণ।

২ কার্য ও করণ এবং সুখ ও দুঃখরূপে পরিণত ভোগ্যা প্রকৃতির সহিত ভোক্তা চেতন পুরুষের অবিদ্যাবশতঃ সংযোগই সংসার। পুরুষ এইরূপে সংসারের কারণ। কার্য ও করণরূপে পরিণত অবিদ্যাই প্রকৃতি।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩

সৎ জন্ম, [পশ্বাদি] অসৎ জন্ম এবং সদসৎ যোনি—মনুষ্যজন্ম গ্রহণে) গুণ-সঙ্গঃ (ত্রিগুণে আসক্তি) কারণং (হেতু) ॥ ২২

অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) পুরুষঃ (পরম পুরুষ) পরঃ (স্বতন্ত্র) উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) অনুমন্তা (অনুমোদনকারী, অনুগ্রাহক)

পুরুষ (ভোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ) প্রকৃতিতে অবস্থিত[১] হইয়া সুখ-দুঃখ-কার্য-করণরূপে পরিণত মোহাকারে অভিব্যক্ত প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন। এই সকল গুণেতে আত্মভাবই পুরুষের দেবাদি সৎ জন্ম ও পশ্বাদি অসৎ জন্ম ও সদসদ্‌যোনিরূপ মনুষ্য-জন্ম গ্রহণের প্রধান কারণ। ২২

[বর্তমান অধ্যায়োক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের একত্বজ্ঞান মোক্ষের হেতু। তাহা সাক্ষাৎ নির্দেশের জন্য পরবর্তী শ্লোক।]

যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী[২] বলিয়া এবং অনুমোদনকর্তা[৩], ভর্তা[৪], ভোক্তা[৫], মহেশ্বর[৬], পরমাত্মা;

১ কার্য ও করণরূপে পরিণত প্রকৃতিতে আত্মবুদ্ধি করাই প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া।

২ শরীরে ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে অব্যাপৃত এবং শরীরেন্দ্রিয়াদি হইতে বিলক্ষণ ও সামীপ্যবশতঃ তাহাদের ব্যাপারের দ্রষ্টা।

৩ স্বয়ং অপ্রবৃত্ত হইয়াও শরীরেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে প্রবৃত্তের ন্যায় তাহাদের অনুকূলরূপে প্রতিভাত।

৪ চিদাভাসবিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধি প্রভৃতির যে স্বরূপধারণ তাহা চৈতন্যাত্মকৃত। এই জন্য আত্মা তাঁহাদের ভর্তা।

৫ বুদ্ধির সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক প্রত্যয়সমূহ নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মাদ্বারা যেন গ্রস্ত হইয়াই জাত হয়—এইরূপে আত্মা ভোক্তা।

৬ সর্বাত্মক ও স্বতন্ত্র।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫

ভর্তা চ (ও পালক) ভোক্তা (ভোগকর্তা) মহেশ্বরঃ (পরমেশ্বর) পরমাত্মা চ (ও পরমাত্মা) ইতি অপি (রূপেই) উক্তঃ (উক্ত হন) ॥ ২৩

যঃ (যিনি) পুরুষং (পরম পুরুষকে, পরমাত্মাকে) চ (এবং) গুণৈঃ সহ (গুণের সহিত, বিকারের সহিত) প্রকৃতিম্ (অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকে) এবম্ (এইরূপে) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) সর্বথা (সর্বপ্রকারে, সর্বভাবে) বর্তমানঃ অপি (বিদ্যমান হইয়াও) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (দেহ ধারণ করেন না) ॥ ২৪

কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনি (আত্মার দ্বারা, বুদ্ধিতে) আত্মনা (আত্মা দ্বারা, ধ্যানসংস্কৃত বা শুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা)

রূপে[১] শ্রুতিতে উক্ত হন, সেই পুরুষোত্তমই[২] এই দেহে বর্তমান আছেন অর্থাৎ উপলব্ধ হন। ২৩

যিনি পুরুষকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎ আত্মভাবে জানেন ও বিকারের সহিত অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়া জানেন, যে কোন অবস্থায় বিদ্যমান হইয়াও তিনি পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না। ২৪

[২৪শ ও ২৫শ শ্লোকে আত্মদর্শনের উপায় বর্ণিত হইতেছে।]

১ অবিদ্যাদ্বারা প্রত্যগাত্মরূপে কল্পিত দেহাদি হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত সকল পদার্থের অন্তরাত্মা। (গীতা—১৩।২ ও ১৫।১৮ দ্রঃ)

২ গীঃ ১৫।১৭-১৮ দ্রঃ

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬

আত্মানম্ (আত্মাকে, প্রত্যক্‌চৈতন্যকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন)। অন্যে (অন্যেরা) সাংখ্যেন (সাংখ্য) যোগেন (যোগদ্বারা) অপরে চ (এবং অপরে) কর্ম-যোগেন (কর্মযোগদ্বারা) [দর্শন করেন] ॥ ২৫

অন্যে তু (অন্য কেহ কেহ) এবম্ (এইরূপে, উক্তপ্রকারে, যথার্থ-রূপে) [আত্মাকে] অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অন্যের= গুরুর নিকট হইতে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন)। তে অপি চ (এবং তাঁহারাও) শ্রুতি-পরায়ণাঃ (গুরুর উপদেশনিষ্ঠ হইয়া) মৃত্যুম্ এব (মৃত্যুময় সংসারই) অতিতরন্তি (অতিক্রম করেন) ॥ ২৬

কেহ কেহ ধ্যানের[১] দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণ-সহায়ে বুদ্ধিতে সাক্ষীভূত প্রত্যক্ চৈতন্যকে দর্শন করেন। অন্য কেহ কেহ জ্ঞানযোগ[২] দ্বারা এবং অপর কেহ কেহ কর্ম-যোগদ্বারা আত্মদর্শন করেন। ২৫

অপর কেহ কেহ এইরূপে আত্মাকে জানিতে না পারিয়া আচার্যের নিকট উপদেশ গ্রহণপূর্বক উপাসনা করেন। তাঁহারাও গুরুদত্ত উপদেশ নিষ্ঠার সহিত সাধন করিয়া এই মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন। ২৬

[২৩ শ্লোকোক্ত 'পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না' এই কথার ব্যাখ্যাস্বরূপ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—]

১ ধ্যান—তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যয়-প্রবাহ।

২ জ্ঞান—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ আমার দৃশ্য, আমি ইহাদের দ্রষ্টা (সাক্ষি-স্বরূপ) এবং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা—এই দৃঢ়নিশ্চয়।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ, হে অর্জুন), যাবৎ (যাহা) কিঞ্চিৎ (কিছু) স্থাবর-জঙ্গমম্ (চরাচর) সত্ত্বং (পদার্থ) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়), তৎ (তাহা) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে) [উৎপন্ন] বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২৭

বিনশ্যৎসু (নশ্বর) সর্বেষু (সকল) ভূতেষু (ভূতে) সমং (সমভাবে) তিষ্ঠন্তম্ (অবস্থিত) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরম্ (পরমেশ্বরকে, আত্মাকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দর্শন করেন), সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থদর্শী) ॥ ২৮

হে অর্জুন, যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই সকলই ক্ষেত্র[১] ও ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগে উৎপন্ন হয়, জানিবে। ২৭

যিনি বিনাশী সর্বভূতে নির্বিশেষভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী। ২৮

(গীঃ ১৩।২২ টীকা ৫-৬ দ্রঃ)

---

১ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ—রজ্জু, মরুভূমি ও শুক্তি প্রভৃতির বিবেকজ্ঞানের অভাববশতঃ যথাক্রমে সেই সকলে অধ্যারোপিত সর্প, মরীচিকা ও রজতাদির সংযোগের ন্যায় ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বিবেকজ্ঞানের অভাববশতঃ তাহাদের পরস্পর অধ্যাসরূপ সংযোগ।

(গীঃ ১৩।৩৪ টীকা ১ দ্রঃ)

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০

হি (যেহেতু) সর্বত্র (সর্বস্থানে) সমং (সমভাবে) সমবস্থিতম্ (অবস্থিত) ঈশ্বরম্ (পরমাত্মাকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (নিজের দ্বারা) আত্মানং (নিজেকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না), ততঃ (সেই হেতু) পরাং (পরম) গতিম্ (পদ, মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হন)॥ ২৯

যঃ চ (এবং যিনি) কর্মাণি ([কায়মনোবাক্যদ্বারা কৃত] সকল কার্য) প্রকৃত্যা এব ([মহদাদি কার্য ও কারণাকারে পরিণতা] মায়াশক্তির দ্বারাই) সর্বশঃ (সকল প্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত), তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্তারং (কর্তৃত্বরহিত, সর্বোপাধিবর্জিত) পশ্যতি (দেখেন), সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থ-দর্শী)॥ ৩০

তিনি (সেই সমদর্শী) সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন বলিয়া নিজে[১] নিজেকে হিংসা করেন না, সেই হেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ২৯

কায়মনোবাক্যদ্বারা কৃত সকল কর্ম প্রকৃতিদ্বারাই সর্বপ্রকারে সম্পাদিত, এবং আত্মাকে সর্বোপাধিবিবর্জিত বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনি সম্যগ্দর্শী। ৩০

১ অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আত্মা অজ্ঞানাবৃত, তজ্জন্য অনাত্মা দেহকে আত্মারূপে গ্রহণপূর্বক দেহের মৃত্যুতে নিজের মৃত্যু কল্পনা করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তি যেন পুনঃ পুনঃ হত হন। অধিকন্তু পরমার্থ আত্মস্বরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকায় আত্মা যেন সর্বদা হত হইয়াই আছেন; কারণ, তিনি আত্মার বিদ্যমানতার ফল প্রাপ্ত হন না। (ঈশ উপ, ৩ দ্রষ্টব্য)

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২

যদা (যখন) ভূত-পৃথক্‌-ভাবম্‌ (ভূতসমূহের পার্থক্য) এক-স্থম্‌ (এক [আত্মা]তে অবস্থিত) ততঃ এব চ (তাহা হইতে, আত্মা হইতে) বিস্তারম্‌ (উৎপত্তি) অনুপশ্যতি ([শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশাদিদ্বারা] দর্শন করেন), তদা (তখন) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্ম-সম্পন্ন, ব্রহ্মস্বরূপ হন) ॥ ৩১

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), অনাদিত্বাৎ (আদিরহিত) নির্গুণত্বাৎ (ত্রিগুণ সম্বন্ধশূন্য বলিয়া) অয়ম্‌ (এই) অব্যয়ঃ (অব্যয়, অক্ষয়)

যখন তিনি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভূতসমূহকে আত্মাতেই[১] একত্র অবস্থিত দর্শন করেন এবং সেই আত্মা হইতেই ভূতসকলের বিকাশ[২] উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন[৩]। ৩১

হে কৌন্তেয়, এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া অব্যয়। সেই হেতু, তিনি শরীরসমূহে অবস্থিত হইলেও কোন কর্ম করেন না[৪]; সুতরাং কখনও কর্মফলে লিপ্ত হন না। ৩২

১ "আত্মা এব ইদং সর্বম্‌"—ছান্দোগ্য উপঃ, ৭।২৫।২
অর্থাৎ আত্মাই এই সমস্ত।

২ "আত্মতঃ প্রাণঃ আত্মতঃ আশা" ইত্যাদি—ঐ, ৭।২৬।১
অর্থাৎ আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে আশা ইত্যাদি।

৩ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব হন। মুণ্ডক উপঃ ৩।২।৯

৪ গীঃ ৫।১৩-১৫ দ্রঃ। ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মাত্মভাব এত প্রবল হয় যে, তাঁহার দেহজ্ঞান প্রায়ই থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য ব্রহ্মবিদ্বর স্বামী শিবানন্দ বলিতেন, "যেন দেহ ধারণ হয় নাই, যেন সংসারে আমি নাই।"

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪

পরমাত্মা (পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (শরীরে অবস্থিত অর্থাৎ উপলব্ধ হইয়াও) ন করোতি (কিছু করেন না), [অতএব] ন লিপ্যতে ([কর্মফলে] লিপ্ত হন না) ॥ ৩২

যথা (যেমন) সর্বগতম্ (সর্বব্যাপী) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতা হেতু) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হয় না), তথা (তদ্রূপ) সর্বত্র (সকলপ্রকার) দেহে (শরীরে) অবস্থিতঃ (অবস্থিত হইয়াও) আত্মা (আত্মা) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ৩৩

ভারত (হে অর্জুন), যথা (যেমন) একঃ (এক) রবিঃ (সূর্য) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) লোকম্ (জগৎ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন), তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (দেহী, পরমাত্মা) কৃৎস্নং (সমগ্র) ক্ষেত্রং (জগৎ) প্রকাশয়তি (প্রকাশিত করেন) ॥ ৩৪

যেমন সর্বব্যাপী আকাশ পঙ্কাদি সকল পদার্থে অবস্থিত হইয়াও অতিসূক্ষ্ম বলিয়া কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সকলপ্রকার দেহে থাকিয়াও আত্মা দৈহিক গুণ বা দোষে কখনও লিপ্ত হন না। ৩৩

হে ভারত, যেরূপ একমাত্র সূর্য সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেন, সেইরূপ এক পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে[১] প্রকাশিত করেন ; কিন্তু প্রকাশ্য ক্ষেত্রের ধর্মদ্বারা লিপ্ত হন না[২]। ৩৪

[সূর্যের দৃষ্টান্তদ্বারা সর্বক্ষেত্রে (সর্বদেহে) পরমাত্মা এক ও নির্লিপ্ত বলা হইয়াছে।]

---

১ গীঃ ১৩।৫-৬ দ্রঃ

২ কঠ উপঃ ২।২।১১ দ্রঃ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৫

যে (যাঁহারা) এবম্ (এই প্রকারে) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (বিভাগ, প্রভেদ) ভূত-প্রকৃতি-মোক্ষং চ (এবং ভূতসমূহের [অবিদ্যালক্ষণা] প্রকৃতির মিথ্যাত্ব) জ্ঞান-চক্ষুষা (জ্ঞানরূপ চক্ষুর দ্বারা) বিদুঃ (জানেন), তে (তাঁহারা) পরম্ (পরব্রহ্ম) যান্তি (প্রাপ্ত হন)॥ ৩৫

যাঁহারা উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ অর্থাৎ পরস্পর বৈলক্ষণ্য জানেন এবং ভূতসমূহের অবিদ্যারূপ প্রকৃতির মিথ্যাত্ব জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা জ্ঞাত হন, তাঁহারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৩৫[১]

১ কথিত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জাড্য ও চৈতন্যরূপ পরস্পর-বিলক্ষণতা, শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশজনিত জ্ঞানচক্ষুদ্বারা যাঁহারা অবগত হন এবং পরমার্থ আত্মবিদ্যাদ্বারা মায়ানামক অবিদ্যারূপ (সর্বভূতের) প্রকৃতির মোক্ষ (অভাবগমন, মিথ্যাত্ব) জানিতে পারেন, তাঁহারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ও পুনর্বার দেহধারণ করেন না। (গীঃ ১৩।১২, ২৩ দ্রঃ)

দৃগ্‌দৃশ্যৌ দ্বৌ পদার্থৌ স্তঃ পরস্পরবিলক্ষণৌ।
দৃগ ব্রহ্ম দৃশ্যং মায়েতি সর্ববেদান্তডিণ্ডিমঃ॥
—বিদ্যারণ্যকৃত দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক।

অর্থাৎ, পরস্পরবিলক্ষণ দুই পদার্থ দৃক্ ও দৃশ্য আছে; দৃক্ (দ্রষ্টা) ব্রহ্ম; দৃশ্য (জগৎপ্রপঞ্চ) মায়া—ইহা সর্ববেদান্তের সার তত্ত্ব।
দৃক্—চৈতন্যস্বরূপবিজ্ঞাতা, প্রকাশক ব্রহ্ম; আত্মা।
দৃশ্য—জড়, বিষয়, অনাত্মা।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগো* নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগনামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিভাগ যোগ।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগযোগ*

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—জ্ঞানানাম্ (জ্ঞান-সকলের মধ্যে) উত্তমম্ (উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) পরং (পরমার্থবিষয়ক) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনঃ) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা, যে জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বে (সকল) মুনয়ঃ (মুনি) ইতঃ (ইহার পর, দেহান্তে) পরাং (পরম) সিদ্ধিং ([মুক্তিরূপ] সিদ্ধি) গতাঃ (লাভ করেন)॥ ১

ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় বা অনুষ্ঠান করিয়া) মম (আমার, পরমেশ্বরের) সাধর্ম্যম্ (মৎস্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হন)। সর্গে অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ (প্রলয়কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না)॥ ২

শ্রীভগবান্ কহিলেন—ব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্বোধ বলিয়া সর্ব-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান আমি পুনরায় তোমাকে বলিব। এই জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ দেহবন্ধন ছিন্ন হইবার পর মুক্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ১

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া মুনিগণ আমার স্বরূপ[১] প্রাপ্ত

---

* গুণত্রয় হইতে আত্মার বিভাগ ও ত্রিগুণ হইতে মুক্তির উপায়।

গীঃ ৩।২৮ এবং টীকা ২ ; ১৪।১৯-২০ দ্রঃ

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

ভারত (হে অর্জুন), [ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যাহা] মম (আমার) যোনিঃ (গর্ভাধানের স্থান, সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ), [তাহা] মহদ্‌ব্রহ্ম (মহৎ নামক ব্রহ্ম)। তস্মিন্ (তাহাতে) অহম্ (আমি) গর্ভং (সৃষ্টির বীজ) দধামি (আধান বা নিক্ষেপ করি)। ততঃ (তাহা হইতে, সেই গর্ভাধান হইতে) সর্বভূতানাং (সকল ভূতের) সম্ভবঃ (জন্ম) ভবতি (হয়)। ৩

হন। তাঁহারা আর সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না অর্থাৎ লীন হন না। ২

হে ভারত, মহৎ[২] নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম আমার যোনি (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি)। ইহা সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ। ইহাতে আমি[৩] গর্ভের আধান (সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ) করি। সেই গর্ভাধান হইতে হিরণ্যগর্ভাদি সর্বভূতের সৃষ্টি হয়। ৩

[ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরপরতন্ত্র ; এইরূপেই তাহারা জগৎ-

১ মূলের 'সাধর্ম্য' = সমানধর্মতা নহে। কারণ, গীতাতে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত নহে। (গীঃ ১৩।২ দ্রঃ) শ্লোকের ২য় পংক্তি উক্ত জ্ঞানের স্তুতি।

২ শ্রীভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই তাঁহার যোনি (সর্বভূতের কারণ)। প্রকৃতি সর্বকার্যের কারণ বলিয়া মহৎ এবং ব্রহ্মের উপাধি বলিয়া ব্রহ্ম। মহৎ ব্রহ্ম ঈশ্বরী চিচ্ছক্তি বা সাংখ্যীয় প্রকৃতি নহে। —আনন্দগিরি।

৩ ঈশ্বর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিদ্বয়-রূপ-শক্তিমান্। অবিদ্যা, কাম ও কর্মরূপ উপাধি অনুবিধায়ী ক্ষেত্রজ্ঞকে (জীবকে) ক্ষেত্রের (দেহের) সহিত তিনি সংযোজিত করেন। এই সংযোজনই গর্ভাধান। (গীঃ ১৩।২৬ দ্রঃ) গর্ভ = হিরণ্যগর্ভের জন্মহেতু বীজ, সর্বভূতের জন্মকারণ বীজ।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), সর্বযোনিষু ([দেব, পিতৃ, মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি] সকল যোনিতে) যাঃ (যে সকল) মূর্তয়ঃ (দেহ, মূর্তি) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), মহৎ ব্রহ্ম (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) তাসাং (তাহাদের) যোনিঃ (জননী, কারণ), অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকারী) পিতা (কর্তা, জনক) ॥ ৪

মহাবাহো (হে বাহুবলশালী), সত্ত্বং (সত্ত্ব) রজঃ (রজঃ) তমঃ (তমঃ) ইতি (এই) প্রকৃতি-সম্ভবাঃ (প্রকৃতিজ, মায়াজাত) গুণাঃ

কারণ; কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র নহে। (গীঃ ১৩।২৬ দ্রঃ)। কেবল যে সৃষ্টির উপক্রমকালেই রূপদেহোৎপত্তি, তাহা নহে।]

হে কৌন্তেয়, দেব, পিতৃ, মনুষ্য ও পশ্বাদি যোনিতে যে সকল দেহ (যাহার অবয়ব সকল অভিব্যক্ত ও কার্যক্ষম) উৎপন্ন হয়, বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত প্রকৃতি তাহাদের জননী বা কারণ এবং আমি তাহাদের গর্ভাধানকর্তা পিতা। ৪

[ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ হইতে জগতের উৎপত্তিপ্রদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মই অবিদ্যাহেতু জীবভাব প্রাপ্ত হন—ইহা বলা হইল। প্রকৃতিস্থ এবং গুণে আসক্ত হওয়াই পুরুষের সংসারের কারণ—ইহা পূর্বে (১৩।২১) বলা হইয়াছে। এখানে (১৪।৫-৯) গুণ কি কি, গুণে আসক্তি কি প্রকার, তাহারা পুরুষকে কি ভাবে বন্ধন করে ইত্যাদি বলা হইতেছে।]

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

(তিন গুণ) অব্যয়ম্ (নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার) দেহিনম্ (দেহীকে, আত্মাকে) দেহে (শরীরে) নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করে) ॥ ৫

অনঘ (হে নিষ্পাপ, ব্যসনরহিত), তত্র (তথায়, এই গুণত্রয়ের মধ্যে) নির্মলত্বাৎ (নির্মলতা-হেতু) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) অনাময়ম্ (নিরুপদ্রব, আময়শূন্য) প্রকাশকম্ (প্রকাশক, চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক) সুখ-সঙ্গেন (সুখে আসক্তিদ্বারা) জ্ঞান-সঙ্গেন চ (ও জ্ঞানের আসক্তি-দ্বারা) [আত্মাকে] বধ্নাতি (বন্ধন করে) ॥ ৬

হে মহাবাহো, পরমার্থতঃ নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রকৃতিজাত[১] সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়[২] জীব দেহাভিমানদ্বারা তাহাকে শরীরে আবদ্ধ করে। ৫ (গীঃ ৭।১৩ দ্রঃ)

হে নিষ্পাপ, এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্ফটিকমণির ন্যায় নির্মল (স্বচ্ছ চৈতন্যপ্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ) বলিয়া নিরুপদ্রব ও প্রকাশক[৩]; এই সত্ত্বগুণ 'আমি সুখী[৪]' এইরূপ সুখাসক্তি

১ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিই (ভগবানের মায়াশক্তিই) গুণত্রয়ের অভিব্যক্তির কারণ। গুণত্রয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গিরূপে বিষমভাবে পরিণত হয়, ইহাই প্রকৃতিজাত শব্দের অর্থ।

২ গুণ ও গুণীর ভিন্নতা এখানে বলা অভিপ্রেত নহে। গুণ গুণীর যেরূপ অধীন, সেইরূপ ইহারা অবিদ্যাত্মক (অচেতন) বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞের (চৈতন্যের) নিত্য পরতন্ত্র হওয়ায় ইহাদিগকে গুণ বলা হয়।

৩ নিরুপদ্রব—স্বরূপ-সুখের অভিব্যঞ্জক; প্রকাশক—চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক।

৪ সত্ত্ববৃত্তিতে আনন্দপ্রতিবিম্বরূপ বিষয়সুখে তাদাত্ম্য-অভিমান এই বন্ধন। বিষয়সুখ ক্ষেত্রের—জড়ের ধর্ম।—(গীঃ ১৩।৬) এই প্রকারে

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), রজঃ (রজোগুণকে) রাগ-আত্মকং (কামস্বরূপ) তৃষ্ণা-আসঙ্গ-সমুদ্ভবম্ (তৃষ্ণা ও আসক্তি উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিবে)। তৎ (তাহা, রজোগুণ) কর্ম-সঙ্গেন ([দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের জন্য] কর্মে আসক্তিদ্বারা) দেহিনম্ (দেহীকে, আত্মাকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৭

ভারত (হে অর্জুন), তু (কিন্তু) তমঃ (তমোগুণ) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজাত, আবরণশক্তিপ্রধান প্রকৃতির অংশসম্ভূত) সর্ব-দেহিনাম্ (সকল দেহধারীর) মোহনং (মোহজনক, অবিবেককর) বিদ্ধি (জানিবে)। তৎ (তাহা, তমোগুণ) প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ (প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা) [আত্মাকে] নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৮

এবং 'আমি জ্ঞানী' এইরূপ জ্ঞানাসক্তিদ্বারা আত্মাকে যেন[১] বন্ধন করে। ৬

হে কৌন্তেয়, রজোগুণ রাগাত্মক[২] এবং অপ্রাপ্তের অভিলাষ ও প্রাপ্তবিষয়ে মনের প্রীতির উৎপাদক বলিয়া জানিবে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের নিমিত্ত কর্মে আসক্তিদ্বারা

সুখের সঙ্গে পঠিত 'জ্ঞান'টিও বৃত্তিরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে। 'আমি জ্ঞানী' এই অভিমানও একটি বন্ধন। অনাত্মার—জড়ের ধর্ম আত্মার হয় না।

১ কারণ নির্বিকার আত্মাতে পরমার্থতঃ বন্ধন নাই, বন্ধন মায়িক। 'যেন' শব্দটী ৬, ৭ ও ৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় একার্থক।

২ রাগ—রঙান—রঞ্জনই ইহার স্বভাব। যেমন গৈরিকাদি দ্রব্য যাহাতে সংলগ্ন হয় তাহাকেই রঙাইয়া থাকে, সেইরূপ রজোগুণও পুরুষকে রঙাইয়া থাকে।—শঙ্কর।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

ভারত (হে অর্জুন), সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) [জীবকে] সুখে (সুখে, সাধ্যবিষয়ে) সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে), উত (এবং) রজঃ (রজোগুণ) কর্মণি (সাধ্য কর্মে), তু (কিন্তু) তমঃ (তমোগুণ) জ্ঞানম্ ([সত্ত্বকৃত] জ্ঞানকে) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) প্রমাদে (অনবধানে) সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে) ॥ ৯

ভারত (হে অর্জুন), সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ (রজোগুণ) তমঃ চ (ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (প্রবল হয়)। রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) তমঃ এব (তমোগুণকেই) তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ চ (রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়] ॥ ১০

ইহা আত্মাকে যেন বন্ধন করে, অর্থাৎ যেন 'আমি করি'—এই অভিমানদ্বারা প্রবর্তিত করে। ৭

হে ভারত, তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন এবং দেহধারিগণের মোহজনক (হিতাহিত বিবেকের প্রতিবন্ধক) জানিবে। উহা প্রমাদ[১], আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা আত্মাকে দেহে যেন বন্ধন করে; (নির্বিকার আত্মাকে যেন বিকারপ্রাপ্ত করে)। ৮

হে ভারত, সত্ত্বগুণ[২] সুখে (সাধ্যবিষয়ে) ও রজোগুণ সাধ্য কর্মে জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ সত্ত্বকৃত বিবেককে আবৃত করিয়া জীবকে প্রমাদ আলস্য প্রভৃতিতে সংশ্লিষ্ট

১ কার্যান্তরে আসক্ত হইয়া যথাসময়ে চিকীর্ষিত কর্তব্যের অকরণ।

২ সত্ত্বগুণের উদয় হইলে মানুষ ঈশ্বরচিন্তা করে।—শ্রীরামকৃষ্ণ।

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
•জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

যদা (যখন) অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) সর্বদ্বারেষু* (সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং (বুদ্ধিবৃত্তিরূপ) প্রকাশঃ (প্রকাশ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়), তদা উত (তখনই) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধং (বর্ধিত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে)॥ ১১

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ), লোভঃ (লোভ) প্রবৃত্তিঃ (কর্মে প্রবৃত্তি) কর্মণাম্ (কর্মের) আরম্ভঃ (উদ্যম) অশমঃ (অশম, অনুপরম) স্পৃহা (কর্মাকাঙ্ক্ষা) এতানি (এই সকল) রজসি (রজোগুণ) বিবৃদ্ধে (বর্ধিত হইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)॥ ১২

করে। ৯ [এই সকল স্থানে (১৪।৫-৯) গুণ-পরিণামে আত্মাভিমানই বন্ধন।]

• হে ভারত, সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়; রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়, আর তমোগুণ সত্ত্ব ও রজগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। ১০

যখন এই ভোগায়তন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে শব্দাদি বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তিরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন জানিবে যে সত্ত্বগুণ বর্ধিত হইয়াছে। (প্রসাদ, লাঘব প্রভৃতিও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির চিহ্ন।) ১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি ও উদ্যম, হর্ষ ও

---

* নিমিত্তে ৭মী, অর্থাৎ সর্বদ্বারকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

কুরুনন্দন (হে কুরুপুত্র), অপ্রকাশঃ (অবিবেক) অপ্রবৃত্তিঃ চ (ও অনুদ্যম) প্রমাদঃ (কর্তব্যে উদাসীনতা) মোহঃ এব চ (এবং মূঢ়তাও) এতানি (এই সকল) তমসি (তমোগুণ) বিবৃদ্ধে (বর্ধিত হইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩

তু (কিন্তু) যদা (যখন) সত্ত্বে (সত্ত্বগুণ) প্রবৃদ্ধে (বৃদ্ধিকালে) দেহ-ভৃৎ (দেহধারী, মানুষ) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (লাভ করে), তদা (তখন) উত্তম-বিদাম্ (মহদাদি উপাসকদিগের) অমলান্ (মল-রহিত, সুখোপভোগস্থান) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৪

রজসি (রজোগুণবৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং (মৃত্যু) গত্বা (হইলে) কর্মসঙ্গিষু (কর্মাসক্তিযুক্ত মনুষ্যলোকে) জায়তে (জন্ম হয়), তথা (এবং) তমসি (তমোগুণবৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত্যু হইলে) মূঢ়-যোনিষু (পশ্বাদিযোনিতে) জায়তে (জন্ম হয়) ॥ ১৫

অনুরাগাদির অনুপরম এবং বিষয় ভোগের স্পৃহা—এই সকল রজোগুণ বর্ধিত হইলে উৎপন্ন হয়। ১২

হে কুরুনন্দন, কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেকের অভাব, অনুদ্যম, কর্তব্যে অবহেলা ও মূঢ়তা প্রভৃতি লক্ষণ তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে জন্মে। ১৩

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করিলে হিরণ্য-গর্ভাদি উপাসকদিগের সুখময় ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করে। ১৪

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

সুকৃতস্য (সাত্ত্বিক, পুণ্য) কর্মণঃ (কর্মের) নির্মলং (নির্মল) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক, সুখময়) ফলম্ (ফল) [শিষ্টগণ] আহুঃ (বলেন)। রজসঃ তু (রাজসিক কর্মের) ফলং (ফল) দুঃখম্ (দুঃখ) তমসঃ (তামসিক কর্মের, অধর্মের) ফলম্ (ফল) অজ্ঞানং (মূঢ়তা, অজ্ঞান) ॥ ১৬

সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং ([সকল ইন্দ্রিয়ের] জ্ঞান) সঞ্জায়তে (জন্মে), রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব (লোভই) [জন্মে], তমসঃ চ (এবং তমোগুণ হইতে) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান, বিবেকাভাব) প্রমাদ-মোহৌ এব চ (এবং অনবধানতা ও মূঢ়তাই) ভবতঃ (জন্মে) ॥ ১৭

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্মভূমি মনুষ্যলোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি মূঢ় জন্ম প্রাপ্ত হয়। ১৫

শিষ্টগণ বলেন সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের অর্থাৎ অধর্মের ফল মূঢ়তা (=পশু প্রভৃতি জন্মে দৃশ্যমান অজ্ঞান)। ১৬

রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিবার পর সত্ত্বগুণ হইতে সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান জন্মে; সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভবের পর রজোগুণ হইতে লোভপ্রবৃত্ত্যাদি জাত হয়; আর তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভূত করিলে তাহা হইতে অবিবেক, অনবধানতা ও মূঢ়তা উৎপন্ন হয়। ১৭

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা* অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮॥

সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্ব পরিণামে স্থিত ব্যক্তিগণ) ঊর্ধ্বং (ঊর্ধ্বে, দেবলোকাদিতে) গচ্ছন্তি (গমন করে)। রাজসাঃ (রাজসিক বৃত্তিতে স্থিত ব্যক্তিগণ) মধ্যে (মধ্যলোকে, মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি (জাত হন)। জঘন্য-গুণ-বৃত্ত-স্থাঃ (নিকৃষ্টগুণবৃত্তস্থ) তামসাঃ (তামসিক ব্যক্তিগণ) অধঃ (নিম্নে, পশু-লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করে) ॥ ১৮

সত্ত্ব পরিণামে অবস্থিত (=শাস্ত্রীয় উপাসনা ও কর্মে নিরত) ব্যক্তিগণ দেবলোকাদিতে গমন করেন ; রজোবৃত্তস্থ (=লোভাদি পূর্বক কাম্য নিষিদ্ধাদি কর্মে নিযুক্ত) ব্যক্তিগণ দুঃখবহুল মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জঘন্যগুণ (তমো-) বৃত্তিতে (=নিদ্রা-আলস্যাদিতে) স্থিত ব্যক্তিগণ পশ্বাদি হীন জন্ম লাভ করে। ১৮

[পূর্বাধ্যায়ে (১৩।২১) বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্যরূপ-মিথ্যাজ্ঞানযুক্ত পুরুষের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক" প্রাকৃতিক গুণে আত্মাভিমান হেতু 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', 'আমি মূঢ়' এই প্রকার আসক্তি হয় এবং উহাই উচ্চ-নীচ জন্মলাভরূপ সংসারের প্রধান কারণ। এই অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকোক্ত 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া গুণের স্বরূপ, গুণের কার্য, গুণের বন্ধকত্ব এবং গুণবদ্ধ পুরুষের গতি মিথ্যাজ্ঞানমূলক—এই সকল বলা হইয়াছে। এই (১৯শ) শ্লোকে শ্রীভগবান বন্ধনমুক্তির উপায় যে সম্যগ্‌দর্শন তাহা বলিতেছেন।]

* জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ ইতি বা পাঠঃ

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০

যদা (যখন) দ্রষ্টা (দর্শক, জীব) গুণেভ্যঃ (গুণত্রয় হইতে) অন্যং (অপর) কর্তারং (কর্তাকে) ন অনুপশ্যতি (না দেখেন), গুণেভ্যঃ চ পরং (গুণাতীত, ত্রিগুণব্যতিরিক্ত ও তাহাদের ব্যাপারের সাক্ষী) বেত্তি ([আত্মাকে] জানেন), [তদা] (তখন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবম্ (আমার স্বরূপ) অধিগচ্ছতি (অধিগত হন) ॥ ১৯

দেহী দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির কারণ) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণ) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু ও জরারূপ দুঃখ হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্ত) দেহী (জীব) অমৃতম্ (অমৃতত্ব, অমৃতবাদ) অশ্নুতে (লাভ করে) ॥ ২০

যখন দ্রষ্টা (জীব) কার্য-কারণ-বিষয়াকারে পরিণত ত্রিগুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্তা বলিয়া দেখেন না[১] এবং ত্রিগুণ-ব্যতিরিক্ত ও তাহাদের ব্যাপারের সাক্ষী আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ অধিগত হন। ১৯

দেহোৎপত্তির কারণ এই অবিদ্যাময় গুণত্রয় অতিক্রম করিলে জীব জন্ম, মৃত্যু ও জরারূপ দুঃখ হইতে জীবনকালেই বিমুক্ত হন ও ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন। ২০

১ কার্য-কারণরূপে পরিণত ত্রিগুণই সকল কর্মের কর্তা—এইরূপ দেখেন। (গীঃ ৩।২৭ ; ১৩।২৯ ; ৫।৯ ; ১৮।১৪-১৬)

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—প্রভো (হে প্রভু, হে ভগবন্), কৈঃ (কি কি) লিঙ্গৈঃ (লক্ষণের দ্বারা) [মানুষ] এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিনটী) গুণান্ (গুণের) অতীতঃ (অতীত, মুক্ত) ভবতি (হয়)। [তাঁহার] কিমাচারঃ (আচরণ কি প্রকার), কথং চ (কি উপায়ে) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণকে) অতিবর্ততে (অতিক্রম করে) ॥ ২১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র), প্রকাশং (সত্ত্বগুণের ধর্ম) প্রবৃত্তিং চ (ও রজোগুণের ধর্ম) মোহম্ এব চ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবান্, গুণাতীতের লক্ষণ কি, তাঁহার আচরণ কিরূপ এবং কি উপায়ে গুণাতীত হওয়া যায়। ২১

[২২ হইতে ২৫ শ্লোক পর্যন্ত প্রত্যেক শ্লোকের সহিত ২৫ শ্লোকস্থ "গুণাতীতঃ স উচ্যতে" বাক্যের অন্বয় হইবে। ২১ শ্লোকোক্ত অর্জুনের ৩টী প্রশ্নের উত্তর ২২ হইতে ২৬ শ্লোকে আছে। ২২ শ্লোকে গুণাতীতের লক্ষণ, ২৩-২৫ শ্লোকে গুণাতীতের আচরণ ও ২৬শ শ্লোকে গুণাতীতত্ব-লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে।]

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩

(এবং তমোগুণের ধর্ম) সম্প্রবৃত্তানি (আবির্ভূত হইলে) [যঃ] (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি চ (ও উহারা নিবৃত্ত হইলে) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) ॥ ২২

যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (অবস্থিত হইয়া) গুণৈঃ (তিন গুণের দ্বারা) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না), [তিনি] গুণাঃ (গুণত্রয়) বর্তন্তে ([তাহাদের কার্যে] প্রবৃত্ত) ইতি এবম্ (এইরূপ জানিয়া) অবতিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) [ও] ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না) ॥ ২৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পাণ্ডব, গুণত্রয়ের কার্য প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হইলে যিনি দ্বেষ[১] করেন না, এবং এই সকল নিবৃত্ত[২] হইলে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত। ২২

উদাসীন ব্যক্তি যেমন কাহারো পক্ষ অবলম্বন করেন না, সেইরূপ যিনি গুণকার্যের দ্বারা আত্মস্বরূপ দর্শনরূপ

১ "আমার তামস প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য আমি মূঢ়। আমার রাজস প্রবৃত্তি উপস্থিত হইয়াছে, এই জন্য রজোগুণদ্বারা চালিত হইয়া আমি স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হইয়াছি, ইহা বড় কষ্টের বিষয়। সাত্ত্বিক গুণ প্রকাশিত হইয়া আমাকে সুখাসক্তিতে আবদ্ধ করিয়াছে।"—অসম্যগ্দর্শী ব্যক্তি এই প্রকার দ্বেষ করেন। কিন্তু স্বীয় দেহমনে ত্রিগুণের কার্য প্রবৃত্ত হইলে গুণাতীত পুরুষ এই প্রকার দ্বেষ করেন না।

২ অসম্যগ্দর্শী ব্যক্তি ত্রিগুণের কার্যের মধ্যে অনুকূলটীর আবির্ভাব এবং প্রতিকূলটীর নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু গুণাতীত

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি ॥২৪

[যঃ] (যিনি) সমদুঃখসুখঃ (সুখে ও দুঃখে সমজ্ঞান) স্ব-স্থঃ (আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত) সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ (মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণে সমজ্ঞান) তুল্য-প্রিয়-অপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞান) তুল্য-নিন্দা-আত্ম-সংস্তুতিঃ (স্তুতি ও নিন্দাতে তুল্যজ্ঞান) [তিনিই] ধীরঃ (ধীমান্) ॥ ২৪

অবস্থা হইতে বিচ্যুত হন না, এবং গুণসকল গুণে[১] প্রবৃত্ত এইরূপ জানিয়া কূটস্থ জ্ঞানেই অবিচলিতভাবে অবস্থান করেন ও আত্ম অবস্থিত স্বরূপে থাকেন, তিনিই গুণাতীত। ২৩

যিনি সুখে[২] ও দুঃখে রাগদ্বেষশূন্য এবং আত্মস্বরূপে অবস্থিত, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণে যাঁহার সমদৃষ্টি, যিনি প্রিয় ও[৩] অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞান, নিন্দা ও প্রশংসায় যাঁহার সমবুদ্ধি, সেই ধীর ব্যক্তিই গুণাতীত। ২৪

সম্যগ্‌দর্শী এই তিনগুণের কার্যের সঙ্গে আত্মার কোনও সম্পর্ক নাই ইহা নিশ্চিত জানিয়া তাহাতে অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা আরোপ করেন না এবং তাহাদের নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না।

—আনন্দগিরি

১ ইন্দ্রিয়াকারে পরিণত গুণত্রয় বিষয়াকারে পরিণত গুণত্রয়ে বর্তমান। প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ের, আত্মার নহে। আত্মা ইন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত। এইরূপ দর্শন করিয়া 'আত্মা কূটস্থ'—এই দৃষ্টিত্যাগ করেন না।

—গীঃ ৩।২৮ দ্রষ্টব্য।

২ গুণাতীত ব্যক্তি সুখে দুঃখে আসক্তি বা দ্বেষযুক্ত হন না অর্থাৎ এই সকল স্বকীয় বলিয়া অনুভব করেন না।

৩ গুণাতীত জ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রিয়াপ্রিয় অসম্ভব হইলেও লোকদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া প্রিয়াপ্রিয় বলা হইয়াছে।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

[যঃ] (যিনি) মান-অপমানয়োঃ (সম্মান ও অপমানে) তুল্যঃ (নির্বিকার), মিত্র-অরি-পক্ষয়োঃ (মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষে) তুল্যঃ (অনুগ্রহ ও নিগ্রহশূন্য), সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী (সর্বকর্মত্যাগী), সঃ (তিনি) গুণ-অতীতঃ (ত্রিগুণাতীত) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ২৫

যঃ চ (এবং যিনি) মাং (আমাকে, সর্বভূতস্থ নারায়ণকে) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগদ্বারা) সেবতে (সেবা=উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) এতান্ (এই) গুণান্ (গুণসকলকে) সমতীত্য (সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মত্বলাভে) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ২৬

হি (যেহেতু) অহম্ (আমি, প্রত্যগাত্মা) অব্যয়স্য চ (বিকার-রহিত) অমৃতস্য (অবিনাশী) শাশ্বতস্য (নিত্য) ধর্মস্য চ (এবং জ্ঞানযোগ

যিনি সম্মান ও অপমানে নির্বিকার, যিনি শত্রুপক্ষে ও মিত্রপক্ষে নিগ্রহ ও অনুগ্রহশূন্য, যিনি (দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলার্থ) সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দেহধারণোপযোগী কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। ২৫

যে কর্মী বা সন্ন্যাসী নিষ্কাম পরম প্রেমরূপ ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত সর্বভূতস্থ আমাকে (নারায়ণকে) উপাসনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হন। ২৬

কারণ, আমি (প্রত্যগাত্মা) অব্যয়, অমৃত, সনাতন,

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

ধর্মপ্রাপ্য) ঐকান্তিকস্য (ঐকান্তিক, অব্যভিচারী) সুখস্য চ (সুখস্বরূপ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ॥ ২৭

২য় অন্বয় :—হি অহম্ অব্যয়স্য অমৃতস্য চ ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা, শাশ্বতস্য ধর্মস্য চ, ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ [প্রতিষ্ঠা] ॥ ২৭

জ্ঞানযোগরূপ ধর্মপ্রাপ্য ও অব্যভিচারী সুখস্বরূপ ব্রহ্মের (পরমাত্মার) প্রতিষ্ঠা[১]। (অর্থাৎ সম্যগ্‌জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যগাত্মা[২] পরমাত্মরূপে নিশ্চিত হন। ইহাই ব্রহ্মত্বলাভ বলিয়া পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।) কারণ যে ব্রহ্মশক্তি ভক্তানুগ্রহাদি প্রয়োজনবশতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হন, সেই শক্তি ব্রহ্ম[৩], আমিই। ২৭

২য় ব্যাখ্যা :—আমিই (নির্বিকল্পক[৪] ব্রহ্মই) অমৃত, অব্যয়, সবিকল্পক[৫] ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং আমি জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সনাতন ধর্মের ও তজ্জনিত ঐকান্তিক নিয়ত সুখেরও আশ্রয়। ২৭

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের
অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ-
নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ প্রতিতিষ্ঠতি অস্মিন্ ইতি প্রতিষ্ঠা, যাহাতে স্থিতি হয়। ২ অন্তরাত্মা। ৩ শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। ৪ নিরুপাধিক। ৫ সোপাধিক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) [বেদপুরাণাদিশাস্ত্র] ঊর্ধ্ব-মূলম্ (ঊর্ধ্বদিকে মূল, অব্যক্ত-মায়াশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম যাহার মূল) অধঃশাখম্ (নিম্ন দিকে [= মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রাদি] যাহার শাখা) [সেই] অব্যয়ম্ (অনাদি) [সংসারকে] অশ্বত্থং (অশ্বত্থ, ক্ষণস্থায়ী, মায়াময় বৃক্ষ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন)। ছন্দাংসি ([কর্মকাণ্ডরূপ] বেদসমূহ) যস্য (যাঁহার) পর্ণানি (পর্ণ, পত্র), তং (তাহাকে, সমূল সংসারবৃক্ষকে) যঃ (যিনি) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদজ্ঞ) ॥ ১

[কর্মীদিগের কর্মফল ও জ্ঞানীদিগের জ্ঞানফল পরমেশ্বরের অধীন। অতএব যাঁহারা ভক্তিযোগদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন, (১৪।২৬) তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদে জ্ঞানলাভদ্বারা গুণাতীত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হন, তাঁহারা যে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্য অর্জুন প্রশ্ন না করিলেও আত্মার (নিজের) তত্ত্বব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়া—]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই সংসাররূপ মায়াময় বৃক্ষের মূল

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

তস্য (তাহার, সেই সংসার রূপ অশ্বত্থের) শাখা (শাখাসমূহ, চিন্তা ও কর্মের ফলরূপ লোকসমূহ) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ ([সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ] ত্রিগুণদ্বারা পরিবর্ধিত) বিষয়-প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্লববিশিষ্ট) অধঃ (অধোদেশে) উর্ধ্বং চ (ও উর্ধ্বদেশে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত) ; অধঃ চ (এবং নিম্নে) মনুষ্যলোকে (নরলোকে) কর্ম-অনুবন্ধীনি (ধর্ম ও অধর্মজনক) মূলানি (মূলসমূহ) অনুসন্ততানি (প্রসারিত হইয়াছে) ॥ ২

(কারণ) উর্ধ্বে, অর্থাৎ মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মে ; হিরণ্যগর্ভাদি শাখা নিম্ন দিকে ও কর্মকাণ্ডরূপ বেদসমুদায় ইহার পত্র।[১] এই অনাদি[২] সংসারকে বেদপুরাণাদি শাস্ত্র 'অশ্বত্থ'[৩] বলিয়া থাকেন। যিনি এবংবিধ সংসার-বৃক্ষকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ। ১

[বৈরাগ্যলাভের জন্য ক্ষণস্থায়ী অশ্বত্থরূপ কল্পনা-দ্বারা সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, কারণ সংসারে বিরক্ত ব্যক্তিরই তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, অন্যের নহে।]

---

১ পাতা যেরূপ বৃক্ষকে রক্ষা করে, সেইরূপ ধর্মাধর্ম, তৎকারণ ও তৎফলপ্রকাশপূর্বক বেদ সংসারকে রক্ষা করেন।

২ অনাদি সান্ত দেহাদিপ্রবাহের আশ্রয় এবং আত্মজ্ঞান ভিন্ন অনুচ্ছেদ্য। সংসার অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত, কিন্তু সান্ত।

৩ অ (না) শ্বঃ (কল্য) স্থ (থাকা)—অশ্বত্থ—কল্য বা প্রভাত পর্যন্ত যাহা স্থায়ী হইবে কিনা বলা যায় না, অর্থাৎ ক্ষণপ্রধ্বংসী।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

ইহ (এই লোকে, সংসারবাসিগণ কর্তৃক) অস্য (ইহার, অশ্বত্থের) রূপম্ (স্বরূপ) তথা (উক্ত প্রকারে) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয় না); [অস্য] (ইহার) ন অন্তঃ (না অন্ত) ন চ আদিঃ (না আদি, না আরম্ভও) ন চ সম্প্রতিষ্ঠা (না মধ্য, না সম্যক্‌স্থিতিও) [উপলভ্যতে] (উপলব্ধ হয়)। এনং (এই) সুবিরূঢ়মূলম্ (বদ্ধমূল) অশ্বত্থম্

এই সংসাররূপ অশ্বত্থের[১] শাখা[২]সমূহ গুণত্রয়দ্বারা বর্ধিত ও বিষয়রূপপ্রবালবিশিষ্ট[৩] এবং অধোদেশে[৪] ও ঊর্ধ্বদেশে[৫] বিস্তৃত এবং দেবাদি অপেক্ষা নিম্নে মনুষ্যলোকে[৬], ইহার ধর্মাধর্মজনক মূলসমূহ[৭] অধোদেশে প্রসারিত[৮] হইয়াছে। ২

---

১ (ক) ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।—কঠোপনিষৎ (৬।১) অর্থাৎ এই সংসাররূপ সনাতন অশ্বত্থ ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখ।
(খ) আজীব্যঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্ ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্ম চরতি নিত্যশঃ ॥
—মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব।

অর্থাৎ এই সংসাররূপ সনাতন ব্রহ্মবৃক্ষ সকল প্রাণীরই একমাত্র অবলম্বন। ব্রহ্ম এই সংসাররূপ ব্রহ্মবনে নিত্য বিচরণ করিয়া থাকেন।

২ শাখা—চিন্তা ও কর্মের ফলরূপ লোকসমূহ; ত্রিগুণই শাখার উপাদান।

৩ কর্মফল যে দেহাদিরূপ শাখাগ্র, তাহা হইতে শব্দাদি বিষয়রূপ অঙ্কুর হয়।

৪ মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে স্থাবর পর্যন্ত।

৫ মনুষ্য হইতে ঊর্ধ্বে হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) পর্যন্ত।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

(অশ্বত্থকে, ক্ষণস্থায়ী সংসারকে) দৃঢ়েন (দৃঢ়, প্রস্তরে শাণিত) অসঙ্গ-শস্ত্রেণ (অনাসক্তিরূপ শস্ত্রদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) ততঃ (তৎপরে) তৎ (সেই) পদং (ব্রহ্মপদ) পরিমার্গিতব্যং (পরিমার্গণ = অন্বেষণ করা উচিত), যস্মিন্ (যে স্থানে) গতাঃ (গমন করিলে) ভূয়ঃ (পুনঃ) ন নিবর্তন্তি (প্রত্যাগমন করেন না) ; যতঃ (যাহা হইতে) [এষা] (এই) পুরাণী (চিরন্তনী, অনাদি) প্রবৃত্তিঃ (সংসার-প্রবাহ) প্রসৃতা (নিঃসৃত), তম্ এব চ (সেই-ই) আদ্যং (আদি) পুরুষং (ব্রহ্ম-পুরুষকে) প্রপদ্যে (আশ্রয় করি) ॥ ৩-৪

ইহ লোকে এই সংসাররূপ অশ্বত্থের উক্তপ্রকার রূপ উপলব্ধ হয় না, কারণ স্বপ্ন-মরীচিকার ন্যায় ইহা দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপ। এই সংসারের আরম্ভ নাই, কারণ ইহা অনাদি ; ইহার অন্ত নাই, কারণ ইহা ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য ; অন্য প্রকারে নাশ্য নহে এবং ইহার মধ্যও (সংস্থিতিও) জানা যায় না ; কারণ ইহা প্রামাণ্য নয়, প্রতীতিমাত্র[১]। এই দৃঢ়মূল

৬ বৈদিক কর্মে কেবলমাত্র মনুষ্যেরই অধিকার আছে, দেবতাদের নাই।

৭ ১ম শ্লোকে সংসারবৃক্ষের উপাদানস্বরূপ পরম মূল বলা হইয়াছে। এখানে কর্মফলজনিত রাগদ্বেষাদি বাসনাকে (যাহা ধর্মাধর্মপ্রবৃত্তির কারণ) অবান্তর মূল বলা হইয়াছে।

৮ সর্বপ্রাণীর লিঙ্গদেহে বাসনারূপ মূলগুলি অনুপ্রবিষ্ট (অনুসন্তত, অনুগত) কারণ, লিঙ্গদেহই বাসনার আশ্রয়।

১ প্রতীতিমাত্রই প্রমাণ নহে, যথা রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫
ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬*

নির্মান-মোহাঃ (অহঙ্কার ও অবিবেকশূন্য) জিত-সঙ্গ-দোষাঃ (আসক্তি-দোষজয়ী) অধ্যাত্ম-নিত্যাঃ (পরমাত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠ) বিনিবৃত্ত-কামাঃ (বাসনাহীন) সুখ-দুঃখ-সংজ্ঞৈঃ (সুখদুঃখরূপ) দ্বন্দ্বৈঃ (দ্বন্দ্ব হইতে) বিমুক্তাঃ (বিমুক্ত) অমূঢ়াঃ (মোহশূন্য ব্যক্তিগণ) তৎ (সেই) অব্যয়ং (অব্যয়, অক্ষয়) পদম্ (ব্রহ্মপদে) গচ্ছন্তি (গমন করেন) ॥ ৫

যৎ (যাহাতে, যে পদে) গত্বা (গমন করিয়া) ন নিবর্তন্তে (প্রত্যাগমন করে না), তৎ (তাহা) সূর্যঃ (রবি) ন ভাসয়তে (প্রকাশ করিতে পারে না) ন শশ-অঙ্কঃ (না চন্দ্র) ন পাবকঃ (না

সংসার বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ (পুত্র, বিত্ত ও লোকের এষণা ত্যাগরূপ) শাণিত অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া, যাঁহা প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই পরমপদের অন্বেষণ করিতে হয়। যাঁহা হইতে এই অনাদি সংসার-প্রবাহ নিঃসৃত হইয়াছে, আমি সেই আদি ব্রহ্ম-পুরুষের শরণাপন্ন হই। শরণাগতিই পরমপদের অন্বেষণ)। ৩-৪

অহঙ্কার ও অবিবেকশূন্য, আসক্তিদোষজয়ী, পরমার্থ-জ্ঞাননিষ্ঠ, বাসনাবর্জিত, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত, অজ্ঞানশূন্য বিবেকী ব্যক্তিগণ এই পরম ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন। ৫

---

* কঠ উপ ২।২।১৫, শ্বেতাশ্বতর উপ ২।১৪, মুণ্ডক উপ ২।২।১০ দ্রঃ

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। *
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

অগ্নি)। তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং (শ্রেষ্ঠ) ধাম (ব্রহ্মধাম, ব্রহ্মপদ)॥ ৬

[কারণ] মম এব (আমারই, পরমাত্মারই) সনাতনঃ (পুরাতন) অংশঃ (অবয়ব, একদেশ) জীব-লোকে (সংসারে) জীবভূতঃ (কর্তাভোক্তা-রূপে প্রসিদ্ধ জীব) ঈশ্বরঃ (দেহাদিসম্পাতস্বামী সেই জীব) যৎ চ (যখন) উৎক্রামতি (উৎক্রামণ, দেহত্যাগ করে) প্রকৃতি-স্থানি (প্রকৃতিতে অর্থাৎ কর্ণশষ্কুল্যাদি স্থানে স্থিত) মনঃষষ্ঠানি (মনের সহিত ছয়) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) কর্ষতি (আকর্ষণ করে)। [এবং]

যাঁহা লাভ করিলে সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না, যাঁহা চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহাই আমার পরম ব্রহ্মপদ। ৬ (গীঃ ৮।২১ দ্রঃ)

[ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তিই পুনর্জন্মনাশক—পূর্ব শ্লোকের এই উক্তির ব্যাখ্যা ৭ম শ্লোকের ১ম পাদে প্রদত্ত হইয়াছে।]

আমাকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। কারণ সংসারে কর্তাভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব আমারই সনাতন[১] অংশ।

---

* এই সপ্তম শ্লোকের প্রথমার্ধ পূর্ববর্তী শ্লোকোক্ত জন্মাভাবের (অপুনর্জন্মের) কারণরূপে কথিত হইয়াছে।

১ জলরূপ নিমিত্ত অপসৃত হইলে সূর্যাংশ জল-সূর্য যেরূপ সূর্যে লীন হয়, অথবা মহাকাশের অভিন্ন অংশ ঘটস্থ আকাশ যেরূপ ঘট নষ্ট হইলে মহাকাশে মিলিত হয়, আর প্রত্যাগমন করে না, সেইরূপ (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৫০) ব্রহ্মাংশ জীব অবিদ্যাকৃত উপাধি অপগমে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া আর পুনরাবৃত্ত হয় না। কারণ জীব ব্রহ্মই। জীবত্ব, জীবের সংসার ও উৎক্রমণ মায়িক (কল্পিত) মাত্র। (গীঃ ১৫।৭-৮ দ্রঃ)

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

শরীরম্ (শরীর, অন্যদেহ) অবাপ্নোতি (গ্রহণ করে), [তখন] বায়ুঃ (বায়ুর দ্বারা) আশয়াৎ (আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধসমূহগ্রহণের ন্যায়) এতানি (এই সকল, এই ইন্দ্রিয়গুলিকে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) সংযাতি (গমন করে) ॥ ৭-৮

অয়ং (ইহা, এই দেহী, এই জীবাত্মা) শ্রোত্রং (কর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং (ত্বক্) রসনং চ (ও জিহ্বা) ঘ্রাণম্ চ (নাসিকা) মনঃ এব চ (এবং মনকেও) অধিষ্ঠায় (আশ্রয়পূর্বক) বিষয়ান্ ([রূপরসাদি] বিষয়সকল) উপসেবতে (উপভোগ করে) ॥ ৯

দেহাদি সম্পাতের স্বামী জীব যখন শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন কর্ণবিবরাদিস্থানে অবস্থিত শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে এবং বায়ু যেরূপ পুষ্পাদি হইতে গন্ধ আহরণ করে, জীব সেইরূপ শরীরান্তরগ্রহণকালে পূর্বদেহ হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সঙ্গে লইয়া যায়; অর্থাৎ পূর্বদেহের ইন্দ্রিয়াদি নূতন দেহে প্রবেশ করে। ৭-৮

দেহস্থিত জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা আশ্রয় করিয়া রূপ, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়কে মনের সাহায্যে উপভোগ করেন। ৯[১]

---

১ ৮ম শ্লোকে জীবাত্মাকে দেহাদিব্যতিরিক্ত এবং ৯ম শ্লোকে শ্রোত্রাদির প্রবর্তক বলিয়া তাঁহাকে শ্রোত্রাদি হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। তাঁহাকে জানা যায় না কেন ১০ম ও ১১শ শ্লোকে তাহা বলা হইতেছে।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

উৎক্রামন্তং (উৎক্রমণশীল, দেহান্তরে গমনশীল) স্থিতং ([শরীরে] অবস্থিত) ভুঞ্জানং বা (অথবা বিষয়-ভোগে রত) বা গুণান্বিতম্ অপি (বা ত্রিগুণের পরিণাম [সুখ, দুঃখ ও মোহ-] যুক্ত) [ইঁহাকে] বিমূঢ়াঃ (মূঢ় ব্যক্তিগণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) ; জ্ঞান-চক্ষুষঃ (জ্ঞান-চক্ষু-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ) পশ্যন্তি (দেখিতে পান) ॥ ১০

যতন্তঃ (প্রযত্নপর, সমাহিতচিত্ত) যোগিনঃ (যোগিগণ) এনম্ (ইহাকে, এই আত্মাকে) আত্মনি (স্বীয় বুদ্ধিতে) অবস্থিতম্ ([সাক্ষি-রূপে] অবস্থিত, প্রতিফলিত) পশ্যন্তি (দেখেন) । যতন্তঃ অপি (যত্নবান্ হইয়াও) অকৃত-আত্মানঃ (অশুদ্ধচিত্ত, অসংস্কৃত-হৃদয়) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) এনং (এই আত্মাকে) ন পশ্যন্তি (দেখে না) ॥ ১১

যিনি দেহান্তরে গমন করেন, যিনি শরীরে অবস্থান-পূর্বক বিষয়-ভোগ করেন বা যিনি ত্রিগুণের পরিণাম সুখ, দুঃখ ও মোহ সংযুক্ত হন, সেই জীবাত্মাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ জানিতে পারে না, কারণ তাহাদের মন বিষয়াকর্ষণের দ্বারা বহির্মুখী, কিন্তু অন্তর্মুখী জ্ঞানিগণই (শাস্ত্রপ্রমাণজনিত) জ্ঞানরূপ চক্ষু-দ্বারা সেই আত্মাকে অবগত হন। ১০

সমাহিতচিত্ত যোগিগণ এই আত্মাকে স্বীয় বুদ্ধির সাক্ষি-রূপে অবস্থিত দর্শন করেন, কিন্তু যাহাদের চিত্ত তপস্যা ও ইন্দ্রিয়জয় দ্বারা সংস্কৃত (শুদ্ধ) হয় নাই সেই অবিবেকিগণ যত্নশীল হইলেও ইহাকে দেখিতে পায় না। ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

আদিত্য-গতং (সূর্যস্থিত) যৎ (যে) তেজঃ (জ্যোতিঃ) অখিলম্ (নিখিল, সমগ্র) জগৎ (বিশ্বকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে), চন্দ্রমসি চ (চন্দ্রেও) যৎ (যাহা, যে জ্যোতিঃ) অগ্নৌ চ (ও অগ্নিতে) যৎ (যাহা, যে তেজ) তৎ (সেই) তেজঃ (জ্যোতিঃ) মামকম্ (আমার) বিদ্ধি (জানিবে)॥ ১২

চ (এবং) অহম্ (আমি) ওজসা (ওজঃদ্বারা, ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য চ (প্রবেশ করিয়া) ভূতানি ([চরাচর] ভূতসকল) ধারয়ামি (ধারণ করি), চ (এবং) রস-আত্মকঃ (রসময়) সোমঃ (সোম, চন্দ্র) ভূত্বা (হইয়া) সর্বাঃ (সকল) ওষধীঃ ([ব্রীহি-যবাদি] ওষধি) পুষ্ণামি (পুষ্ট করি)॥ ১৩

[জীব যাঁহার সনাতন অংশরূপে কল্পিত (১৩,২১) ৬ষ্ঠ শ্লোকোক্ত সেই পরমপদের (ব্রহ্মের) সর্বাত্মত্ব ও সর্বব্যবহারাস্পদত্ব বুঝাইবার জন্য পরবর্তী শ্লোকচতুষ্টয়ে সংক্ষেপে তাঁহার বিভূতি বলিতেছেন।]

যে জ্যোতিঃ সূর্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে এবং যাহা সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই জ্যোতিঃ আমার জানিবে। ১২

আমি ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া চরাচর ভূতসকল ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ব্রীহি-যব-ধান্যাদি ওষধি[১] পুষ্ট করি। ১৩

১ ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫

অহং চ (আমিই) বৈশ্বানরঃ (উদরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ (দেহ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) প্রাণ-অপান-সমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ু সংযুক্ত হইয়া) চতুঃ-বিধং ([চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়] এই চারিপ্রকার) অন্নং (অন্ন, খাদ্য) পচামি (পরিপাক করি) ॥ ১৪

অহং (আমি) সর্বস্য ([ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত] সকলের) হৃদি (হৃদয়ে, বুদ্ধিতে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট)। মত্তঃ (আমা হইতে) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অপোহনং চ (ও [উভয়ের] বিলোপ) সর্বৈঃ (সমস্ত, চারি) বেদৈঃ চ (বেদদ্বারাও) অহম্ এব (আমিই) বেদ্যঃ

আমি উদরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয়পূর্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চারি প্রকার খাদ্য পরিপাক করি। ১৪

আমি ব্রহ্ম হইতে কীট পর্যন্ত সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি। আমা[১] হইতে প্রাণিমাত্রের স্মৃতি এবং জ্ঞান[২]

১ কারণ আমি সর্বকর্মাধ্যক্ষ।

২ ইহজন্মের ও পূর্বজন্মের স্মৃতি এবং দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিত (দূরস্থ) ও অব্যবহিত (নিকটস্থ) বস্তুর জ্ঞান। স্মৃতি ও জ্ঞান এবং তাহাদের বিলোপ যথাক্রমে ধর্মাধর্মবশতঃ হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর ফলদাতা হইলেও তাঁহাতে বৈষম্য নাই।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

(বেদ্য, জ্ঞাতব্য) বেদ-অন্ত-কৃৎ (বেদান্তার্থ-সম্প্রদায়প্রবর্তক) বেদ-বিৎ চ (ও বেদার্থজ্ঞ) অহম্ এব (আমিই) ॥ ১৫

ক্ষরঃ (ক্ষর) অক্ষরঃ চ (ও অক্ষর) ইমৌ (এই) দ্বৌ (দুইটি) পুরুষৌ এব (পুরুষই) লোকে (এই জগতে) [প্রসিদ্ধ আছে], ক্ষরঃ (বিনাশী পুরুষ) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূত, বিকার, কার্য) অক্ষরঃ (অবিনাশী পুরুষ) কূটস্থঃ (কূটরূপে অর্থাৎ অনেক মায়া-বঞ্চনাদিরূপে স্থিত) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ১৬

উৎপন্ন ও বিলোপ হয়। আমিই চতুর্বেদের জ্ঞাতব্য (প্রতিপাদ্য) এবং আমিই বেদান্তার্থ প্রচারের সম্প্রদায়প্রবর্তক ও বেদার্থবিৎ। ১৫

[পূর্ব শ্লোকচতুষ্টয়ে শ্রীভগবানের বিশিষ্ট উপাধিকৃত বিভূতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এখন ক্ষর ও অক্ষর উপাধিবিভাগ-দ্বারা তাঁহারই নিরুপাধি স্বরূপ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যাত হইতেছে।]

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অনুভূয়মান ইহ লোকে ক্ষর ও অক্ষরনামক দুই পুরুষ[১] প্রসিদ্ধ আছে। ক্ষর পুরুষই জগতের সমস্ত বিনাশী বিকার (কার্য) এবং মায়াশক্তিই কূটস্থ অক্ষর[২] পুরুষ। ১৬

---

১ ক্ষর ও অক্ষর—ব্রহ্মপুরুষের উপাধি বলিয়া ইহাদিগকে পুরুষ বলা হইয়াছে।

২ ভগবানের মায়াশক্তি, ক্ষরনামক পুরুষের উৎপত্তিবীজ। সংসার-বীজ অনন্ত বলিয়া তাহাকে অক্ষর বলে। কূট—রাশি বা মায়া, বঞ্চনা, জিহ্মতা, কুটিলতা।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

অন্যঃ তু ([ক্ষর ও অক্ষর হইতে] অত্যন্ত ভিন্ন) উত্তমঃ (উৎকৃষ্টতম) পুরুষঃ (পুরুষ) পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মানামে) উদাহৃতঃ (অভিহিত), যঃ (যে) অব্যয়ঃ (অক্ষয়) ঈশ্বরঃ (ব্রহ্ম) লোক-ত্রয়ম্ ([ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ] এই ত্রিভুবন অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব) আবিশ্য ([স্বকীয় চৈতন্য-বল-শক্তিরূপে] প্রবেশ করিয়া) বিভর্ত্তি ([স্বরূপসত্তামাত্রদ্বারা] পালন করেন)॥ ১৭

যস্মাৎ (যেহেতু) অহম্ (আমি) ক্ষরম্ (ক্ষরের, অশ্বত্থনামক সংসাররূপ মায়াবৃক্ষের) অতীতঃ (অতীত, অতিক্রান্ত) চ অক্ষরাৎ অপি (অক্ষর বা সংসারবীজভূত শক্তি হইতেও) উত্তমঃ (উৎকৃষ্টতম, ঊর্ধ্বতম) অতঃ (সেই হেতু) লোকে (ইহলোক কাব্যাদিতে, ভক্তজনে) বেদে চ (বেদেও) পুরুষোত্তমঃ [ইতি] (পুরুষোত্তম বলিয়া) প্রথিতঃ (প্রখ্যাত, প্রসিদ্ধ) অস্মি (হই)॥ ১৮

এই উভয় পুরুষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পুরুষোত্তম[১] পরমাত্মা[২] নামে বেদান্তশাস্ত্রে অভিহিত। সেই অব্যয় ব্রহ্ম চৈতন্য-বলশক্তিরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রবেশ[৩] করিয়া স্বরূপসত্তাদ্বারা তাহার পরিপালন করেন। ১৭

যেহেতু আমি ক্ষরের (অশ্বত্থনামক মায়ারূপ সংসার-

---

১ ক্ষর ও অক্ষর উপাধিদ্বয় হইতে বিলক্ষণ (স্বতন্ত্র) এবং তাহাদের দোষে অস্পৃষ্ট এবং নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব।

২ অবিদ্যাকৃত দেহাদিরূপ আত্মা হইতে তিনি উৎকৃষ্ট ও সর্বভূতের প্রত্যক্ (অন্তরস্থ) চেতন। (গীঃ ১৩।২২ টীকা ৬ দ্রঃ)

৩ ইহাদ্বারা জড় জগতের স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইতেছে।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

ভারত (হে অর্জুন), এবম্ (এইরূপে, ক্ষরাক্ষরের অতীতরূপে) যঃ (যিনি) অসংমূঢ়ঃ (মোহমুক্ত, [স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহে] অভিমান-শূন্য হইয়া) পুরুষ-উত্তমম্ (পরব্রহ্ম) মাম্ (আমাকে) জানাতি (জানেন), সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) সঃ (তিনি) সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে, সর্বাত্মা আমাতে সমাহিত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজতি (ভজনা করেন) ॥১৯

বৃক্ষের) অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম (ঊর্ধ্বতম), সেই হেতু ইহ লোকে (কাব্যাদিতে[১] এবং ভক্তজনে[২]) ও বেদে[৩] আমি পুরুষোত্তমনামে প্রখ্যাত । ১৮

হে ভারত, যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহে 'আমি' বুদ্ধি

---

১ কাব্যাদিতে যথা—হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ ।
অর্থাৎ শ্রীহরিই অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমরূপে শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হন।

২ ভক্তজনে যথা—
কারণ্যতো নরবদাচরতঃ পরার্থান্ পার্থায় বোধিতবতো নিজমীশ্বরত্বম্ ।
সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা ন হি মানমেতি ॥
অর্থাৎ যিনি করুণাবশতঃ নরলীলা করেন এবং যিনি অর্জুনকে পরমার্থবিষয়সমূহ ও স্বীয় ঐশ্বর্য বুঝাইয়াছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পুরুষোত্তম নারায়ণের মহিমা অপার ।

৩ বেদে যথা—এবমেব এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ ।
—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৮।১২।৩

অর্থাৎ এই প্রকারে এই জীব যখন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীরে আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপসম্পন্ন হন, তখন তিনিই পুরুষোত্তম । (গীঃ ১৩।২ দ্রঃ)

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অনঘ (হে নিষ্পাপ) ভারত (অর্জুন), ইতি (পূর্বোক্ত), ইদম্ (এই) গুহ্যতমং (অতীব গুহ্য) শাস্ত্রম্ (শাস্ত্র, পঞ্চদশ অধ্যায়) ময়া (আমাদ্বারা) উক্তম্ (কথিত হইল), এতৎ (ইহা) বুদ্ধা (জানিয়া) বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানী, ব্রহ্মবিদ্বান) চ (এবং) কৃতকৃত্যঃ (কৃতার্থ) স্যাৎ (হয়) ॥ ২০

ত্যাগ করিয়া কথিতপ্রকারে পুরুষোত্তম[১] (পরব্রহ্মস্বরূপ) আমাকে আত্মরূপে জ্ঞাত হন, সর্বজ্ঞ ও সর্বাত্মা তিনি সর্বতোভাবে মদ্গতচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ১৯
(গীঃ ৬।৩১ দ্রঃ)

---

১ (ক) "দিব্যঃ হ্যমূর্তঃ পুরুষো, অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"—মুণ্ডক উপ, ২।১।২ অর্থাৎ ক্ষর হইতে পর যে অক্ষর, তাহা হইতেও পর অমূর্ত দিব্য পুরুষ (ব্রহ্ম)।

(খ) মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥
—কঠ উপনিষৎ, ১।৩।১১

অর্থাৎ মহতের (হিরণ্যগর্ভের) পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ (ব্রহ্ম), পুরুষের (ব্রহ্মের) পর অন্য কিছু নাই। তিনিই শেষ সীমা, তিনিই পরম গতি। [পর—সূক্ষ্ম, কারণ, ব্যাপী]

হে নিষ্পাপ অর্জুন, তোমাকে এই গুহ্যতম শাস্ত্র[১] বলিলাম। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগী প্রকৃত বুদ্ধিমান্[২] এবং কৃতকৃত্য[৩] (কৃতার্থ[৪]) হন, অন্য প্রকারে নহে। ২০

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগ-নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ শাস্ত্র—পঞ্চদশ অধ্যায়। কারণ, যদিও শাস্ত্র-শব্দে সমস্ত গীতাশাস্ত্র বুঝায়, তথাপি ১৫শ অধ্যায়ে গীতাশাস্ত্রের সার এবং সমগ্র বেদার্থ নিহিত আছে বলিয়া এই অধ্যায়কে শাস্ত্র বলা হইয়াছে।

২ বুদ্ধি-অর্থে ব্রহ্মবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি নহে। কারণ তিনি জ্ঞাত হইলে সমস্ত জ্ঞাত হয় ; অন্য কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি সর্বজ্ঞ। "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।"— মুণ্ডক উপনিষৎ, ১।১।৩ অর্থাৎ হে ভগবান্, কি বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সর্বজ্ঞান হয়।

৩ কৃত্য—কর্তব্য। কৃতকৃত্য—যাঁহার সকল কর্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরলাভ না হওয়া পর্যন্ত কাহারও কর্তব্য শেষ হয় না। ব্রহ্মদর্শন হইলেই সকল কর্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়। মনু বলিয়াছেন :

এতদ্ধি জন্ম-সাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥

অর্থাৎ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই জন্মের সফলতা। এই ব্রহ্মজ্ঞানকে লাভ করিতে পারিলেই দ্বিজাতি কৃতকৃত্য হয় ; অন্য কোন প্রকারে তাহার কৃতকৃত্যতার সম্ভাবনা নাই।

৪ যেহেতু অর্জুন শ্রীভগবানের নিকট এই পরমার্থতত্ত্ব শ্রবণ করিলেন, সেই হেতু তিনি কৃতার্থ হইলেন। কারণ ইহাতেই পুরুষার্থের পরিসমাপ্তি। 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'। (গীঃ—৪।৩৩ দ্রষ্টব্য)

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—ভারত (হে অর্জুন), অভয়ং (অভীরুতা) সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণের শুদ্ধি, ব্যবহারকালে পরবঞ্চন, মায়া ও অনৃতাদিবর্জন) জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা) দানং (দান, অন্নাদির সংবিভাগ) দমঃ চ (বাহেন্দ্রিয়ের সংযম)

[নবম অধ্যায়ের ১২শ ও ১৩শ শ্লোকে সূচিত দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী নামক প্রকৃতিত্রয়ের বিস্তৃত বাখ্যার জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। দৈবী প্রকৃতি মোক্ষ সম্পাদন করে এবং আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বন্ধন সৃষ্টি করে। অতএব দৈবী প্রকৃতি গ্রহণ ও অপর প্রকৃতিদ্বয় পরিবর্জনের জন্য]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন, যাঁহারা দৈবী (সাত্ত্বিকী) অবস্থালাভের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অভীরুতা, ব্যবহারকালে পরবঞ্চন ও মিথ্যা কথনবর্জন, জ্ঞান[১]

---

১ আচার্য ও শাস্ত্র হইতে ব্রহ্ম ও আত্মাদি বস্তুর অবগতি—জ্ঞান। ইন্দ্রিয়সংযমাদি ও একাগ্রতাদ্বারা অবগত বস্তুর সাক্ষাৎকারের প্রচেষ্টা—যোগ। ব্যবস্থিতি—এই উভয়ে অবস্থিতি, নিষ্ঠা বা একাগ্রতা।

অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি ও জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি—এই তিনটী প্রধান দৈবী সম্পদ্। অভয়—শাস্ত্রোপদেশে সন্দেহরাহিত্য ও তদনুষ্ঠাননিষ্ঠত্ব। ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ—ভাগবত ৭।১৫।১৭—তত্ত্ববিচারের দ্বারা ভবভয় দূর হয়।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

যজ্ঞঃ (শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (শুভ অদৃষ্ট ফলের জন্য ঋগ্বেদাদি-অধ্যয়ন, বেদপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) আর্জবম্ (সরলতা) অহিংসা (প্রাণি-পীড়নত্যাগ) সত্যম্ (অপ্রিয়-অনৃত-বর্জিত যথাভূতার্থ বচন) অক্রোধঃ (প্রাপ্ত ক্রোধের উপশম) ত্যাগঃ (সন্ন্যাস) শান্তিঃ (অন্তঃ-করণের উপশম) অপৈশুনম্ (পরচ্ছিদ্রের অপ্রকটীকরণ) ভূতেষু (দুঃখিত প্রাণীর প্রতি) দয়া (কৃপা) অলোলুপ্ত্বং ([বিষয়সন্নিধিতে] ইন্দ্রিয়ের অবিক্রিয়া) মার্দবং (মৃদুতা, অক্রূরতা) হ্রীঃ (কুকর্মে ও কুচিন্তায় লজ্জা) অচাপলম্ ([প্রয়োজন ব্যতীত] বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারত্যাগ) তেজঃ (প্রাগল্ভ্য) ক্ষমা ([তাড়িত হইলেও] মনের অবিক্রিয়া) ধৃতিঃ (ধৈর্য) শৌচম্ (বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ) অদ্রোহঃ

ও যোগে নিষ্ঠা, স্বসামর্থ্যানুসারে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, (বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি এবং স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত চতুর্বিধ[১] যজ্ঞ, বেদপাঠ (ব্রহ্মযজ্ঞাদি জপযজ্ঞ), তপস্যা[২], সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ[৩], অবৈরভাব, অনভিমান—এই ছাব্বিশটী সদ্‌গুণ লাভ হয়॥ ১-৩

---

১ দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নরযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ।

২ গীঃ ১৮।১৪-১৭ দ্রঃ

৩ জল ও মৃত্তিকাদি দ্বারা শরীর ধৌত ও মার্জনা করাই বাহ্য শৌচ। মন ও বুদ্ধির কালুষ্যের (বঞ্চনা ও আসক্তি প্রভৃতির) অভাবই আভ্যন্তর শৌচ।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫

(অবৈর ভাব) ন অতিমানিতা (নিজের সম্বন্ধে পূজ্যাতিশয় ভাবনার অভাব) দৈবীম্ (দেবযোগ্য, সাত্ত্বিক) সম্পদম্ (সম্পদ, বিভূতি, অবস্থা) অভিজাতস্য (অভিমুখে জাত, ভাবিকল্যাণযোগ্য ব্যক্তির) ভবন্তি (লাভ হয়) ॥ ১-৩

পার্থ (হে অর্জুন), দম্ভঃ (ধর্মধ্বজিত্ব) দর্পঃ ([ধন ও স্বজনাদি-নিমিত্ত] চিত্তের উৎসেক) চ অভিমানঃ (অহঙ্কার) ক্রোধঃ (ক্রোধ) পারুষ্যম্ ([বাক্যে ও ব্যবহারে] কর্কশভাব) চ অজ্ঞানং (ও কর্তব্যা-কর্তব্য বিষয়ে অবিবেক) চ আসুরীম্ (আসুরী) সম্পদম্ (অবস্থা) অভিজাতস্য এব (অভিমুখে জাত ব্যক্তিরই) [লাভ হয়] ॥ ৪

দৈবী (দেবযোগ্য, সাত্ত্বিক) সম্পৎ (সম্পদ্, সদ্গুণ) বিমোক্ষায় ([সংসার-বন্ধন হইতে] মুক্তির হেতু), আসুরী (অসুরযোগ্য) নিবন্ধায় (সংসারবন্ধনের হেতু) মতা (কথিত হয়)। পাণ্ডব (হে অর্জুন), শুচঃ (শোক করিও) মা (না) ; দৈবীম্ (দৈবী) সম্পদম্ (সম্পদের) অভিজাতঃ অসি (যোগ্য হইয়া জন্মিয়াছ) ॥ ৫

হে পার্থ, যাঁহারা আসুরী অবস্থালাভের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ধর্মধ্বজিত্ব, ধন ও স্বজননিমিত্ত দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, বাক্যে ও ব্যবহারে কর্কশভাব ও কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অবিবেক, এই সকল (ভাবী অকল্যাণের কারণ) আসুরী সম্পদ্ আবির্ভূত হয়। ৪

দৈবী সম্পদ্ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু এবং আসুরী সম্পদ্ সংসার-বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব, শোক

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭

পার্থ (হে অর্জুন), অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) দৈবঃ (দেবস্বভাব) আসুরঃ এব চ (ও অসুরস্বভাব) দ্বৌ (দুই প্রকার) ভূত-সর্গৌ (মনুষ্যসৃষ্টি) [হইয়াছে]। দৈবঃ (দৈব সৃষ্টি) বিস্তরশঃ (বিস্তারিত ভাবে) প্রোক্তঃ (উক্ত হইয়াছে)। আসুরং (আসুর সৃষ্টি) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৬

আসুরাঃ (অসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট) জনাঃ (জনগণ, ব্যক্তিগণ) প্রবৃত্তিং চ (ধর্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও অধর্মে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না)। তেষু (তাহাদের) ন শৌচং (না শুচিতা) ন আচারঃ অপি (না সদাচারও) ন চ সত্যং (এবং না সত্য) বিদ্যতে (বিদ্যমান আছে) ॥ ৭

করিও না ; তুমি দৈবী সম্পদের যোগ্য হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৫

হে পার্থ, এই জগতে দেবস্বভাব ও অসুরস্বভাব—এই দুই প্রকার[১] মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে। দেবস্বভাবসম্পন্ন মানুষের কথা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। এখন অসুর-স্বভাববিশিষ্ট মানুষের কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৬

---

১ 'দ্বয়া হ বৈ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চ অসুরাশ্চ' ইতি—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৩।১ অর্থাৎ কথিত আছে প্রজাপতির (ব্রহ্মার) অপত্য দুই প্রকার—দেবগণ ও অসুরগণ। শাস্ত্রজনিত জ্ঞান ও কর্মদ্বারা প্রভাবিত ইন্দ্রিয়বর্গ দেব এবং স্বাভাবিক (অশাস্ত্রজনিত) এবং ঐহিক জ্ঞান ও কর্মদ্বারা প্রভাবিত ইন্দ্রিয়বর্গ অসুর।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

তে (তাহারা, অসুরগণ) আহুঃ (বলে) জগৎ (জগৎ) অসত্যম্ (সত্যশূন্য, মিথ্যাব্যবহার পরিপূর্ণ) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাশূন্য) অনীশ্বরম্ ([ধর্মাধর্মের ফলদাতা ও শাসক] ঈশ্বরশূন্য), কামহৈতুকম্ (কামবশতঃ) অপরঃ-পর-সম্ভূতং (ও স্ত্রীপুরুষ-সম্ভূত) কিম্ (কি) অন্যৎ (অন্য [কারণ কি থাকিতে পারে]) ॥ ৮

এতাং (এই) দৃষ্টিম্ (লোকায়তিক দর্শন, মত) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্ট-আত্মানঃ (পরলোকসাধনচ্যুত, মলিনচিত্ত) উগ্র-কর্মাণঃ

[আসুর সম্পদ্ পরিত্যাগের জন্য এই শ্লোক হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত তাহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।]

অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্মবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে জানে না ; তাহাদের শৌচ নাই, সদাচার[১] নাই এবং সত্যও নাই। ৭

আসুরভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলে, এই জগৎ মিথ্যা ব্যবহারপূর্ণ ; ইহা ধর্মাধর্ম ব্যবস্থাশূন্য। ইহার কর্মফলদাতা ঈশ্বর নাই এবং কামবশতঃ ইহা স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই উৎপন্ন ; ইহার উৎপত্তির অদৃষ্ট ধর্মাধর্মাদি অন্য কারণ নাই। ৮

---

১ যদিও শৌচ ও সত্য সদাচারের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি এই তিনটীকে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকন্যায়ে পৃথক্ বলা হইয়াছে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১

(ক্রূরকর্মা) অহিতাঃ (অনিষ্টকারী) অল্প-বুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (ক্ষয়ের জন্য, বিনাশার্থ) প্রভবন্তি (জন্মগ্রহণ করে)॥ ৯

দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (কাম, বাসনা) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দম্ভ-মান-মদ-অন্বিতাঃ (দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহনিমিত্ত, অবিবেকবশতঃ) অসদ্গ্রাহান্ (অশুভ নিশ্চয়) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) অশুচি-ব্রতাঃ (অশুদ্ধব্রত ব্যক্তিগণ) প্রবর্তন্তে (প্রবর্তিত হয়)॥ ১০

প্রলয়-অন্তাম্ (প্রলয়পর্যন্ত, মরণান্ত) অপরিমেয়াং চ (অপরিমেয়)

এইরূপ (লোকায়তিক) মত আশ্রয়পূর্বক পারলৌকিক সাধনচ্যুত, ক্রূরকর্মা, অনিষ্টকারী ও অল্পবুদ্ধি আসুর ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে। ৯

দুষ্পূরণীয় বাসনাপূর্ণ হৃদয়ে দম্ভ[১], অভিমান[২] ও মদযুক্ত[৩] হইয়া অবিবেকবশতঃ অশুভ-নিশ্চয়-গ্রহণপূর্বক[৪] সেই অশুদ্ধব্রত[৫] ব্যক্তিগণ দুরদৃষ্ট-উৎপাদক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০

কামভোগই জীবনের পরম পুরুষার্থ—এইরূপ নিশ্চয়পূর্বক

---

১ অধার্মিক হইয়াও নিজের ধার্মিকত্বজ্ঞাপন।

২ অপূজ্য হইয়াও নিজের পূজ্যত্বের অভিমান।

৩ নিকৃষ্ট হইয়াও নিজেতে উৎকৃষ্টত্বের আরোপ; সুতরাং মহতের অবজ্ঞা।

৪ অমুকমন্ত্রে বশীকরণ, উচ্চাটন, মারণাদি সম্পাদনরূপ দুরাগ্রহ।

৫ অমঙ্গলকর নরকাদিপতনের কারণ যাহাদের ব্রত (নিয়ম)।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং* প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩

চিন্তাম্ (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) কাম-উপভোগ-পরমাঃ (কামভোগ-পরায়ণ) এতাবৎ (ইহাই,—কামভোগই যাহাদের পরম পুরুষার্থ) ইতি (এইরূপ) নিশ্চিতাঃ (নিশ্চয় করিয়া) আশা-পাশ-শতৈঃ (শত আশারূপ রজ্জুতে) বদ্ধাঃ (বদ্ধ হইয়া) কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ (কামক্রোধের অধীন হইয়া) কাম-ভোগ-অর্থম্ (বিষয়ভোগের জন্য) অন্যায়েন ([পরস্বাপহরণাদি] অসৎ উপায়ে) অর্থ-সঞ্চয়ান্ (ধনসঞ্চয়ের) ঈহন্তে (চেষ্টা করে) ॥ ১১-১২

অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা) ইদম্ (ইহা) লব্ধম্ (লাভ হইয়াছে), ইদং (এই) মনোরথম্ (মনস্তুষ্টিকর, অভিলষিত [বস্তু]) প্রাপ্স্যে (পাইব), ইদম্ (এই ধন) অস্তি (আছে), পুনঃ (আবার) মে (আমার) ইদম্ (এই) ধনম্ অপি (ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥১৩

মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বীয় যোগক্ষেমবিষয়ে অপরিমেয় চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অসংখ্য আশাপাশে আবদ্ধ এবং কাম ও ক্রোধের আশ্রিত (অধীন) হইয়া তাহারা বিষয়ভোগের জন্য পরস্বাপহরণাদিরূপ অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করে। ১১-১২

'আজ আমার ইহা লাভ হইয়াছে', 'এই মনোরথ ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে', 'এই ধন আমার আছে', 'এই ধনও আগামী বৎসরে আমার লাভ হইবে, এবং তাহাদ্বারা ধনী বলিয়া খ্যাত হইব'। ১৩

* ইমম্ ইতি বা পাঠঃ।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

অসৌ (এই) শত্রুঃ (শত্রু) ময়া (আমার দ্বারা) হতঃ (হত হইয়াছে), অপরান্ অপি চ (এবং অন্য শত্রুসকলও) হনিষ্যে (বিনাশ করিব), অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (সমর্থ, ঐশ্বর্যশালী) অহং (আমি) ভোগী (ভোগ্যবস্তুযুক্ত) অহং (আমি) সিদ্ধঃ (পুরুষার্থ-সম্পন্ন) বলবান্ (বলযুক্ত) সুখী (সুখশালী) ॥ ১৪

আঢ্যঃ (ধনী) অভিজনবান্ (উচ্চ-বংশজাত) অস্মি (হই), ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ (অপর) কঃ (কে) অস্তি (আছে), যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব), দাস্যামি (দান করিব), মোদিষ্যে (আনন্দ করিব), ইতি (এইরূপ) অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ (অবিবেক-মুগ্ধ ব্যক্তিগণ) অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ (বহু সংকল্পদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত) মোহ-জাল

'এই দুর্জয় শত্রু আমি নাশ করিয়াছি', 'অন্য তুচ্ছ শত্রুসকলও নাশ করিব', 'আমি সকলের নিগ্রহে সমর্থ, আমি ভোগী', 'আমি পুরুষার্থসম্পন্ন, বলবান্ ও সুখী' । ১৪

'আমি ধনী ও উচ্চ বংশজাত কুলীন', 'আমার সমান আর কে আছে', 'আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব'—এইরূপে অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ অবিবেকমুগ্ধ হয় এবং বহু সংকল্পে বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত ও বিষয়-

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

সমাবৃতাঃ (মোহজালে বিজড়িত) কাম-ভোগেষু (বিষয়বাসনাভোগে) প্রসক্তাঃ (আসক্ত) অশুচৌ (কুৎসিত, বিণ্মূত্রাদিময়) নরকে ([রৌরবাদি] নরকে) পতন্তি (পতিত হয়) ॥ ১৫-১৬

আত্ম-সম্ভাবিতাঃ (আত্মাভিমানী, আত্মশ্লাঘা-বিশিষ্ট) স্তব্ধাঃ (অবিনয়ী, অনম্র) ধন-মান-মদ-অন্বিতাঃ (ধন-নিমিত্ত মান ও মদগর্বিত) তে (তাহারা, সেই আসুর ব্যক্তিগণ) দম্ভেন (ধর্মধ্বজিতার সহিত) নাম-যজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা) অবিধি-পূর্বকম্ (শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনপূর্বক) যজন্তে (যজ্ঞ করে) ॥ ১৭

অভ্যসূয়কাঃ (সন্মার্গবর্তীদের নিন্দক) [তাহারা] অহঙ্কারং ([নিজেতে আরোপিত বিদ্যমান ও অবিদ্যমান গুণবিশিষ্ট বলিয়া] অভিমান) বলং ([পর-পীড়াদায়ক] শক্তি) দর্পং (ধর্ম-লঙ্ঘনের কারণ দর্প) কামং ([নারী প্রভৃতি বিষয়ক] রতি) ক্রোধং চ (ও প্রতিহত ইচ্ছাজনিত ক্রোধ) সংশ্রিতাঃ (সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া) আত্ম-পর-

ভোগে আসক্ত হইয়া রৌরবাদি বিণ্মূত্রাদিময় নরকে পতিত হয়। ১৫-১৬

তাহারা আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট এবং ধন নিমিত্ত মান ও মদযুক্ত হইয়া দম্ভের সহিত শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনপূর্বক নামমাত্র[১] যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। ১৭

তাহারা সন্মার্গবর্তীদের গুণে দোষাবিষ্কারকরণশীল ও তাঁহাদের অনুকরণকারী না হইয়া অহঙ্কার, পরপীড়াদায়ক

১ বিহিত অঙ্গ ও ইতিকর্তব্যতাশূন্য যজ্ঞ।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০

দেহেষু (স্বদেহে ও পরদেহে) মাম্ (আমাকে, ঈশ্বরকে) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষকারী) [হয়] ॥ ১৮

অহং (আমি) দ্বিষতঃ (সাধু-বিদ্বেষী) ক্রূরান্ (ক্রূর, হিংসাপর) নর-অধমান্ (নরাধম, নিকৃষ্ট নর) অশুভান্ (অশুভকারীদিগকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (আসুর) যোনিষু এব ([সিংহ-ব্যাঘ্রাদি] যোনিতে) অজস্রম্ (পুনঃ পুনঃ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি) ॥ ১৯

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং (আসুরী) যোনিম্ (জন্ম) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে, ভগবান্‌কে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়াই) ততঃ (পূর্বাপেক্ষা, আরও) অধমাং গতিম্ (অধোগতি, নীচ যোনি) যান্তি (গমন করে) ॥ ২০

বল, ধর্মলঙ্ঘনের হেতু দর্প, স্ত্রী প্রভৃতিবিষয়ক কাম ও ক্রোধ সম্যক্‌রূপে আশ্রয়পূর্বক স্বীয় দেহে ও অপর দেহে (বুদ্ধি ও কর্মের সাক্ষিরূপে) অবস্থিত আমাকে (ঈশ্বরকে) দ্বেষ করে (=শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ আমার শাসন অতিক্রম করে)। ১৮

ধর্মাধর্মফলপ্রদাতা আমি সন্মার্গ-দ্বেষপরায়ণ, ক্রূর, অশুভ-কারী নিকৃষ্ট নরগণকে অধর্মদোষবশতঃ এই নরকরূপ সংসার পথে সিংহ ব্যাঘ্রাদি আসুর যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। ১৯

হে অর্জুন, মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুর জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে লাভ করা দূরে থাকুক, সন্মার্গ ও ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত না হইয়া পূর্বজন্মাপেক্ষা আরও অধোগতি লাভ করে। ২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২

কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (ক্রোধ) তথা (এবং) লোভঃ (লোভ) ইদং (এই) ত্রিবিধং (ত্রিবিধ) নরকস্য (নরকের) দ্বারম্ (দ্বার, সাধন)। [অতএব] আত্মনঃ (আত্মার, জীবের) নাশনম্ (নাশক, নীচগতিপ্রাপক, অধোগতি-দায়ক) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনটি) ত্যজেৎ (ত্যাগ করা উচিত) ॥ ২১

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিনটী) তমোদ্বারৈঃ (তমোময় নরকের দ্বার হইতে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হইয়া) নরঃ (নর, মনুষ্য) আত্মনঃ (আত্মার, স্বীয়) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল, কল্যাণ) আচরতি (আচরণ করে)। ততঃ (সেই শ্রেয়োঽনুষ্ঠান-বশতঃ) পরাং (পরম, শ্রেষ্ঠ) গতিম্ (গতি, মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ২২

[সমস্ত আসুরী সম্পদ্ যে তিনটীর অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের ত্যাগে সমস্ত আসুরী সম্পদ্ ত্যাগ হয়, সেহ তিনটী বলা হইতেছে]

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটী নরকের দ্বারস্বরূপ। ইহারা জীবের অধোগতিদায়ক। এই সকল দ্বারে প্রবেশ করিলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়; অতএব এই তিনটি বিষবৎ ত্যাগ করা উচিত। ২১

হে কৌন্তেয়, দুঃখমোহাত্মক ও শ্রেয়ঃপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক এই তিনটি নরকদ্বার হইতে মুক্ত হইলে মানুষ ঈশ্বরারাধনাদিরূপ স্বীয় কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হয় এবং সেই শ্রেয়োঽনুষ্ঠান বশতঃ

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ* ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

যঃ (যিনি) শাস্ত্রবিধিম্ ([কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের কারণ] শাস্ত্রীয় বিধি ও প্রতিষেধ) উৎসৃজ্য (লঙ্ঘন করিয়া) কামকারতঃ (যথেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ততে ([কর্মে] প্রবৃত্ত হন), সঃ (তিনি) সিদ্ধিম্ (সিদ্ধি, পুরুষার্থযোগ্যতা) ন অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন না), ন সুখং (না [ইহ লোকে] সুখ) ন পরাং গতিম্ (না প্রকৃষ্ট গতি বা মোক্ষ) [প্রাপ্ত হন] ॥ ২৩

তস্মাৎ (সেই হেতু) কার্য-অকার্য-ব্যবস্থিতৌ (কর্তব্যাকর্তব্যব্যবস্থা-বিষয়ে) শাস্ত্রং (শাস্ত্র, বেদ) তে (তোমার) প্রমাণম্ (বোধক, জ্ঞাপক)। [অতএব] ইহ (এই সংসারে, মনুষ্যলোকে) শাস্ত্র-বিধান-উক্তং (শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) কর্ম (কর্তব্য) কর্তুম্ (করিতে) অর্হসি (যোগ্য হইবে) ॥ ২৪

ইহ লোকের সুখভোগ ও মনুষ্যজন্মের সার্থকতারূপ শ্রেষ্ঠ গতি (মোক্ষ) লাভ করে। ২২

[এই সকল আসুরী সম্পদ্ পরিত্যাগপূর্বক শ্রেয়ঃ আচরণ করা শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারেই সম্ভব, অন্য প্রকারে নহে, অতএব]

যিনি কর্তব্যাকর্তব্যনির্ধারণের কারণ শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ উল্লঙ্ঘনপূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিহিতের আচরণ করেন না, অথচ নিষিদ্ধের আচরণ করেন, তিনি চিত্তশুদ্ধিরূপ পুরুষার্থ-লাভের যোগ্য হন না এবং তিনি ইহলোকে সুখ, পরলোকে স্বর্গ বা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। ২৩

* শ্রীধর স্বামী 'কামচারতঃ' এই পাঠ ধরিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অতএব, কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্রই[1] তোমার জ্ঞাপক (উপদেষ্টা); নিজের বা অন্যের কল্পনাদি নহে। অতএব শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের স্বরূপ জানিয়া ইহলোকে[2] তোমার কর্ম করা উচিত, অর্থাৎ নিষিদ্ধ পরিত্যাগ-পূর্বক বিহিতানুষ্ঠান করা উচিত। ২৪

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের
অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্-
বিভাগযোগনামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ শিষ্যতে, অনুশিষ্যতে, বোধ্যতে অনেন অজ্ঞাতোঽর্থঃ ইতি শাস্ত্রম্। যাহাদ্বারা ধর্মাধর্ম ও মোক্ষ প্রভৃতি অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান হয় তাহাই শাস্ত্র। বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্র।

২ মনুষ্যলোকই কর্মাধিকার ভূমি। লোকান্তরে কর্মাধিকার নাই।—নীলকণ্ঠ। কাহারো কাহারো মতে ভারতবর্ষই বেদোক্ত কর্মের একমাত্র অধিকারভূমি, অন্যদেশ নহে।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—কৃষ্ণ (হে ভগবন্), যে (যাঁহারা) শাস্ত্রবিধিম্ ([শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি] শাস্ত্রের বিধান) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) তু (কিন্তু) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার—আস্তিক্য-বুদ্ধির সহিত) অন্বিতাঃ (যুক্ত হইয়া) যজন্তে ([দেবতাদির] যজন বা পূজা করেন), তেষাং (তাঁহাদের) নিষ্ঠা (নিষ্ঠা, স্থিতি) কা (কিরূপ) সত্ত্বম্ (সাত্ত্বিক) রজঃ (রাজসিক) আহো (অথবা) তমঃ (তামসিক)? ১

[যাঁহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও ঐ সকল লঙ্ঘনপূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া অযথাবিধি দেবতাদির পূজা করেন, তাঁহারা যে সিদ্ধিলাভে অসমর্থ ইহা পূর্বাধ্যায়ে (১৬-২৩ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা আলস্য বা ঔদাস্যবশতঃ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ জানিতে প্রযত্ন না করিয়া বৃদ্ধব্যবহারাদি (প্রাচীন প্রথাদি) দর্শনপূর্বক বা আচার-পরম্পরার বশবর্তী হইয়া আস্তিক্যবুদ্ধির সহিত দেবতা-পূজাদিতে প্রবৃত্ত হন, কেবল তাঁহাদেরই বিষয় এখানে বলা হইতেছে।]

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবান্, যাঁহারা শাস্ত্রীয়-

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—দেহিনাং (দেহিগণের, মানুষের) সাত্ত্বিকী ([দেবতাদিপূজাবিষয়ক] সত্ত্বগুণপ্রধান) রাজসী চ ([যক্ষরাক্ষস-পূজা-বিষয়ক] রজোগুণপ্রধান) তামসী চ (এবং [প্রেত-পিশাচাদি-পূজাবিষয়ক] তমোগুণপ্রধান) ইতি (এই) ত্রিবিধা (তিন প্রকার) এব (ই) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধি) ভবতি (হয়), [কারণ] সা (সেই [শ্রদ্ধা]) স্বভাব-জা ([পূর্বজন্মের ধর্মাদি] সংস্কারজাত) তাং (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২

ভারত (হে অর্জুন), সর্বস্য (সকল মানুষের) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধি) সত্ত্ব-অনুরূপা (বিশিষ্ট-সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ অনুযায়ী) ভবতি (হয়)। অয়ং (এই) পুরুষঃ (জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাপূর্ণ), যঃ (যিনি) যৎ-শ্রদ্ধঃ (যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ (তিনি) সঃ এব (তাদৃশই) ॥ ৩

বিধান পরিত্যাগ করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধিপূর্বক দেবাদির পূজা করেন, তাঁহাদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—দেবাদিপূজা বিষয়ক সাত্ত্বিকী, যক্ষরাক্ষসাদিপূজা বিষয়ক রাজসী এবং ভূতপ্রেতাদিপূজা বিষয়ক তামসী—মানুষের এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা জন্মে। এই শ্রদ্ধা জন্মান্তরকৃত ধর্মাদিসংস্কারজাত। জীবের ত্রিবিধ স্বভাব হইতে জাত শ্রদ্ধাও সুতরাং তিন প্রকার। ইহার বিষয় শ্রবণ কর। ২

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫

সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিকগণ, সত্ত্বনিষ্ঠগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যজন্তে (পূজা করেন)। রাজসাঃ (রাজসিকগণ, রজোনিষ্ঠগণ) যক্ষ-রক্ষাংসি (যক্ষরাক্ষসগণকে) [পূজা করেন]। অন্যে (অপরে, এই দুই ভিন্ন) তামসাঃ (তামসিক, তমোনিষ্ঠ) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ (প্রেতগণ) ভূতগণান্ চ (ও ভূতগণের) যজন্তে (পূজা করেন)। ৪

দম্ভ-অহঙ্কার-সংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তিগণ) কাম-রাগ-বল-অন্বিতাঃ (কামনা ও আসক্তিকৃত বলযুক্ত হইয়া) যে (যে সকল)

হে অর্জুন, সকল মানুষের শ্রদ্ধা[১] সাত্ত্বিকাদি সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ তিন প্রকার হইয়া থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, কারণ যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেই রূপই হন—অর্থাৎ সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী শ্রদ্ধানুসারে মানুষ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ৩

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করেন, এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত, সপ্তমাতৃকা ও প্রেতাদির পূজা করেন। ৪

---

১ শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে, শ্রদ্ধাং মাধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি, শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ মাং॥—ঋগ্বেদ, ১০।১৫১।৫
অর্থাৎ শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আবাহন করি, শ্রদ্ধাকে আমরা মধ্যাহ্নে আবাহন করি। সূর্য যখন অস্ত যান, তখনও আমরা শ্রদ্ধাকে আবাহন করি। হে শ্রদ্ধে, এখন আমাদিগকে শ্রদ্ধাময় কর।

কর্শয়ন্তঃ* শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭

অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ (ব্যক্তি) শরীরস্থং (দেহস্থিত) ভূত-গ্রামম্ (ইন্দ্রিয়সমূহকে) [এবং] অন্তঃশরীরস্থং (দেহান্তরবর্তী, বুদ্ধির সাক্ষীভূত) মাং চ ([আত্মস্বরূপ] আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) অশাস্ত্র-বিহিতং (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং ([নিজের ও অপরের] পীড়াপ্রদ) তপঃ (তপস্যা) তপ্যন্তে (অনুষ্ঠান করে)। তান্ (তাঁহাদিগকে) আসুর-নিশ্চয়ান্ (আসুর-বুদ্ধি-বিশিষ্ট) বিদ্ধি (জানিবে) ॥৫-৬

আহারঃ তু অপি (খাদ্যও) সর্বস্য (সকলের, উক্ত তিন প্রকার লোকের) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) প্রিয়ঃ (ইষ্ট, প্রীতিকর) ভবতি (হয়), তথা (এবং) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) দানং চ (ও দান) [তিন প্রকার প্রিয় হয়]। তেষাম্ (তাহাদের) ইমং (এই) ভেদম্ (প্রভেদ, বিভাগ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৭

দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত এবং কামনা ও আসক্তিকৃত বলান্বিত হইয়া যে অবিবেকিগণ দেহস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং বুদ্ধির সাক্ষীভূত আত্মস্বরূপ আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া (অর্থাৎ আমার শাসন অতিক্রম করিয়া) শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং নিজের ও অপরের পীড়াপ্রদ তপস্যার অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে আসুরিক বুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ৫-৬

পূর্বোক্ত তিন প্রকার লোকের আহারও সত্ত্বাদিগুণ-ভেদে তিন প্রকার প্রিয় হয়। সেইরূপ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্রিগুণানুসারে তিন প্রকার। ইহাদের প্রভেদ শ্রবণ কর। ৭

* কর্ষয়ন্তঃ ইতি পাঠভেদঃ।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ (জীবন, উত্তম, শক্তি, রোগরাহিত্য, চিত্তপ্রসাদ ও অভিরুচিবর্ধক) রস্যাঃ (সরস) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্ত, স্নিগ্ধকর) স্থিরাঃ (স্থায়ী, পুষ্টিকর) হৃদ্যাঃ (হৃদয়প্রিয়, মনোরম) আহারাঃ (ভক্ষ্যবস্তু) সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়) [হয়] ॥ ৮

কটু-অম্ল-লবণ-অতি*-উষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ (অতি তিক্ত, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি ঝাল, অতি শুষ্ক ও অতি প্রদাহকর) আহারাঃ (আহারসকল) দুঃখ-শোক-আময়-প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ) রাজসস্য (রাজসিকগণের) ইষ্টাঃ (ইষ্ট, প্রিয়) ॥ ৯

[আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান—ইহাদের সাত্ত্বিক রূপগ্রহণের জন্য এবং রাজস ও তামস রূপবর্জনের জন্য এই বিভাগ করা হইল ।]

যে সকল ভক্ষ্যবস্তু আয়ু, উত্তম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধিকর, সরস, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর এবং মনোরম সেই সকল খাদ্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয় । ৮

যে সকল আহার দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ, অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং অতি প্রদাহকর সেই সকল খাদ্য রাজসিকগণের প্রিয় হয় । ৯

---

* অন্বয়কালে অতি শব্দটী প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে ।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো* য ইজ্যতে ।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২

যৎ (যে) ভোজনং (আহার) যাত-যামং (মন্দপক্ব) গত-রসং (রসহীন) পূতি (দুর্গন্ধময়) পর্যুষিতং (বাসি) উচ্ছিষ্টম্ (ভুক্তাবশিষ্ট) অমেধ্যং (যজ্ঞে নিষিদ্ধ, অভক্ষ্য) [তৎ] (তাহা) তামস-প্রিয়ম্ (তামসিকগণের প্রিয়) [হয়] ॥ ১০

অফল-আকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিগণদ্বারা) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ করাই কর্তব্য, নিষ্কাম যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়) ইতি (এইরূপ) মনঃ (মন) সমাধায় (স্থির করিয়া) যঃ (যে) বিধি-দিষ্টঃ (শাস্ত্রবিধিসম্মত) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়), সঃ (তাহা, সেই যজ্ঞ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) ॥ ১১

তু (কিন্তু) ফলম্ ([স্বর্গাদি] ফল) অভিসন্ধায় (আকাঙ্ক্ষা করিয়া) দম্ভার্থম্ অপি এব চ (দম্ভ-প্রকাশের জন্যই) যৎ (যাহা, যে যজ্ঞ)

মন্দপক্ব, রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও যজ্ঞে নিষিদ্ধ আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। ১০

ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন ব্যক্তি 'নিষ্কাম যজ্ঞই অনুষ্ঠেয়' এইভাবে মনঃস্থির করিয়া শাস্ত্রবিহিত যে যজ্ঞ করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১১

হে অর্জুন, স্বর্গাদি ফল কামনা করিয়া দম্ভপ্রকাশের

---

* বিধিদৃষ্ট ইতি বা পাঠঃ।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪

ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়), ভরত-শ্রেষ্ঠ (হে অর্জুন), তং (সেই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) রাজসম্ (রাজসিক) বিদ্ধি (জানিও)॥ ১২

বিধিহীনম্ (শাস্ত্রবিধিশূন্য) অসৃষ্ট-অন্নং (অন্নদানবিহীন) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবর্জিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণারহিত) শ্রদ্ধা-বিরহিতং (শ্রদ্ধাহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামসিক) পরিচক্ষতে (বলা হয়)॥ ১৩

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও জ্ঞানিগণের পূজা) শৌচম্ (শুচিতা) আর্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচর্য, মৈথুনত্যাগ) অহিংসা চ (ও অহিংসাকে) শারীরং (কায়িক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়)॥ ১৪

জন্যই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ১২

শাস্ত্রবিধিবর্জিত, অন্নদানশূন্য, মন্ত্রহীন[১], দক্ষিণাবিহীন, শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়। ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এইগুলিকে কায়িক তপস্যা বলে। ১৪

১ যজ্ঞে উচ্চারিত মন্ত্র শুদ্ধ স্বর ও শুদ্ধ বর্ণযুক্ত না হইলে যজ্ঞ মন্ত্রহীন হয়।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

যৎ (যে) বাক্যং (বাক্য) ন-উদ্বেগকরং ([প্রাণিগণের] দুঃখকর নয়) সত্যং (যথার্থ) প্রিয়-হিতং চ (প্রিয় ও হিতকর) চ (এবং) স্বাধ্যায়-অভ্যসনম্ এব (বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রাভ্যাস) বাঙ্ময়ং (বাচিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ১৫

মনঃ-প্রসাদঃ (মনের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (সৌম্যভাব, সৌমনস্য) মৌনম্ (মনের বাক্যবিষয়ক সংযম) আত্ম-বিনিগ্রহঃ (মনের নিরোধ) ভাব-সংশুদ্ধিঃ (ব্যবহারকালে ছলনা-রাহিত্য) ইতি এতৎ (ইহাই) মানসম্ (মানসিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ১৬

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) যুক্তৈঃ (সমাহিত, একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (ব্যক্তিগণদ্বারা) পরয়া (পরম) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তৎ (তাহা, পূর্বোক্ত) ত্রিবিধং ([কায়িক,

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাদি শাস্ত্র পাঠকে বাচিক তপস্যা বলে। ১৫

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মনের বাক্যবিষয়ক সংযম, মনের নিরোধ, ব্যবহারকালে ছলনারাহিত্য (মন ও মুখ এক করা)—এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে। ১৬

ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন, সমাহিত ব্যক্তিগণ পরম শ্রদ্ধা

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯

বাচিক ও মানসিক] তিন প্রকার) তপঃ (তপস্যাকে) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলে) ॥ ১৭

সৎকার-মান-পূজা-অর্থং (সৎকার, সম্মান ও পূজার আশায়) দম্ভেন এব চ (দম্ভের সহিত) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (কৃত হয়), ইহ (ইহ লোকে) চলম্ (অল্পকালস্থায়ী) অধ্রুবম্ (অনিশ্চিত) তৎ (তাহা) রাজসং (রাজসিক) প্রোক্তং (বলে) ॥ ১৮

মূঢ়-গ্রাহেণ (দুরাগ্রহবশতঃ, দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ) আত্মনঃ (নিজের, শরীরের) পীড়য়া (পীড়ার দ্বারা) বা পরস্য (বা অপরের) উৎসাদন-অর্থং (উচ্ছেদের নিমিত্ত) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (করা হয়), তৎ (তাহা) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ১৯

সহকারে পূর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে তপস্যা করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। ১৭

সৎকার[১], সম্মান[২] ও পূজা[৩] পাইবার আশায় দম্ভের সহিত যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে কদাচিৎ ফলপ্রদ[৪], সুতরাং অনিশ্চিত সেই তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলে। ১৮

দুরাকাঙ্ক্ষার[৫] বশবর্তী হইয়া দেহেন্দ্রিয়কে কষ্ট দিয়া বা

---

১ সৎকার = সাধুবাদ = ইনি সাধু, তপস্বী এই প্রকার প্রশংসা।

২ মান = মানন = আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান ও অভিবাদন।

৩ পাদপ্রক্ষালন, অর্চনা ও ভোজন করান ইত্যাদি, পূজা করা প্রভৃতি।

৪ যতক্ষণ যজ্ঞকর্তা দাম্ভিক বলিয়া জ্ঞাত না হন।

৫ অন্যে যে পরিমাণ তপস্যা করিয়াছেন, আমি তদপেক্ষা অধিক করিব—এইরূপ অবিবেক।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০
যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

দেশে (উপযুক্ত স্থানে) কালে চ (ও উপযুক্ত কালে) পাত্রে চ (ও উপযুক্ত পাত্রে) দাতব্যম্ (দান করা উচিত) ইতি (এই ভাবে) ন-উপকারিণে (প্রত্যুপকারে সমর্থকে বা অসমর্থকে, প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (দেওয়া হয়), তৎ (সেই) দানং (দান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২০

তু (কিন্তু) যৎ (যাহা, যে দান) প্রত্যুপকার-অর্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) বা ফলম্ চ (বা [পারলৌকিক] ফল) উদ্দিশ্য (কামনা করিয়া) পুনঃ (ও) পরিক্লিষ্টং (চিত্তক্লেশে, অনিচ্ছার সহিত) দীয়তে (দেওয়া হয়), তৎ (সেই) দানং (দান) রাজসং (রাজসিক) স্মৃতম্ (বলা হয়) ॥ ২১

অদেশকালে (অশুচি স্থান ও অশুভ সময়ে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও

অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তাহাকে তামসিক তপস্যা বলে। ১৯

'দান করা কর্তব্য' এই ভাবে প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া পুণ্য স্থানে, শুভ সময়ে ও উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। ২০

যে দান প্রত্যুপকারের আশায় ও কোন পারলৌকিক ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে করা হয়, তাহাকে রাজসিক দান বলে। ২১

অশুচি স্থানে, অশুভ সময়ে ও অযোগ্য পাত্রে অবজ্ঞাপূর্বক

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন* বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

অনুপযুক্ত পাত্রে) অসৎকৃতম্ ([প্রিয়-বচনাদি] সৎকারশূন্য) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞার সহিত) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (দেওয়া হয়), তৎ (তাহা, সেই দান) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২২

ওঁ তৎ সৎ (ওঁ তৎ সৎ) ইতি (এই) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) নির্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ (বলা হয়)। তেন (তাহার দ্বারা, এই ত্রিবিধ নির্দেশদ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) চ বেদাঃ (ও বেদসমূহ) চ যজ্ঞাঃ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (প্রাচীনকালে) বিহিতাঃ (বিহিত, সৃষ্ট, নির্মিত হইয়াছে) ॥ ২৩

ও প্রিয়বচনাদি সৎকাররহিত যে দান করা হয়, তাহাকে তামসিক দান বলে। ২২

[বিহিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির অনুষ্ঠানে বৈগুণ্য অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তাহার নিরাকরণ ও সাদ্গুণ্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—]

ওঁ তৎ সৎ এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম[১] শ্রুতি-নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ত্রিবিধ নির্দেশদ্বারা পুরাকালে যজ্ঞের কর্তা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের কারণ বেদ ও যজ্ঞরূপক্রিয়া নির্মিত[২] হইয়াছে। ২৩

---

* ব্রহ্মণা ইতি পাঠান্তরম্

১ ওমিতি ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, সদেব সৌম্যমিদম্, ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

২ ব্রহ্মের উক্ত ত্রিবিধ নির্দেশের স্তুতির জন্য এইরূপ বলা হইয়াছে।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬

তস্মাৎ (সেই হেতু) ওঁ ইতি (ওঁ এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্ম-বাদিনাম্ (বেদবাদিগণের) বিধান-উক্তাঃ (শাস্ত্র-কথিত) যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম) সততং (সর্বদা) প্রবর্ত্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৪

তৎ ইতি (তৎ এই [ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া]) ফলম্ (ফলের) অনভিসন্ধায় (আকাঙ্ক্ষা না করিয়া) মোক্ষ-কাঙ্ক্ষিভিঃ (মুক্তিকামী=মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ দ্বারা) বিবিধাঃ (নানাবিধ) যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ (যজ্ঞকর্ম ও তপঃকর্ম) দানক্রিয়াঃ চ (ও দানকর্ম) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৫

পার্থ (হে অর্জুন), সদ্ভাবে (সদ্ভাবে) সাধুভাবে চ (ও সাধুভাবে).

এই জন্য ওঁ এই ব্রহ্মবাচক প্রথম শব্দ উচ্চারণ করিয়া বেদবাদিগণ শাস্ত্রবিধান-অনুযায়ী যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি কর্ম অনুষ্ঠান করেন। ২৪

তৎ এই ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া নানাপ্রকার যজ্ঞতপদানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। ২৫

হে পার্থ, সদ্ভাব[১] ও সাধুভাব[২] সম্পাদনার্থ সৎ এই

১ অবিদ্যমানের বিদ্যমানতার জন্য। যথা অবিদ্যমান পুত্রের জন্মের জন্য।
২ অসদ্বৃত্তের সদ্বৃত্ততালাভের জন্য।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

সৎ ইতি (সৎ এই) এতৎ (ইহা) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়), তথা (এবং) প্রশস্তে (শুভ) কর্মণি (কর্মে) সৎ-শব্দঃ (সৎ এই ব্রহ্মবাচক শব্দ) যুজ্যতে (যুক্ত হয়) ॥ ২৬

যজ্ঞে (যজ্ঞে) তপসি (তপস্যায়) দানে চ (ও দানে) স্থিতিঃ (নিষ্ঠা, তৎপরভাবে অবস্থিতি) সৎ ইতি (সৎ এই শব্দ) উচ্যতে (কথিত হয়), চ তৎ-অর্থীয়ং (এবং ভগবৎপ্রীতির জন্য) কর্ম চ এব (কর্মও) সৎ ইতি এব (সৎ এই শব্দ) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়) ॥ ২৭

তৃতীয় ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং বিবাহাদি শুভ কর্মেও সৎশব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে তৎপরভাবে যে অবস্থিতি (নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা) তাহাও সৎরূপে নির্দিষ্ট হয় এবং ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও সৎ-নামে অভিহিত হয়। ২৭

[যজ্ঞদানাদি কর্ম অসাত্ত্বিকভাবে, বৈগুণ্যবিশিষ্টরূপে বা অভক্তিপূর্বক কৃত হইলেও ব্রহ্মের নামত্রয়দ্বারা 'সাত্ত্বিক, সগুণ ও সভক্তিক'রূপে পরিণত হয়। অতএব 'ওঁ তৎ সৎ' ব্রহ্মের এই নামত্রয় উচ্চারণপূর্বক যজ্ঞাদি কর্ম প্রবর্তনীয়, ইহাই এই প্রকরণের অর্থ।]

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধা—নাস্তিকতাবুদ্ধি সহকারে) যৎ (যে) হুতং (হোম) দত্তং (দান) তপঃ (তপস্যা) তপ্তং (অনুষ্ঠিত হয়) চ (এবং [স্তুতি-নমস্কারাদি অন্য যাহা]) কৃতম্ (করা হয়), [সেই সকল] অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। পার্থ (হে পৃথাতনয়), তৎ (তাহা) ন চ প্রেত্য ([বৈগুণ্যবশতঃ] না পরলোকে) নো (=ন+উ) ইহ ([অযশস্কর বলিয়া] না ইহলোকে) [ফলপ্রদ হয়] ॥ ২৮

হে পার্থ, আস্তিক্যবুদ্ধিরূপশ্রদ্ধাশূন্য যে যজ্ঞ, যে দান বা যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্তুতিনমস্কারাদি যাহা কিছু করা হয়, তাহা অসৎ ; কারণ এই সকল যজ্ঞাদি সৎপ্রাপ্তিসাধন-মার্গের বিপরীত। এই সকল যজ্ঞাদি (বৈগুণ্যবশতঃ) পর-লোকে এবং (অযশস্কর বলিয়া) ইহলোকেও নিষ্ফল হয়। ২৮

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগনামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

অর্জুন (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—মহাবাহো (হে মহাশক্তিশালী), হৃষীকেশ (হে ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক), কেশিনিষূদন (হে কেশিবিনাশক), সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (ও ত্যাগের) তত্ত্বম্ (তত্ত্ব, যাথাত্ম্য, স্বরূপ) পৃথক্ (পৃথগ্‌রূপে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—কবয়ঃ (কোন কোন কবি, পণ্ডিত) কাম্যানাং ([স্বর্গাদি ফলপ্রদ অশ্বমেধাদি] কাম্য) কর্মণাং (কর্মসমূহের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস) বিদুঃ (জানেন)। বিচক্ষণাঃ (জ্ঞানিগণ) সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগং ([অনুষ্ঠেয় নিত্যনৈমিত্তিক] সমস্ত কর্মের ফলত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলেন) ॥ ২

[এই অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রার্থের উপসংহারপূর্বক সমস্ত বেদার্থ বলা হইতেছে।]

অর্জুন বলিলেন—হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিষূদন, আমি সন্ন্যাস-শব্দের ও ত্যাগ-শব্দের তত্ত্ব (অর্থ) পৃথগ্‌ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ১

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩

একে (কোন কোন) মনীষিণঃ (মনীষী, পণ্ডিত, সাংখ্যবাদী) কর্ম (কর্ম) দোষ-বৎ (দোষযুক্ত, বন্ধনের কারণ) ইতি (এই হেতু) ত্যাজ্যং

শ্রীভগবান্[১] বলিলেন—স্বর্গাদি ফলপ্রদ অশ্বমেধাদি কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই (অননুষ্ঠানকেই) পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সন্ন্যাস[২] বলিয়া জানেন। যে সকল নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের যে ফল অনুষ্ঠাতার হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগকে[৩] জ্ঞানিগণ ত্যাগ[৪] বলিয়া থাকেন। ২

[ত্যাগ ও সন্ন্যাসশব্দের 'পরিত্যাগ'রূপ যে অর্থ, তাহা একই; ঘট ও পট শব্দের অর্থের ন্যায় বিভিন্ন নহে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—]

সাংখ্যবাদিগণ বলেন[৫]—কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ। অতএব

১ পূর্বে অনেক অধ্যায়ে ব্যবহৃত সন্ন্যাস ও ত্যাগশব্দের স্পষ্ট অর্থ নির্ণীত হয় নাই। তাহা নির্ণয়ের জন্য অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন।

২ গীঃ ৬।১দ্রঃ

৩ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের ফলাভাব আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ, নিত্য কর্মেরও ফল আছে, ইহা ভগবানের অভিপ্রায়। (গীঃ ১৮।১২ দ্রঃ)

৪ গীঃ ১৮।১১ দ্রঃ

৫ গীতার নানাস্থানে বর্ণিত পূর্বোক্ত কর্মনিষ্ঠার (৩।৩) উপসংহার এখানে আরম্ভ হইতেছে। অনাত্মজ্ঞের সম্বন্ধেই এই বিচার। জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহারের জন্য গীঃ ১৮।৫০-৫৫ দ্রঃ

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

(ত্যাগ করা উচিত) প্রাহুঃ (বলেন)। অপরে চ (ও অপর কেহ কেহ, মীমাংসকগণ) যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে) ইতি (এইরূপ) [বলেন]॥ ৩

ভরত-সত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ), তত্র (সেই) ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। পুরুষ-ব্যাঘ্র (হে পুরুষ-প্রবর), ত্যাগঃ হি (ত্যাগই) ত্রিবিধঃ ([তামসাদিগুণভেদে] তিনপ্রকার) সম্প্রকীর্তিতঃ ([শাস্ত্রে] কথিত হইয়াছে)॥ ৪

যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাগ করা উচিত নয়) তৎ (তাহা) কার্যম্ এব (করাই উচিত)।

সকলেরই সর্ব কর্ম ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু, মীমাংসকগণ বলেন,—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ বিহিত কর্ম কাহারও পক্ষে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, বিহিত কর্মত্যাগে প্রত্যবায় হয়। ৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই ত্যাগ ও সন্ন্যাসরূপ বিকল্প বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত (গীঃ ১৮।৬) শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগ ও সন্ন্যাসশব্দবাচ্য যে অর্থ, তাহা তামসাদিভেদে শাস্ত্রে ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে। ৪

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এই সকল কর্ম করাই উচিত। কারণ, ইহারা ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকারক। ৫ (গীঃ ৫।১১ দ্রঃ)

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ৭

যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) দানং (দান) তপঃ এব চ (ও তপস্যাই) মনীষিণাম্ ([ফলাভিসন্ধিত্যাগী] মনীষিগণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকর) ॥ ৫

পার্থ (হে অর্জুন), এতানি (এই) কর্মাণি (কর্মসমূহ) তু অপি* (কিন্তু) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্তব্যানি (করা উচিত), ইতি (ইহা) মে (আমার) নিশ্চিতম্ (নিশ্চিত, স্থির) উত্তমম্ (শ্রেষ্ঠ) মতম্ (অভিপ্রায়) ॥ ৬

নিয়তস্য তু (নিত্য) কর্মণঃ (কর্মের) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে

হে পার্থ, ফলকামনাপূর্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম বন্ধনের কারণ হইলেও আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম অবশ্য কর্তব্য।[১] ইহাই আমার নিশ্চিত ও শ্রেষ্ঠ মত। ৬

নিয়ত অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য নিত্যকর্ম ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, নিত্য কর্ম চিত্তশুদ্ধিকর। অজ্ঞানবশতঃ[২] নিত্য কর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে। ৭

১ ইহার কারণ ৫ম শ্লোকে বলা হইয়াছে।

* আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্বক এই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে যদিও ইহারা বন্ধনের কারণ হয়, তথাপি আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক মুমুক্ষু ব্যক্তির এই সকল কর্ম করা আবশ্যক। কারণ, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কর্ম করিলে ইহারা চিত্তশুদ্ধিকর হয়, বন্ধনের কারণ হয় না। ইহাই 'অপি' শব্দের অর্থ।

২ নিত্য কর্ম অবশ্য কর্তব্য—ইহা না জানাই অজ্ঞান।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

(যুক্তিযুক্ত নয়)। মোহাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) তস্য (তাহার, সেই নিত্য কর্মের) পরিত্যাগঃ (ত্যাগ) তামসঃ (তামসিক) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ৭

যৎ* (যিনি) কর্ম (কর্ম) দুঃখম্ এব (দুঃখকরই) ইতি (এইরূপ) [মনে করিয়া] কায়-ক্লেশ-ভয়াৎ (দৈহিক কষ্টের ভয়ে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করেন), সঃ (তিনি) রাজসং (রাজসিক) ত্যাগং (ত্যাগ) কৃত্বা (করিয়া) ত্যাগ-ফলং (মোক্ষ) ন এব লভেৎ (লাভ করেন না) ॥ ৮

অর্জুন (হে পার্থ), সঙ্গং (আসক্তি) ফলং চ এব (এবং ফলকামনাও) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্যম্ (কর্তব্য) ইতি এব (এইরূপ) যৎ (যে) নিয়তং কর্ম (নিত্য কর্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়), সঃ (সেই) ত্যাগঃ (আসক্তি ও ফলত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) মতঃ (অভিমত) ॥ ৯

কর্ম দুঃখকর মনে করিয়া যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন—তিনি এই রাজসিক ত্যাগ করিয়া জ্ঞানসংযুক্ত সর্বকর্মত্যাগের মোক্ষফল লাভ করিতে পারেন না। ৮

হে অর্জুন, কর্তৃত্বাভিনিবেশরূপ আসক্তি ও ফলকামনা[১]

---

* যৎ—অব্যয়শব্দ। এখানে 'যৎ' শব্দের—'যিনি' এই অর্থ।
—ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা

১ নিত্য কর্মের ফল আছে—ইহা ভগবান্ এই অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে বলিয়াছেন। ২য় শ্লোকের ৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ফলকামনা—অজ্ঞ কর্তৃক কল্পিত চিত্তশুদ্ধি বা প্রত্যবায়পরিহাররূপ নিত্য কর্মফলের কামনা।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

সত্ত্ব-সমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণবিশিষ্ট) ছিন্ন-সংশয়ঃ ([অবিদ্যাকৃত] সংশয়-শূন্য) মেধাবী* (ব্রহ্মমেধাযুক্ত, আত্মজ্ঞানী) ত্যাগী (কর্মে আসক্তি ও ফল-ত্যাগী) অকুশলং (অশুভ, কাম্য) কর্ম (কর্ম) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ; কুশলে (শুভ, বা নিত্য কর্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না)। ১০

হি (যেহেতু) দেহ-ভৃতা (দেহাভিমানী ব্যক্তি কর্তৃক) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) কর্মাণি (কর্মসমূহ) ত্যক্তুং (ত্যাগ করা) ন শক্যং (সম্ভব হয় না), [সেই জন্য] যঃ তু (যিনি) কর্মফলত্যাগী (কর্মফল

ত্যাগ করিয়া কেবল কর্তব্যবোধে যে বিহিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্মাসক্তি ও কর্মফলের ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। ৯
(গীঃ ১৩।১৯ দ্রঃ)

কর্মে আসক্তি ও কর্মফল ত্যাগপূর্বক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী যখন আত্মা ও অনাত্মার বিবেকের কারণ যে সত্ত্বগুণ তৎযুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং অবিদ্যাকৃত সর্বসংশয় হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থানই মুক্তির একমাত্র উপায়—এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি কাম্য কর্মে দ্বেষ[১] করেন না ও নিত্য কর্মে আসক্ত[২] হন না। ১০

---

* মেধা—অজ্ঞানলক্ষণা প্রজ্ঞা।

১ দেহোৎপত্তিদ্বারা কাম্য কর্ম সংসারের কারণ হয়। অতএব, ইহাদ্বারা আমার কি লাভ হইবে—এইরূপে দ্বেষ করেন না।

২ চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা নিত্য কর্ম মোক্ষের কারণ বলিয়া—তাহাতে আসক্ত (প্রীতিযুক্ত) হন না।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২
পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩

কামনাত্যাগী) সঃ (তিনি) ত্যাগী ইতি (ত্যাগী বলিয়া) অভিধীয়তে (কথিত হন) ॥ ১১

অনিষ্টম্ (পশ্বাদিজন্ম) ইষ্টং (দেবাদিজন্ম) মিশ্রং চ (এবং মনুষ্যজন্ম) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কর্মণঃ (ধর্মাধর্মাদি কর্মের) ফলম্ (ফল) অত্যাগিনাং (অজ্ঞদিগের) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) ভবতি (হয়), তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (সন্ন্যাসিগণের, জ্ঞানীদিগের) ন ক্বচিৎ (কখনই হয় না) ॥ ১২

মহাবাহো (হে অর্জুন), কৃত-অন্তে (কর্মকাণ্ডের অন্তরূপ) সাংখ্যে (বেদান্তে) সর্বকর্মণাম্ (সকল কর্মের) সিদ্ধয়ে (সম্পাদনজন্য, সিদ্ধির হেতু) প্রোক্তানি (কথিত) ইমানি (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) কারণানি (কারণ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (জ্ঞাত হও) ॥ ১৩

যেহেতু দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ নিঃশেষরূপে সর্বকর্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, সেই জন্য যিনি কর্মফলে বাসনা ত্যাগ করেন[১], তিনি ত্যাগী বলিয়া কথিত হন[২]। ১১

(গীঃ ৩।৫, ৮ ; ৬।১-২ দ্রঃ)

ধর্মাধর্মরূপ কর্মের দেবাদিজন্মরূপ অনিষ্ট, পশ্বাদিজন্মরূপ ইষ্ট ও মানবজন্মরূপ মিশ্র—এই তিনপ্রকার ফল দেহাভিমানী অজ্ঞ- (আত্মজ্ঞানহীন) দিগেরই হইয়া থাকে ; কিন্তু দেহাত্ম-বুদ্ধিরহিত জ্ঞানীদিগের কোন কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। ১২

১ কর্মযোগের অনুষ্ঠাতা এইরূপে ক্রমে জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হন।

২ এই শ্লোকটী অবিদ্বানের কর্মফলত্যাগের স্তুতির জন্য ; বিদ্বানের সর্বকর্মসন্ন্যাসের (৫।১৩) নিষেধক নহে।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা (এবং) কর্তা (অহঙ্কার) পৃথগ্-বিধম্ চ (ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট) করণং (মনঃ, বুদ্ধি এবং দশ ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ চ (ও নানাপ্রকার) পৃথক্ চেষ্টাঃ (পৃথক্ পৃথক্ প্রাণাদিকার্য) অত্র (ইহাদের মধ্যে) পঞ্চমম্ (পঞ্চম) দৈবম্ এব চ (ও [ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী] আদিত্যাদি দেবতা) ॥ ১৪

নরঃ (মানুষ) শরীর-বাক্-মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ (যে) ন্যায্যং বা (ধর্ম্য বা শাস্ত্রীয়) বিপরীতং বা (অধর্ম্য বা অশাস্ত্রীয়) কর্ম (কর্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করে), এতে (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) তস্য (তাহার, সেই কর্মের) হেতবঃ (হেতু, কারণ) ॥ ১৫

হে মহাবাহো, কর্মকাণ্ডের অন্তরূপ বেদান্তে সর্বকর্ম-সম্পাদনের এই পাঁচটি কারণ নিরূপিত হইয়াছে ; এইগুলি আমার নিকট অবগত হও। ১৩[১]

শরীর, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি ও মন সহ সকল ইন্দ্রিয়,[২] প্রাণাদির বিবিধ কার্য এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আদিত্যাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এই পাঁচটি সর্বকর্মের কারণ। ১৪

শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা মানুষ যে সৎ বা অসৎ কর্ম করে, সেই সমস্ত কর্মেরই কারণ এই পাঁচটি। ১৫

১ ক্রিয়া, কারক ও অধিষ্ঠানাদিতে দেহাভিমানীদের অশেষ কর্মত্যাগ (গীঃ ১৮।১১) অসম্ভব। উক্ত অভিমানশূন্য জ্ঞানীদেরই জ্ঞানদ্বারা ইহা সম্ভব। ইহাই ১৩ হইতে ১৬ শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে।

২ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭*

তত্র (উক্ত বিষয়ে) এবং (এইরূপ) সতি (হইলেও) তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) কেবলম্ (শুদ্ধ) আত্মানং (অকর্তা আত্মাকে) কর্তারম্ (কর্তারূপে) পশ্যতি (দেখেন), অকৃত-বুদ্ধিত্বাৎ (অবিবেকহেতু, অসংস্কৃত বুদ্ধিবশতঃ) সঃ (সেই) দুর্মতিঃ (দুর্বুদ্ধি) ন পশ্যতি (সম্যক্ দর্শন করেন না) ॥ ১৬

যস্য (যাঁহার) অহঙ্কৃতঃ (অহঙ্কারযুক্ত, আমি কর্তা এই) ভাবঃ (ভাবনা, প্রত্যয়) ন (নাই), যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না), সঃ (তিনি) ইমান্ (এই) লোকান্ (জগতের সকল প্রাণী) হত্বা অপি (বধ করিয়াও) ন হন্তি (বধ করেন না), [বা সেই জন্য] ন নিবধ্যতে ([হত্যার ফল অধর্মে] নিবদ্ধ হন না) ॥ ১৭

যেহেতু দেহাদি পাঁচটি কারণের দ্বারাই কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই জন্য যিনি শুদ্ধ অকর্তা আত্মাকে অসংস্কৃত-বুদ্ধি হেতু অধিষ্ঠানাদি[১] পঞ্চদ্বারা ক্রিয়মাণ কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন,[২] সেই ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি সম্যগ্‌দর্শী নহেন, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা কর্মতত্ত্ব অবগত নহেন। ১৬

---

* এই শ্লোকটী আত্মজ্ঞানের স্তুতি।

১ অধিষ্ঠানাদিতে আত্মভ্রমবশতঃ।

২ যেমন তৈমিরিক রোগী এক চন্দ্রকে অনেক বলিয়া দেখেন, যেমন গতিশীল মেঘের মধ্যে চন্দ্রকে লোকে গতিমান মনে করেন, বা যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং বাহনে বসিয়া অন্য বাহনের গতিকালে নিজেকে গতিমান বিবেচনা করেন, সেইরূপ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

জ্ঞানং (জ্ঞান, চিত্তবৃত্তি) জ্ঞেয়ং (যাহা কিছু জ্ঞাতব্য) পরিজ্ঞাতা (ও [অবিদ্যা-কল্পিত] ভোক্তা) [এই] ত্রিবিধা (তিন প্রকার) কর্ম-চোদনা (কর্মের প্রবর্তক) [এবং] করণং (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) কর্ম (ক্রিয়া) কর্তা (ও কর্তা) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) কর্ম-সংগ্রহঃ (ক্রিয়ার আশ্রয়) ॥ ১৮

আমি কর্তা এই অভিমান[১] যাঁহার নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না,[২] তিনি জগতের সমস্ত প্রাণী হত্যা করিলেও হত্যা করেন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে (অধর্মে) আবদ্ধ হন না। ১৭

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ইহারা সর্বকর্মের (ক্রিয়ার) ত্রিবিধ প্রবর্তক। কারণ, এই তিনটি একত্র হইলেই সকল ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এবং করণ (ইন্দ্রিয়) কর্ম (কর্মকারক) ও কর্তা (করণের প্রযোক্তা)—এই তিনটিতে সর্বক্রিয়া[৩] সংগৃহীত (সমবেত)। অতএব আত্মা কোন কর্মের প্রবর্তক বা আশ্রয় নহেন। ১৮

---

১ অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে কল্পিত অধিষ্ঠানাদিই (গীঃ—১৮।১৪) সর্বকর্মের কারক। 'আমি কর্তা নহি', 'আমি তাহাদের ব্যাপারের সাক্ষি-স্বরূপ শুদ্ধ অক্রিয় আত্মা'—এই প্রকার তিনি দর্শন করেন, ইহাই পারমার্থিক দৃষ্টি। লৌকিক দৃষ্টিতে (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে) তিনি হন্তা, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি হন্তা নহেন। (গীঃ ২।২১ ; ৩।২৭ ও ১৩।২৯, ৩১ দ্রষ্টব্য)।

২ এই শুভ বা অশুভ কর্ম আমি করিয়াছি এবং ইহার ফলে আমার কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে, এইভাবে লিপ্ত হয় না।

৩ অধিষ্ঠানাদিদ্বারা আরব্ধ এবং শরীর, বাক্য ও মনোরূপ আশ্রয়-ভেদে তিনভাগে বিভক্ত সকল ক্রিয়া।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০

গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান, চিত্তবৃত্তি) কর্ম চ (ও ক্রিয়া) কর্তা চ (ও কর্তা) গুণভেদতঃ (সত্ত্বাদিগুণভেদে) ত্রিধা এব* (তিন প্রকারই) প্রোচ্যতে (উক্ত হয়)। তানি অপি (সেই সকল ও তাহাদের ভেদসমূহ) যথাবৎ (যথার্থরূপে) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ১৯

যেন (যাহাদ্বারা, যে জ্ঞানদ্বারা) বিভক্তেষু (বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তম্ (অভিন্নভাবে স্থিত, দেহভেদে অভিন্ন) একম্ (এক) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) ভাবম্ (সত্তা, আত্মবস্তু) [নরঃ] (মানুষ) ঈক্ষতে (দর্শন করেন), তৎ (সেই) জ্ঞানং (অদ্বৈত-আত্মদর্শনরূপ জ্ঞান) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক) বিদ্ধি (জানিবে)॥ ২০

[ক্রিয়া, কারক ও ফল সব ত্রিগুণাত্মকই। অতএব গুণানুসারে তাহাদের ভেদ ত্রিবিধই। ইহা নির্দিষ্ট হইতেছে—]

কপিলের সাংখ্য[১] শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম (ক্রিয়া) ও কর্তা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণভেদে তিন প্রকারই কথিত হইয়াছে। সেই সকল ও গুণভেদকৃত তাহাদের ভেদসমূহ যথাযথরূপে শ্রবণ কর। ১৯

---

* জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা প্রভৃতিতে গুণ ব্যতিরিক্ত অন্যজাতীয় কিছুই নাই, ইহাই 'এব' শব্দের অর্থ।

১ সাংখ্যদর্শন গুণবিষয়ে প্রমাণ। এইজন্য এখানে সাংখ্যের মত উদাহৃত হইল।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

তু (কিন্তু) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞানের দ্বারা) পৃথক্ত্বেন (প্রতি-শরীরে ভিন্ন) সর্বেষু (সকল) ভূতেষু (ভূতে স্থিত) পৃথগ্-বিধান্ (পরস্পর-বিলক্ষণ) নানাভাবান্ (ভিন্ন ভিন্ন আত্মা) বেত্তি (জানে), তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) রাজসম্ (রাজসিক) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২১

তু (কিন্তু) যৎ (যাহা, যে জ্ঞান) একস্মিন্ (কোন একটী) কার্যে (ভূতকার্য দেহে বা প্রতিমাতে) কৃৎস্নবৎ (সমগ্ররূপে) সক্তম্ (আসক্ত—অভিনিবিষ্ট হয়), অহৈতুকম্ (অযৌক্তিক) অতত্ত্বার্থবৎ (অযথার্থ) অল্পং চ (এবং ক্ষুদ্র, তুচ্ছ) তৎ (তাহা, সেই জ্ঞান) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২২

যে জ্ঞানদ্বারা অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্যন্ত বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে এক অবিভক্ত অক্ষর আত্মবস্তু দৃষ্ট হন, সেই অদ্বৈত আত্মদর্শনরূপ সম্যক্[১] জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। ২০

কিন্তু যে জ্ঞানদ্বারা প্রতিদেহে পৃথগ্ভাবে অবস্থিত সকল প্রাণি-শরীরে পরস্পরবিলক্ষণ[২] ভিন্ন ভিন্ন আত্মার দর্শন হয়, তাহা রাজসিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। ২১

---

১ এই জ্ঞান সংসার-উচ্ছেদের কারণ ; পরবর্তী দুই শ্লোকের রাজসিক ও তামসিক জ্ঞান সংসারনিবৃত্তির কারণ নহে। পরবর্তী সর্বস্থলে সাত্ত্বিক গ্রহণ এবং রাজসিক ও তামসিক বর্জন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়।

২ সুখদুঃখাদিবৈলক্ষণ্যবশতঃ।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম-সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অরাগদ্বেষতঃ (রাগ ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক) অফল-প্রেপ্সুনা (ফলাভিলাষরহিত ব্যক্তি কর্তৃক) নিয়তং ([যাগ, দান ও হোমাদিরূপ] নিত্য) সঙ্গরহিতম্ (আসক্তিবর্জিত) কৃতম্ (কৃত, অনুষ্ঠিত) যৎ (যে) কর্ম (কর্ম) তৎ (তাহা) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক) উচ্যতে (উক্ত হয়) । ২৩

তু (কিন্তু) পুনঃ (পাদপূরণার্থ) কাম-ঈপ্সুনা (ফলকামনাযুক্ত) স-অহংকারেণ বা (বা অহংকারযুক্ত হইয়া) বহুল-আয়াসং (বহু কষ্টসাধ্য) যৎ (যে) কর্ম (যাগাদি) ক্রিয়তে (কৃত হয়, অনুষ্ঠিত হয়), তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২৪

যে জ্ঞানদ্বারা কোন একটী দেহে বা প্রতিমাতে সম্পূর্ণ[1] আত্মা বা ঈশ্বর আছেন—এইরূপ অভিনিবেশ হয়, সেই অযৌক্তিক, অযথার্থ এবং তুচ্ছ[2] জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে । ২২

ফলাভিলাষরহিত ব্যক্তি রাগ ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক আসক্তিশূন্য হইয়া যাগ, দান ও হোমাদিরূপ যে নিত্য কর্ম করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে । ২৩

---

১ এই দেহে সম্পূর্ণ আত্মা আছেন, অর্থাৎ আত্মা দেহ-পরিমাণমাত্র এবং এই প্রতিমাতে সম্পূর্ণ ঈশ্বর আছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর বিগ্রহপরিমাণ, ইহার বাহিরে নাই— ইহা তামসিক জ্ঞান ।

২ এই জ্ঞানের ফল অল্প বা বিষয় অল্প ।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬

অনুবন্ধং (ভাবী শুভাশুভ ফল) ক্ষয়ং (শক্তিক্ষয় বা ধনক্ষয়) হিংসাম্ (প্রাণিপীড়া) পৌরুষম্ চ (ও সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (অপেক্ষা—বিচার না করিয়া) মোহাৎ (অবিবেকবশতঃ) যৎ (যে) কর্ম (যাগাদি কর্ম) আরভ্যতে (আরম্ভ হয়, অনুষ্ঠিত হয়), তৎ (তাহা) তামসম্ (তামসিক) উচ্যতে (উক্ত হয়, কথিত হয়)॥ ২৫

মুক্তসঙ্গঃ (ফলাসক্তিশূন্য) ন-অহংবাদী (অহঙ্কারশূন্য, কর্তৃত্বাভিমান-রহিত) ধৃতি-উৎসাহ-সমন্বিতঃ (ধৃতি ও উদ্যমযুক্ত) সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ ([ক্রিয়মাণ কর্মের] সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) নির্বিকারঃ (হর্ষবিষাদশূন্য) কর্তা (কর্তা, কারক) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) উচ্যতে (উক্ত হন, কথিত হন)॥ ২৬

এবং ফলকামনাযুক্ত বা অহংকারযুক্ত[১] হইয়া বহু কষ্টসাধ্য যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই যাগাদি কর্ম রাজসিক কর্ম বলিয়া কথিত হয়। ২৪

ভাবী শুভাশুভ ফল, ধনক্ষয় (বা শক্তিক্ষয়), পরপীড়া ও ও স্বসামর্থ্য[২] বিচার না করিয়া অবিবেকবশতঃ যে যাগাদি কর্ম করা হয়, তাহা তামসিক বলিয়া কথিত। ২৫

ফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বাভিমানরহিত, ধৃতিশীল ও উদ্যমযুক্ত, ক্রিয়মাণ কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষ-বা অসিদ্ধিতে বিষাদশূন্য কর্তা (কারক) সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হন। ২৬

---

১ আমার সমান শ্রোত্রিয় অন্য কেহ নাই—এই প্রকার অহঙ্কার।
২ এই কর্ম করিতে সমর্থ কি না ইহা বিচার না করিয়া।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ* ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

রাগী (বাসনাকুলচিত্ত) কর্ম-ফল-প্রেপ্সুঃ (কর্মফলাকাঙ্ক্ষী) লুব্ধঃ (পরদ্রব্যে লোভী এবং স্বদ্রব্যদানে অসমর্থ) হিংসাত্মকঃ (পরপীড়া-স্বভাব) অশুচিঃ (বাহ্য ও আন্তর শৌচরহিত) হর্ষ-শোক-অন্বিতঃ (ইষ্ট-প্রাপ্তিতে হর্ষ এবং অনিষ্টপ্রাপ্তি ও ইষ্টবিয়োগে শোকযুক্ত) কর্তা (কর্তা) রাজসঃ (রাজসিক) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ২৭

অযুক্তঃ (অসমাহিত) প্রাকৃতঃ (বালকবৎ অত্যন্ত অসংস্কৃতবুদ্ধি) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (মায়াবী, বঞ্চক) নৈষ্কৃতিকঃ (স্বার্থবশতঃ পরবৃত্তি-চ্ছেদনকারী) অলসঃ (কর্তব্যে প্রবৃত্তিহীন) বিষাদী (সর্বদা অবসন্ন-স্বভাব) দীর্ঘসূত্রী চ (ও মন্থরস্বভাব, চিরকারী) কর্তা (কর্তা, কারক) তামসঃ (তামসিক) উচ্যতে (উক্ত হয়, কথিত হয়) ॥ ২৮

বাসনাকুল-চিত্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যে লোভী এবং তীর্থাদিতে স্বীয় দ্রব্যদানে অনিচ্ছুক, পরপীড়ক, বাহ্যান্তরশৌচহীন, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত এবং অনিষ্টপ্রাপ্তি ও ইষ্টবিয়োগে শোকযুক্ত কর্তা রাজসিক বলিয়া কথিত হন। ২৭

বিষয়-বিক্ষিপ্ত-চিত্তহেতু অসমাহিত, বালকবৎ অত্যন্ত অসংস্কৃতবুদ্ধি, অনম্র, বঞ্চক, স্বার্থবশতঃ পরবৃত্তি-চ্ছেদনকারী, কর্তব্যে প্রবৃত্তিহীন, সদা অবসন্নস্বভাব ও দীর্ঘসূত্রী[১] কর্তা, তামস বলিয়া কথিত হয়। ২৮

---

* নীলকণ্ঠ ও মধুসূদনের মতে 'নৈকৃতিকঃ' ইতি বা পাঠঃ।

১ অদ্যকর্তব্য একমাসেও যিনি করেন না।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন), বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ (ও ধৃতির) গুণতঃ এব (ত্রিগুণানুসারেই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) ভেদং (প্রভেদ, বিভাগ) পৃথক্ত্বেন (পৃথগ্রূপে) অশেষেণ (নিঃশেষরূপে) প্রোচ্যমানম্ (বক্ষ্যমাণ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২৯

পার্থ (হে অর্জুন), প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তিমার্গ) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি-মার্গ) কার্য-অকার্যে (কর্তব্য ও অকর্তব্য) ভয়-অভয়ে (ভয় ও অভয়ের কারণ) বন্ধং (বন্ধন) মোক্ষং চ (ও মুক্তি) যা (যাহা, যে বুদ্ধি) বেত্তি (জানে), সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) সাত্ত্বিকী (সত্ত্বপ্রধানা) ॥ ৩০

হে ধনঞ্জয়, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিনপ্রকার ভেদ পৃথক্ পৃথগ্ভাবে নিঃশেষে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৯

হে পার্থ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, কর্তব্য (বিহিত) ও অকর্তব্য (নিষিদ্ধ), ভয়ের কারণ—সংসার-প্রসূ অজ্ঞান এবং অভয়ের কারণ—সংসারনাশক জ্ঞান, সহেতুক বন্ধন এবং সহেতুক মোক্ষ—এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, তাহা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। ৩০

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

পার্থ (হে অর্জুন), যয়া (যাহার দ্বারা, যে বুদ্ধিদ্বারা) ধর্মম্ (শাস্ত্র বিহিত কর্ম) অধর্মং চ (ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম) কার্যম্ (কর্তব্য) অকার্যম্ এব চ (ও অকর্তব্য) অযথাবৎ (অযথার্থরূপে) প্রজানাতি (জানা যায়), সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) রাজসী (রাজসিক) ॥ ৩১

পার্থ (হে অর্জুন), যা (যাহা, যে বুদ্ধি) অধর্মং (অধর্মকে) ধর্মম্ (ধর্ম) ইতি (এইরূপ) মন্যতে (মনে করে), সর্ব-অর্থান্ চ (ও সকল বিষয়কে) বিপরীতান্ (বিপরীতভাবে) [গ্রহণ করে], তমসা (তমোগুণ-দ্বারা) আবৃতা (আচ্ছন্ন) সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) তামসী (তামসিক) ॥ ৩২

পার্থ (হে অর্জুন), যোগেন (ব্রহ্মে সমাধিদ্বারা) অব্যভিচারিণ্যা (নিত্য সমাধি-অনুগতা) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতিদ্বারা) মনঃ-প্রাণ-

হে পার্থ, যে বুদ্ধিদ্বারা শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ কর্ম এবং কর্তব্য ও অকর্তব্য যথাযথরূপে (সম্পূর্ণ নির্ণয়পূর্বক নিঃসন্দেহরূপে) জানিতে পারা যায় না, তাহা রাজসিক বুদ্ধি। ৩১

হে পার্থ, যে বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল বিষয় বিপরীতভাবে বোঝে, তাহা তামসিক বুদ্ধি। ৩২

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ) ধারয়তে ([শাস্ত্র-মার্গে] নিয়মিত হয়), সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিক) ॥ ৩৩

পার্থ (হে অর্জুন), [মনুষ্য] তু (কিন্তু) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতিদ্বারা) ধর্ম-কাম-অর্থান্ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) ধারয়তে (ধারণ করে, নিত্য কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে) প্রসঙ্গেন (প্রসঙ্গক্রমে, উক্ত ধর্মাদিসম্পাদন-কালে কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশপূর্বক) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলকামী) [হয়], সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) রাজসী (রাজসিক) ॥ ৩৪

পার্থ (হে অর্জুন), দুর্মেধাঃ (দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যাহার দ্বারা, যে ধৃতিদ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ত্রাস) শোকং (সন্তাপ) বিষাদং (অবসাদ) মদম্ এব চ (এবং বিষয়সেবা) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না), সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) তামসী (তামসিক) ॥ ৩৫

হে পার্থ, ব্রহ্ম নিত্যসমাধি-অনুগতা ধৃতিদ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ শাস্ত্রমার্গে বিধৃত (নিয়মিত) হয়, ইহাই যোগের দ্বারা ধৃতি। এই প্রকার ধৃতিই সাত্ত্বিকী। ৩৩

হে পার্থ, মনুষ্য যে ধৃতিদ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কামকে নিত্যকর্তব্যরূপে অবধারণ করে এবং উক্ত ধর্মাদিসম্পাদন-কালে কর্তৃত্বাদি-অভিনিবেশপূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহা রাজসিক ধৃতি। ৩৪

হে পার্থ, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতিদ্বারা নিদ্রা, ভয়,

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬
যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ), তু (কিন্তু) ইদানীং (এক্ষণে) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) সুখং (সুখ) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর)। যত্র (যেখানে, যে সুখে) অভ্যাসাৎ (অভ্যাস হেতু, অনুশীলনবশতঃ) [মানুষ] রমতে (প্রীতিলাভ করে) দুঃখ-অন্তং চ (এবং সংসার-দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩৬

যৎ তৎ (যাহা, যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে, আরম্ভে) বিষম্ ইব (বিষের মত, দুঃখকর) পরিণামে (শেষে) অমৃত-উপমম্ (অমৃত তুল্য)

প্রিয়বিয়োগনিমিত্ত শোক, অবসাদ ও মদ[1] পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ তাহাদিগকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহা তামসিক ধৃতি। ৩৫

[গুণভেদে ক্রিয়া ও কারক ত্রিবিধ বলিয়া এখন তাহাদের ফলের (সুখের) তিন প্রকার ভেদ বলিতেছেন—]

হে অর্জুন, এখন আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। যে সুখের[2] আবৃত্তিবশতঃ পরিচয় অনুভব দ্বারা ক্রমে মানুষ তাহাতে প্রীতি লাভ করে, কিন্তু বিষয়সুখে রতির ন্যায় সহসা তৃপ্ত হয় না এবং যে সুখ প্রাপ্ত হইলে সর্বদুঃখ হইতে সম্যগ্‌রূপে মুক্তি হয়। ৩৬

---

১ বিষয়সেবাকে উত্তম মনে করা।

২ এই শ্লোকের শেষার্ধ ও ৩৭শ শ্লোকে সাত্ত্বিক সুখ বর্ণিত হইয়াছে।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯

আত্ম-বুদ্ধি-প্রসাদ-জম্ (আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা হইতে জাত) তৎ (সেই) সুখং (সুখ) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) প্রোক্তম্ (উক্ত হয়)॥ ৩৭

বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে) যৎ তৎ (যাহা, যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমম্ (অমৃতবৎ) পরিণামে (শেষে) বিষম্ ইব (বিষতুল্য) তৎ (সেই) সুখং (সুখ) রাজসং (রাজসিক) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ৩৮

যৎ চ (এবং যে) সুখম্ (সুখ) অগ্রে চ (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (ও পরিণামে) আত্মনঃ (আত্মার, বুদ্ধির) মোহনং (মোহকর [এবং] নিদ্রা-

এবং যে সুখ প্রথমে বিষতুল্য (দুঃখাত্মক[১]) কিন্তু শেষে অমৃততুল্য[২], আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা[৩] হইতে উৎপন্ন সেই সুখ সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া কথিত হয়। ৩৭

শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমে অমৃতবৎ, কিন্তু পরিশেষে বিষতুল্য[৪]। সেই সুখ রাজসিক সুখ বলিয়া কথিত। ৩৮

যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে সৎ ও অসতের কারণ, যে বুদ্ধি তাহার বিবেকশক্তি তিরোহিত করে, এবং যাহা নিদ্রা,

---

১ প্রথমে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধিপূর্বক লভ্য বলিয়া অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও দুঃখকর। ২ জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির পরিপাকে অমৃততুল্য।

৩ জলবৎ স্বচ্ছতা। ৪ বল, বীর্য, রূপ, প্রজ্ঞা, মেধা, ধন ও উৎসাহ নষ্ট করে বলিয়া।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগুর্ণৈঃ ॥ ৪০

আলস্য-প্রমাদ-উত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন) তৎ (তাহা, সেই সুখ) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ৩৯

পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (বা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (অথবা দেবগণের মধ্যে) তৎ (সেই, এমন) সত্ত্বং (প্রাণী) ন অস্তি (নাই), যৎ (যাহা) এভিঃ (এই) প্রকৃতিজৈঃ (মায়াজাত) ত্রিভিঃ গুণৈঃ ([বন্ধনের কারণ] ত্রিগুণকর্তৃক) মুক্তং (মুক্ত) স্যাৎ (হয়) ॥ ৪০

আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামস সুখ বলিয়া কথিত। ৩৯

পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কোন প্রাণী (মনুষ্য বা দেবতা) অথবা অপ্রাণী (প্রাণহীন বস্তু) নাই, যাহা এই প্রকৃতিজাত[১] ও বন্ধনের কারণ ত্রিগুণ হইতে মুক্ত। ৪০

[ক্রিয়া, কারক ও ফলরূপ সমস্ত সংসার ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ অবিদ্যা-পরিকল্পিত ও অনর্থের কারণ। সংসার ত্রিগুণাত্মক (অতএব অনাদি) বলিয়া সংসারের অনিবৃত্তির আশঙ্কা হইতে পারে। এইজন্য তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিতেছেন এবং সর্ব বেদার্থরূপ গীতাশাস্ত্রের উপসংহার করিতেছেন। পুরুষার্থকামীদের অনুষ্ঠেয় সমস্ত বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্রের অর্থ এই ৪১-৬৬ শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে।]

১ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই গুণত্রয় সৃষ্টিকালে বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদিগকে প্রকৃতি হইতে জাত বলা হয়।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

পরন্তপ (হে শত্রুতাপন), ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের) শূদ্রাণাং চ (এবং শূদ্রগণের) কর্মাণি (কর্মসমূহ) স্বভাব-প্রভবৈঃ (প্রকৃতি-জাত) গুণৈঃ ([সত্ত্বাদি] গুণসমূহদ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে) ॥ ৪১

শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম) দমঃ (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম) তপঃ (তপস্যা) শৌচং (বহিরন্তঃশৌচ) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জবম্ (ঋজুতা, সরলতা) জ্ঞানং (শাস্ত্রজ্ঞান) বিজ্ঞানম্ (তত্ত্বানুভূতি) আস্তিক্যম্ এব চ (এবং আস্তিক্যবুদ্ধি—শাস্ত্র ও ভগবানে বিশ্বাস) স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত) ব্রহ্মকর্ম (ব্রাহ্মণের কর্ম) ॥ ৪২

হে পরন্তপ, প্রকৃতিজাত (স্বভাবজাত)[১] ত্রিগুণানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও কর্মসমূহ[২] পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে বিভক্ত হইয়াছে[৩]। ৪১

বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম; কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা[৪]; অন্তর্বহিঃ শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বানুভূতি এবং শাস্ত্র ও ভগবানে বিশ্বাস—এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। ৪২

---

১ ঈশ্বরের প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া=স্বভাব।

২ গীঃ ১৮।৪২-৪৪ দ্রঃ

৩ সত্ত্বাদি গুণবিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই ব্রাহ্মণাদির কর্মসমূহ শাস্ত্র-দ্বারা বিহিত হইয়াছে। গীঃ ৪।১৩ এবং বৃহদারণ্যক উপঃ ১।৪।৬, ১১-১৪ দ্রঃ

৪ গীঃ ১৭।১৪-১৭ দ্রঃ

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

শৌর্যং (পরাক্রম) তেজঃ (প্রাগলভ্য) ধৃতিঃ (ধৈর্য) দাক্ষ্যং (কর্মকুশলতা, কার্যদক্ষতা) যুদ্ধে চ (এবং যুদ্ধে) অপলায়নম্ অপি (অপরাঙ্মুখতাও) দানম্ (মুক্তহস্ততা) ঈশ্বরভাবঃ চ (ও প্রভুত্ব, শাসনক্ষমতা) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) ক্ষাত্রং কর্ম (ক্ষত্রিয়ের কর্ম)॥ ৪৩

কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) বৈশ্য-কর্ম (বৈশ্যের কর্ম)। শূদ্রস্য অপি (শূদ্রেরও) পরিচর্যা-আত্মকং (সেবারূপ) কর্ম (কর্ম) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক)॥ ৪৪

স্বে স্বে (নিজ নিজ) কর্মণি (বর্ণ ও আশ্রমের কর্মে) অভিরতঃ (নিরত) নরঃ (মনুষ্য) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) লভতে (লাভ করে)। স্বকর্মনিরতঃ (স্বীয় কর্মে তৎপর ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে), তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ৪৫

পরাক্রম, তেজ, ধৃতি, কর্মকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা ও শাসনক্ষমতা—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত (স্বভাবজ সত্ত্বমিশ্র রজোগুণদ্বারা প্রবিভক্ত) কর্ম। ৪৩

কৃষি, গৌরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত (অর্থাৎ স্বভাবজ তমোমিশ্র রজোগুণের দ্বারা প্রবিভক্ত) কর্ম। পরিচর্যা শূদ্রদিগের স্বভাবজাত (রজোমিশ্র তমোগুণের দ্বারা প্রবিভক্ত) কর্ম। ৪৪

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

যতঃ (যাঁহা হইতে) ভূতানাং (ভূতসকলের, প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (উৎপত্তি, কর্মচেষ্টা) যেন (যাঁহাদ্বারা) ইদং (এই) সর্বম্ (সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত), মানবঃ (মানুষ) স্বকর্মণা (নিজবর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্মদ্বারা) তম্ (তাঁহাকে, সেই সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরকে) অভ্যর্চ্য (অর্চনা করিয়া) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে)॥ ৪৬

[ব্রাহ্মণাদি জাতিবিহিত এইসকল কর্ম সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে স্বভাবতঃ স্বর্গরূপ[১] ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু, স্ব স্ব কর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে কি প্রকারে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন—]

মানুষ নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের কর্মে নিরত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতারূপ সিদ্ধিলাভ করে। স্বীয় কর্মে তৎপর মানুষ কিরূপে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫

যে সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি (বা কর্মচেষ্টা), যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহাকে মানুষ স্বীয় বর্ণাশ্রমের কর্মদ্বারা অর্চনা করিয়া সিদ্ধি-লাভ করে। ৪৬[২]

---

১ বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্ট-দেশ-জাতি-কুল-ধর্মায়ুঃ-শ্রুত-বিত্ত-বৃত্ত-সুখ-মেধসো জন্ম প্রতি-পদ্যন্তে।—আপস্তম্বস্মৃতি (২।২।২।৩১)। অর্থাৎ স্বকর্মনিষ্ঠ বর্ণিগণ ও আশ্রমিগণ মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে পুণ্য ফল ভোগ করিয়া অবশিষ্ট সঞ্চিত কর্মের সহিত বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, ধর্ম, আয়ু, বিদ্যা, শীল, সম্পদ, সুখ ও মেধা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

২ কেবল যে বর্ণাশ্রমের কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, বর্ণাশ্রমবিহীন-

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

বিগুণঃ (অসম্যগ্রূপে, অঙ্গহীনভাবে অনুষ্ঠিত) স্বধর্মঃ (স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম) সু-অনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরধর্ম অপেক্ষা) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বভাব-নিয়তং (স্বভাবজাত) কর্ম (কার্য) কুর্বন্ (করিয়া) কিল্বিষম্ (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন না)॥ ৪৭

অতএব স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম অঙ্গহীনভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও সম্যগ্রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, স্বভাবনিয়ত[১] কর্ম করিলে মানুষ পাপভাগী হয় না। ৪৭
(গীঃ ৩.৩৫ দ্রঃ)

দিগের সিদ্ধিলাভ হয় না, এমন নহে। আর্য, অনার্য, স্ত্রীপুরুষ সকলেরই আত্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ; রৈক্ব, বাচক্নবী, সংবর্ত প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত হইয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। জন্মান্তর-সঞ্চিত সংস্কারবিশেষের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয়। গীঃ ৬।৪৫ ও বেদান্তসূত্র ৩।৪।৩৬-৩৯ দ্রঃ

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥—মনুসংহিতা, ৬।৯২

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী (সম্যগ্-জ্ঞান, প্রতিপক্ষ ও সংশয়াদিনিরাকরণ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি সাধারণ ধর্ম সকলের আচরণীয়। এই সকল ধর্ম আচরণের দ্বারা সকলেরই শ্রেয়ঃ লাভ হয়।—মেধাতিথিকৃত ভাষ্য।
(গীঃ ১৮।১১ দ্রঃ)

১ স্বভাবনিয়ত = স্বভাবজ (গীঃ ১৮।৪২-৪৪)

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), স-দোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং কর্ম (স্বধর্ম, সহজাত কর্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে না)। হি (যেহেতু) সর্ব-আরম্ভাঃ (সকল কর্ম) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) দোষেণ (দোষের দ্বারা) আবৃতাঃ (আবৃত)॥ ৪৮

সর্বত্র (সর্ব বিষয়ে) অসক্ত-বুদ্ধিঃ (আসক্তি শূন্য) জিতাত্মা (সংযত-চিত্ত) বিগত-স্পৃহঃ ([দেহ এবং জীবনে] ভোগস্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) সন্ন্যাসেন (সম্যগ্‌দর্শনদ্বারা বা তৎপূর্বক সর্বকর্মসন্ন্যাসের দ্বারা) পরমাং (প্রকৃষ্ট) নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিম্ (নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)॥ ৪৯

হে কুন্তীপুত্র, দোষযুক্ত হইলেও জন্মের সহিত উৎপন্ন যে কর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম, তাহা ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, অগ্নি যেমন ধূমে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ স্বধর্ম বা পরধর্ম সকল কর্মই ত্রিগুণাত্মক বলিয়া দোষযুক্ত হয়। ৪৮ (গীঃ ১৮।৯ দ্রঃ

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, সংযতচিত্ত এবং দেহ ও জীবনে ভোগস্পৃহাশূন্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সম্যগ্‌দর্শন (ব্রহ্মজ্ঞান লাভ) দ্বারা বা তৎপূর্বক সর্বকর্ম সন্ন্যাসের[১] দ্বারা নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ পূর্বোক্ত কর্মজাত সিদ্ধি অপেক্ষা বিলক্ষণ প্রকৃষ্ট সিদ্ধি (সদ্যোমুক্তি) লাভ করেন। ৪৯[২]

---

১ (গীঃ ৫।১৩ দ্রঃ)

২ ইহাই পূর্বোক্ত (১৮।৪৫) কর্মজ সিদ্ধির ফলভূত জ্ঞাননিষ্ঠা।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১

কৌন্তেয় (হে অর্জুন), সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ ([পূর্বোক্ত] সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যে প্রকারে, যে জ্ঞাননিষ্ঠানুসারে) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) আপ্নোতি (লাভ করেন), যা (যাহা, যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি, পরাকাষ্ঠা) তথা (তাহা, সেই জ্ঞাননিষ্ঠাক্রম) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) মে (আমার নিকট) নিবোধ (অবগত হও) ॥ ৫০

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা ([আত্মাকে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয়দ্বারা] সংশয় ও বিপর্যয়-শূন্য বুদ্ধির সহিত) যুক্তঃ (যুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (ধৈর্য্যদ্বারা) আত্মানং (আত্মা, শরীরেন্দ্রিয়ের সংঘাত) নিয়ম্য (সংযত করিয়া) শব্দ-আদীন্ চ (ও শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়কে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) রাগ-দ্বেষৌ চ (শরীরস্থিতিমাত্র উপযোগী বিষয়ে আসক্তি ও দ্বেষকে) ব্যুদস্য (পরিত্যাগ করিয়া) ॥ ৫১

[এখানে (৫০-৫৫ শ্লোকে) গীতার নানাস্থানে বর্ণিত জ্ঞাননিষ্ঠার (পূর্বোক্ত ৩।৩) উপসংহারপূর্বক স্বকর্মদ্বারা ঈশ্বরার্চনজনিত সিদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপন্নাত্মবিবেকজ্ঞান ব্যক্তির কেবল আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি যে ক্রমে হয়, তাহা বলা হইতেছে।]

হে কৌন্তেয়, এইরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির[১] (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের) যে জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের পরমনিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, জ্ঞাননিষ্ঠার সেই প্রাপ্তিক্রম সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৫০

---

১ গীঃ ১৮।৪৬ ও টীকা ১ দ্রঃ

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩

বিবিক্ত-সেবী (নির্জন স্থাননিবাসী) লঘু-আশী (মিত ভোজী) যত-বাক্-কায়-মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মন সংযত করিয়া) নিত্যং (নিত্য, সদা) ধ্যানযোগপরঃ (ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া) বৈরাগ্যং ([দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ে] অনাসক্তি, বৈরাগ্য) সমুপাশ্রিতঃ (অবলম্বন করিয়া) ॥ ৫২

অহঙ্কারং (দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি) বলং ([কামরাগাদিযুক্ত] বল) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহং (পরিগ্রহ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ ([দেহে ও জীবনে] মমতাবিহীন) শান্তঃ (চিত্তবিক্ষেপশূন্য যতি) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মজ্ঞানলাভে) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ৫৩

[৫১, ৫২ ও ৫৩ শ্লোক একত্রে অন্বিত হইবে]

আত্মাকে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয়ের দ্বারা সংশয় ও বিপর্যয়-শূন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৈর্যের সহিত শরীর ও ইন্দ্রিয় বশীভূত, করিয়া, শরীরস্থিতির জন্য মাত্র যাহা প্রয়োজন, তদ্ব্যতিরিক্ত শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগপূর্বক, শরীরস্থিতির উপযোগী বিষয়েও আসক্তি ও দ্বেষ বর্জন করিয়া, ৫১

নির্জন স্থানে অবস্থান ও পরিমিত আহার করিয়া, বাক্য; শরীর ও মন সংযত করিয়া, নিত্য[১] ধ্যান[২] ও যোগ[৩] পরায়ণ হইয়া, ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, ৫২

---

১ 'নিত্যধ্যান' (নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ সর্বদা ধ্যান) কথাটি দ্বারা অন্য কর্তব্যের অভাব বুঝাইতেছে।

২ আত্মস্বরূপচিন্তা। ৩ আত্ম-বিষয়ে মনের একাগ্রীকরণ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মস্বরূপলাভে সমর্থ যতি) প্রসন্ন-আত্মা (লব্ধাত্মপ্রসাদ) ন শোচতি ([প্রাপ্তবস্তু নাশে] শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি ([অপ্রাপ্ত বস্তুর] আকাঙ্ক্ষা করেন না), সর্বেষু ভূতেষু (সকল ভূতের সুখদুঃখকে) সমঃ (নিজের সুখদুঃখের তুল্যদর্শী) [যতি] পরাম্ (পরম) মদ্ভক্তিং (আমাতে [জ্ঞানলক্ষণ] ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ॥ ৫৪

[যতি] ভক্ত্যা ([জ্ঞানলক্ষণ] ভক্তিদ্বারা) যাবান্ (যে যে উপাধি-কৃত ভেদবিশিষ্ট) চ (এবং) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) যঃ ([সর্বোপাধিশূন্য নির্বিশেষ] যে) অস্মি ([আমি] হই), [সেইরূপ] মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (জানেন)। মাং (আমাকে) ততঃ (অনন্তর) তত্ত্বতঃ

দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি, কামরাগাদিযুক্ত বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ[১] ত্যাগ করিয়া, দেহে ও জীবনে মমতাবর্জিত এবং চিত্তবিক্ষেপশূন্য যতি এই জীবনেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হন। ৫৩

এইক্রমে ব্রহ্মভূত ও অন্তরাত্মাতে আবির্ভূত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া যতি কোন বিষয়ে শোক করেন না এবং কিছুই আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্বভূতের সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখের ন্যায় দর্শন করেন। (গীঃ ৬।৩২ দ্রঃ) এইরূপ

১ ইন্দ্রিয় ও মনোগত দোষ ত্যাগ হইলেও শরীরধারণপ্রসঙ্গে অথবা ধর্মানুষ্ঠানের জন্য অন্যদ্বারা আনীত সকল বস্তু পরিত্যাগ।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬

(যথার্থরূপে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) তদনন্তরম্ (তৎক্ষণাৎ) [আমাতে] বিশতে (প্রবেশ করেন) ॥ ৫৫

সদা (সর্বদা) সর্বকর্মাণি (সকল কর্ম) কুর্বাণঃ অপি (করিয়াও) মদ্-ব্যপাশ্রয়ঃ (আমার বিশেষ শরণাগত ভক্ত) মৎ-প্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে, অনুগ্রহে) শাশ্বতম্ (সনাতন) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) পদম্ (স্থান) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫৬

জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি মদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ উত্তম ভক্তি লাভ করেন। (গীঃ ৭।১৬-১৭ দ্রঃ)। ৫৪—ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা

উক্ত জ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা যিনি আমাকে জানেন যে, আমি উপাধিকৃত ভেদবিশিষ্ট এবং স্বরূপতঃ নিরুপাধি, অদ্বিতীয় চৈতন্যমাত্র উত্তম পুরুষ। আমার এই তত্ত্ব অবগত হইয়া অব্যবহিত[১] পরেই তিনি আমাতে প্রবেশ[২] করেন। ৫৫ (গীঃ ১৩।৩ দ্রঃ)—ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা

[পূর্বে (১৮।৪৫-৪৬) বলা হইয়াছে যে, স্বকর্মদ্বারা ভগবানের অর্চনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। এখানে সেই ভগবদ্ভক্তিযোগের উপসংহার করা হইতেছে—]

সকল প্রকার "আমি, আমার" ভাব আমাতে অর্পণ করিলে সর্বদা সমস্ত কর্ম করিয়াও ভক্ত আমার অনুগ্রহে সনাতন অক্ষয়স্থান প্রাপ্ত হন। ৫৬

১ জ্ঞান ও প্রবেশক্রিয়ার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই।

২ এইখানে জ্ঞানক্রিয়া ও প্রবেশক্রিয়া একার্থ। "জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্"। গীঃ ৭।১৮ দ্রঃ

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

চেতসা (বিবেকবুদ্ধি দ্বারা) সর্বকর্মাণি ([ঐহিক ও পারত্রিক] সমস্ত কর্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ (বুদ্ধিযোগ) উপাশ্রিত্য (আশ্রয়, একাগ্র করিয়া) সততং (সর্বদা) মৎ-চিত্তঃ ([অনন্যশরণভাবে] মদ্গত-চিত্ত) ভব (হও) ॥ ৫৭

মৎ-চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত হইলে) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্বদুর্গাণি (দুস্তর সংসারহেতুসমূহ) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। অথ (এবং) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) অহঙ্কারাৎ ([পাণ্ডিত্যে] অভিমান বশতঃ) ন শ্রোষ্যসি (আমার কথা না শুন), [তুমি] বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনষ্ট, পুরুষার্থের অযোগ্য হইবে) ॥ ৫৮

বিবেকবুদ্ধিদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হও এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদ-শূন্যরূপ বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্বক আমাতে সর্বদা চিত্ত সমাহিত কর। ৫৭ (গীঃ ৯।২৭ ৯।৩৪ ; ২।৪৮ দ্রঃ)

আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে আমার অনুগ্রহে তুমি দুস্তর সংসার ও তাহার কারণসমূহ অতিক্রম করিবে। আর যদি তুমি পাণ্ডিত্যাভিমানবশতঃ আমার কথা না শুন, তাহা হইলে তুমি পুরুষার্থের অযোগ্য হইবে। ৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

অহঙ্কারম্ (অহংকার) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (এইরূপ) যৎ (যাহা) মন্যসে (মনে করিতেছ), তে (তোমার) এষঃ (এই) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা (ভ্রমমূলক, নিষ্ফল)। প্রকৃতিঃ (ক্ষাত্রস্বভাব) ত্বাং (তোমাকে) নিযোক্ষ্যতি (নিযুক্ত করিবে) ॥ ৫৯

কৌন্তেয় (হে অর্জুন), মোহাৎ (মোহহেতু, অবিবেকবশতঃ) যৎ (যাহা) কর্তুং (করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না), স্বভাব-জেন (স্বভাব-জাত) স্বেন (স্বকীয়, ক্ষত্রিয়োচিত) কর্মণা (কর্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ (আবদ্ধ হইয়া) অবশঃ (অনিচ্ছাসত্ত্বেও) তৎ অপি (তাহাও) করিষ্যসি (করিবে) ॥ ৬০

অর্জুন (হে পার্থ), ঈশ্বরঃ (অন্তর্যামী নারায়ণ) মায়য়া (মায়াদ্বারা) সর্বভূতানি ([দেহাভিমানী] সর্বজীবকে) যন্ত্র-আরূঢ়ানি [ইব] (যন্ত্রারূঢ়

অহংকারকে আশ্রয় করিয়া 'যুদ্ধ করিব না' এইরূপ যাহা মনে করিতেছ, তোমার এই নিশ্চয় ভ্রমমূলক। কারণ, তোমার ক্ষাত্র স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। ৫৯

হে কৌন্তেয়, অজ্ঞানবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে আবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহা করিবে। ৬০ (গীঃ ৩।৩৩ দ্রঃ)

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

পুত্তলিকার ন্যায়) ভ্রাময়ন্ (ভ্রামিত করিয়া, চালিত করিয়া) সর্বভূতানাং (সর্বজীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠান করেন)॥ ৬১

ভারত (হে অর্জুন), সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও)। তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার কৃপায়) পরাং (পরম) শান্তিং (শান্তি) শাশ্বতম্ (নিত্য) স্থানং (ধাম, পদ) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥ ৬২

ইতি (এই) গুহ্যাৎ (গুহ্য হইতে) গুহ্যতরং (গুহ্যতর) জ্ঞানম্ (গীতাশাস্ত্র) তে (তোমাকে) ময়া (আমার দ্বারা) আখ্যাতম্ (কথিত

হে অর্জুন, অন্তর্যামী[১] নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়াদ্বারা চালিত করিতেছেন। ৬১ (গীঃ ৭।১৪, ১৩।১৮ দ্রঃ)

হে ভারত, সংসারার্তিনাশের জন্য তুমি মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণাগত হও। তাঁহার কৃপায় তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত পদ লাভ করিবে। ৬২

---

১ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ইত্যাদি॥ —বৃহদারণ্যক উপ, ৩।৭।৩-২৩ অর্থাৎ যিনি পৃথিবীর অন্তরে বর্তমান, পৃথিবী-দেবতা যাঁহাকে জানেন না, পৃথিবীদেবতার শরীর যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীদেবতার অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে নিয়মিত করেন, ইনিই অমৃতস্বরূপ অন্তর্যামী তোমার ও সর্বপ্রাণীর আত্মা।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি* ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

হইল)। অশেষেণ (নিঃশেষরূপে) এতৎ (ইহা) বিমৃশ্য (বিবেচনা করিয়া) যথা (যাহা) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর), তথা (তাহা) কুরু (কর)॥ ৬৩

সর্ব-গুহ্যতমং (সকল রহস্যের শ্রেষ্ঠ) মে (আমার) পরমং (পরম) বচঃ (বাক্য) ভূয়ঃ (পুনরায়) শৃণু (শুন)। মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (হও)। ইতি ততঃ (সেই হেতু) তে (তোমার) হিতম্ (হিতকর, পুরুষার্থপ্রাপ্তির উপায়) বক্ষ্যামি (বলিব)॥ ৬৪

[তুমি] মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী (আমার পূজক) ভব (হও)। মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর), মাম্ এব (আমাতেই) এষ্যসি (আসিবে)। [আমি] তে (তোমার

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর আমি তোমার নিকট গুহ্য হইতে গুহ্যতর গীতা-শাস্ত্ররূপ জ্ঞান বলিলাম। তুমি ইহা নিঃশেষরূপে বিচার করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই অনুষ্ঠান কর। ৬৩

তুমি সর্বদা আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্য তোমার হিতকর, সর্বাপেক্ষা গুহ্য এবং সর্বহিতের হিততম আমার উৎকৃষ্ট বাক্য পূর্বে অনেকবার বলা হইলেও পুনরায়[১] বলিতেছি। ইহার দ্বারা তোমার পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে। সুতরাং ইহা শ্রবণ কর। ৬৪

---

* দৃঢ়মতিঃ ইতি বা পাঠঃ।

১ গীঃ ৯।৩৪ দ্রঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

নিকট) সত্যং (সত্য) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিতেছি)। [তুমি] মে আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও) ॥ ৬৫

সর্বধর্মান্ (সকল প্রকার ধর্ম ও অধর্মের অনুষ্ঠান) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) একং (একমাত্র) মাম্ ([গর্ভ-জন্ম-জরা-মৃত্যুবর্জিত

তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এইরূপেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৬৫[১]

[কর্মযোগনিষ্ঠার পরমরহস্যের (ভগবৎশরণতার) উপদেশ উপসংহার করিয়া সন্ন্যাসের ফল সর্ববেদান্তবিহিত সম্যগ্‌দর্শন বলিতেছেন—]

সকল ধর্মাধর্মের[২] অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক গর্ভ, জন্ম, জরা

---

১ ভগবান্‌কে সত্যপ্রতিজ্ঞ জানিয়া ও ভগবদ্ভক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল যে মোক্ষ তাহা অবধারণ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়াই এই শ্লোকের মর্মার্থ।

২ (ক) সর্বধর্ম=বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম ও সামান্য ধর্ম প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম।—শ্রীমধুসূদন।

(খ) অধর্ম, যথা—নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ পাপকর্ম (অধর্ম) হইতে নিবৃত্ত, উপরত ও সমাহিত এবং প্রশান্তচিত্ত না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কেবল প্রজ্ঞানদ্বারাই আত্মা লাভ হয়। —কঠ উপ, ১।২।২৪

(গ) ধর্মাধর্ম, যথা "নৈব ধর্মী ন চাধর্মী"।—মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব, ১৯।৭, অর্থাৎ ধর্মাধর্মে অভিমানী ব্যক্তির এই জ্ঞান লাভ হয় না।

ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

সর্বাত্মা পরমেশ্বর] আমাকে) শরণং ব্রজ (শরণাগত হও, আশ্রয় কর)। অহং (আমি) ত্বাং ([এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধি] তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সমস্ত ধর্মাধর্ম-বন্ধনরূপ পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব)। মা শুচঃ (শোক করিও না)। ৬৬

ইদম্ (ইহা, এই গীতাশাস্ত্র) অতপস্কায় (তপোরহিত ব্যক্তিকে) তে (তোমার) কদাচন (কখনও) ন বাচ্যম্ বলা উচিত নয়)। ন অভক্তায় ([তপস্বী হইলেও] গুরুদেবতা-ভক্তিরহিত ব্যক্তিকেও না)। ন চ অশুশ্রূষবে ([ভক্ত ও তপস্বী হইলেও] শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও না)। যঃ (যে) মাং ([ভগবান্ বাসুদেব] আমাকে) [প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া] অভ্যসূয়তি (অসূয়া করে, [আমার ঈশ্বরত্বের] দ্বেষ করে) ন চ (তাহাকেও না) ॥ ৬৭

ও মৃত্যুবর্জিত পরমেশ্বর একমাত্র আমার শরণাগত হও[১] ; অর্থাৎ আমা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়া আমাকে সদা স্মরণ কর। এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিযুক্ত ও স্মরণশীল তোমাকে আমি স্বাত্মভাব প্রকটিত করিয়া সকল ধর্মাধর্ম-বন্ধনরূপ পাপ হইতে মুক্ত করিব। অতএব শোক করিও না। ৬৬ (গীঃ ১০।১১ এবং ৭।১৪ দ্রঃ)

[শাস্ত্র-সম্প্রদায়বিধি বলিতেছেন—]

সংসার-নিবৃত্তির জন্য তোমাকে উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র তপস্যাহীন ব্যক্তিকে বলিবে না। তপস্বী হইলেও গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিরহিত ব্যক্তিকে কখনও ইহা বলিবে না এবং ভক্ত ও তপস্বী হইলেও শ্রবণেচ্ছু না হইলে ইহা কাহাকেও বলিবে না, এবং বাসুদেব ভগবান্ আমাকে প্রাকৃত মানুষ

---

১ মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্

য ইদং* পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯

যঃ (যিনি) ইদং (এই, যথোক্ত) পরমং (অতি) গুহ্যং (গুহ্য, গোপ্য [গীতাশাস্ত্র]) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণকে) অভিধাস্যতি (পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন), [সঃ=তিনি] ময়ি (আমাতে) পরাং (পরা) ভক্তিং (ভক্তি) কৃত্বা (করিয়া) মাম্ (আমাতেই) এষ্যতি এব (আসিবেনই) অসংশয়ঃ (সংশয় নাই)॥ ৬৮

মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) তস্মাৎ চ (সেই ব্যক্তি [গীতাব্যাখ্যাতা] অপেক্ষা) ভুবি (পৃথিবীতে) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অধিক প্রিয়কারী) ন (নাই)। তস্মাৎ (তাহা হইতে)

মনে করিয়া আত্মপ্রশংসাদিদোষ আমাতে অধ্যারোপপূর্বক অজ্ঞানবশতঃ যিনি আমার ঈশ্বরত্বে[১] অবিশ্বাসী, তাঁহাকেও উহা বলিবে না। কেবলমাত্র ভগবানে অসূয়াশূন্য, তপস্বী, ভক্ত ও শুশ্রূষু ব্যক্তিকেই এই গীতাশাস্ত্র বলিবে। ৬৭

এই গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যাদ্বারা আমি ভগবানের শুশ্রূষা করিতেছি—এই জ্ঞানে যিনি এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তের[২] নিকট পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন তিনি পরা ভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেনই, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৬৮

* ইমম্ ইতি বা পাঠঃ।　১ অবতারত্বে

২ কেবল ভক্তি-গুণ থাকিলেই গীতাশাস্ত্রশ্রবণের পাত্র হইতে পারেন।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্মং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ৭১

অন্যঃ (অন্য কেহ) মে (আমার) প্রিয়তরঃ চ (প্রিয়তর) ন ভবিতা (হইবে না) ॥ ৬৯

যঃ চ (এবং যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং (এই) ধর্ম্মং (ধর্ম্মজনক) সংবাদম্ (কথোপকথন, গ্রন্থ) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন), তেন (তাঁহা কর্ত্তৃক) অহম্ (আমি) জ্ঞান-যজ্ঞেন (জ্ঞান-যজ্ঞদ্বারা) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হই) ইতি (এইরূপ) মে (আমার) মতিঃ (নিশ্চয়) ॥ ৭০

শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধালু, বিশ্বাসযুক্ত) ন-অসূয়ঃ চ (ও অসূয়াশূন্য) যঃ (যে) নরঃ (ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি ([অর্থবোধ না হইলেও] কেবলমাত্র শ্রবণ করেন), সঃ অপি (তিনিও) মুক্তঃ (পাপমুক্ত হইয়া) পুণ্য কর্ম্মণাম্ ([অগ্নিহোত্রাদি] পুণ্যকর্ম্মকারিগণের) শুভান্ (শুভ, প্রশস্ত) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন) ॥ ৭১

মনুষ্যগণের মধ্যে গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় এ জগতে কেহ নাই এবং আর কেহ হইবেও না। ৬৯

এবং যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্মজনক সংবাদ-রূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহার সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হইব, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৭০

যিনি শ্রদ্ধালু ও অসূয়াশূন্য হইয়া অর্থবোধ না হইলেও এই গীতা শ্রবণ[১] করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য পুণ্য লোক লাভ করেন। ৭১

১ যিনি শুনিয়া অর্থবোধ করিবেন, তাঁহার ত কথাই নাই।

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

পার্থ (হে অর্জুন), ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) একাগ্রেণ (একাগ্র) চেতসা (চিত্তে) এতৎ (ইহা, এই গীতাশাস্ত্র) কচ্চিৎ (কি) শ্রুতং (শ্রুত হইল)? ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) তে (তোমার) অজ্ঞান-সম্মোহঃ (অজ্ঞান-জনিত অবিবেক) কচ্চিৎ (কি) প্রনষ্টঃ (প্রনষ্ট হইল) ॥ ৭২

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—অচ্যুত (হে কৃষ্ণ), ত্বৎ-প্রসাদাৎ (আপনার কৃপায়) মোহঃ (অজ্ঞান) নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে)। ময়া (মৎকর্তৃক) স্মৃতিঃ (আত্মতত্ত্ববিষয়িণী স্মৃতি) লব্ধা (লব্ধ হইয়াছে)। গত-সন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত) অস্মি (আছি)। তব (আপনার) বচনং (উপদেশ) করিষ্যে (পালন করিব) ॥ ৭৩

[শিষ্যের শাস্ত্রার্থগ্রহণ হইয়াছে কিনা জানিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীভগবান্ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, না বুঝিয়া থাকিলে পুনর্বার বুঝাইবেন। পুনঃ পুনঃ যত্ন করিয়াও শিষ্যকে কৃতার্থ করা উচিত, এই আচার্যধর্ম এখানে প্রদর্শিত হইতেছে—]

হে পার্থ, তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতাশাস্ত্র শুনিয়াছ? হে ধনঞ্জয়, শাস্ত্রশ্রবণ ও শাস্ত্রোপদেশের উদ্দেশ্য অজ্ঞানজনিত মোহের বিনাশ; তাহা কি তোমার সফল হইয়াছে? ৭২

[ভগবদনুগ্রহজনিত স্বকীয় কৃতার্থতাজ্ঞাপনার্থ] অর্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত, আপনার কৃপায় আমার অজ্ঞানজাত

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥ ৭৪
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্* গুহ্যমহং† পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন)—অহম্ (আমি) ইতি (এইরূপে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা, ভগবান্) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অর্জুনের) ইমম্ (এই) রোম-হর্ষণম্ (রোমাঞ্চকর) অদ্ভুতং (অদ্ভুত, বিস্ময়কর) সংবাদম্ (কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিলাম)॥ ৭৪

অহং (আমি) ব্যাস-প্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের প্রসাদে [দিব্যচক্ষু-

মোহ ও অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে এবং পরমাত্মবিষয়ক ধ্রুবা স্মৃতি[১] লাভ হইয়াছে। আমি নিঃসংশয় হইয়া অবস্থিত, এখন আপনার উপদেশ পালন করিব ; আমার কিছুই কর্তব্য নাই[২]। ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন—এইরূপে আমি ভগবান্ বাসুদেব ও অর্জুনের এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করিলাম। ৭৪

---

* ইমম্ ইতি বা পাঠঃ † গুহ্যতমম্ ইতি বা পাঠঃ।

১ অজ্ঞানমোহনাশ ও আত্মস্মৃতিলাভ—ইহাই সর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানের ফল।
আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।—ছান্দোগ্য উপঃ, ৭।২৬।২

অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইতে ধ্রুবা স্মৃতি উদিত হয় এবং ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হইলে হৃদয়ের সর্বগ্রন্থি ছিন্ন হয়।

২ এইখানে গীতাশাস্ত্র শেষ হইল। অবশিষ্টাংশদ্বারা মহাভারতের প্রধান-আখ্যায়িকার সহিত গীতার সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইতেছে।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

লাভের দ্বারা]) এতদ্ (এই) পরম্ (অতীব) গুহ্যম্ (গোপ্য) যোগং (যোগতত্ত্ব) কথয়তঃ (বক্তা) স্বয়ম্ (সাক্ষাৎ) যোগেশ্বরাৎ (যোগেশ্বর) কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণের মুখ হইতে) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে) শ্রুতবান্ (শুনিয়াছি) ॥ ৭৫

রাজন্ (হে রাজা [ধৃতরাষ্ট্র]), কেশব-অর্জুনয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের) ইমম্ (এই) পুণ্যম্ (পুণ্য) অদ্ভুতম্ (বিস্ময়কর) সংবাদম্ (কথোপকথন) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মুহুঃ-মুহুঃ (প্রতিক্ষণ) হৃষ্যামি (হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৬

রাজন্ (হে মহারাজ), হরেঃ (হরির, শ্রীকৃষ্ণের) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং (অতি অদ্ভুত) রূপম্ ([একাদশ অধ্যায়োক্ত] বিশ্বরূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (মহা) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) [হইতেছে] পুনঃ পুনঃ চ (এবং পুনঃ পুনঃ) হৃষ্যামি (হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৭

আমি ব্যাসপ্রসাদে লব্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা এই পরম গুহ্য যোগ[১] যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে সাক্ষাৎ[২] শ্রবণ করিয়াছি। ৭৫

হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণার্জুনের এই অদ্ভুত পুণ্য কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত ও আনন্দিত হইতেছি। ৭৬

হে মহারাজ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ[৩] বারবার স্মরণ করিয়া আমার মহাবিস্ময় হইতেছে এবং আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি। ৭৭

---

১ গীঃ ৫।৬ টীকা দ্রঃ। ২ পরম্পরারূপে নহে। ৩ ১১শ অধ্যায়োক্ত।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো
নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা।

ওঁ তৎ সৎ

যত্র (যে পক্ষে) যোগ-ঈশ্বরঃ (যোগের স্রষ্টা) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ), যত্র (যে পক্ষে) ধনুর্ধরঃ (গাণ্ডীবধারী) পার্থঃ (অর্জুন) তত্র (সেই [পাণ্ডব] পক্ষে) শ্রীঃ (রাজ্যলক্ষ্মী), বিজয়ঃ (জয়প্রাপ্তি), ভূতিঃ (অভ্যুদয়), ধ্রুবা (অব্যভিচারিণী) নীতিঃ (নীতি) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (নিশ্চয়) ॥ ৭৮

যে পক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেই পাণ্ডবপক্ষে রাজ্যশ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজ করে, ইহা আমার নিশ্চিত অভিমত। ৭৮

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষযোগনামক
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তশতশ্লোকময়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ধরোবাচ

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুজ্যমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ

প্রারব্ধং ভুজ্যমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্মণা নোপলিপ্যতে॥ ২
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ॥ ৩

ধরা দেবী কহিলেন—হে ভগবান্ বিষ্ণু, হে পরমেশ্বর, হে প্রভু, প্রারব্ধ কর্মের ভোগকারী মনুষ্যগণের কিরূপে অব্যভিচারিণী (অচলা) ভক্তি লাভ হয়? ১

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—প্রারব্ধের ভোগকারী সদা গীতা-পাঠে নিযুক্ত হইলে ইহ লোকে মুক্ত ও সুখী হন এবং তিনি কর্মে কখনও লিপ্ত হন না। ২

জল যেমন পদ্মপত্রকে সিক্ত (আর্দ্র) করিতে পারে না, তদ্রূপ যিনি গীতার ধ্যান করেন, তাঁহাকে মহাপাপ ও অতিপাপসমূহ কখনও স্পর্শ করে না। ৩

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।
তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ ॥ ৪
সর্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে।
গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ ॥
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৫
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি ॥ ৬
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্ ॥ ৭

যেখানে গীতাগ্রন্থ থাকে এবং যেখানে গীতাপাঠ হয়, তথায় প্রয়াগাদি সর্বতীর্থ বিরাজ করেন। ৪

যেখানে গীতাপাঠ প্রবর্তিত হয় সেখানে সকল দেবতা, ঋষি, যোগী ও বাসুকি প্রমুখ সর্প এবং নারদ, উদ্ধব ও পার্ষদগণ সহিত গোপালগণ ও গোপিকাগণ শীঘ্র সহায় হন। ৫

হে পৃথ্বি, যেখানে গীতার বিচার, পঠন, পাঠন ও শ্রবণ হয়, তথায় আমি সর্বদা নিশ্চয়ই নিবাস করি। ৬

আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি এবং গীতা আমার উত্তম গৃহ। গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমি ত্রিলোক পালন করি। ৭

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সাঽনির্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৮
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯
যোঽষ্টাদশ জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥ ১০
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১

গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরাবিদ্যা, অর্দ্ধমাত্রা, অক্ষরা, নিত্যা ও অনির্বাচ্যপদাত্মিকা, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৮

[চণ্ডী ১ম অঃ ৭৪ শ্লোক দ্রঃ]

চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক স্বীয়মুখে বেদত্রয়রূপা পরমানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুক্তা গীতা অর্জুনকে উক্ত হইয়াছে। ৯

যিনি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় নিত্য নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করেন, তিনি ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন এবং অনন্তর পরম পদ প্রাপ্ত হন। ১০

যিনি গীতার সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ, তিনি যদি উহার অর্ধাংশ পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি গোদানের পুণ্য লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১১

ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ॥ ১২
একাধ্যায়ন্তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥ ১৩
অধ্যায়মেকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে॥ ১৪
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদৰ্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ॥ ১৫

গীতার একতৃতীয়াংশপাঠে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয় এবং একষষ্ঠাংশপাঠে সোমযাগের ফল লাভ হয়। ১২

যিনি নিত্য ভক্তিযুক্ত হইয়া গীতার এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হন এবং শিবের সহচর হইয়া দীর্ঘ কাল তথায় বাস করেন। ১৩

হে বসুন্ধরে, যিনি নিত্য গীতার এক অধ্যায় বা অধ্যায়ের এক চতুর্থাংশ পাঠ করেন, তিনি এক মন্বন্তর মানবজন্ম[১] লাভ করেন। ১৪

যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক বা অর্ধ শ্লোক নিত্য পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোকে অযুতবর্ষ বাস

১ অপেক্ষা নীচ জন্ম প্রাপ্ত হন না।

চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্ ।
গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ।
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ১৭
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৮
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্মাণি ভূরিশঃ ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ১৯

করেন—ইহা নিশ্চিত। গীতাপাঠে নিরত ব্যক্তি মৃত্যুর পর মানবজন্ম লাভ করেন। ১৫-১৬

পুনঃ পুনঃ গীতাপাঠের দ্বারা পাঠক উত্তম গতি লাভ করেন। মৃত্যুকালে 'গীতা' শব্দ উচ্চারণ করিলেও মানুষের সদ্গতি লাভ হয়। ১৭

গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণে অনুরক্ত ব্যক্তি মহাপাপী হইলেও বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত আনন্দে বাস করেন। ১৮

বহু কর্ম করিয়াও যিনি নিত্য গীতার গূঢ়ার্থ ধ্যান করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে। দেহান্তে তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ১৯

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতাঃ পরং পদম্॥ ২০
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ॥ ২১
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
স তৎ ফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ২২

সূত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ॥ ২৩

ইতি শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

গীতা আশ্রয় করিয়া জনকাদি বহু রাজগণ ইহ লোকে পাপমুক্ত বলিয়া প্রথিত এবং পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২০

গীতাপাঠ করিয়া যিনি গীতামাহাত্ম্য না পড়েন, তাঁহার গীতাপাঠ বৃথা হয় ও শ্রমমাত্র ফল হয়—এইরূপ কথিত হইয়াছে। ২১

যিনি এই মাহাত্ম্যসংযুক্ত গীতা পাঠ করেন, তিনি সেই পাঠের ফলস্বরূপ দুর্লভ গতি প্রাপ্ত হন। ২২

সূত বলিলেন—এই সনাতন গীতামাহাত্ম্য আমার দ্বারা কথিত হইল। যিনি গীতাপাঠের পর এই গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফল লাভ করেন। ২৩

গীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অকারাদিক্রমে শ্লোক-সূচী

	অঃ	শ্লোঃ
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি	২	৩৪
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্	৮	৩
অক্ষরাণামকারোঽস্মি	১০	৩৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ	৮	২৪
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্	২	২৪
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা	৪	৬
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ	৪	৪০
অত্র শূরা মহেষ্বাসাঃ	১	৪
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্	৩	৩৬
অথ চিত্তং সমাধাতুম্	১২	৯
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যম্	২	৩৩
অথ চৈনং নিত্যজাতম্	২	২৬
অথবা বহুনৈতেন	১০	৪২
অথবা যোগিনামেব	৬	৪২
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা	১	২০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি	১২	১১
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি	১১	৪৫
অদেশকালে যদ্দানং	১৭	২২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্	১২	১৩
অধর্মং ধর্মমিতি যা	১৮	৩২
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ	১	
অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাঃ	১৫	
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ	৮	
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র	৮	২
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা	১৮	১৪
অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বং	১৩	১২
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং	১৮	৭০
অনন্তবিজয়ং রাজা	১	১৬
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্	১০	২৯
অনন্যচেতাঃ সততম্	৮	১৪
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্	৯	২২
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ	১২	১৬
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ	১৩	৩২
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্	১১	১৯
অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্	৬	১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ	১৮	১২
অনুদ্বেগকরং বাক্যম্	১৭	১৫
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্	১৮	২৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ	১৬	১৬
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্	১১	১৬
অনেকবক্ত্রনয়নম্	১১	১০
অন্তকালে চ মামেব	৮	৫
অন্তবত্তু ফলং তেষাম্	৭	২৩
অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ	২	১৮
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি	৩	১৪
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ	১	৯
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ	১৩	২৬
অপরং ভবতো জন্ম		
অপরে নিয়তাহারাঃ	৪	৩০
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং	৭	৫
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং	১	১০
অপানে জুহ্বতি প্রাণং	৪	২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারঃ	অঃ ৯	শ্লোঃ ৩০
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ	৪	৩৬
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ	১৪	১৩
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞঃ	১৭	১১
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ	১৬	১
অভিসন্ধায় তু ফলম্	১৭	১২
অভ্যাসযোগযুক্তেন	৮	৮
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি	১২	১০
অমানিত্বমদম্ভিত্বম্	১৩	৮
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য	১১	২৬
অমী হি ত্বা সুরসঙ্ঘাঃ	১১	২১
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ	৬	৩৭
অয়নেষু চ সর্বেষু	১	১১
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ	১৮	২৮
অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ	৯	১১
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্	২	৩৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি	২	১৭
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু	১৩	১৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি	২	২৮
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ	৮	১৮
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ	৮	২১
অব্যক্তোঽয়ম্ অচিন্ত্যোঽয়ম্	২	২৫
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং	৭	২৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং	১৭	৫
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং	২	১১
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ	৯	৩
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং	১৭	২৮
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং	১০	২৬
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র	১৮	৪৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ	অঃ ১৩	শ্লোঃ ১০
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬	৮
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ	১৬	১৪
অসংযতাত্মনা যোগঃ	৬	৩৬
অসংশয়ং মহাবাহো	৬	৩৫
অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে	১	৭
অহঙ্কারং…সংশ্রিতাঃ	১৬	১৮
অহঙ্কারং...পরিগ্রহম্	১৮	৫৩
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	৯	১৬
অহমাত্মা গুড়াকেশ	১০	২০
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা	১৫	১৪
অহং সর্বস্য প্রভবঃ	১০	৮
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং	৯	২৪
অহিংসা সত্যমক্রোধঃ	১৬	২
অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ	১০	৫
অহো বত মহৎ পাপং	১	৪৪
আখ্যাহি মে কঃ	১১	৩১
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি	১৬	১৫
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ	১৬	১৭
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র	৬	৩২
আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ	১০	২১
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠম্	২	৭০
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ	৮	১৬
আয়ুধানামহং বজ্রং	১০	২৮
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-	১৭	৮
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং	৬	৩
আবৃতং জ্ঞানমেতেন	৩	৩৯
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ	১৬	১২
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি	২	২৯

আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ	অঃ ১৬	শ্লোঃ ২০
আহারস্ত্বপি সর্বস্য	১৭	৭
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে	১০	১৩
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন	৭	২৭
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং	১৩	৭
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং	১৩	১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং	১৫	২০
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং	১৮	৬৩
ইত্যর্জুনং বাসুদেবঃ	১১	৫০
ইত্যহং বাসুদেবস্য	১৮	৭৪
ইদমদ্য ময়া লব্ধং	১৬	১৩
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৪	২
ইদন্তু তে গুহ্যতমং	৯	১
ইদন্তে নাতপস্কায়	১৮	৬৭
ইদং শরীরং কৌন্তেয়	১৩	২
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে	৩	৩৪
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং	২	৬৭
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ	৩	৪২
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ	৩	৪০
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং	১৩	৯
ইমং বিবস্বতে যোগং	৪	১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি	৩	১২
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং	১১	৭
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ	৫	১৯
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং	১৮	৬১
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং	১০	২৭
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি	১৫	১০
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ	১৫	১৭
উৎসন্নকুলধর্মাণাং	১	৪৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ	অঃ ৩	শ্লোঃ ২৪
উদারাঃ সর্ব এবৈতে	৭	১৮
উদাসীনবদাসীনঃ	১৪	২৩
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানাং	৬	৫
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ	১৩	২৩
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ	১৪	১৮
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্	১৫	১
ঋষিভির্বহুধা গীতম্	১৩	৫
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং	১১	৩৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি	৭	৬
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ	৬	৩৯
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি	১	৩৪
এতান্যপি তু কর্মাণি	১৮	৬
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য	১৬	৯
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ	১০	৭
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়	১৬	২২
এবমুক্তো হৃষীকেশঃ	১	২৪
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্	১১	৯
এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে	১	৪৬
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং	২	৯
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং	১১	৩
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম	৪	১৫
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং	৪	২
এবং প্রবর্তিতং চক্রং	৩	১৬
এবং বহুবিধা যজ্ঞা	৪	৩২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা	৩	৪৩
এবং সততযুক্তা যে	১২	১
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে	২	৩৯
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ	২	৭২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম	অঃ ৮	শ্লোঃ ১৩
ওঁ তৎসদিতি নির্দেশঃ	১৭	২৩
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ	১৮	৭২
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ	৬	৩৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-	১৭	৯
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ	১	৩৮
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে	২	৪
কথং বিদ্যামহং যোগিন্	১০	১৭
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি	২	৫১
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ	১৪	১৬
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্	৩	২০
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্	৪	১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ	৪	১৮
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে	২	৪৭
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি	৩	১৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য	৩	৬
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং	১৭	৬
কবিং পুরাণম্	৮	৯
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্	১১	৩৭
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং	৪	১২
কাম এষ ক্রোধ এষঃ	৩	৩৭
কামক্রোধবিযুক্তানাং	৫	২৬
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং	১৬	১০
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ	২	৪৩
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ	৭	২০
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং	১৮	২
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	৫	১১
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ	২	৭
কার্যকারণকর্তৃত্বে	১৩	২১
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম	অঃ ১৮	শ্লোঃ ৯
কালোঽস্মি লোকক্ষয়-	১১	৩২
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ	১	১৭
কিং কর্ম কিমকর্মেতি	৪	১৬
কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং	৮	১
কিং নো রাজ্যেন	১	৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ	৯	৩৩
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং	১১	৪৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ	১১	১৭
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং	২	২
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি	১	৩৯
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং	১৮	৪৪
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণান্	১৪	২১
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ	২	৬৩
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্	১২	৫
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ	২	৩
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা	৯	৩১
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবম্	১৩	৩৫
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং	১৩	৩
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য	৪	২৩
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী	৯	১৮
গামাবিশ্য চ ভূতানি	১৫	১৩
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্	১৪	২০
গুরূনহত্বা হি	২	৫
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ	৬	৩৪
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং	৭	১৬
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং	৪	১৩
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ	১৬	১১
চেতসা সর্বকর্মাণি	১৮	৫৭

শ্লোক	অঃ	শ্লোঃ
জন্ম কর্ম চ মে	৪	৯
জরামরণমোক্ষায়	৭	২৯
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ	২	২৭
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য	৬	৭
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে	৯	১৫
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা	৬	৮
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ	১৮	১৯
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং	১৮	১৮
জ্ঞানং তেঽহং	৭	২
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং	৫	১৬
জ্ঞেয়ং যত্তৎ	১৩	১৩
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী	৫	৩
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে	৩	১
জ্যোতিষামপি	১৩	১৮
ত ইমেঽবস্থিতাঃ	১	৩৩
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৭
ততঃ পদং তৎ	১৫	৪
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ	১	১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে	১	১৪
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টঃ	১১	১৪
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্	১৩	৪
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো	৩	২৮
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং	৬	৪৩
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ	১৪	৬
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্	১	২৬
তত্রৈকস্থং জগৎ	১১	১৩
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা	৬	১২
তত্রৈবং সতি কর্তারং	১৮	১৬
তদিত্যনভিসন্ধায়	১৭	২৫
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ	৫	১৭
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন	৪	৩৪
তপস্বিভ্যোঽধিকঃ	৬	৪৬
তপাম্যহমহং বর্ষং	৯	১৯
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি	১৪	৮
তমুবাচ হৃষীকেশঃ	২	১০
তমেব শরণং গচ্ছ	১৮	৬২
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে	১৬	২৪
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়	১১	৪৪
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ	৩	৪১
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশঃ	১১	৩৩
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু	৮	৭
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং	৪	৪২
তস্মাদসক্তঃ সততং	৩	১৯
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য	১৭	২৪
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো	২	৬৮
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুম্	১	৩৬
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং	১	১২
তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্	২	১
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ-	৬	২৩
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্	১৬	১৯
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়	১	২৭
তানি সর্বাণি সংযম্য	২	৬১
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী	১২	১৯
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্	১৬	৩
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং	৯	২১
তেষামহং সমুদ্ধর্তা	১২	৭
তেষামেবানুকম্পার্থং	১০	১১
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ	৭	১৭

তেষাং সততযুক্তানাং	অঃ ১০	শ্লোঃ ১০
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং	৪	২০
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে	১৮	৩
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ	৭	১৩
ত্রিবিধং নরকস্যেদং	১৬	২১
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭	২
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২	৪৫
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯	২০
ত্বমক্ষরং পরমং	১১	১৮
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ	১১	৩৮
দণ্ডো দময়তামস্মি	১০	৩৮
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ	১৬	৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে	১১	২৫
দাতব্যমিতি যদ্দানং	১৭	২০
দিবি সূর্যসহস্রস্য	১১	১২
দিব্যমাল্যাম্বরধরং	১১	১১
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম	১৮	৮
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ	২	৫৬
দূরেণ হ্যবরং কর্ম	২	৪৯
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্	১	২
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং	১১	৫১
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ	১	২৮
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-	১৭	১৪
দেবান্ ভাবয়তানেন	৩	১১
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে	২	১৩
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং	২	৩০
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং	৪	২৫
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়	১৬	৫
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী	৭	১৪
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং	অঃ ১	শ্লোঃ ৪২
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং	১১	২০
দ্যূতং ছলয়তামস্মি	১০	৩৬
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাঃ	৪	২৮
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ	১	১৮
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ	১১	৩৪
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে	১৫	১৬
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে	১৬	৬
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	১	১
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ	৩	৩৮
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ	৮	২৫
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে	১৮	৩৩
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ	১	৫
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি	১৩	২৫
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ	২	৬২
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি	৫	১৪
ন কর্মণামনারম্ভাৎ	৩	৪
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু	১৮	৬৯
ন চ মৎস্থানি ভূতানি	৯	৫
ন চ মাং তানি কর্মাণি	৯	৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং	১	৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি	১	৩১
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নঃ	২	৬
ন জায়তে ম্রিয়তে বা	২	২০
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা	১৮	৪০
ন তদ্ভাসয়তে সূর্যঃ	১৫	৬
ন তু মাং শক্যসে	১১	৮
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং	২	১২
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম	১৮	১০

শ্লোক	অঃ	শ্লোঃ
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য	অঃ৫	শ্লোঃ২০
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ	৩	২৬
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেক-	১১	২৪
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতঃ	১১	৪০
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি	৪	১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ	৭	১৫
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যম্	৩	২২
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ	১০	২
ন রূপমস্যেহ তথোপ-	১৫	৩
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ	১১	৪৮
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা	১৮	৭৩
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি	৩	৫
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং	৪	৩৮
ন হি দেহভৃতা শক্যং	১৮	১১
ন হি প্রপশ্যামি মম	২	৮
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি	৬	১৬
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং	৫	১৫
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাম্	১০	৪০
নান্যং গুণেভ্যঃ	১৪	১৯
নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ	২	১৬
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য	২	৬৬
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য	৭	২৫
নাহং বেদৈর্ন তপসা	১১	৫৩
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ	১৮	৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং	৩	৮
নিয়তং সঙ্গরহিতং	১৮	২৩
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা	৪	২১
নির্মানমোহা জিতসঙ্গ-	১৫	৫
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র	১৮	৪
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ	অঃ১	শ্লোঃ৩৫
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি	২	৪০
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্	৮	২৭
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি	২	২৩
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫	৮
নৈব তস্য কৃতেনার্থঃ	৩	১৮
পঞ্চৈতানি মহাবাহো	১৮	১৩
পত্রং পুষ্পং ফলং	৯	২৬
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যঃ	৮	২০
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম	১০	১২
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১
পরিত্রাণায় সাধূনাং	৪	৮
পবনঃ পবতামস্মি	১০	৩১
পশ্য মে পার্থ রূপাণি	১১	৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্	১১	৬
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব	১১	১৫
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্	১	৩
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশঃ	১	১৫
পার্থ নৈবেহ নামুত্র	৬	৪০
পিতাসি লোকস্য	১১	৪৩
পিতাহমস্য জগতঃ	৯	১৭
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ	৭	৯
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি	১৩	২২
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ	৮	২২
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং	১০	২৪
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব	৬	৪৪
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং	১৮	২১
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ	১৪	২২
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং	১৩	১

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব	অঃ ১৩	শ্লোঃ ২০
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	৯	৮
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ	৩	২৯
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	৩	২৭
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি	১৩	৩০
প্রজহাতি যদা কামান্	২	৫৫
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু	৬	৪৫
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন	৮	১০
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্	৫	৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনাঃ	১৬	৭
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ	১৮	৩০
প্রশান্তমনসং হ্যেনং	৬	২৭
প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	৬	১৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং	২	৬৫
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাম্	১০	৩০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং	৬	৪১
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য	৬	৬
বলং বলবতামস্মি	৭	১১
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং	১৩	১৬
বহূনাং জন্মনামন্তে	৭	১৯
বহূনি মে ব্যতীতানি	৪	৫
বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা	৫	২১
বীজং মাং সর্বভূতানাং	৭	১০
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ	২	৫০
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ	১০	৪
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব	১৮	২৯
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ	১৮	৫১
বৃহৎ সাম তথা সাম্নাম্	১০	৩৫
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্	১৪	২৭
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি	অঃ ৫	শ্লোঃ ১০
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮	৫৪
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ	৪	২৪
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং	১৮	৪১
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া	১১	৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি	১৮	৫৫
ভয়াদ্রণাদুপরতং	২	৩৫
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ	১	৮
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং	১১	২
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ	১	২৫
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং	৮	১৯
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ	৭	৪
ভূয় এব মহাবাহো	১০	১
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং	৫	২৯
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং	২	৪৪
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি	১৮	৫৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ	১০	৯
মৎকর্মকৃন্মৎপরমঃ	১১	৫৫
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ	৭	৭
মদনুগ্রহায় পরমং	১১	১
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং	১৭	১৬
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু	৭	৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ	৯	৩৪
মন্মনা ভব…প্রিয়োঽসি	১৮	৬৫
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং	১১	৪
মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম	১৪	৩
মমৈবাংশো জীবলোকে	১৫	৭
ময়া ততমিদং সর্বং	৯	৪
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ	৯	১০

মল্লা প্রসন্নেন তবা-	অঃ১১	শ্লোঃ৪৭
ময়ি চানন্যযোগেন	১৩	১১
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি	৩	৩০
ময্যাবেশ্য মনো যে	১২	২
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ	৭	১
ময্যেব মন আধৎস্ব	১২	৮
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে	১০	৬
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং	১০	২৫
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ	৯	১৩
মহাভূতান্যহঙ্কারঃ	১৩	৬
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ	১৪	২৬
মা তে ব্যথা মা চ	১১	৪৯
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়	২	১৪
মানাপমানয়োস্তুল্যঃ	১৪	২৫
মামুপেত্য পুনর্জন্ম	৮	১৫
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য	৯	৩২
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী	১৮	২৬
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ	১৭	১৯
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্	১০	৩৪
মোঘাশা মোঘ-	৯	১২
য ইদং পরমং গুহ্যং	১৮	৬৮
য এনং বেত্তি হন্তারং	২	১৯
য এবং বেত্তি পুরুষং	১৩	২৪
যচ্চাপি সর্বভূতানাং	১০	৩৯
যচ্চাবহাসার্থমসৎ	১১	৪২
যজন্তে সাত্ত্বিকাঃ	১৭	৪
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্	৪	৩৫
যজ্ঞদানতপঃকর্ম	১৮	৫
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ	৩	১৩
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ	অঃ৪	শ্লোঃ ৩১
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র	৩	৯
যজ্ঞে তপসি দানে চ	১৭	২৭
যততো হ্যপি কৌন্তেয়	২	৬০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং	১৫	১১
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্	১৮	৪৬
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ	৫	২৮
যতো যতো নিশ্চরতি	৬	২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি	৯	২৭
যত্তদগ্রে বিষমিব	১৮	৩৭
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম	১৮	২৪
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্	১৮	২২
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং	১৭	২১
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্	৮	২৩
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ	১৮	৭৮
যত্রোপরমতে চিত্তং	৬	২০
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে	৫	৭
যথাকাশস্থিতো নিত্যং	৯	৬
যথা দীপো নিবাতস্থঃ	৬	১৯
যথা নদীনাং বহবোঽম্বু-	১১	২৮
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩	৩৪
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং	১১	২৯
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ	১৩	৩৩
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ	৪	৩৭
যদক্ষরং বেদবিদঃ	৮	১১
যদগ্রে চানুবন্ধে চ	১৮	৩৯
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য	১৮	৫৯
যদা তে মোহকলিলং	২	৫২
যদাদিত্যগতং তেজঃ	১৫	১২

যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্	অঃ ১৩	শ্লোঃ ৩১
যদা যদা হি ধর্মস্য	৪	৭
যদা বিনিয়তং চিত্তং	৬	১৮
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু	১৪	১৪
যদা সংহরতে চায়ং	২	৫৮
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু	৬	৪
যদি মামপ্রতীকারং	১	৪৫
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং	৩	২৩
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং	২	৩২
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ	৪	২২
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ	৩	২১
যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বম্	১০	৪১
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি	১	৩৭
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ	১৮	৩১
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং	১৮	৩৫
যয়া তু ধর্মকামার্থান্	১৮	৩৪
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং	৮	৬
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং	৬	২২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ	৬	২
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে	২	১৫
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৬	২৩
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ	২	৫৭
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ	৩	১৭
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা	৩	৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং	১৫	১৮
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ	১২	১৫
যস্য নাহংকৃতো ভাবঃ	১৮	১৭
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ	৪	১৯
যাতযামং গতরসং	১৭	১০
যা নিশা সর্বভূতানাং	অঃ ২	শ্লোঃ ৬৯
যান্তি দেবব্রতা দেবান্	৯	২৫
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং	২	৪২
যাবৎ সঞ্জায়তে	১৩	২৭
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং	১	২২
যাবানর্থ উদপানে	২	৪৬
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা	৫	১২
যুক্তাহারবিহারস্য	৬	১৭
যুঞ্জন্নেবং...নিয়তমানসঃ	৬	১৫
যুঞ্জন্নেবং...বিগতকল্মষঃ	৬	২৮
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ	১	৬
যে চৈব সাত্ত্বিকাঃ	৭	১২
যে তু ধর্মামৃতমিদং	১২	২০
যে তু সর্বাণি কর্মাণি	১২	৬
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যং	১২	৩
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তঃ	৩	৩২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ	৯	২৩
যে মে মতমিদং	৩	৩১
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে	৪	১১
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৭	১
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং	৭	২৮
যে হি সংস্পর্শজাঃ	৫	২২
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা	৫	৭
যোগসংন্যস্তকর্মাণং	৪	৪১
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি	২	৪৮
যোগিনামপি সর্বেষাং	৬	৪৭
যোগী যুঞ্জীত সততং	৬	১০
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং	১	২৩
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি	১২	১৭

যোহন্তঃসুখোহন্তরা-	অঃ৫	শ্লোঃ২৪
যো মামজমনাদিঞ্চ	১০	৩
যো মামেবমসংমূঢ়ঃ	১৫	১৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র	৬	৩০
যো যো যাং যাং তনুং	৭	২১
যোহয়ং যোগস্ত্বয়া	৬	৩৩
রজসি প্রলয়ং গত্বা	১৪	১৫
রজস্তমশ্চাভিভূয়	১৪	১০
রজো রাগাত্মকং	১৪	৭
রসোহহমপ্সু কৌন্তেয়	৭	৮
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু	২	৬৪
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুঃ	১৮	২৭
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৬
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্	৯	২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি	১০	২৩
রুদ্রাদিত্যা বসবঃ	১১	২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্র-	১১	২৩
-লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং	৫	২৫
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ	১১	৩০
লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা	৩	৩
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ	১৪	১২
বক্তুমর্হস্যশেষেণ	১০	১৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণাঃ	১১	২৭
বায়ুর্যমোহগ্নির্বরুণঃ	১১	৩৯
বাসাংসি জীর্ণানি যথা	২	২২
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে	৫	১৮
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং	১৭	১৩
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী	১৮	৫২
বিষয়া বিনিবর্তন্তে	২	৫৯
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ	অঃ১৮	শ্লোঃ ৩৮
বিস্তরেণাত্মনো যোগং	১০	১৮
বিহায় কামান্ যঃ	২	৭১
বীতরাগভয়ক্রোধাঃ	৪	১০
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবো-	১০	৩৭
বেদানাং সামবেদো-	১০	২২
বেদাবিনাশিনং নিত্যং	২	২১
বেদাহং সমতীতানি	৭	২৬
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু	৮	২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে	১	২৯
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ	২	৪১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন	৩	২
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবান্	১৮	৭৫
শক্নোতীহৈব যঃ	৫	২৩
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ	৬	২৫
শমো দমস্তপঃ শৌচং	১৮	৪২
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ	১৮	১৫
শরীরং যদবাপ্নোতি	১৫	৮
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে	৮	২৬
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য	৬	১১
শুভাশুভফলৈরেবং	৯	২৮
শৌর্যং তেজো ধৃতি-	১৮	৪৩
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং	১৭	১৭
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ	১৮	৭১
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং	৪	৩৯
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে	২	৫৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ	৪	৩৩
শ্রেয়ান্…ভয়াবহঃ	৩	৩৫
শ্রেয়ান্…কিল্বিষম্	১৮	৪৭

	অঃ	শ্লোঃ
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যা-	১২	১২
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে	৪	২৬
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ	১৫	৯
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য	৪	৩
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসঃ	৩	২৫
সখেতি মত্বা প্রসভং	১১	৪১
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রা-	১	১৯
সঙ্করো নরকায়ৈব	১	৪১
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্	৬	২৪
সততং কীর্তয়ন্তো মাং	৯	১৪
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	৭	২২
সৎকারমানপূজার্থং	১৭	১৮
সত্ত্বং রজস্তম ইতি	১৪	৫
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি	১৪	৯
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং	১৪	১৭
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য	১৭	৩
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ	৩	৩৩
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ	১৭	২৬
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী	১২	১৪
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো	৫	৬
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো	১৮	১
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ	৫	১
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ	৫	২
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ	১৪	২৪
সমং কায়শিরোগ্রীবং	৬	১৩
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র	১৩	২৯
সমং সর্বেষু ভূতেষু	১৩	২৮
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২	১৮
সমোঽহং সর্বভূতেষু	৯	২৯
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ	১০	৩২
সর্বকর্মাণি মনসা	৫	১৩
সর্বকর্মাণ্যপি সদা	১৮	৫৬
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ	১৮	৬৪
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ	১৩	১৪
সর্বদ্বারাণি সংযম্য	৮	১২
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্	১৪	১১
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য	১৮	৬৬
সর্বভূতস্থমাত্মানং	৬	২৯
সর্বভূতস্থিতং যো মাং	৬	৩১
সর্বভূতানি কৌন্তেয়	৯	৭
সর্বভূতেষু যেনৈকং	১৮	২০
সর্বমেতদৃতং মন্যে	১০	১৪
সর্বযোনিষু কৌন্তেয়	১৪	৪
সর্বস্য চাহং হৃদি	১৫	১৫
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি	৪	২৭
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং	১৩	১৫
সহজং কর্ম কৌন্তেয়	১৮	৪৮
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ	৩	১০
সহস্রযুগপর্যন্তম্	৮	১৭
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং	১২	৪
সাধিভূতাধিদৈবং মাং	৭	৩০
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ	৫	৪
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা	১৮	৫০
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা	২	৩৮
সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ	৬	২১
সুখং ত্বিদানীং	১৮	৩৬
সুদুর্দর্শমিদং রূপং	১১	৫২
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন-	৬	৯

স্থানে হৃষীকেশ তব	অঃ ১১	শ্লোঃ ৩৬	স্বয়মেবাত্মনাত্মানং	অঃ ১০	শ্লোঃ ১৫
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা	২	৫৪	স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ	১৮	৪৫
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্	৫	২৭	হতো বা প্রাপ্স্যসি	২	৩৭
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য	২	৩১	হন্ত তে কথয়িষ্যামি	১০	১৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয়	১৮	৬০	হৃষীকেশং তদা বাক্যম্	১	২১

নির্ঘণ্ট

[দাঁড়ির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যাদ্বারা যথাক্রমে অধ্যায় ও শ্লোক সূচিত হইয়াছে।]

অক্ষর ৮।৩, ১১, ১৩, ২৩ ; ১১।৩৭ ; ১৫।১৬, ১৮ অক্ষরসমুদ্ভব ৩।১৫

অচল ২।২৪

অজ ৪।৬ ; ২।২০-২১

অধিযজ্ঞ ৮।২, ৪

অধ্যাত্ম ৮।১, ৩ অধ্যাত্মজ্ঞান ১৩।১২, অধ্যাত্মবিদ্যা ১০।৩২

অপুনরাবৃত্তি ৫।১৭

অব্যয় ২।১৭, ২১ ; ৪।১ ; ৭।১৩ অব্যয়াত্মা ৪।৬

অব্যক্ত ৭।২৪ ; ৮।১৮, ২০, ২৩ ; ২।২৮ অব্যক্ত মূর্তি ৯।৪

অভ্যাস ৬।৩৫ ; ১২।১০, অভ্যাস-যোগ ৮।৮ ; ১২।৯

অমৃতত্ব ২।১৫

অহঙ্কার ৩।২৩ ; ৭।৪ ; ১৩।৬

আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি ৩।১৭

আততায়ী ১।৩৫

ইক্ষ্বাকু ৪।১

উত্তরায়ণ ৮।২৪

ঋক্ ৯।১৭

ঋষি ১০।১৩ ; ১১।১৫ ; ১৩।৫ দেবর্ষি ১০।১৩, ২৬, রাজর্ষি ৯।৩৩ মহর্ষি ১০।২, ৬ ; ৪।১

কর্মফল ২।৪৭ ; ৪।১৪, ২০ ; ৫।১৪ ; ৬।১ কর্মফলত্যাগ ১২।১১

কপিল ১০।২৬

কল্মষক্ষয় ৯।৭

কুলধর্ম ১।৩৯, ৪২, ৪৩ জাতিধর্ম ১।৪২
কূটস্থ ৬।৮ ; ১২।৩ ; ১৫।১৬
কৃৎস্নকর্মকৃৎ ৪।১৮
গায়ত্রী ১০।৩৫
গুণাতীত ১৪।২৫
গ্রসিষ্ণু ১৩।১৭
চাতুর্বর্ণ্য ৪।১৩
জাহ্নবী ১০।৩১
জিতেন্দ্রিয় ৫।৭ ; ৬।৮
জীবলোক ১৫।৭ মর্ত্যলোক ৯।২১ মনুষ্যলোক ৪।১২ নরলোক ১১।২৮
জ্ঞান ১৪।১, ২ জ্ঞানাসি ৪।৪২ জ্ঞানাগ্নি ৪।৩৭ জ্ঞানচক্ষু ১৩।৩৫ ; ১৫।১০ জ্ঞানতপ ৪।১০ জ্ঞানদীপ ৪।২৭ ; ১০।১০ জ্ঞানযজ্ঞ ৯।১৫ জ্ঞানযোগ ৩।৩; ১৬।১ ; ১৮।৭০ জ্ঞানপ্লব ৪।৩৬ জ্ঞানসঙ্গ ১৪।৬
তত্ত্বদর্শী ২।১৬ ; ৪।৩৪ তত্ত্ববিৎ ৩।২৮ ; ৫।৮ তত্ত্বজ্ঞান ১৩।১২
দক্ষিণায়ন ৮।২৫
দ্বন্দ্বাতীত ৪।২২
দেহী ২।১২, ১৩, ৩০, ৪৯ শরীরী ২।১৮ দেহান্তরপ্রাপ্তি ২।১৩
দেবব্রত ৯।২৫
দৈবী প্রকৃতি ৯।১৩
দিব্যচক্ষু ১১।৮
ধর্মসংস্থাপন ৪।৮
ধর্মক্ষেত্র ১।১
ধৃতরাষ্ট্র ১১।২৬
নরক ১।৪১, ৪৩ ; ১৬।১৬, ২১
নির্বাণ ৬।১৫
নারদ ১০।১৩, ২৬
নৈষ্কর্ম্য ৩।৪, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১৮।৪৯
পরমাত্মা ৬।৭ ; ১৩।২৩, ৩২ ; ১৫।১৭
প্রজাপতি ৩।১০ ব্রহ্মা ১১।১৫
পিতৃব্রত ৯।২৫
পুনর্জন্ম ৪।৯ ; ১৮।১৫, ১৬
পুরুষোত্তম ৮।১ ; ১০।১৫ ; ১১।৩ ; ১৫।১৮, ১৯
প্রজ্ঞা ২।৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৮
প্রভবিষ্ণু ১৩।১৭
প্রহ্লাদ ১০।৩০
প্রকৃতি ৩।২৭, ২৯, ৩৩ ; ৭।৪, ৫ প্রকৃতিজ ৩।৫
প্রাণায়াম ৪।২৯
বর্ণসঙ্কর ১।৪০, ৪২
বাসব ১০।২২
বাসুদেব ৭।১৯ ; ১০।৩৭ ; ১১।৫০
বিভাবসু ৭।৯
বিবস্বান্ ৪।১, ৪
ব্যাস ১০।১৩ ; ১৮।৭৫
বিষ্ণু ১০।২১ ; ১১।২৪
বেদ ২।৪৫, ৪৬ ; ৭।৮ ; ৮।২৮ ; ১০।২২ ; ১১।৪৮, ৫৩ ; ১৫।১৫ ; ১৭।২৩ বেদবিৎ ৮।১১ ; ১৫।১, ১৫ বেদান্তকৃৎ ১৫।১৫

বুদ্ধিযোগ ২।৩৯, ৪৯ ; ১০।১০ ; ১৮।৫৭ বুদ্ধিযুক্ত ২।৫০, ৫১

ব্রহ্ম ৩।১৫ ; ৪।২৪, ৩১, ৩২ ; ৫।৬, ১০ ; ১০।১২ ; ১৩।১৩ ব্রহ্মভুবন ৮।১৬ ব্রহ্মোদ্ভব ৩।১৫ ব্রহ্মকর্ম ১৮।৪২ ব্রহ্মকর্মসমাধি ৪।২৪ ব্রহ্মাগ্নি ৪।২৫ ব্রহ্মবাদী ১৭।২৪ ব্রহ্মচর্য ৮।১১ ; ১৭।১৪ ব্রহ্মচারিব্রত ৬।১৪ ব্রহ্মসংস্পর্শ ৬।২৮ ব্রহ্মযোগ ৫।২১ ব্রহ্মবিৎ ৫।২০ ; ৮।২৪ ব্রহ্মনির্বাণ ২।৭২ ; ৫।২৪, ২৫, ২৬ ব্রহ্মভূত ৫।২৪ ; ৬।২৭ ; ১৮।৫৪ ব্রহ্মভূয় ১৪।২৬ ; ১৮।৫৩ ব্রহ্মসূত্র পদ ১৩।৫

ব্রাহ্মণ ৫।১৮ ; ৯।৩৩ ; ১৭।২৩

ব্রাহ্মীস্থিতি ২।৭২

ভরতর্ষভ ৩।৪১ ; ৭।১১, ১৬ ; ৮।২৩

মনু ১০।৬ ; ৪।১

মানুষী তনু ৯।১১

মোক্ষপরায়ণ ৫।২৮

মুমুক্ষু ৪।১৫

মায়া ৭।১৪, ১৫ যোগমায়া ৭।২৫ আত্মমায়া ৪।৬

যজ্ঞ ৩।১৪, ১৫ ; ৪।২৩, ২৫ ; ৮।২৮ যজ্ঞভাবিত ৩।১২, যজ্ঞশিষ্ট ৩।১৩ ; ৪।৩১ যজ্ঞবিৎ, যজ্ঞক্ষপিতকল্মষ ৪।৩০ যজ্ঞার্থ ৩।৯ জ্ঞানযজ্ঞ ৪।২৮, ৩৩ তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ ৪।২৮

যজু ৯।১৭

যোগক্ষেম ৯।২২ যোগবিৎ ১২।১ যোগভ্রষ্ট ৬।৪১ যোগযুক্ত ৬।২৯ ; ৮।২৭ যোগসংসিদ্ধ ৪।৩৮ যোগসংসিদ্ধি ৬।৩৭ যোগারূঢ় ৬।৩, ৪ কর্মযোগ ৩।৩ ; ৫।২ সাংখ্যযোগ ৫।৪

রাজবিদ্যা ৯।২

লোক ৩।২১, ২২ লোকসংগ্রহ ৩।২০, ২৫

লোকত্রয় ১১।৩৩ লোকক্ষয় ১১।৩২

বৈরাগ্য ৮।৫২ ; ৬।৩৫

শ্রদ্ধা ৭।২১, ২২ শ্রদ্ধাবান্ ৩।৩১ ; ৪।৩৯ ; ৬।৩৭ শ্রদ্ধাময় ১৭।৩

শান্তি ২।৬৬ ; ২।৭০, ৭১ শশ্বচ্ছান্তি ৯।৩১

শাশ্বত ১।৪২ ; ২।১০

শাশ্বতধর্ম ১৪।২৭, ১১।১৮

শাস্ত্র ১৬।২৪ শাস্ত্রবিধি ৬।২৩ ; ১৭।১

শ্রেয় ৩।২, ১১, ৩৫ ; ৪।৩৩ ; ৫।১

শূদ্র ৯।৩২

সঙ্কর ৩।২৪

সর্গ ৫।১৯ ; ৭।২৭ ভূতসর্গ ১৬।৬

সন্ন্যাস ১৮।১, ২, ৭, ৪৯ ; ৫।১, ২, ৬ ; ৬।২, সন্ন্যাসযোগ ৯।২৮ কর্মসন্ন্যাস ৫।২ সন্ন্যাসী

১৮।১২ ; ৫।৩ ; ৬।১ সংকল্প-সন্ন্যাসী ৬।৪
সত্ত্বসংশুদ্ধি ১৬।১
সনাতন ১।৩৯ ; ২।২৪ ; ৪।৩১ ; ৭।১০ ; ১১।১৮ ; ১৫।৭
সর্বভূতহিতে রত ১২।৫
সংসার ১৬।১৯ সংসারবন্ধ ৯।৩ সংসারসাগর ১২।৭
স্বর্গ ২।৩৭ স্বর্গদ্বার ২।৩০ স্বর্গপর ২।৪৩ স্বর্গলোক ৯।২১
স্বধর্ম ২।৩৩ ; ৩।৩৫ ; ১৮।৪৭
স্বভাব ৫।১৪ ; ৮।৩
সাম ১০।৩৫ ; ৯।১৭ সামবেদ ১০।২২
সাংখ্য ২।৩৯ ; ৫।৫
সাত্ত্বিক ১৮।৯, ২০, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৩, ৩৭ ; ৭।১২
স্বাধ্যায় ৪।২৮ ; ১৬।১ ; ১৭।১৫
স্থাণু ২।২৪
স্থিতধী ২।৫৬
হিমালয় ১০।২৫